দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আর্, এইচ্, শ্রীমানী এণ্ড সন্স্
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩৩৯

পিতৃদেব

৺মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

পবিত্র স্মৃতির

উদ্দেশে

দিক্‌শূল

১

রমাপদর পিতা শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদেশের কোনও মহকুমায় সামান্য বেতনের সরকারী চাকরী করিতেন। চাকরীর মিয়াদ পূর্ণ হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই ম্যালেরিয়ার অনুকম্পায় জীবনের মিয়াদ পূর্ণ হইবার উপক্রম করায় অগত্যা অসময়েই শ্যামাচরণ অবসর লইলেন এবং পরবর্ত্তী বৃহত্তর অবসর যাহাতে কিছুদিনের জন্য নিবর্ত্তিত হয় তজ্জন্য ম্যালেরিয়া-শাসিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। বিহার প্রদেশে ভাগলপুর সহরে শ্যামাচরণের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় থাকিতেন, তাঁহাকে চিঠিপত্র লিখিয়া শ্যামাচরণ তথায় একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইলেন এবং কালক্ষেপ না করিয়া বঙ্গদেশের সহিত প্রায় সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া সপরিবারে ভাগলপুরে উপস্থিত হইলেন।

সপরিবারে অর্থাৎ সহধর্ম্মিণী ব্রজবালা এবং পুত্র রমাপদর সহিত। একমাত্র কন্যা রাজবালার বিবাহ দিবার পর তাহার সহিত সম্পর্ক এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছিল। সুতরাং হিসাব মত তিনটি প্রাণী দিয়া গঠিত ক্ষুদ্র পরিবারের ব্যয় বহন করিয়াও শ্যামাচরণ তাঁহার স্বল্প আয় হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

এই সঞ্চিত অর্থের যৎকিঞ্চিৎ উপস্বত্বে এবং পেন্সনের সামান্য টাকায় শ্যামাচরণের সংসার অভাবের ঠিক উপকূল দিয়া একরকম সুখে-স্বচ্ছন্দেই চলিতে লাগিল। বঙ্গদেশ হইতে আনীত বিবিধ অস্থাবর সম্পত্তির সহিত উদরস্থ হইয়া যে প্লীহা এবং যকৃৎ আসিয়াছিল স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর গুণে তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল, এবং তৎস্থলে ক্রমবর্দ্ধমান ভোজ্য এবং পেয় প্রবিষ্ট হইয়া রুগ্ন দেহের মধ্যে নূতন রক্ত এবং মাংসের সঞ্চার আরম্ভ করিল। তখন শ্যামাচরণ বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সমস্ত কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া রমাপদকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন, এবং বাসা-বাটীর পরিবর্ত্তে সুবিধামত একটা বাস-গৃহ সংগ্রহ করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

সুযোগ আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাগলপুরের যে জল বায়ুর গুণে শ্যামাচরণের পেটে প্লীহা অপসৃত হইল, তাহারই দোষে শ্যামাচরণের আত্মীয়ের পেটে অপরিমিত বায়ু উৎপন্ন হইতে লাগিল; এবং তাহার প্রকোপ ক্রমশঃ এমন বাড়িয়া উঠিল যে বায়ু অপেক্ষা প্লীহা বাঞ্ছনীয় মনে-মনে সিদ্ধান্ত করিয়া আত্মীয় বঙ্গদেশে পলায়ন করিলেন, এবং যাইবার সময়ে তাঁহার বাসগৃহখানি শ্যামাচরণকে বিক্রয় করিয়া গেলেন। সে আজ প্রায় দশ বৎসরের কথা।

তাহার পর এক বৎসর হইল রমাপদর বিবাহ হইয়াছে এবং আর এক বৎসর পরে সে বি-এ পরীক্ষা দিবে এমন সময় শ্যামাচরণের মৃত্যু ঘটিল। বধূ সরমার সহিত প্রণয় এবং পরিচয় উভয়ই তখনো নূতন। সংসারের দৈনন্দিন সুখদুঃখ বোঝাপড়ার মাল-মশলায় উভয়ের জীবন তখনো ভাল করিয়া সংসক্ত হয় নাই, এমন সময়ে সহসা একদিন রমাপদর পিতা দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ প্রায় বিনা নোটিসে চিরদিনের জন্য ইহলোকের ইজারা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আর্থিক স্বচ্ছন্দতা শ্যামাচরণের কখনও না থাকিলেও এ পর্য্যন্ত রমাপদকে একদিনও অভাব-জনিত কোনও কষ্ট পাইতে হয় নাই। দুধের সরটুকু এবং মাছের ডিমটুকু হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারে যেখানকার যাহা কিছু সার পদার্থ সে না চাহিয়াই বরাবর পাইয়া আসিয়াছে। গ্রীষ্মকালের নদীর মত সংসারের শীর্ণ সুখ-ধারাটুকু তাহার উপর দিয়া বহিত; বিস্তৃত বালুচরের দাহ শ্যামাচরণ এবং ব্রজবালা সহ্য করিতেন, আর মনে মনে ভাবিতেন যে আজ যাহা বাষ্পাকারে অদৃশ্য হইয়া সংসারকে উত্তরোত্তর শীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, বর্ষাজলধারায় একদিন তাহা দশগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিবে। রমাপদ কিন্তু তেমন কিছুই ভাবিত না; সে মনে করিত সংসার আজ যেমন চলিতেছে কালও তেমনি চলিবে; অর্থাৎ চিরকালই চলিবে। জীবনের সচল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অচলতার কথা সে ভুলিয়া থাকিত; মনে করিত শ্যামাচরণের পেন্সনের টাকা চিরকালই তাহাদের আয়ত্তে থাকিবে, কারণ কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের পর পেন্সন আছে, কিন্তু একমাত্র মৃত্যু ভিন্ন পেন্সনের অপর কোনও মিয়াদ নাই। কিন্তু মৃত্যুর কথা মানুষে ঠিক তেমনি করিয়া ভুলিয়া থাকে যেমন করিয়া শশক নিজের দেহাংশ লুকাইয়া রাখিয়া নিজের বিপন্ন অবস্থা ভুলিয়া যায়।

তাই হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে ব্রজবালার আর্ত্ত-উৎকণ্ঠিত আহ্বানে সরমার বাহুবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাহিরে আসিয়া শ্যামাচরণের ব্যাধি-বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে ও আতঙ্কে রমাপদ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মৃত্যুর স্বরূপ এ পর্য্যন্ত তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু যে আঘাত এত অল্প সময়ের মধ্যে শ্যামাচরণের আকৃতিতে এরূপ ভয়াবহ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, তাহা যে কেবলমাত্র ব্যাধি নহে, এরূপ আশঙ্কা তাহার স্বভাব-দুর্ব্বল মনকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল। উৎকণ্ঠায় এবং ত্রাসে তাহার

মুখ দিয়া বাক্য নির্গত হইল না, নির্ব্বাক হইয়া সে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রমাপদকে দেখিয়া শ্যামাচরণের নেত্র-প্রান্ত দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কথা বলিতে গিয়া প্রথমে অবসন্ন ওষ্ঠাধর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পর চেষ্টা করিয়া অতি কষ্টে বলিলেন, "দেখছ কি বাবা? বোধ হয় চললাম!"

শুনিয়া রমাপদ শিহরিয়া উঠিল! এ কি কণ্ঠস্বর? এ যে অমানুষিক বিকৃত শব্দ! নৈরাশ্যে রমাপদর সমস্ত শরীর জমাট হইয়া আসিল! সে ধীরে ধীরে পিতার পদতলে বসিয়া পড়িল।

মনে-মনে নিজে ভাঙ্গিয়া পড়িলেও ব্রজবালা পুত্রকে সাহস দিয়া বলিলেন, "ভয় পেয়ো না বাবা, বিপদের সময়ে মনে সাহস রাখতে হয়। যত শীঘ্র পার একজন ডাক্তার নিয়ে এস।"

শিথিল দেহকে কোনও প্রকারে প্রবৃত্ত করিয়া রমাপদ উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর আনত হইয়া সে শ্যামাচরণকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে গেল, কিন্তু শ্যামাচরণের কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষুর অবসন্ন দৃষ্টি দেখিয়া সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, ডাক্তারের জন্য তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

পথে পদার্পণ করিয়া রমাপদ খানিকটা ছুটিয়া চলিল। চিন্তার চেয়ে একটা কষ্টদায়ক চিন্তাশূন্যতাই তখন তাহার মনকে অধিকার করিয়া পীড়ন করিতেছিল। সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে অপরিমিত জলরাশি সহসা উপস্থিত হইয়া যেমন সহজে প্রবেশ পায় না, তেমনি রমাপদর নিশ্চিন্ত মনের দ্বারে সহসা-উপনীত চিন্তারাশি তখনও ঠিক আশ্রয় পাইতেছিল না। সে যেন ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না কোথায় চলিয়াছে, কেন চলিয়াছে, অথচ ছুটিয়া চলিয়াছিল ডাক্তারের বাড়ীরই অভিমুখে। কখনও

মনে পড়িতেছিল পীড়িত পিতার বিহ্বল দৃষ্টি, কখনও মনে পড়িতেছিল ভয়ার্ত্ত জননীর উদ্‌ভ্রান্ত আনন, কখনও মনে পড়িতেছিল প্রিয়তমা পত্নীর মধুর মূর্ত্তি, কখনও বা মনে পড়িতেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন এবং পরীক্ষার কথা। আসন্ন ঝড়ের মসীলিপ্ত আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত এই সকল চিন্তা তাহার শঙ্কাচ্ছন্ন হৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতেছিল; অথচ এই বিভিন্ন প্রদেশে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার চিন্তার পরস্পরের মধ্যে যে কোথায় কিরূপে যোগ ছিল তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না; বুঝিতে চেষ্টাও করিতেছিল না।

মাথার উপর কালপুরুষ উজ্জ্বল প্রভায় চক্ চক্ করিতেছিল, মাঝে মাঝে মৃদু সমীর স্পর্শে গাছের পাতা সর্ সর্ করিয়া নড়িয়া উঠিতেছিল, অদূরে একটা শৃগাল মনুষ্যপদধ্বনি শুনিয়া শুষ্কপত্রের উপর দিয়া খস্ খস্ শব্দে ছুটিয়া পলাইল; রমাপদর গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল সুদূর পশ্চাৎ হইতে কে যেন তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া কিছু না দেখিয়া শুনিয়াই চীৎকার করিয়া সাড়া দিল "কে?" নির্জ্জন পথ এবং নিদ্রিত পল্লী তাহার বিকৃত কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া উঠিল। তাহার পর প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া পুনরায় সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

ডাক্তার রোহিণী বাবুর গৃহসম্মুখে সে যখন আসিয়া দাঁড়াইল তখন হাঁসপাতালের সম্মুখে ঘড়ীঘরের ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিতেছিল। রমাপদর মনে হইল একটা ঘরের ভিতরে মৃদু কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতেছে। সে নিকটে উপস্থিত হইয়া উচ্চস্বরে ডাকিল, "ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু বাড়ী আছেন?"

ঘরের ভিতর হইতে উত্তর আসিল, "না, তিনি বাড়ী নেই।"

রমাপদ চমকিয়া উঠিল। "বাড়ী নেই? কোথায় গেছেন?"

"কাহাল-গাঁ গেছেন , এখনি বারটার গাড়ীতে ফিরবেন।"

একটু চিন্তা করিয়া রমাপদ বলিল, "আমার কিন্তু বড় বেশী দরকার। যদি তিনি এ গাড়ীতে না ফেরেন ?"

উত্তর হইল, "নিশ্চয় ফিরবেন। তাঁকে আন্‌তে গাড়ী গেছে, দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বেন।"

"আচ্ছা তাহলে অপেক্ষাই করি।" বলিয়া রমাপদ গৃহসম্মুখে পদ-চারণ করিতে লাগিল।

দুই তিন মিনিট অপেক্ষা করার পর হঠাৎ তাহার মনে হইল ষ্টেশন হইতে আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বারটার গাড়ীতে ডাক্তার ফিরিলেন না। মনে হইবামাত্র হাঁসপাতালের ডাক্তারকে লইয়া যাইবার জন্য সে সমীপবর্ত্তী হাঁসপাতালের অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। কিন্তু ঘড়ী-ঘরের নিকট উপস্থিত হইয়া ট্রেণ ছাড়িবার শব্দ এবং বংশীধ্বনি শুনিতে পাইয়া তাহার মনে হইল যে রোহিণীবাবুর আসিবার সময় তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। সে অবস্থায় নূতন করিয়া অপর একজন ডাক্তারকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা রোহিণীবাবুর জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া সে শ্রান্তদেহে ঘড়ী-ঘরের সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল।

কিন্তু শ্রান্তি উদ্বেগকে দুই মিনিটও চাপিয়া রাখিতে পারিল না। রমাপদ উঠিয়া পড়িল এবং এক পা দুই পা করিয়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার গতি যে ক্রমশঃ দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছিল তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না ; অবশেষে দূরে ষ্টেশনের দিক হইতে একটা গাড়ী আসিতে যখন দেখা গেল তখন রমাপদ প্রায় ছুটিতে আরম্ভ করিল।

গাড়ী সমীপবর্ত্তী হইলে আরোহীকে চিনিতে পারিয়া সে দুই বাহু তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "রোকো! রোকো!"

গাড়ী দাঁড়াইলে মুখ বাহির করিয়া রোহিণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?"

"আজ্ঞে আমি রমাপদ। এখনি একবার আমাদের বাড়ী যেতে হবে !"

"কেন বল ত ?"

"বাবার বড্ড অসুখ !"

"কি অসুখ ?"

"বোধ হয়—কলেরা।"

"অবস্থা কেমন ?"

ভগ্নকণ্ঠে রমাপদ কহিল, "খুব খারাপ !"

সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও পরিশ্রান্তির পর শয্যা এবং নিদ্রার জন্য ডাক্তার লুব্ধ হৃদয়ে গৃহে ফিরিতেছিলেন, হঠাৎ এরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় মনটা এক মুহূর্ত্তের জন্য অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার দ্বারা দুর্ব্বলতাকে অপসৃত করিয়া বলিলেন,"আচ্ছা তুমি উঠে এস।"

রমাপদ তাড়াতাড়ি গাড়ীর ভিতর গিয়া বসিল।

রমাপদকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া যতটা জানিতে পারিলেন তাহাতে ডাক্তার বুঝিলেন রোগ কঠিন প্রকৃতির হইয়াছে। গৃহে না নামিয়া তিনি একেবারে ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায় স্যালাইন ইনজেক্‌সনের ব্যবস্থা লইয়া কম্পাউণ্ডারকে সত্বর অনুসরণ করিতে বলিয়া রোগীর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

রমাপদ গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া গৃহদ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিল, "বিশুয়া, বিশুয়া! মা, মা!"

উত্তরে গৃহমধ্যে বদ্ধ ক্রন্দনের শব্দ শুনা গেল এবং ক্ষণপরে ভৃত্য বিশুয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বাহু দিয়া তাহাকে একদিকে ঠেলিয়া দিয়া ডাক্তারকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া রমাপদ ঊর্দ্ধশ্বাসে ভিতরে

প্রবেশ করিল। ডাক্তার বিশুয়ার সাহায্যে রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

শ্যামাচরণ তখন শয্যায় চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া ছিলেন। পদদ্বয় প্রসারিত, বাহুদ্বয় বক্ষের উপর স্থাপিত, চক্ষু উর্দ্ধনেত্র এবং সর্ব্বশরীর, আপাদ-মস্তক, বেতসের মত কম্পিত হইতেছে। মুখে বাক্য নাই, চক্ষে

রোগ যে কোথায় উপস্থিত হইয়াছে তাহা রোগীকে পরীক্ষা না করিয়াই ডাক্তার বুঝিতে পারিলেন, এবং সকল চিকিৎসার বাহিরে যাহা গিয়াছে তাহার এখন কোন্ চিকিৎসা করিবেন তাহাই স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মুমূর্ষু স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া ব্রজবালা অশ্রু-মোচন করিতেছিলেন; সরমা একটা অগ্নিপাত্র হইতে সেক দিয়া দিয়া শ্যামাচরণের তুষার-শীতল হিমাঙ্গ উষ্ণ করিতে নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছিল এবং শিয়রে দাঁড়াইয়া রমাপদ বিশুষ্ক-বিহ্বল নেত্রে শ্যামাচরণের বিবর্ণ নীলাভ মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। এত করিয়া ডাক্তার আনিয়া এখন আর ডাক্তারের সহিত কোনও কথা কহিতে তাহার সাহস হইতেছিল না; ডাক্তারের নিশ্চেষ্ট নীরব ভাব তাহার মন হইতে সমস্ত আশা এবং উদ্যম বাহির করিয়া লইয়াছিল।

ব্রজবালা অশ্রু-সিক্ত নেত্রে ডাক্তারের প্রতি চাহিয়া সকাতরে বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, আপনি ত কিছুই করছেন না! তবে কি আর আশা নেই?"

কি উত্তর দিবেন ডাক্তার সহসা তাহা ভাবিয়া পাইলেন না, ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া মৃদু ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, "ভগবান ইচ্ছা করলে ত' সবই করতে পারেন মা! তাঁকে ডাকুন, তিনি মঙ্গল করবেন!"

"এখন তা হলে ভগবানের হাতে গিয়েছে? উঃ তবেই বুঝতে পেরেছি!" বলিয়া ব্রজবালা দুই বাহু দিয়া স্বামীর পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তদুপরি মুখ রাখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রমাপদ উন্মত্তের মত আসিয়া বিহ্বলা জননীকে দুই বাহুর মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।

শ্যামাচরণের শিথিল দক্ষিণ হস্ত কাঁপিতে কাঁপিতে ঈষৎ উত্থিত হইয়া পড়িয়া গেল, জ্ঞানতঃ দুঃখার্ত্ত স্ত্রীপুত্রের প্রতি সান্ত্বনার্থে, অথবা মৃত্যু যন্ত্রণায়, তাহা বুঝা গেল না। তাহার পর ক্ষণকালের মধ্যে দেখিতে দেখিতে সমস্ত নিস্পন্দ নীরব হইয়া গেল।

২

ক্রন্দনের শব্দে চমকিত হইয়া কয়েকজন প্রতিবেশী শ্যামাচরণের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আকস্মিক দুর্ঘটনার বিস্ময় এবং বিহ্বলতা হইতে মুক্ত হইয়া কেহ রমাপদকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কেহ সংসারের অসারতা এবং মানবজীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে তত্ত্বনির্ণয় করিতে লাগিলেন, কেহ বা গতাসুর নানাবিধ প্রকৃত এবং অপ্রকৃত গুণ-গরিমা বিবৃত করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সকল কিছুই রমাপদর অশান্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তে শোকের বেগ হ্রাস করিতে সক্ষম হইল না। সান্ত্বনার বাণী, সহানুভূতির বচন, তত্ত্ব-কথা সমস্তই বন্যার প্রথম প্রবাহে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া গেল। অথচ শোক তখনও সমস্ত দিক হইতে সঞ্চিত হইয়া নিজের যথার্থ আকৃতি এবং প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে পারে নাই; শুধু ঝটিকার অভিসূচনা স্বরূপ দমকা হাওয়ার ধূলিতে চতুর্দ্দিক আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। জানুদ্বয় এবং বাহুদ্বয়ের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া রমাপদ অবিশ্রাম অশ্রুপাত করিতেছিল, মুখ তুলিয়া পিতার শবদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না; মৃত্যুর বিভীষিকা, ইহকালের বিলোপ, পরলোকের চিন্তা তাহার বিমূঢ় চিত্তের মধ্যে একটা অননুভূতপূর্ব্ব বিহ্বলতা আনিয়াছিল। এতদিন যাহা পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় ছিল সহসা তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয়ে তাহার সমস্ত অনুভূতি এবং ধারণা বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া মৃত্যুর বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর ডাক্তার রোহিণীবাবু সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনকে দূরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "এখনকার কাজ শক্ত হয়ে করবার মত এ বাড়ীতে ত

কেউ নেই। অতএব আপনাদেরই সে কাজের ভার নিতে হবে। আর বৃথা সময় নষ্ট না ক'রে আপনারা সে বিষয়ে তৎপর হ'ন।"

ডাক্তারের কথায় সকলেই তৎপর হইয়া উঠিলেন, তথাপি বেশ বুঝা গেল যে ভিতরে একটা কোনও গোল রহিয়া গিয়াছে।

ডাক্তার তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কোনও বিষয়ে কিছু অসুবিধা বোধ কর্‌ছেন কি?"

একজন প্রতিবেশী বলিলেন "আজ্ঞে না, অসুবিধা এমন কিছু নয়, তবে রমা ছেলেমানুষ, শোকে অভিভূত, খরচের টাকাটা তার কাছে এ সময়ে কি ক'রে চাওয়া যায়, অথচ এ আবার এমন ব্যাপারে খরচ যে বাড়ী থেকে টাকা দিতে মেয়েরা সহজে রাজি হয় না।"

ডাক্তার মনে মনে মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আমার পক্ষে একটা সুবিধা এই আছে যে টাকাটা আমার নিজের কাছেই রয়েচে, মেয়েদের কাছে চাইবার দরকার হবে না।" বলিয়া কাহাল-গাঁ হইতে আনীত টাকা হইতে দুইখানি দশটাকার নোট একজনকে দিয়া বলিলেন, "এ বোধ হয় কম হবে না?"

"আজ্ঞে না, যথেষ্ট হবে। আমি কালই, রমা একটু প্রকৃতিস্থ হলে, এ টাকা আপনাকে দিয়ে আসব।"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, না, এ টাকার জন্যে রমাপদকে কিছু বলবেন না। তার যখন মনে হবে সে নিজেই দিয়ে আসবে। আমি বড়ই পরিশ্রান্ত, এখন চললাম। আপনারা কেউ গিয়ে দেবেশবাবুকে খরব দিন; তিনি খবর পেলে আর কিছু ভাবতে হবে না, একাই সব যোগাড় ক'রে নেবেন।"

এক ব্যক্তি উদ্বিগ্নমুখে কহিলেন, "আর কিছু নয়, একেবারে নিশীথ রাত্তির, এ সময়ে লোককে বিছানা থেকে ঠেলে তোলা কঠিন ব্যাপার।"

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আপনি নূতন এসেছেন, ভাগলপুরের সঙ্গে এখনও সব দিক দিয়ে পরিচয় হয় নি। এখানে মরবার আগে লোকে অনেক রকম কষ্ট পেতে পারে, কিন্তু মরবার পরে কোনো কষ্ট পায় না। একজন দলপতি আর একদল লোক এখানে আছেন যাঁরা দিন-রাত্তির, শীত-গ্রীষ্ম, আঁধার-আলো কিছুই মানেন না, একবার খবর পেলেই গামছা কাঁধে এসে হাজির হন, তা সে বসন্তর শবই হোক আর প্লেগের শবই হোক। এই দেখুন না, একটু পরেই তাঁদের দর্শন পাবেন। আচ্ছা, আমি তা হলে এখন চল্লাম।" বলিয়া রোহিণীবাবু প্রস্থান করিলেন।

সদলে দেবেশ যখন উপস্থিত হইলেন তখন রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। তাহার পর অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিল পতিহারা পত্নীর নিকট হইতে মৃতদেহ ছিনাইয়া পথে বাহির করিতে। পথ হইতে জননীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া রমাপদ উন্মত্তের মত গৃহাভিমুখে ছুটিল।

দেবেশ ক্ষিপ্রতার সহিত তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া মৃদু ভৎর্সনার স্বরে বলিলেন, "ছিঃ ওরকম ছেলেমানুষী করতে আছে? এখন তোমাকে এত বড় একটা কর্ত্তব্য করতে হবে, অমন অধীর হলে চলবে কেন?"

সকাতরে রমাপদ বলিল, "কিন্তু মাকে একটু শান্ত না ক'রে কি ক'রে যাই দেবেশ বাবু?"

"তোমাকে এমন উতলা দেখলে তিনি ত আরও অশান্ত হবেন।"

হতাশ বিমূঢ় ভাবে রমাপদ বলিল, "তবে কি করব বলুন?"

"চল; আমি যা বলব তাই কোরো।" বলিয়া দেবেশ রমাপদর হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন।

গৃহ হইতে কিয়ৎ দূরে গিয়া শ্মশান-যাত্রীরা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বল হরি—হরিবোল!" সেই উৎকট বিকৃত শব্দে রমাপদর সর্ব্ব শরীর

এমন কি অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল! উঃ! এ কি হরিধ্বনি? এ যেন যমরাজের নিষ্ঠুর তাড়নায় নিপীড়িত হইয়া পরিত্রাহি চীৎকার! প্রাণময় চৈতন্য জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবার সত্রাস আর্ত্তনাদ! রমাপদর বিচ্ছেদ-ব্যাকুল হৃদয়ের মধ্যে একটা অননুভূতপূর্ব্ব হাহাকার জাগিয়া উঠিল।

পূর্ব্বাকাশে অন্ধকার সবেমাত্র তরল হইয়া আসিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ-শাখার অন্তরালে সদ্যজাগ্রত নীড়ত্যাগেচ্ছু পক্ষিগণের হর্ষ-কাকলি মুখর হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম নভাঙ্গনে অস্তগমনোন্মুখ কালপুরুষ জ্যোৎস্না এবং উষার ক্ষীণ আলোকে নিষ্প্রভ কিন্তু সুমার্জ্জিত মণিরাজির মত চক্‌চক্‌ করিতেছে। শববাহকের দল ধীরে ধীরে টিলাকুঠির সম্মুখে উপস্থিত হইল।

স্তব্ধ স্তিমিত আলোকে প্রকাশমান টিলাকুঠির বিরাট আকৃতির দিকে রমাপদ একবার চাহিয়া দেখিল। উচ্চ স্তূপের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত এই সুবৃহৎ অট্টালিকা এবং জাহ্নবী-তটনিবদ্ধ তাহার বিচিত্র অবস্থান প্রথম দর্শন হইতে তাহার মনের মধ্যে একটা অনপনেয় প্রশংসাবৃত্তি জাগাইয়া রাখিয়াছিল। যতবার যতরূপে সে ইহাকে দেখিয়াছে ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছে। আজ কিন্তু রমাপদ দেখিল সে মোহিনী মায়া কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং নিবিড় নিরাকর্ষণের আবরণে মণ্ডিত হইয়া সমস্তটা একটা বিরাট অবস্তুর মত দেখাইতেছে। মনে হইল ইট-পাথর-মাটি দিয়া প্রস্তুত এই বিপুল স্থাবরতা ছায়ার মত অসার এবং আকাশের মত ফাঁকা।

বস্ত্রাবরণ ঈষৎ স্খলিত হইয়া শ্যামাচরণের বাম পদতল দেখা যাইতেছিল। তাহার উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র একটা বিচিত্র সন্ত্রাসে রমাপদর নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল! বিন্দুপরিমাণ ছিদ্রপথে নেত্র স্থাপন

করিয়া যেমন সমস্ত বহির্দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় মৃত পিতার এইটুকু বিবর্ণ-কঠিন দেহাংশের মধ্য দিয়া বাকি দেহটা কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইয়া রমাপদ কাঠ হইয়া গেল! ক্ষণপূর্ব্বে যাহা সবল প্রাণময় ছিল এখন তাহা নির্জ্জীব প্রাণহীন! কাল যিনি গৃহকর্ত্তা ছিলেন আজ গৃহ তাঁহাকে শবাধারে করিয়া শ্মশানে প্রেরণ করিয়াছে! সেখানে অগ্নি এবং কাষ্ঠ অপেক্ষা করিয়া আছে এতদিনকার বহুযত্নরক্ষিত দেহের চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিবার জন্য! রমাপদ হৃদয়ের মধ্যে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিল। মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি, বিনাশের মর্ম্মন্তুদ পরিশোচনা তাহাকে পুনরায় গভীর ভাবে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

৩

পিতার মুখাগ্নি সমাপন করিয়া রমাপদ যখন চিতার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া গঙ্গার ধারে গিয়া বসিল, তখন তাহার মন অনেকটা হাল্কা হইয়া গিয়াছে। গৃহ-পরিধির অভ্যন্তরে, লোকালয়ের মধ্যে যে শোক এবং সন্তাপ তাহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, শ্মশানের অনতিবর্ত্তনীয় ঔদাস্তের মধ্যে তাহা নিঃসত্ত্ব হইয়া আসিল। সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যাহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সীমাহীনতার মধ্যে আশ্রয় পাইয়া তাহা সহজ হইয়া গেল।

নদী-প্রবাহের পরপারে বিস্তৃত চরভূমি দিগন্ত-প্রসারিত, মাথার উপর অনন্ত আকাশ নিরুদ্বেগ বৈরাগ্যের মত স্তব্ধ শূন্যতায় চাহিয়া আছে, সূর্য্যকরজালের মধ্যে মৃদু সমীর-স্পর্শ শান্ত সহানুভূতির মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। সুখদুঃখহীন নিস্পৃহ চিত্তে রমাপদ সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল। পশ্চাতে সর্ব্বভক্ষ অগ্নি পিতার মৃত-দেহ নিঃশেষ করিতেছিল; তাহার শব্দ, উত্তাপ এবং গন্ধ রমাপদর শিথিল ইন্দ্রিয়-পথে একটা অক্রিয় চেতনা মাত্র জাগাইয়া রাখিয়াছিল,—শুধু একটা নিদ্রাচ্ছন্ন অনুভূতি যাহার মধ্যে উদ্দীপনার চিহ্ন মাত্র বর্ত্তমান ছিল না। উদাস অলস চিত্তে সে জীবন ও মৃত্যুর রহস্ত সম্ভোগ করিতে লাগিল। কুহেলিকা যেমন দৃষ্টিপথ হইতে পদার্থ-রাজিকে অদৃশ্য করিয়া দেয়, মৃত্যুর অনতিক্রমণীয়তা তেমনি তাহার মনের মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুকে বিলুপ্ত করিয়া দিল। শুধু তাহার পিতাই নহে, শুধু জীব-জন্তুই নহে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে মৃত্যুর বশীভূত, কোনো-একদিন মহাপ্রলয়ের মধ্যে যাহার বিনাশ ঘটিবে, এই চিন্তা তাহার

Uttarpara Jaikrishna Public Library

বৈরাগ্য-বিধুর মনের মধ্যে একটা নিরন্তর 'নাই নাই' ধ্বনি জাগাইয়া তুলিল। একমাত্র নিরবধি মহাকাল ভিন্ন এমন আর কিছুই সে খুঁজিয়া পাইল না যাহা এই অপরিসীম নশ্বরতার মধ্যে নিত্য এবং শাশ্বত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

চতুর্দ্দিক হইতে চিতার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, প্রয়োজনমত কাষ্ঠাদি সংযোগ করিয়া দিয়া দেবেশ রমাপদর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

"কি ভাবছ রমাপদ ?"

রমাপদ দেবেশের দিকে চাহিয়া দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বিশেষ কিছু না।" তাহার পর ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া বলিল, "আচ্ছা দেবেশবাবু, এমন ক'রে মানুষ পোড়াতে আপনার কষ্ট হয় না ?"

রমাপদর কথায় মৃদু হাস্য করিয়া দেবেশ বলিলেন, "কষ্ট ত' অনেক কাজেই হয়, কিন্তু না করেও ত' উপায় নেই। তা ছাড়া এ যা করছি একে ত' মানুষ পোড়ান ঠিক বলা যায় না ; কিন্তু তোমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসে যে-সব কাজ করাচ্ছি তা'তে ত বাস্তবিকই কষ্ট হবার কথা, কিন্তু তা'ও ত' করাতে হচ্ছে !"

আগ্রহ সহকারে রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "কষ্ট হবার কথা, কিন্তু কষ্ট আপনার সত্যি সত্যি হচ্ছে কি ? আমার ত' আর এ-সব কাজ করতে তেমন-কিছু কষ্ট হচ্ছে না দেবেশ বাবু ? অথচ বাড়ী থেকে বার হবার সময়ে—" অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে রমাপদ সহসা থামিয়া গেল।

দেবেশ বলিলেন, "বাড়ী থেকে বার হবার সময়ে তোমার মনের অবস্থা যা ছিল এখানে এসেও যদি তা'ই থাকত তা হলে কি এ-সব কাজ তুমি এমন ক'রে করতে পারতে ? এখানে এসে মনের এই যে

অবস্থা হয় যাতে দুঃখসুখ কিছুরই অনুভূতি থাকে না, তাকেই বলে শ্মশান-বৈরাগ্য। নিতান্ত দুর্ব্বল ভিন্ন এখানে এসে কেউ কান্না-কাটি করে না। এ হচ্ছে কি জান রমাপদ ?”

প্রশ্ন না করিয়া রমাপদ জিজ্ঞাসু নেত্রে দেবেশের দিকে চাহিয়া রহিল।

“এ হচ্ছে স্থান-মাহাত্ম্য। এ এখানকারই জিনিস: বাড়ী ফেরবার সময়ে এখানেই রেখে যেতে হবে।”

সে কথায় কেনো কথা না কহিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা দেবেশবাবু, মুখাগ্নি করাবার সময়ে আপনি যে আমাকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে বললেন, সে কি শুধু আমার জন্যে আপনার দুঃখ হচ্ছিল বলে ?”

রমাপদর কথা শুনিয়া দেবেশ মনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বেদনা বোধ করিলেন। হায়! এ কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্যে দুঃখ প্রকাশ করিবার অবসর কোথায়! একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, “না, ঠিক সে জন্যে নয় রমাপদ। শাস্ত্রের বিধি হচ্ছে বিমুখ হয়ে মুখাগ্নি করতে হবে। তাই তোমাকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে বলেছিলাম।”

রমাপদ আর কোনো কথা বলিল না—সম্মুখে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

ক্ষণকাল নীরবতার পর সে জিজ্ঞাসা করিল “আর কত দেরী আছে দেবেশবাবু ?”

চিতা প্রায় নিভিয়া আসিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া চিতার অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া দেবেশ বলিলেন, “আর বেশী দেরী নেই।”

পরপারে রাখাল বালকেরা গাভী ও মহিষের দল লইয়া চরাইয়া বেড়াইতেছিল। সুদূর হইতেও জলপথ অতিক্রম করিয়া পশুদলের

কণ্ঠনিবদ্ধ ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। অদূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে গ্রামবধূগণ পানীয় জল সংগ্রহের জন্য পাত্র-হস্তে নদীতীরে উপস্থিত হইয়াছিল; তাহাদের সহিত সমাগত বালক বালিকার দল বালু উড়াইয়া জল ছিটাইয়া খেলা করিতেছিল। নদীবক্ষে দুই-চারি-খানা মাল-বোঝাই বড় নৌকা পাল তুলিয়া ধীর মন্থর গতিতে ভাসিয়া চলিয়াছিল। তাহাদের পাশে পাশে ছোট জেলে-ডিঙিগুলা ধেনুর পার্শ্বে বৎসের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। অলস অনুৎসুক নেত্রে রমাপদ সূর্য্যকরে দীপ্যমান দৃশ্যরাজির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

যখন তাহার ডাক পড়িল তখন চিতা একেবারে নিভিয়া গিয়াছে। শূন্য বিশুষ্ক নেত্রে রমাপদ পিতার ভস্মাবশেষের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর, দেবেশের নির্দ্দেশমত, নদী হইতে ঘড়া ঘড়া জল তুলিয়া চিতা-ভস্ম ধৌত করিতে নিযুক্ত হইল।

ভস্ম অপসৃত হইয়া অভস্মীভূত ছোট ছোট হাড়ের টুকরা দেখা যাইতেছিল, রমাপদ জল ঢালিয়া ঢালিয়া সেগুলিকে জাহ্নবীজলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

দলের মধ্যে একব্যক্তি রমাপদকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "দেখো হে, পায়ে যেন হাড়ের টুকরো না ফুটে যায়। ভারী বিশ্রী জিনিস; সেপ্‌টিক হয়ে এমন কষ্ট দেয়।"

যতখানি সদুদ্দেশ্যেই বলা হউক না কেন, এই উপদেশে রমাপদ মনের মধ্যে একটা আঘাত পাইল। তাহার পিতার মৃত-দেহের হাড়ের টুকরা পায়ে ফুটিয়া সেপটিক্ না হয় এই সতর্কতার মধ্যে একটা গ্লানিকর নির্ম্মমতার অনুভব তাহার মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল।

রমাপদ কোনও কথা বলিল না, কিন্তু তাহার মুখের ভাবে মনের ব্যথা উপলব্ধি করিয়া দেবেশ বলিলেন, "কোনো ভয় নেই রমাপদ, তুমি যেমন

ক'রছ তেম্‌নি ক'রে যাও। এবার আমরাও তোমার সঙ্গে যোগ দিই।" বলিয়া দেবেশ সদলে চিতা ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনতিবিলম্বে দেখিতে দেখিতে চিতাস্থল পরিচ্ছন্ন হইয়া গেল।

তাহার পর সকলে স্নান করিয়া তর্পণ সারিয়া হরিধ্বনি দিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রমাপদ সকলের পশ্চাতে থাকিয়া অনুসরণ করিতেছিল। গঙ্গাযাত্রীর বাসগৃহের নিকট হইতে সে একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল গঙ্গাতীরবর্ত্তী সমস্ত দৃশ্য দীপ্ত সূর্য্যকরে পূর্ব্বের মতই ঝল্‌মল্ করিয়া হাসিতেছে, শুধু চিতাস্থলে প্রোথিত বংশখণ্ড মহাশূন্যের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া যেন বলিতেছে—সব শূন্য !

একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রমাপদ পুনরায় অগ্রসর হইল।

৪

শ্যামাচরণের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে যে কথা তেমন করিয়া ভাবিবার মত মনের অবস্থা এবং অবসর ছিল না, শ্রাদ্ধের পর সংসার যখন পুনরায় নিত্যকার স্বাভাবিক ধারায় পড়িল, তখন সে কথা মনে করিয়া ব্রজবালা এবং রমাপদর চিন্তার পরিসীমা রহিল না। মাসে মাসে পেন্সনের টাকা ত বন্ধ হইলই, তাহার উপর সঞ্চিত যাহা কিছু ছিল তাহারও আয়তন কতকটা কমিয়া গিয়াছে শ্রাদ্ধের ব্যয় বহন করিয়া। যে পঙ্গু সংসার এতদিন পেন্সনরূপ যষ্টির সাহায্যে কোনোরূপে চলিতেছিল, পেন্সনের অভাবে এখন তাহা কেমন করিয়া চলিবে তাহাই হইল দুর্ভেদ্য সমস্যা। উপস্বত্ব খাইয়া সংসারের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না; মূলধন খাইয়া অনাহারের পথে অগ্রসর হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে।

সমস্যাটা ব্রজবালা এবং রমাপদ উভয়কেই পীড়িত করিতেছিল, কিন্তু তাহার সমাধান কি প্রকারে হইতে পারে সে আলোচনা পরস্পরের মধ্যে একেবারে বন্ধ ছিল। বিয়োগ-ব্যথার সহিত অর্থ-সঙ্কটের দুশ্চিন্তা যোগ করিয়া অপরের দুঃখকে বর্দ্ধিত করিতে উভয়ের মধ্যে কাহারও প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তাহা ছাড়া, শোক যেখানে তখনও তাহার অসামান্যত্ব বিস্তার করিয়া বর্ত্তমান ছিল, সেখানে লঘু অর্থ-সমস্যার কথা তুলিয়া সেই অসামান্যত্বকে খণ্ডিত করিতে উভয়েরই মনের মধ্যে দ্বিধা বোধ হইতেছিল। কিন্তু শ্রাদ্ধের তিন চার দিন পরে রমাপদকে বাধ্য হইয়া কথাটা তুলিতে হইল।

স্থানীয় কোনো বে-সরকারী অফিসে একটি চাকরী খালি ছিল। মাসিক বেতন উপস্থিত ত্রিশ টাকা, কিন্তু কার্য্যে দক্ষতা দেখাইতে পারিলে

ছয়মাস পরে চাকরী পাকা হইবার সময়ে তাহা পঞ্চাশ টাকা হইবে। তাহার পর ক্রমশঃ উন্নতি, তাহা ত যথারীতি আছেই। উক্ত অফিসের অধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ বসুর সহিত শ্যামাচরণের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সন্ধ্যার সময়ে রমাপদ গৃহে ফিরিতেছিল, পথে নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নানা কথার পর অবশেষে রমাপদর আর্থিক অবস্থার কথা উঠিল। সহৃদয় পিতৃবন্ধুর নিকট রমাপদ কোনো কথা গোপন করিল না,—সে জানাইল তাহাদের আর্থিক অবস্থা উদ্বেগ-শূন্য নহে।

সমস্ত শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অন্ততঃ আর এক বছর পড়ে বি-এ পাশটা ক'রে ফেলতে পারলে খুবই ভাল হয; কিন্তু তাও যদি একান্তই সম্ভব না হয় তা হলে—"

নরেন্দ্র কথাটা রমাপদকে খুলিয়া বলিল। শুনিয়া রমাপদ মনের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করিল। অবস্থা তাহাদের যাহা হইয়াছে তাহা ত' সে সম্পূর্ণই জানিত; কিন্তু তাই বলিয়া ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরি করিবার প্রস্তাবও তাহার উপর হইতে পারে এমন দুরবস্থায় সে উপনীত হইয়াছে দেখিয়া দুঃখে ও লজ্জায় তাহার মুখ দিয়া সহসা কোনও বাক্য নির্গত হইল না। জজ নয়, ম্যাজিষ্ট্রেট্ নয়, ব্যারিষ্টার নয়, উকিল নয়, ডেপুটি নয়, মুন্সেফ নয়, অবশেষে কি না ত্রিশটাকা মাহিনার একজন সামান্য কেরাণী! এতদিন ধরিয়া যে সমুজ্জল জীবন-কল্পনা সে মনের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছিল কার্য্য-কালে তাহার এই শোচনীয় পরিণতির সম্ভাবনায় তাহার চক্ষে জল আসিল! নিজের কথা ভাবিয়া সে যত না দুঃখিত হইল, ততোধিক দুঃখিত হইল সরমার কথা মনে পড়ায়। সুন্দরী সরমা! রাজরাণী হইলে যাহাকে শোভা পায়, সে হইবে ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরাণীর স্ত্রী! কারুকার্য্য-খচিত স্বর্ণ পাত্রে যে পুষ্পের স্থান

হওয়া উচিত, ধূলি-কর্দ্দমের মলিনতার উপর তাহা অবলুণ্ঠিত হইবে! নৈরাশ্যের বেদনা এবং দীনতার গ্লানি রমাপদকে সহসা এমন বিকল করিয়া দিল যে নরেন্দ্রনাথের সহানুভূতি-সূচক প্রস্তাবের উত্তরে কোনো কথা তাহার মুখ দিয়া বহির্গত হইল না, সহজ ভদ্রতার সামান্য একটা কৃতজ্ঞতার বাক্য পর্য্যন্ত নহে।

নরেন্দ্রনাথ রমাপদর বিমূঢ়ভাবের হেতু উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, "এর জন্যে ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই রমাপদ, তুমি তোমার মার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তিন চার দিনের মধ্যে আমাকে জানিয়ো, তা হলেই হবে। সব দিক বিবেচনা ক'রে উপায়ন্তর যদি না দেখতে পাও তা হলেই চাকরী নেওয়া; নচেৎ নয়। পড়াটা কোনো রকমে চালাতে পারলেই সব চেয়ে ভাল হয়, তার সন্দেহ নেই।"

প্রথম আঘাত সামলাইয়া লইয়া এবার রমাপদর চক্ষু কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিনয়-নম্র স্বরে সে বলিল, "কালই আমি এ বিষয়ে মার মতামত আপনাকে জানাব; তারপর সব শুনে আপনি যা স্থির করবেন তাই হবে।"

নরেন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে।"

পথে যাইতে যাইতে রমাপদ এ বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। সে ছাত্র পড়াইয়া, গান শিখাইয়া অধ্যয়ন সমাপন করিবে; অথবা টাটার কারখানায় প্রবেশ করিয়া লোহা গলাইয়া হাতুড়ি পিটিয়া কাজ শিখিবে; অথবা দক্ষিণ ভাগলপুরে জমি লইয়া বিস্তৃতভাবে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবে; শস্য ক্রয়-বিক্রয় করিবে, পাটের দালালী শিখিবে, কাপড়ের দোকান খুলিবে—যাহা হ'ক এমনি একটা কিছু করিবে, কিন্তু কেরাণীগিরি কখনই করিবে না। অর্থোপার্জ্জনের যত প্রকার উপায় এবং কৌশল তাহার জানা ছিল, মধুচক্রে মৌমাছির মত সমস্ত একসঙ্গে

তাহার খেয়াল-চক্রের মধ্যে গুঞ্জন আরম্ভ করিল। তাহার পিতার সঞ্চিত যাহা কিছু সামান্য অর্থ ছিল তাহা মূলধনরূপে কখনো ঝেরিয়ার কয়লার খাদে অবতরণ করিয়া কয়লা ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল, কখনো হিমালয়ের নেপালী শালবনে আরোহণ করিয়া শালমূল ছেদন করিতে লাগিল, কখনো নদীবক্ষে ভাসিয়া চলিল, কখনো রেলপথে ছুটিতে লাগিল, ফল হইয়া গাছে গাছে ফলিল, শস্য হইয়া মরাই পরিপূর্ণ করিল, কাঠ চিরিল, লোহা গলাইল এবং অধ্যবসায়ের সহিত অদৃষ্ট যুক্ত হইয়া তাহার শীর্ণ অবয়ব ইন্দ্রজালের মত দেখিতে দেখিতে বিপুল হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে রমাপদ যখন তাহার গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সে কখনও কেলিফরণিয়ার উর্ব্বর-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, কখনও জাপানের কাচের কারখানায় কাচ ফুঁকিতেছে, কখনও বা মধ্য-আফ্রিকার অনাবিষ্কৃত প্রদেশে সোনার খনি আবিষ্কার করিয়া বেড়াইতেছে।

মানুষের মনের মধ্যে যে কল্প-লোক বিরাজ করে বাস্তব জগতের সঙ্গে তাহার কোনো সঙ্গতিই নাই। বাস্তব জগতে যে ব্যাপার এক রকম অসম্ভব, সেখানে তাহা অবলীলার সহিত ঘটিয়া থাকে।

৫

ব্রজবালা তাঁহার শয়ন-কক্ষের সম্মুখে বারাণ্ডায় বসিয়া নিঃশব্দে স্বামীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন; রমাপদ ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বসিল। যে সমস্যা তাহার মনের মধ্যে সহসা গভীর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল, যে রকমই হউক, তাহার একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

পুত্রের উৎসুক ভাব নিরীক্ষণ করিয়া ব্রজবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু বলবে আমাকে রমা?"

রমাপদ বলিল, "হ্যাঁ মা, একটা কথা বলবার আছে।"

আগ্রহ সহকারে ব্রজবালা বলিলেন, "কি বল?"

রমাপদ তখন নরেন্দ্রনাথের সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল ব্রজবালাকে জানাইল।

সমস্ত শুনিয়া ব্রজবালা বলিলেন, "নরেন বাবু এমন ক'রে আমাদের জন্যে ভাবছেন, ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন; কিন্তু চাকরী তোমার এখন করা হবে না বাবা। যে রকম করেই হ'ক পড়াটা তোমার শেষ করতে হবে। এতদিন এত কষ্টে লেখা পড়া ক'রে মাঝখানে ছেড়ে দিলে সবই যে নষ্ট হবে রমা!"

রমাপদ এইরূপ উত্তরই ব্রজবালার নিকট আশা করিয়াছিল। সে যখন দেখিল যে, তাহার মাতার দিক হইতে তাহার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আশঙ্কা করিবার মত কোনো কিছুই নাই, তখন কিন্তু সে নিজেই বিরুদ্ধ তর্ক উত্থাপিত করিল। বলিল, "সে কথা ত ঠিক মা; কিন্তু আমার পড়া শেষ করতে হলে এখনো ত' চার পাঁচ

বছরের কম লাগবে না। অত দিন কি তুমি সংসার চালাতে পারবে ?”

দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ব্যথিত স্বরে ব্রজবালা বলিলেন, “কত দিন চালাতে পারব, তা’ ত বলতে পারি নে বাবা ; ভগবান যতদিন চালাবেন তত দিন চালাব। যেদিন তিনি বন্ধ ক’রে দেবেন সেদিন বন্ধ হবে। কিন্তু তার আগে যতদিন চলে চলুক।”

পিতার জীবদ্দশায় রমাপদ সংসারের সংবাদ বড় বেশী কিছু রাখিত না ; কিন্তু শ্যামাচরণের শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের সম্পর্কে তাহাদের সংস্থানের প্রকৃত অবস্থা সে সম্পূর্ণরূপেই জানিতে পারিয়াছিল। নিজের সামান্য কিছু অলঙ্কার এবং সেভিংসব্যাঙ্কের কয়েক শত টাকার উপর নির্ভর করিয়াই যে ব্রজবালা তাহাকে পড়াইবার সাহস করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া রমাপদ বলিল, “কিন্তু তুমি যে কি রকম ক’রে চালাবে তা’ ত আমি বুঝ্‌তে পারছি মা। সে রকম চলাকে ত’ চলা বলা যায় না ; সে ত এক দিন বন্ধ হয়ে যাবেই।”

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থিতির পর ব্রজবালা বলিলেন, “সংসারের চিন্তা মন থেকে বার ক’রে দিয়ে তুমি যেমন লেখাপড়া করছিলে তেমনি কর রমা ; সংসার যেমন ক’রে চালাবার হয় সে আমি চালাব। তাঁর বড় সাধ ছিল যে লেখাপড়া শেষ ক’রে তুমি মানুষ হবে। তাঁর সে ইচ্ছা যা’তে পূর্ণ হয়, একমাত্র সেই চেষ্টা ছাড়া আমার জীবনে আর কি কর্ত্তব্য রইল বাবা ?”

ব্রজবালা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

জননীর চক্ষে অশ্রু দেখিয়া রমাপদ ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, “আচ্ছা মা, আর কোনো কথা নেই, তোমার যেমন ইচ্ছা তাই হবে। আমি কালই নরেন বাবুকে তোমার মত জানিয়ে আসব।”

মৃদু স্বরে ব্রজবালা বলিলেন, "শুধু মতই নয় রমাপদ, আমার ধন্যবাদও জানিয়ে এসো। তাঁকে বোলো তোমার চাকরী ক'রে দিলে আমাদের যত উপকার হ'ত—তার চেয়ে কম উপকার হয় নি তিনি আমাদের এমন একজন সহায় তা জান্‌তে পেরে—।"

জননীর সহৃদয়তাব্যঞ্জক বাক্যে উৎফুল্ল হইয়া রমাপদ বলিল, "বলব মা!" এবং পর দিনই নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্রজবালার অভিমত জানাইল। নরেন্দ্রনাথ ব্রজবালার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিলেন।

৬

ইহার পর সংসার যেমন পূর্ব্বে চলিতেছিল প্রায় তেমনি চলিতে লাগিল। রমাপদ নূতন উদ্যমে তাহার অধ্যয়নে রত হইল, সরমা ছোট-খাট গৃহকর্ম্ম করিয়া বেড়াইতে লাগিল ব্রজবালা রন্ধন এবং গৃহপরিচালনার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ মুখে মুখে হাসি ফিরিয়া আসিল, রমাপদ এবং সরমার মধ্যে শোক-বিনির্ম্মুক্ত প্রেম ক্লশ-করুণ নব মূর্ত্তিতে দেখা দিল, এবং সুপ্তোত্থিত উদ্দীপনায় সংসার পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিল।

বাহির হইতে মনে হইল গৃহ-যন্ত্র ঠিক চলিয়াছে; কিন্তু যন্ত্রের যে অংশে অত্যধিক চাপ পড়িয়াছিল, অন্তরালে অগোচরে তাহা পলে পলে ক্ষয় পাইতে লাগিল। শারীরিক পরিশ্রমে এবং মানসিক দুশ্চিন্তায় ব্রজবালার দুঃখদীর্ণ শরীর ভাঙ্গিয়া আসিল। যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা পরিশ্রমকে পরিপাক করে, তাহার অভাবে পরিশ্রম নিরালম্ব শরীরকে পরিপাক করিতে লাগিল। রৌদ্র-তপ্ত বালু-পথ মানুষে যেমন করিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া অতিক্রম করে, ব্রজবালা ঠিক তেমনি করিয়া তাহার ভার-পীড়িত জীবন দুঃখ-দুস্তর বর্ত্তমানের ভিতর দিয়া কষ্টে বহন করিতে লাগিলেন।

এমনি করিয়া প্রায় এক বৎসর কাটিল। তাহার পর রমাপদর বি-এ পরীক্ষার ফি এবং কলেজের কয়েক মাসের বেতন জমা দিয়া নগদ টাকা যখন একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন ব্রজবালার সংসার এবং শরীর উভয়ই এক সঙ্গে অচল হইয়া আসিল। পাছে দুশ্চিন্তায় রমাপদর পরীক্ষার পাঠে কোনো প্রকার ক্ষতি হয় সেই জন্য ব্রজবালা সে কথা রমাপদকে অথবা সরমাকে কিছুমাত্র না জানাইয়া একজন প্রতিবেশীর সাহায্যে

নিজের একখানি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন। শরীরও চলিল, কিন্তু অস্বাভাবিক উত্তেজনার বশে তিন দিনের পরমায়ু এক দিনে ক্ষয় করিয়া করিয়া।

কিন্তু সে শরীরও একেবারে অচল হইল সে-দিন যে-দিন সেই উত্তেজনার কারণ সার্থকতার সম্ভাবনায় অন্তর্হিত হইল, অর্থাৎ যখন শেষ দিনের পরীক্ষা দিয়া আসিয়া হর্ষোৎফুল্ল রমাপদ বলিল, "মা, আজ আরও ভাল লিখেছি ; পাশ ত হবই, বোধ হয় ভাল ক'রেই হব।"

ব্রজবালা শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন ; রমাপদর কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে গেলেন, কিন্তু অর্দ্ধোত্থিত হইয়াই পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। রমাপদ উৎকণ্ঠিত হইয়া দেখিল, ব্রজবালার হর্ষোদ্দীপ্ত নেত্র নিমেষের মধ্যে অর্দ্ধ-নিমীলিত হইয়া গিয়াছে এবং মুখমণ্ডল এবং ওষ্ঠাধর রক্তবিহীন হইয়া নিলাভ বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

রমাপদ সভয়ে জননীর হস্ত ধারণ করিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল, "মা! মা! অমন করছ কেন? কি হয়েছে তোমার?"

অদূরে সরমা দাঁড়াইয়াছিল ; সে দ্রুতপদে ছুটিয়া নিকটে আসিল এবং ব্রজবালার নীরব নিস্পন্দ অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি জল লইয়া আসিয়া মুখে চখে জলের ছিটা দিতে লাগিল।

ভয়ার্ত্ত রমাপদ অধীর হইয়া ব্রজবালার ললাটে ও মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিতে লাগিল, "মা! কথা কও! চেয়ে দেখ!"

পুত্রের সকাতর আর্ত্তনাদে ক্ষণকাল পরে ব্রজবালা ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিলেন এবং হস্ত-সঙ্কেতে তাহাকে শান্ত হইতে বলিলেন।

ব্যগ্রস্বরে রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ অমন কেন করছিলে মা? কি হয়েছিল তোমার?"

ক্ষীণকণ্ঠে ব্রজবালা বলিলেন, "না, ও কিছু নয়; উঠতে গিয়ে হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।"

"এখনও ঘুরছে ?—না, ভাল হয়েছে ?"

পুত্রের উৎকণ্ঠা দেখিয়া ব্রজবালা সস্নেহে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "ভয় নেই রমা, ভাল হয়ে গিয়েছে।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া রমাপদ বলিল, "মা, তুমি উঠো না, যেমন শুয়ে আছ ঠিক তেমনি শুয়ে থাক। আমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসে একবার তোমাকে দেখিয়ে নিই।"

ব্রজবালা ব্যস্ত হইয়া পুত্রকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; রমাপদ কিন্তু নিষেধ মানিল না, অল্পক্ষণের মধ্যে ডাক্তার লইয়া উপস্থিত হইল।

রোগিণীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ডাক্তার জানাইলেন যে, হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা আশঙ্কাজনক মাত্রায় দুর্ব্বল; চিকিৎসারই শুধু আবশ্যক নহে, শরীর ও মনের সম্পূর্ণ বিশ্রামেরও একান্ত প্রয়োজন।

রমাপদর পীড়াপীড়িতে দিন দুই ব্রজবালা সাবধানে রহিলেন; তাহার পর যথাপূর্ব্ব সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু দুর্ব্বল শরীরে পরিশ্রম এবং অনিয়ম সহ্য হইল না, কয়েক দিনের মধ্যেই পুনরায় অসুস্থ হইলেন। তাহার পর চার পাঁচ দিন অন্তর নিয়মিত ব্যাধির আক্রমণ হইতে লাগিল এবং প্রতিবারই তাহার প্রকোপ এবং স্থিতি বাড়িতে লাগিল। অবশেষে কিছুদিনে শরীরের অবস্থা এমন হইল যে শয্যা ত্যাগ করিবার ক্ষমতাও রহিল না।

রমাপদ অধীর হইয়া উঠিল। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বন্ধ করিয়া হোমিওপ্যাথিক করাইল,—হোমিওপ্যাথিক বন্ধ করিয়া কবিরাজি ধরাইল। প্রত্যূষে উঠিয়া এক ক্রোশ দূরে মায়াগঞ্জে গিয়া গোয়ালাবাটী হইতে সদ্যোত্থিত মাখন কিনিয়া আনিতে লাগিল।

কষ্টিপাথরের খল সংগ্রহ করিয়া একঘণ্টা ধরিয়া মকরধ্বজ মাড়িয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। গঙ্গার পরপারে শঙ্করপুর গ্রাম হইতে টাট্‌কা এবং খাঁটি গব্য ঘৃত খরিদ করিয়া আনিল। অপরের হস্তে সে কিছুই ছাড়িল না; সেবা এবং চিকিৎসার সমস্ত ভার নিজে লইয়া সে পীড়িতা জননীর শয্যা-পার্শ্বে নিজেকে আবদ্ধ করিল। সুপুত্রের হস্তে এই একাগ্র সেবা এবং যত্ন ব্রজবালাকে এক দিক হইতে আনন্দ দিত এবং অপর দিক হইতে পীড়নও করিত।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। পশ্চিম দিকের জানালা দিয়া অস্তমান সূর্য্যের রক্তিম রশ্মি প্রবেশ করিয়া ঘরখানিকে, মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবনোচ্ছ্বাসের মত, উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ব্রজবালা শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন এবং রমাপদ শয্যাপার্শ্বে টুলের উপর বসিয়া যত্ন-সহকারে ঔষধ মাড়িতেছিল। গোধূলির অনুগ্র আলোকে উদ্ভাসিত রমাপদর সেবাপরায়ণ মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ব্রজবালার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। হঠাৎ যেন মৃত্যুর একটা অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিতে প্রবুদ্ধ চিত্তকে কোন্‌ দিক হইতে স্পর্শ করিল; মনে হইল জীবনবৃন্ত শুকাইয়া আসিয়াছে—ঝরিয়া পড়িবার সময় আসন্ন! উৎসাহহীন নিরানন্দ অস্তিত্বকেও একটা অনির্দ্দেশ্য নৈরাশ্য এবং বেদনা প্রবলভাবে চাপিয়া ধরিল। ব্রজবালার চকিত দৃষ্টি কক্ষস্থ চতুর্দ্দিকের দ্রব্যসম্ভারের উপর একবার ব্যগ্রভাবে পরিভ্রমণ করিয়া গবাক্ষ পথ দিয়া আকাশের নীল সমুদ্রের উপর প্রসারিত হইল; তাহার পর নিমেষের মধ্যে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রমাপদর উপর নিবদ্ধ হইল।

ঔষধ মাড়িতে মাড়িতে রমাপদ হঠাৎ চাহিয়া দেখিল অশ্রুবিগলিত নেত্রে ব্রজবালা তাহার দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া আছেন। সে খল রাখিয়া তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হচ্ছে মা? কষ্ট হচ্ছে?"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ব্রজবালা বলিলেন, "হ্যাঁ, একটু হচ্ছে।"

"কোথায় কষ্ট হচ্ছে? বুকে?"

মৃদু হাসিয়া ব্রজবালা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, বুকেই কষ্ট হচ্ছে।"

ব্রজবালার কথার যথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া রমাপদ বলিল, "বোধ হয় শোবার দোষে হচ্ছে। আমি ঠিক ক'রে দিচ্চি।" বলিয়া এক হস্তে ব্রজবালার মস্তক ধীরে ধীরে তুলিয়া ধরিয়া স্থানচ্যুত বালিশটা যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া ব্রজবালাকে ভাল করিয়া শুয়াইয়া দিল।

"এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে মা?"

ব্রজবালা স্নেহভরে পুত্রের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এখন ভাল বোধ হচ্ছে।"

রমাপদ নিশ্চিন্ত হইয়া পুনরায় ঔষধ মাড়িতে বসিল।

"এখনো আর কতক্ষণ একভাবে ব'সে ব'সে ওষুধ মাড়বে রমা? ওই যা' হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে; খাইয়ে দাও।"

রমাপদ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মা, এখনও একটু শক্ত-শক্ত রয়েছে। যত ভাল ক'রে মাড়া হবে উপকার তত শীঘ্র আর তত বেশী পাওয়া যাবে।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রজবালা বলিলেন "তাঁর সেবা চিকিৎসা করতে পার নি, তাঁকে এক দাগ ওষুধ খাওয়াতে পার নি, সেই দুঃখটা কি আমাকে এমন প্রাণপণ সেবা ক'রে আর ওষুধ খাইয়ে মেটাতে চাও রমাপদ?"

জননীর প্রশ্নের উত্তরে রমাপদ কোনো কথা বলিল না, নিঃশব্দে শুধু একবার চাহিয়া দেখিল। শ্যামাচরণের শোচনীয় মৃত্যুর অভিজ্ঞতা যে ব্রজবালার সেবা ও চিকিৎসার ঐকান্তিকতার অন্যতম কারণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় বাস্তবিকই ছিল না।

নির্ব্বাক দৃষ্টির দ্বারা রমাপদ যাহা ব্যক্ত করিল তাহা বুঝিতে পারিয়া ব্রজবালা ব্যথিত পুত্রকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "মৃত্যুর আগে তাঁর সেবা চিকিৎসা হতে পারে নি ব'লে তখন মনে বড় কষ্ট হয়েছিল, এখন কিন্তু দেখছি ও-সব অনেকটা মনের ভুল—চিকিৎসা হওয়া না হওয়া দুই সমান।"

সবিস্ময়ে রমাপদ বলিল, "কেন ?"

মৃদু হাসিয়া ব্রজবালা বলিলেন, "এই ত' আমার চিকিৎসা যতদূর করাবার তা তোমরা করালে, কিন্তু—" অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে ব্রজবালা থামিয়া গেলেন; তিনি দেখিলেন যে-কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহা বলিলে রমাপদ সান্ত্বনা না পাইয়া বেদনাই পাইত।

রমাপদ কিন্তু ব্রজবালার অনুচ্চারিত বাক্যেরই প্রতিবাদ করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "কিন্তু মা, তুমি ত' ভাল হয়ে আসছ ?"

ব্রজবালার মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা দিল; বলিলেন, "তা হয় ত' আসছি; কিন্তু না-ই যদি আসি তা'তে-ই বা দুঃখ কি রমা ? বাপ-মা ত' কারও চিরকাল থাকে না।"

রমাপদ অধীর হইয়া উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিল, "না মা, ও-সব কথা তুমি মুখে আনতে পাবে না, মনেও ভাবতে পাবে না।"

রমাপদর কথা শুনিয়া ব্রজবালা হাসিতে লাগিলেন; বলিলেন, "মুখে না হয় না-ই আন্‌ব, কিন্তু মনকে কি ক'রে ঠেকাব রমা ? মন যদি এতই বশে থাকবে তা হলে আর এত দুঃখ ভোগ করতে হবে কেন ?"

সরমা দীপ হস্তে সন্ধ্যা দেখাইতে ঘরে প্রবেশ করিল।

ব্রজবালা ডাকিলেন, "বউ মা ?"

দীপ রাখিয়া সরমা নিকটে আসিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "কেন মা ?"

ক্ষণকাল নীরবে সরমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ব্রজবালা বলিলেন,

"দেখ মা, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী; এ তোমার শ্বশুরের ঘর, স্বামীর ঘর; তুমি লক্ষ্মী হয়ে চিরদিন এ ঘরে বাস কোরো।"

ঔষধ প্রস্তত হইয়াছিল; রমাপদ কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে ব্রজবালাকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিল।

ঔষধ সেবন করিয়া ব্রজবালা বলিলেন, "আর একটা কথা বউমা।"

কোনো কথা না বলিয়া সরমা জিজ্ঞাসু নেত্রে ব্রজবালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

"রমাকে একলা ফেলে তুমি কখনো কোথাও যেয়ো না। তুমি ছাড়া আর তার কেউ রইল না!"

ব্রজবালার কথা শুনিয়া সরমার দুই চক্ষু দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

রমাপদ কাতর ভাবে ব্রজবালার দিকে চাহিয়া ব্যথিত স্বরে বলিল, "মা তুমি বড় অবুঝ!"

সস্নেহে রমাপদর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ব্রজবালা বলিলেন, "অবুঝ নয় রমাপদ। কাল রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম তাই বউমাকে একটু জানিয়ে দিয়ে গেলাম। সাবধান হবে। এখন না বললে কি জানি আর যদি বলবার সময় না পাই তাই এখনি ব'ললাম।"

ব্রজবালার কথায় দুর্নিবার কৌতূহলে রমাপদর মুখ দিয়া বাহির হইল "স্বপ্ন? কি স্বপ্ন মা?"

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে সমস্ত দিন ব্রজবালা গত-রাত্রে দেখা স্বপ্নের কথা ভাবিয়াছিলেন এবং সে কথা রমাপদ এবং সরমাকে কিছু বলিবেন কি না এবং যদি বলেন ত কতটুকু বলিবেন, সে বিষয়ে মনে মনে বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং বিচার-বিতর্কের পর অবশেষে যতটুকু বলিলেন, তাহার পরও যখন রমাপদ স্বপ্নের কথা স্পষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, তখন

ব্রজবালা একটু বিপন্ন বোধ করিলেন। একবার ভাবিলেন, যতটুকু বলিয়াছেন তাহার বেশী আর কিছু বলিবেন না, কিন্তু পাছে তাহাতে পুত্র এবং পুত্রবধূর মনে অযথা ভীতি উৎপাদিত হয়, তজ্জন্য সমস্ত কথা না বলিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, "স্বপ্নে দেখলাম, তিনি এসে আমার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন, তোমাকে নিতে এসেছি। বৌমাকে ব'লে এসো তিনি যেন রমাকে একলা ফেলে কখনো কোথাও না যান।"

স্বপ্নের কথা শুনিয়া একটা অনিরূপেয় আতঙ্কে রমাপদ এবং সরমা উভয়ে উভয়ের প্রতি চাহিয়া দেখিল।

ইহার কয়েক দিন পরে এক দিন সন্ধ্যা হইতে ব্রজবালার ঘন ঘন মূর্চ্ছা আরম্ভ হইল। সমস্ত রাত্রি রমাপদ ডাক্তার এবং কবিরাজের বাড়ি ছুটাছুটি করিল; হোমিওপ্যাথিক বটিকা, কবিরাজি চূর্ণ, অ্যালো-প্যাথিক ইন্‌জেক্‌শন, কিছুই সে বাকি রাখিল না, কিন্তু মৃত্যুপথ-যাত্রিণী ধীর নিশ্চিত গতিতে সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ইহলোকের সীমা অতিক্রম করিলেন। তারপর যথারীতি আর একদিনের মত কান্নাকাটির পালা পড়িয়া গেল।

৭

শ্যামাচরণের মৃত্যুর রূঢ় আঘাতে সুখস্বপ্ন অনেকটা তরল হইয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরও রমাপদ বিলীনমান স্বপ্নাবেশের মধ্যে যতটা সম্ভব নিজেকে মগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। যাহা দেখিতেছে তাহা স্বপ্ন, অতএব সত্য হইতে বিভিন্ন, সে জ্ঞান মনের মধ্যে অর্দ্ধ-স্ফুরিত হইলেও মোহটা যাই যাই করিয়াও অসংলগ্নভাবে কোনরূপে লাগিয়া ছিল, এমন সময়ে ব্রজবালাও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন। তখন রমাপদ জাগ্রত হইয়া সভয়ে দেখিল যে প্রখর দিবালোকে যাহা কিছু দৃষ্টি-গোচর হইতেছে সমস্তই সত্য এবং সেই হেতু শক্ত। কাব্য এবং প্রণয়ের অন্তরালে, উচ্ছ্বাস এবং আনন্দের ব্যবধানে, যে সকল স্থূল এবং কঠিন বস্তু প্রচ্ছন্ন হইয়া বর্ত্তমান ছিল তাহাদের প্রবলতা দেখিয়া সে বিমূঢ় হইয়া গেল। সে দেখিল চিত্তের ক্ষুধা মিটাইলেও চলে, কিন্তু জঠরের ক্ষুধা না মিটাইলে কিছুতেই চলে না। বধূর ব্যগ্র অধরকে চুম্বনের দ্বারা সহজেই পরিতৃপ্ত করা যায়, কিন্তু তৎসমীপবর্ত্তী জিহ্বাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য বাজারে গিয়া চাউল খরিদ করিয়া আনিবার প্রয়োজন হয়!

সচ্ছিদ্র নৌকাকে যেমন জল ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া চালাইতে হয়, সংসারকে ব্রজবালা সেই প্রণালীতে চালাইতেন। তাই কিছুকাল পরে রমাপদ যখন বুঝিতে পারিল, অতল অভাবের তলে তাহার ভার-প্রপীড়িত সংসারটি ক্রমশঃ নামিয়া যাইতেছে, তখন সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আরোহীর কামরা হইতে কোনও আরোহীকে সহসা এঞ্জিন-চালকের স্থলে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, রমাপদর সেই অবস্থা হইল। সে ভীত বিমূঢ় ভাবে এঞ্জিনের অপরিচিত কল-কব্জা লইয়া

ধূণা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। আপনার গতি-বেগে এঞ্জিন কিছুকাল চলিল বটে, কিন্তু ক্রমশঃই তাহার গতি হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। তখন রমাপদ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া শঙ্কিত নেত্রে সরমার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি করি বল ত সরমা? আমার বুদ্ধিতে কিছুই ত আসছে না!"

সরমারই যে তেমন-কিছু বেশী বুদ্ধি ছিল তাহা নহে, তথাপি অনুরুদ্ধ হইয়া সে মনোযোগের সহিত এঞ্জিনের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; অবশেষে কয়লা রাখিবার স্থানটাতে দৃষ্টি পড়ায় সে ঈষৎ উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "এক কাজ করলে হয় না?"

সাগ্রহে রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ?"

"কিছু টাকার যোগাড় কর না।"

সরমার উপদেশ শুনিয়া রমাপদর মত অব্যবসায়ী লোকেরও হাসি পাইল। বলিল, "টাকার যোগাড় করতে পারলে ত সব হাঙ্গামাই চুকে যায়। কিন্তু কি ক'রে যোগাড় করব তাই ত হচ্ছে ভাবনা।"

সরমা সহজ সচ্ছন্দ ভাবে বলিল, "কেন, একটা চাকরী কর না—একটা ভাল চাকরী—বেশী মাইনের। ধর, একশ' টাকাও যদি মাইনে হয়, মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রলেও পঞ্চাশ টাকা ক'রে ত জম্‌বে?"

আয় ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে অঙ্ক-শাস্ত্রের কোনো-প্রকার ভুল ছিল না। সুতরাং সে সম্বন্ধে আপত্তি করিবার মত রমাপদ কিছু খুঁজিয়া পাইল না; কিন্তু তাহার পূর্ব্বের কথাটা স্মরণ করিয়া সে বলিল, "একশ' টাকার চাক্‌রী কি সহজ কথা সরমা? একশ' টাকার চাকরী আমাকে দেবে কেন?"

রমাপদর কথায় বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া সরমা বলিল, "তোমার মত লেখাপড়া জানা বিদ্বান লোককে একশ' টাকা মাইনে দেবে না?

কি বলছ তুমি! বি এ পাশ করবার আগেই ত' তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছিল। এখন একশ' টাকা কেন, দুশো' টাকা দেবে।"

তাহার পর ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে কতকটা নিজের মনে সে বলিতে লাগিল, "আমার সইয়ের দাদা এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে সিমলা পাহাড়ে চাকরী করেন, চারশ' টাকা মাইনে। আর বি-এ পাশ ক'রে একশ' টাকার চাকরী হবে না? খুব হবে।"

বি-এ পাশের উপর সরমার শ্রদ্ধা এবং উচ্চ মাহিনার চাকরী পাওয়ার বিষয়ে তাহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিয়া রমাপদ মনের মধ্যে কতকটা সাহস পাইল। তখন উভয়ে মিলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নানা প্রকার বিচার-বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিল যে, উপস্থিত অবস্থায় অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য রমাপদর চাকরী করাই কর্ত্তব্য; তাহার পর কিছু অর্থ সঞ্চয় হইলে যাহা হউক একটা ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে হইবে। চাকরী যে চিরকাল করা হইবে না তাহা নিশ্চিত, কারণ চাকরী করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহই ধনবান হইতে পারে নাই; চাকরী করিতে হইবে কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের উপায় হিসাবে।

সরমা তাহার পিতার নিকট হইতে কিছু সংস্কৃত শ্লোক আয়ত্ত করিয়াছিল; সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "জান ত, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি?"

রমাপদ বলিল, "জানি। কিন্তু তা হলে ত' আমাদের এই বাড়ী-খানিকেই বাণিজ্য বলতে হয়?"

রমাপদর কথার অর্থগ্রহণে অক্ষম হইয়া সরমা সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

রমাপদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন, তাও বুঝিয়ে দিতে হবে?

এ বাড়াতে তুমি যখন বাস করছ তখন এ বাড়ী বাণিজ্য নয় ত কি? তুমিই ত লক্ষ্মী!"

আরক্ত-স্মিতমুখে সরমা বলিল, "ওঃ, তাই বলা হচ্ছে!" কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিষ্প্রভ বিরস মুখে সে বলিল, "লক্ষ্মী ত নয়, অলক্ষ্মী! আমার জন্যই ত তোমার এত কষ্ট! লোকে কথায় বলে স্ত্রী ভাগ্যে ধন।" যে কথাটা কয়েক দিনই তাহার মনের মধ্যে উদিত হইয়া তাহাকে পীড়ন করিয়াছে, আজ তাহা আদরে-অভিমানে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

রমাপদ কিন্তু ঠিক পূর্ব্ববৎ হাসিতে লাগিল; বলিল, "লোকে যা বলে বলুক, আমি বলি, আমার ভাগ্যে তুমি! তুমি যদি অলক্ষ্মী হও, তা হলে লক্ষ্মীর সঙ্গে চির-বিচ্ছেদ ঘোষণা করতে আমি রাজি আছি!"

"না, না, ছিঃ, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ও-সব কথা বল্‌তে নেই!" বলিয়া অপমানিতা লক্ষ্মীর রোষ প্রশমনের জন্য সরমা যুক্ত-কর মস্তকে ঠেকাইল।

রমাপদ সহাস্যে বলিল, "বেশ, তাই ভাল, তুমি শুধু তোমার লক্ষ্মীর কথাই ভেবো, আমি ভাবব আমার লক্ষ্মীর কথা।"

সরমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি লক্ষ্মীর কথা ভাবি তোমারই জন্যে।"

রমাপদ স্মিতমুখে বলিল, "আমিও ত আমার লক্ষ্মীর কথা ভাবি আমারই জন্যে!"

সরমা এ পরিহাসের উত্তর দিল; বলিল, "তুমি স্বার্থপর, তাই তোমার নিজের কথা ভাবো!"

রমাপদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আর তুমি পরার্থপর, তাই কি পরের কথা ভাবো?"

রমাপদর কথায় কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া সরমা বলিল, "তোমার সঙ্গে কথায় কে পেরে উঠবে বল?"

রমাপদ প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্রে পত্নীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে

ঈষৎ নাড়া দিয়া বলিল, "সত্যি বলছি সরমা, তোমার মত এত বড় স্বার্থ এখন আমার আর কিছুই নেই! তাই আমি শুধু তোমারই কথা ভাবি!" বলিয়া নির্নিমেষ নেত্রে সরমার প্রণয়োদ্ভাসিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়-মদির কথোপকথন ক্ষণকালের জন্য তাহাদের নিবর্ত্তিত প্রেমকে পুনরায় প্রকাশ করিল। ক্ষণকালের জন্য সুকঠিন সংসার তাহার অন্নবস্ত্রের চিন্তা লইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

রমাপদ বলিল, "আমার অর্থকষ্টের কি সুখ জান সরমা?"

সরমা সবিস্ময়ে বলিল, "অর্থকষ্টের সুখ? সে আবার কি?"

রমাপদ স্মিতমুখে বলিল,"হ্যাঁ, অর্থকষ্টেরই সুখ। তুমি যে আমার সান্ত্বনা তাই হ'চ্ছে আমার অর্থকষ্টের সুখ। কথাটা ঠিক বুঝতে পারছ কি?"

সরমা মুখের আরক্ত-প্রভায় সে কথার উত্তর দিয়া স্বামীর প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আর, আমি একটা কথা বলব?"

"কি কথা? আমি যা বল্লাম তার একটা জবাব।"

"মনগড়া জবাব নয়, একটা সত্যি জবাব।"

রমাপদ সহাস্যমুখে বলিল, "বেশ ত, বল না।"

বলিতে গিয়া কিন্তু সরমা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; তাহার পর সলজ্জ ভাবে বলিল, "তুমি যদি খুব বড় লোক হ'তে তা হ'লে বোধ হয় আমি তোমাকে এত বেশী—"

কথাটা চরম স্থলে আসিয়া সহসা বাধিয়া গেল। সঙ্কোচ বশতঃ মনের গোপন কথা মুখের স্পষ্ট কথায় ধরা দিল না।

কৌতুক করিবার একটা ফন্দী মনে মনে ঠিক করিয়া লইয়া রমাপদ বলিল, "তা হলে বোধ হয় তুমি আমাকে এত বেশী ভালবাসতে না, তাই বলছ কি?"

নিশ্চিন্ত হইয়া সলজ্জ স্মিতমুখে সরমা বলিল, "হ্যাঁ।"

মুখ ঈষৎ গম্ভীর করিয়া রমাপদ বলিল, "তা হলে ত এ তোমার ঠিক ভালবাসা নয়, সরমা; এ তোমার করুণা! আমি দরিদ্র তাই তুমি আমাকে করুণা কর। আমি বড় লোক হলে তোমার এ করুণার কোনো কারণ থাকত না।"

সরমা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "কখ্‌খনো না! মিছে কথা। আমি একবারও তোমাকে করুণা করি নে!—" আবেগের আতিশয্যে আর কোনও আপত্তির বাণী তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

সরমার কথা শুনিয়া এবং চাঞ্চল্য দেখিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল; বলিল, "করুণা কর না—তা' ত সুবিধার কথা নয়! অন্ততঃ মাঝে মাঝে একটুখানি ক'রে কোরো। একবারে অকরুণ হয়ো না!"

মাথা নাড়িয়া বিমূঢ়ভাবে সরমা বলিল, "আমি বুঝি তাই বলছি?"

"তুমি কি ব'লছ, আর কি ব'লছ না, তা' আমি জানি!" বলিয়া রমাপদ সরমাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইল।

খোলা বারান্দায় স্বামীর এই প্রকট প্রেমাচরণে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সরমা বলিল, "ছাড়! ছাড়!" কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল যে না ছাড়িলেও চলে; কারণ দেখিতে পাইবার কেহ কোথাও নাই; বিশুয়া বাজারে গিয়াছে এবং গৃহের সদর দরজা বন্ধ।

কিন্তু রমাপদ ধীরে ধীরে সরমাকে ছাড়িয়া দিল। পত্নীর সন্ত্রস্ততায় বিশুয়ার কথা তাহার মনে হইল না, মনে পড়িল ব্রজবালার কথা। ব্রজবালার মৃত্যুর জন্য সরমার এ সঙ্কোচ এখন নিরর্থক—এ কথা মনে হইবামাত্র সে বাহুবন্ধন হইতে সরমাকে বিমুক্ত করিল। তখন নিমেষের মধ্যে মোহ-ইন্দ্রজালও বিলুপ্ত হইল এবং সংসার পুনরায় তাহার সমস্ত সমস্যা এবং সঙ্কট লইয়া দেখা দিল।

রমাপদ বলিল, "চাকরীর জন্যে প্রথমে নরেনবাবুকেই অনুরোধ ক'রব মনে ক'রছি।"

সরমা বলিল, "নিশ্চয়ই। তাঁকে ব'ললে আর কাউকে ব'লতে হবে না। সেবার তিনি বিনা অনুরোধেই চাকরী দিচ্ছিলেন; এবার তুমি নিজ হ'তে বল্‌লে নিশ্চয়ই একটা কোনও ব্যবস্থা ক'রবেন।"

স্থির হইল পরদিনই রমাপদ চাকরীর জন্য নরেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

প্রাতে উঠিয়া রমাপদ নরেন্দ্রনাথের বাড়ী যাইবার জন্ম প্রস্তত হইতেছিল।

সরমা বলিল, "দেখ, একটু বেশী মাইনের চাকরীর জন্যে বোলো। অন্ততঃ একশ' টাকার।—বুঝলে?"

রমাপদ বলিল, "আচ্ছা।"

"আর যাতে শীঘ্র হয়, বেশী দেরী না হয়, তার জন্যে একটু ভাল ক'রে বোলো।"

রমাপদ বলিল, "আচ্ছা।"

মুখে রমাপদ বলিতেছিল আচ্ছা, ভিতরে কিন্তু তাহার মন মূক হইয়া ছিল। প্রার্থী হইয়া পরের নিকট উমেদারী করিতে যাওয়া জীবনে এই তাহার প্রথম; তাই মনের মধ্যে প্রয়োজনের সহিত প্রবৃত্তির একটা দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। বিনা প্রার্থনায় এতদিন অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়া আসিয়া আজ সহসা অপরিচিত প্রার্থনার দীন মূর্ত্তি দেখিয়া সে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এক একবার মনে হইতেছিল, যাহা হইবার হইবে, চাকরীর প্রার্থনায় সে যাইবে না; কিন্তু যাহা হইবার তাহা এত আসন্ন হইয়া আসিয়াছিল, এবং তাহার আকৃতি এমন স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল এবং প্রকৃতি এমন ভীষণ মনে হইতেছিল যে, সামান্য একটু আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নিজেকে এমন বিপন্ন করা অন্যায় মনে করিয়া রমাপদ যাইতেই উদ্যত হইল।

সরমা বলিল, "দাঁড়াও। ভাল কাজে যাচ্ছ, পকেটে একটু ফুল দিয়ে দিই।" বলিয়া বাক্স হইতে বৈদ্যনাথের ফুল বাহির করিয়া প্রথমে

নিজের মাথায় ঠেকাইল, পরে রমাপদর মাথায় ঠেকাইয়া তাহার পকেটে পুরিয়া দিল। তাহার পর বলিল, "ঘরে গিয়ে বাবার আর মার ফটো প্রণাম ক'রে এস।"

ঘরের ভিতর দেওয়ালে আঁটা আবলুস কাঠের ব্র্যাকেটের উপর দুইখানি ফ্রেমে বাঁধান শ্যামাচরণের এবং ব্রজবালার দুইটি ফটোগ্রাফ ছিল। প্রত্যহ প্রাতে রমাপদ এবং সরমা তথায় সদ্যাহৃত পুষ্প সাজাইয়া রাখিত এবং সন্ধ্যার পর ধূপ-ধুনা দিয়া একটা প্রদীপ জ্বালিয়া দিত। রমাপদ স্ত্রীর উপদেশ মত জনক-জননীর চিত্রতলে নত-মস্তকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। যতক্ষণ দেখা গেল, গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সরমা রমাপদকে দেখিতে লাগিল; পথের বাঁকে রমাপদ অদৃশ্য হইলে, সে ফিরিয়া আসিয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল।

পথে যাইতে যাইতে রমাপদ ভাবিতেছিল, কথাটা নরেন্দ্রনাথের নিকট কি ভাবে ব্যক্ত করিবে। শুধু চাকরীর জন্যই অনুরোধ করিবে, অথবা অবস্থার কথাও জানাইবে; নিজ হইতে কতখানি বলিবে এবং প্রশ্নোত্তরের জন্য কতখানি রাখিবে, মনে মনে সে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিল কিন্তু কোনো প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই নরেন্দ্রনাথের গৃহসম্মুখে উপনীত হইল। একবার মনে করিল যে, বাড়ী ফিরিয়া গিয়া সরমার সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া বৈকালে পুনরায় আসিবে। কিন্তু সে বিষয়েও সহসা কোনও মীমাংসা করিতে না পারিয়া অবশেষে নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল।

নরেন্দ্রনাথ তখন বারান্দায় বসিয়া মক্কেল-পরিবেষ্টিত হইয়া কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন। রমাপদকে দেখিয়া তিনি প্রথমে কুশল প্রশ্ন করিলেন; তাহার পর, প্রাতঃকালে রমাপদ হঠাৎ যখন আসিয়াছে,

তখন সম্ভবতঃ বিশেষ কোনও প্রয়োজনে আসিয়াছে মনে করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনো কথা আমাকে বল্‌বে ?"

ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া রমাপদ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, কথা একটু ছিল, কিন্তু আপনি এখন ব্যস্ত রয়েছেন, এখন থাক, অন্য সময়ে আসব।"

"কেন, এমন-কিছু বেশী সময় লাগবে কি ?"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া রমাপদ বলিল, "না, সময় বেশী লাগবে না।"

"তবে চল, এখনি শুনি।" বলিয়া নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া ঘরের ভিতর গিয়া বসিলেন। তথায় অপর কেহ ছিল না।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আরক্ত মুখে রমাপদ বলিল, "একটা কোনো চাকরীর জন্যে আপনাকে ব'লতে এসেছিলাম। সুবিধা মত একটা কোনও চাক্‌রী পেলে ভাল হয় ?"

নরেন্দ্র বলিলেন, "শুনেছিলাম তুমি এম-এ পড়বার জন্যে পাটনা কিম্বা ক'লকাতা যাবে ; তার কি হল ?"

রমাপদ বলিল, "প্রথমে সেইরকমই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি সে আর হয় না। এমনিই ত' খরচ-পত্র—" কথাটা কি বলিয়া শেষ করিবে ভাবিয়া না পাইয়া অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যেই থামিয়া গেল।

একটু চিন্তা করিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমাদের আফিসে ত' উপস্থিত কোনও চাকরী খালি নেই ; তা ছাড়া ছোট অফিস—শীঘ্র যে তেমন কোনও সুবিধা হবে তাও মনে হয় না। যা হ'ক আমি অন্যান্য জায়গায় সন্ধান রাখ্‌ব। তুমিও কোথাও সন্ধান পেলে আমাকে জানিয়ো, যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা যাবে। তবে এ কথা কতকটা জানো বোধ হয় যে বিহারে বাঙ্গালীর চাকরী হওয়া আজকাল সহজ ব্যাপার নয়। গবর্ণমেণ্ট সারভিসের কথা ছেড়েই দাও ; কারণ তোমার মুরুব্বীর

জোরও নেই, ডোমিসাইল সার্টিফিকেটও পাবে না। অন্য চাকরী পাওয়াও একই রকম কঠিন। বাঙ্গালীদের পক্ষে বিহার আজকাল মহাসাগরের মত; পার হয়ে যেতে পার ত' আর কোথাও কূল পেতেও পার, এর গণ্ডীর মধ্যে কোথাও আশ্রয় পাবে না।"

সাধারণ আলোচনার প্রবাহে পড়িয়া রমাপদ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; সে উৎসাহের সহিত বলিল, "সত্যি, বাংলার প্রতি বিহারের এ বিদ্বেষের ভাব একটা রহস্যের মত মনে হয়, বিশেষতঃ যে সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ একত্র হয়ে স্বরাজের জন্য যুদ্ধ ক'রছে।"

নরেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "একত্র হয়ে নয়; একত্র হওয়ার ভাণ করে। গাছের মধ্যে অসার অংশ যেমন থাকে, সেই রকম প্রত্যেক জাতির মধ্যে মিথ্যার কতকটা অংশ মিশ্রিত থাকে, যা' পরিমাণের হিসাবে জাতি-দেহকে দুর্ব্বল করে; অথচ গাছের উপরের ছাল যেমন ভিতরের সার অসার উভয় অংশকে একই ভাবে ঢেকে রাখে, ঠিক তেমনি ভাবে জাতির বাইরের আচরণ তার ভিতরের সত্য মিথ্যাকে ঢেকে রাখে। বাইরে থেকে মনে হয় তার ভিতরের যা' কিছু সবই বুঝি সত্যি। কিন্তু শুধু মনে হলে কি হবে? তার দুর্ব্বলতা যাবে কোথায়? এ কথা জগতের সমস্ত জাতির পক্ষেই অল্পাধিক মাত্রায় খাটে, কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে এত বেশী খাটে যে বাইরের ছালটা একটু ছিঁড়ে দেখলেই দেখবে যে ভিতরে অসার অংশটাই অত্যন্ত বেশী।"

রমাপদ একাগ্রচিত্তে নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিতেছিল; বলিল, "অথচ সেই মিথ্যাগুলা ধর্ম্ম, ইতিহাস, সমাজ-নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি কঠিন বস্তুকে আশ্রয় ক'রে এমন শক্ত হ'য়ে রয়েছে যে তাদের উপড়ে ফেলে দেওয়াও সহজ কথা নয়।"

নরেন্দ্র বলিলেন, "তা নয় বলেই ত' মনে হয়, যে অমঙ্গল এমন দৃঢ়-

ভাবে তার মূল বিস্তার করেছে তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে একটা রীতিমত সংস্কার এমন কি সংহার দরকার।"

বাহিরে মক্কেলের দল 'উকীল সাহেবের' জন্য ব্যস্ত হইতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া নরেন্দ্র বলিলেন, "কিন্তু আমি বলি রমাপদ, চাকরীই যে ক'রতে হবে তার কি মানে আছে? একটা কোনো কার-কারবারই ক'র না?"

রমাপদ বলিল, "সে কথা আমিও ভাবি, কিন্তু তার জন্যে ত টাকা প্রথমে দরকার?"

নরেন্দ্র ঈষৎ বেগের সহিত বলিলেন, "দেখ, ও কথাটা আমি ঠিক বিশ্বাস করি নে। ব্যবসার প্রথম এবং প্রধান জিনিস যদি টাকাই হ'ত তা হ'লে ব্যবসায়ে এত লোকের টাকা ডুবে যেত না। ইয়োরোপ আর আমেরিকার বড় বড় ব্যবসাদারদের ব্যবসার ইতিহাস দেখলে ত' প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, আরম্ভটা হ'য়েছিল যৎপরোনাস্তি অর্থাভাবের মধ্যে দিয়েই। সে জন্যে আমেরিকা ইয়োরোপে যাবারই বা দরকার কি? এই ভাগলপুরের মাড়োয়ারী ধন-কুবেরদেরই কাহিনী জেনে এস না, দেখবে এদের মধ্যে অধিকাংশের পূর্ব্বপুরুষেরা দেশ ছেড়ে এখানে ব্যবসা ক'রতে এসেছিল তাদের টাকা ছিল ব'লে নয়, টাকা ছিল না ব'লেই।"

নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিতে শুনিতে উৎসাহে ও উদ্দীপনায় রমাপদ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থাভাব ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধী নহে শুনিয়া সে হৃদয়ের মধ্যে একটা বল পাইল; আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে ব্যবসার জন্যে কি দরকার ব'লে আপনি মনে করেন?"

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তিনটি জিনিস; পরিশ্রম, অধ্যবসায়, আর সততা। এ তিনটি জিনিস থাকলে সাধারণ বুদ্ধি নিয়েও কাজ চ'লে যায়।"

রমাপদ বলিল, "আর অভিজ্ঞতা? অভিজ্ঞতা ত আগে চাই?"

রমাপদর প্রশ্ন শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ঠিক উল্টো। ঐ জিনিসটাই পরে হয়। অভিজ্ঞতার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকলে অভিজ্ঞতা কোনো কালেই হয় না। অভিজ্ঞতার মানেই হচ্ছে কার্য্যকালীন অর্জ্জিত বুদ্ধি, যা মানুষে সফলতা আর বিফলতা উভয়েরই মধ্য দিয়ে সমানে লাভ করে।" তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তবে কোনো কাজ আরম্ভ ক'রতে হ'লে, প্রথমে এমন ছোট ক'রে আরম্ভ ক'রতে হয় যে, নিজের সাধারণ বুদ্ধি এবং বিবেচনার সাহায্যে সেটা সহজে করা যেতে পারে। তার পর অভিজ্ঞতার সাহায্যে : বাড়িয়ে তুলতে হয়। একদিন সন্ধ্যার পর সুবিধামত এসো, ক'রে কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে অখন।"

রমাপদ খুসী হইয়া বলিল, "আস্‌ব।"

বাহির হইয়া রমাপদ লঘুচিত্তে গৃহে ফিরিয়া চলিল। অপ্রিয় একপ্রকারে সারা হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর ব্যবসায়ের বি নাথের নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া তাহার কেবলই মনে যে, ব্যবসায়ের মধ্য দিয়াই এক দিন তাহার দারিদ্র্যের অবসা নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সে যখন গৃহে আসিয়া তখন সরমা স্নানান্তে রন্ধনশালায় রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত। সরমা বাহিরে আসিয়া স্বামীর প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া সহাস্যে , "ভাল খবর ত?"

রমাপদ , "মন্দ নয়।"

"রোসো নামিয়ে রেখে হাতটা ধুয়েই আসছি।" বলিয়া সরমা প্রবেশ করিল। তাহার পর ক্ষণকালের মধ্যে বাহির হইয়া রমাপদর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, "বল।"

পরিহিত শাড়ীর লাল পাড়ের বেড়ের মধ্যে সরমার সুন্দর মুখখানি কমনীয় দেখাইতেছিল। উন্মোচিত দীর্ঘ কেশরাশির গ্রন্থিবদ্ধ অগ্রভাগ শাড়ীর আবরণ অতিক্রম করিয়া বাহিরে পিঠের উপর ঝুলিতেছে; ললাটে শ্রমজনিত মুক্তার মত দুইচারিটি স্বেদবিন্দু; এবং অগ্নিতাপে সমগ্র মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত। সরমা সুন্দরী; তাহার রূপলাবণ্যে রমাপদর চক্ষু নিত্য বিমুগ্ধ; কিন্তু আজ তাহার এই গৃহকর্ম্মপূত কল্যাণী মূর্ত্তি দেখিয়া রমাপদ নির্ব্বাক বিস্ময়ে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল।

সরমা স্বামীর বিমুগ্ধ ভাব দেখিয়া সলজ্জ মুখে বলিল, "ব'ল না, কথা হ'ল?"

রমাপদ সহাস্যমুখে বলিল, "বল্‌ছি। কিন্তু তার আগে আর কথা বল্‌ব?"

"কি কথা?"

"লক্ষ্মীকে এ বাড়ীতে আনবার জন্যে তুমি কত রকম ক'রছ—কিন্তু আমি ত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীকে চখের সামনে দেখতে

সরমা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "না, না, সব সময়ে ভাল নয়। ব'ল কি কথা হ'ল।"

রমাপদ মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠাট্টাও নয়, পরিহ আমার মনের যথার্থ কথাই ব'ললাম। এখন অন্য কথ

সমস্ত কথা অখণ্ড আগ্রহে শুনিয়া প্রসন্নমুখে স [illegible] "তুমি একটুও ভেবো না, আমি বল্‌ছি শীঘ্রই তোমার খুব

রমাপদ বলিল, "আমিও বলছি শীঘ্রই তোমার খ [illegible]।"

একটা অনির্ণীত আনন্দে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে

৯

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই একটা দুঃসহ বিরক্তিতে রমাপদর মন ভরিয়া উঠিল। আবার সেই রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত বিব্রত-বিড়ম্বিত জীবন লইয়া জাগিয়া থাকিতে হইবে! তাহার পর নিদ্রা! তৎপূর্ব্বে এই দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া অন্নের চিন্তা, বস্ত্রের চিন্তা, পাওনাদারের চিন্তা; অভাবে, দৈন্যে, পরিশ্রমে, চিন্তায় সরমা দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে, তাহার চিন্তা!

রমাপদ পাশ ফিরিয়া শুইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। এত শীঘ্র দুঃখ কণ্টকিত জাগরণের হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু অসময়ে প্রয়োজনের নিদ্রা ধরা ত' দিলই না, অধিকন্তু তন্দ্রা-জাগরণে অস্পষ্টতার ভিতর চিন্তার মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে বিকটরূপে দেখা দিতে লাগিল। কিছুকাল তদবস্থায় কষ্টে যাপন করিয়া বিরক্তিভরে রমাপদ শয্যা পরিত্যাগ করিল।

নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাতের পর ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে,—শুধু বৃথাই নহে, সংসারের অবস্থা অনেকখানি দীনতর করিয়া। যেখানে যাহা কিছু সোনারূপার টুকরা ছিল, তপ্ত পাত্রে জলবিন্দুর মত, সমস্ত নিঃশেষে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; এমন কি রমাপদর পরীক্ষার সময়ে তাহার মঙ্গলকামনায় ব্রজবালা দেবপূজার জন্য যে পাঁচটি টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারও মধ্যে চার টাকা। মাত্র একটি টাকা কোনো প্রকারে বাঁচাইয়া রাখিয়া সরমা সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিল, ঠাকুর, অপরাধ নিয়ো না! একান্ত বাধ্য হয়ে যা নিলাম, তুমি যখন মুখ তুলে চাইবে তখন তার চতুর্গুণ দিয়ে তোমার পূজা দেব। তাহার

পর, একজন পরীক্ষার্থী ছাত্রের একমাস শিক্ষকতা করিয়া রমাপদ ত্রিশটি টাকা পাইয়াছিল, তাহাও ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইয়া কাল একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর সে যে কি করিবে, ঋণ করিবে, না বাড়ী বেচিবে, অর্দ্ধাহারে থাকিবে, না অনাহারে মরিবে, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া রমাপদ পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে।

ঋণও যে নূতন করা হইবে তাহা নহে। মুদীর নিকট টাকা বাকি পড়িয়াছে, কাপড়ের দোকানে ধার হইয়াছে। বিশুয়া চাকর কয়েকমাস মাহিনা পায় নাই, অধিকন্তু একান্ত অভাবের সময়ে তাহার সঞ্চিত অর্থ হইতে কখনো ধারও দিয়াছে; ধোপা কিছুদিন হইতে টাকা না পাইয়া কাপড় দিতে বিলম্ব করিতেছে, তাহাকে তাগিদ করিবার উপায় নাই, তাহা হইলে সে তাহার প্রাপ্য চাহিয়া বসিবে। সমস্ত অবস্থাটা মনে মনে নিমেষের মধ্যে ভাবিয়া লইয়া রমাপদ অপ্রসন্ন চিত্তে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

চৈত্রমাস। ক্রমবর্দ্ধনশীল রৌদ্রের তাপে উঠানের ভিজা মাটি দিন দিন শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। সরমা প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে অবস্থিত পুদিনা গাছগুলিতে সযত্নে জল সেচন করিতেছিল; রমাপদ পুদিনা ভালবাসে।

বারান্দা হইতে অবতরণ করিয়া রমাপদ ধীরে ধীরে সরমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

পদশব্দে ফিরিয়া দেখিয়া সরমা স্মিতমুখে বলিল, "উঠেছ? কখন উঠলে?" তাহার পর পুনরায় ফিরিয়া স্বামীর মুখ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "আজ উঠতে এত দেরী হ'ল কেন? শরীর ভাল আছে ত?"

গম্ভীর বিরস মুখে রমাপদ বলিল, "আছে। কিন্তু চাটুনির ব্যবস্থা

ক'রে তুমি কি ক'রবে সরমা, চালের ব্যবস্থা যদি আমি না করতে পারি।"

স্বামীর এই দুঃখার্ত্ত কথায় ব্যথিত হইয়া সরমা বলিল, "চালের ব্যবস্থা তুমি ক'রছ না ত কি ক'রছ? এই যে এতদিন কাট্‌ল, কোন্‌ দিন আমাদের না খেয়ে কেটেছে বল?"

ম্লান মুখে রমাপদ বলিল, "কাটেনি, কিন্তু এবার হয় ত' কাটবে!"

সরমা দৃঢ়স্বরে বলিল, "কখ্‌খনো কাটবে না। দেখ, পুরুষমানুষের অতটা ভয় ভাল নয়। মনে সাহস রেখে চেষ্টা ক'রে যাও, একটা যা হয় উপায় হবেই।"

রমাপদ মৃদু হাস্য করিল; বলিল, "সেই জন্যেই যে মনে সাহস নেই! কোনো রকম চেষ্টা না ক'রে আজ যদি এ অবস্থা হত তাহ'লে মনে সাহস থাকত যে, চেষ্টা করলে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে। তুমি ত' জান সরমা, এই ছ'মাস আমি কত রকম চেষ্টা করেছি?"

"করেছ; কিন্তু সময়ের ও ত' একটা গুণ আছে। সুসময়ই বল, আর দুঃসময়ই বল, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আজ পূবে হাওয়া বইছে ব'লে কি তুমি মনে কর আর পশ্চিমে হাওয়া বইবে না?"

এই চির-প্রচলিত সাধারণ আশ্বাসে রমাপদ বিশেষ আশ্বস্ত বোধ করিল না; বলিল, "পশ্চিমে হাওয়া যখন বইবে তখন পশ্চিমে হাওয়ার কথা, কিন্তু উপস্থিত ত' আজ থেকে পূবে হাওয়া একটু জোরেই বইবে ব'লে মনে হচ্ছে।"

সরমা বলিল, "কেন?"

বিষন্নমুখে রমাপদ বলিল, "চাল ত' বোধ হয় একেবারে ফুরিয়েছে?"

সরমা বলিল, "চাল ফুরিয়েছে ব'লতে নেই; চাল বাড়ন্ত হয়েছে।

তা হ'ক যে চাল আছে তা'তে আমার আর বিশুয়ার একবেলার মত যথেষ্ট হবে।"

"আর আমি ?"

সরমা হাসিয়া বলিল, "তোমার ত' আজ নিমন্ত্রণ আছে।"

প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়া রমাপদ বলিল, "না নেই! তুমি ক্ষেপেছ না কি সরমা? তুমি বাড়ীতে আধ-পেটা ডাল ভাত খাবে, আর আমি পরের বাড়ী গিয়ে চর্ব্বচোষ্য খেয়ে আসব? তা' কখনই হবে না। তোমার ভাগ্যে যা আছে আমার ভাগ্যেও তাই হবে। যা আছে আমরা তিন জন ভাগ ক'রে খাব।"

রমাপদর কথা শুনিয়া সরমা হাসিতে লাগিল। বলিল, "ঠিক উল্টো! তুমি নিমন্ত্রণ গেলে আমাদের বরং পেট-ভরা হবে। তুমি বাড়ীতে খেলে কার কি সুবিধে হবে তা বল ?"

এ কথার মধ্যে আর যে জিনিসেরই অভাব থাকুক না কেন, যুক্তির অভাব ছিল না। তাই রমাপদ প্রথমটা কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না; কিন্তু পরক্ষণেই বলিল, "শুধু পরিমাণের হিসাবই ত' একমাত্র হিসাব নয়। তুমি সামান্য ডাল-ভাত খাবে, আর আমি পোলাও কালিয়া খাব, তা' আমার ভাল লাগবে কেন ?"

সরমা একটু উচ্ছ্বসিত ভাবে স্মিতমুখে বলিল, "ওগো, তুমি পোলাও কালিয়া খেলে, আমার ডাল-ভাতও পোলাও কালিয়ার মত ভাল লাগবে।" কিন্তু মনের এতখানি কথা সহসা এমন করিয়া বলিয়া ফেলিয়া লজ্জায় সে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল।

মরুভূমির মধ্যে প্রথম শীতল সমীর স্পর্শের মত সরমার প্রেমের এই স্নিগ্ধ অনুভূতিটুকু রমাপদর মিষ্ট লাগিল। সে নিঃশব্দ স্মিতমুখে ক্ষণকাল পত্নীর প্রেমোদ্ভাসিত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি

ডাল-ভাত খেলে আমার পোলাও কালিয়াও যে ডাল-ভাতের মত খারাপ লাগবে !"

সরমার চক্ষুদুটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ; বলিল, "তাই যদি লাগে, তা হ'লে আর নিমন্ত্রণ গিয়ে পোলাও কালিয়া খেতে তোমার আপত্তি কিসের বল ?"

এতক্ষণে রমাপদ উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিল ; বলিল, "স্বীকার ক'রছি—আমার হার হয়েছে !"

স্থির হইল রমাপদ নিমন্ত্রণ যাইবে ।

রমাপদ বলিল, "কিন্তু ও-বেলার কি হবে ?"

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালীটোলায় ঘোষেদের বাড়ী কয়েক দিন ধরিয়া কথকতা হইয়াছিল ; রমাপদ সরমাকে লইয়া প্রত্যহ শুনিতে যাইত। সরমা হাসিয়া বলিল, "এত কথকতা শুনেও ভগবানের উপর নির্ভর করতে শিখ্‌লে না ? ভগবানের উপর নির্ভর কর, ও-বেলার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।"

রমাপদ আশ্বস্ত হইয়া উৎফুল্লমুখে বলিল, "ভগবানের উপর নির্ভর পরে না হয় ক'রব, আজ আমি তোমারই উপর নির্ভর ক'রলাম।"

সলজ্জ আনন্দে সরমার মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, আমারই উপর নির্ভর কর। ভগবান তাঁর দাস দাসীদের দিয়েই ত' তাঁর কাজ করিয়ে নেন !"

সরমার বিশ্বাস এবং ভক্তিপূর্ণ এই কথা শুনিয়া রমাপদ ক্ষণকাল সহর্ষ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল ; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা সরমা, ভগবানের অস্তিত্বের উপর তোমার ধ্রুব বিশ্বাস আছে ?"

সোজাসুজি কোনও উত্তর না দিয়া প্রশ্নের দ্বারা সরমা এ প্রশ্নের উত্তর দিল ; বলিল, "কেন, তোমার কি নেই ?"

সহাস্যমুখে রমাপদ বলিল, "আমাদের কথা ছেড়ে দাও, লেখাপড়া শিখে আমরা পণ্ডিত হয়েছি ; আমাদের পাণ্ডিত্যের মর্ম্ম ভেদ ক'রে ভগবানের বিশ্বাস সহজে প্রবেশ ক'রতে পারে না। তোমার কি মনে হয়—ভগবান আছেন ?"

অবলীলার সহিত সরমা বলিল, "নিশ্চয়ই আছেন ! না থাকলে বিশ্ব রয়েছে কেন ? চন্দ্রসূর্য্য রয়েছে কেন ?"

এই দুরূহ বিষয়ের এরূপ সহজভাবে মীমাংসা হইয়া গেল দেখিয়া রমাপদ পুলকিত হইয়া বলিল, "তা বটে ! কিন্তু ভগবান ত' করুণাময় তবে আমরা এত রকম কষ্ট পাই কেন ?"

সরমা অবিলম্বে বলিল, "সে আমাদের কর্ম্মফল।"

রমাপদ স্মিতমুখে বলিল, "কিন্তু কর্ম্মে ত' তিনিই আমাদের প্রবৃত্ত করান, তবে কুকর্ম্ম আমরা করি কেন ?"

এ প্রশ্নে সরমা একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল, "সে তাঁর লীলা !"

রমাপদ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল ; বলিল, "কথকতা শোনা তোমারই সার্থক হয়েছে সরমা ! আমার দেখছি একেবারেই পণ্ডশ্রম হয়েছে।"

সরমা বলিল, "তুমি সবই জানো, শুধু আমাকে পরীক্ষা করছিলে।" তাহার পর সহসা গম্ভীরমুখে বলিল, "দেখ, এ-সব কথা নিয়ে এমন ক'রে তর্ক-বিতর্ক ক'রতে নেই !"

"কেন ?"

"তাতে বিশ্বাস ক'মে যেতে পারে।"

"কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস ত ভাল নয় ? বিশ্বাসকে যুক্তি তর্ক দিয়ে পাকা ক'রে নেওয়াই ত' উচিত। আমাদের শাস্ত্রে আছে 'যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে।' যুক্তিবিহীন বিচারের দ্বারা কোনো জিনিস প্রতিপন্ন ক'রলে ধর্ম্মহানি হয়।"

সরমা বলিল, "সে ছোট-খাট ব্যাপারে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হয় ; এ সব বড় ব্যাপারে নয়।"

সরমার এই সহজ বিচার-শক্তির ভিতর দিয়া তাহার বিশ্বাস-পূত হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া রমাপদ প্রসন্ন মুখে বলিল, "ঠিক কথা সরমা ! ভগবান যেন চিরদিন তোমার মনে বিশ্বাসকে যুক্ত-বিহীন ক'রেই সরস রাখেন !"

উত্তরে সরমা কিছু বলিল না, শুধু তাহার হর্ষোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি নিমেষের জন্য রমাপদর মুখের উপর স্থিত হইয়া চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল।

১০

স্নানান্তে ঘরের ভিতর রমাপদ মাথা আঁচড়াইতেছিল, সরমা একটি রেকাবে দুইটি রসগোল্লা, এক গ্লাস শীতল জল এবং দুই খিলি পান আনিয়া সম্মুখে রাখিল। রমাপদ চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "এখনি খেতে যাচ্ছি, এ-সব মিছে কেন দিয়েছ ? এ তুমি তুলে রেখে দাও।"

সরমা বলিল, "সব ত' ভারী! পরের বাড়ী খেতে যাচ্ছ; কখন খেতে দেবে; শেষকালে পিত্তি প'ড়ে মাথা ধ'রবে। ও-টুকু খেয়ে ফেল।"

রমাপদ মিষ্টান্নের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দেখ দেখি এ চার পয়সা মিছে খরচ ক'রলে! এ থাকলে ও-বেলা কাজে লাগত।"

সরমা শান্তভাবে বলিল, "আজ সমস্ত দিনের ভার যখন আমার উপর দিয়েছ—তখন আবার ও-বেলার ভাব্‌না কেন তুমি ভাব্‌ছ ?"

আর কোনও আপত্তি না করিয়া রমাপদ একটা রসগোল্লা খাইয়া মুখে জলের গ্লাস তুলিল।

সরমা তাড়াতাড়ি রমাপদর হাত ধরিয়া ফেলিয়া গ্লাস নামাইয়া দিয়া বলিল, "না, সে হবে না, ও-টাও খেয়ে ফেল।"

রমাপদ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও আর খাব না; ওটা তোমার জন্যে প্রসাদ রইল।" এ কৌশল সময়ে সময়ে ফলপ্রদ হইয়াছে, রমাপদ তাহা জানিত।

এবার কিন্তু কৌশল খাটিল না। সরমা বলিল, "আচ্ছা, প্রসাদ থাক্‌বে অখন; তুমি ও-টা খেয়ে ফেল।" বলিয়া রমাপদকে সাবধান হইবার সময় না দিয়া অকস্মাৎ রসগোল্লাটা তুলিয়া লইয়া তাহার মুখের মধ্যে পূরিয়া দিল।

অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার সময় এবং সুবিধা না পাইয়া অগত্যা রমাপদকে খাইতেই হইল। জল খাইয়া মুখে পান পুরিয়া সে বলিল, "প্রসাদ ত রাখলেই না ; উপরন্তু স্বামীর সঙ্গে ছলনা ক'রলে! শুধু দেবতাকে মানলে কি হবে ?—স্বামীকেও একটু মানা চাই।"

সরমা হাসিয়া বলিল, "তা জানি ; এই দেখ তোমার প্রসাদ-রয়েছে।" বলিয়া রেকাবে রসগোল্লার যে রসটুকু লাগিয়া ছিল অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে দেখাইয়া রেকাব ও গ্লাস আলমারীর উপর তুলিয়া রাখিল।

রমাপদ সবিস্ময়ে বলিল, "রাখলে যে ? ও-টা খেতে হবে না কি ?"

সরমা স্মিতমুখে বলিল, "হবে না ?"

"এত ভক্তি ?"

সরমা চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া নীরবে হাসিতে লাগিল।

রমাপদ বলিল, "ভক্তি-টা একটু কমালে প্রসাদ যদি একটু বাড়ে ত তাই কোরো!"

রমাপদ প্রস্থানোদ্যত হইলে সরমা স্মিতমুখে বলিল, "ভাল ক'রে খেয়ো। আমাদের খাবার যথেষ্ট আছে।"

রমাপদ একবার নীরবে সরমার প্রতি চাহিয়া দেখিল ; তাহার পর বলিল, "নুন-জল দিয়ে সজনের ডাঁটা সিদ্ধ আর পেঁপে-ভাতে ত ?"

রমাপদর কথায় পুলকিত হইয়া সরমা বলিল, "তাই যদি হয় তা হলেই বা মন্দ কি ?"

রমাপদ প্রস্থান করিলে সরমা কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিল ; স্বামীর কথা, নিজের কথা, সংসারের কথা, বর্ত্তমানের কথা, ভবিষ্যতের কথা—অনেক কথা সে অনেক রকম করিয়া ভাবিল। কিন্তু স্রোতে যেমন ময়লা জমিতে পারে না, ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়, তেমনি তাহার চিন্তা-প্রবাহের মধ্যে কোন দুশ্চিন্তাই স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল

না। অবশেষে সে নিজেকেই সাক্ষী মানিয়া নিজের মনে মনে কতকটা এইভাবে বলিতে লাগিল—আমার অবস্থাই বা মন্দ কি? যার এমন বিদ্বান্, গুণবান্, সচ্চরিত্র স্বামী; স্বামীর ভালবাসা যে এমন বিপুল পরিমাণে পাচ্ছে; সে যদি না অর্থাভাবের কষ্ট সহ্য করবে ত' কি সহ্য ক'রবে সে? অর্থ ত' চোর ডাকাতেরও থাকে, কিন্তু এমন স্বামী ক'জন পুণ্যবতীর থাকে?

ভাবিতে ভাবিতে সরমার মনে হইল যতটা তাহার হওয়া উচিত ছিল ঠিক ততটা সে স্বামীগত-প্রাণ নহে। তাহার স্বামীর দুঃখ এবং দাবীর হিসাবে যতটা নিজেকে সমর্পণ করা আবশ্যক ততটা সে হয় ত করিতেছে না। অকারণ সে নিজের প্রতি অনুযোগ করিল, অভিযোগ করিল; অবশেষে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল ইহার পর আর নিজের কথা কিছুই সে ভাবিবে না, স্বামী-সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিবে।

শাশুড়ীর অনুজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে প্রবলভাবে মনে মনে বলিতে লাগিল—কখনো না মা, কখনো না! কখনো আমি স্বামীর সঙ্গ ছাড়ব না! কোনো পাপের কুহক, কোনো পুণ্যের প্রলোভন, কোনো দুঃখের বেদনা, কোনো সুখের আকর্ষণ আমাকে স্বামীত্যাগিনী করতে পারবেনা! তোমার আশীর্ব্বাদে আমি ছায়ার মত চিরদিন স্বামীর আগে পাছে থাক্‌ব!

স্বামী-কল্পনার সুধা ক্ষরিত হইয়া হইয়া সরমার মন সিক্ত হইয়া

"বিশ্বনাথ!"

অদূরে কলতলায় বিশুয়া বাসন মাজিতেছিল; প্রভুপত্নীর আহ্বানে তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

"মায়জী ?"

"একবার মতিবাবুর দোকানে যেতে হবে ।"

"কেন মায়জী ?"

"—বল্‌ছি ।"

ঘরের ভিতর গিয়া পেটী হইতে টানাসূতার কাজ-করা দুইখানা টেবিল-ক্লথ বাহির করিয়া আনিয়া সরমা বলিল, "এই দুটো টেবিলক্লথ্ মতি বাবুর দোকানে বিক্রি ক'রতে দিয়ে আয়। এতে তিন টাকার কাপড় লেগেছে। বলিস, কাপড়ের দামটা আজই আমার চাই, বিশেষ দরকার আছে। পরে বিক্রি হলে লাভ যা হবে তার অর্দ্ধেক তিনি নিজে রেখে বাকি অর্দ্ধেক আমাকে দেবেন।—বুঝলি ?"

শুধু শব্দার্থই নয়, শব্দার্থের অতিরিক্ত যাহা বুঝিবার ছিল, তাহাও বুঝিয়া বিশুয়া বলিল—"বুঝেছি মায়জী।" তাহার পর টেবিল-ক্লথ দুইটি লইয়া মতিবাবুর দোকানে উপস্থিত হইল।

পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়ঃক্রমের সহিত বালসুলভ উল্লাস এবং তরুণতা যুক্ত রাখিয়া আবৃদ্ধ-বালকবালিকা সকলেরই সহিত মতিবাবুর কারবার। অভিভাবকের মিত্র, যুবকের সখা এবং শিশুর সুহৃৎ রূপে তাঁহার প্রসার সর্ব্বজনবিস্তৃত। আকাশের বায়ু যেমন সর্ব্বত্র প্রবহনশীল, স্থান অস্থান ভেদ করিয়া বহে না, তাঁহার সৌহৃদ্য তেমনি পাত্র-অপাত্র বিচার করিয়া চলে না।

মতিবাবু তখন একদল বালক-বালিকাকে লজেঞ্জস্ বিক্রয় করিতেছিলেন। লজেঞ্জস্ লইয়া একে একে সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলে একটি চার-পাঁচ বছরের বালক বলিল, "মতিবাবু, আমায় দিন !"

হস্ত-প্রসারিত করিয়া মতিবাবু বলিলেন, "কই, পয়সা দাও। ক' পয়সার ?"

বালকটি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি আজ কিনৃব না ত' ; আমাকে ফাউ দিন !"

শুনিয়া মতিবাবু উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "তা' বটে ! সে কারবারটা আমার মনেই পড়ে নি !" বলিয়া বালকের দুই হস্ত ফাউ দিয়া ভরিয়া দিলেন।

ন্যায্য প্রাপ্য আদায় হইল, চেষ্টা করিয়াও মতিবাবু ফাঁকি দিতে পারিলেন না, মনে করিয়া বালক প্রসন্নমুখে দোকান পরিত্যাগ করিল।

তখন বিশুয়া টেবিল-ক্লথ দুইটা মতিবাবুর হস্তে প্রদান করিল।

"এ কি হবে ?"

বিশুয়া সংক্ষেপে বক্তব্য প্রকাশ করিল।

মতিবাবু রুক্ষস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আরে হামারা কি কাপড়াকা দোকান হ্যায় যে টেবিল-কাপড়া বিক্রি করেগা ? ভাগলপুর্‌মে এ চিজ্‌ কোন্ লেগা ! কোই নেহি লেগা ! এক রুপেয়া যে ভি নেহি লেগা ! এঁহাকা আদমী বহুৎ চালাক হ্যায়।"

তখন বিশুয়া সভয়ে জানাইল যে, বিক্রয় ত করিতেই হইবে, অধিকন্তু কাপড়ের দাম তিনটাকা তখনি অগ্রিম দিতে হইবে।

"কাহে ?"

বিশুয়া কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল বিশুয়ার দিকে তীক্ষ্ণভাবে চাহিয়া থাকিয়া মতিবাবু ধীরে ধীরে টাকার দেরাজ টানিলেন ; তাহার পর পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া বিশুয়ার হস্তে দিয়া বলিলেন, "বহুমায় কো বোলো, চিজ্‌ বহুৎ আচ্ছা হুয়া। হাম তিন তিন রূপেয়ামে বেচেগা। অভি হিসাবমে পাঁচ রূপেয়া দিয়া।—সমঝা ?"

এবারও সহজ শব্দার্থের অতিরিক্ত কিছু বুঝিয়া বিশুয়া হৃষ্টচিত্তে বলিল, "সম্‌ঝা বাবু।"

"আচ্ছা, যাও;"

বিশুয়া টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

ঘণ্টা দুই পরে মতিবাবু নিবিষ্ট-চিত্তে হিসাব লিখিতেছিলেন, রমাপদ দোকানে প্রবেশ করিল।

নিমেষের জন্য আগন্তুককে দেখিয়া লইয়া পুনরায় হিসাবের খাতায় দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া মতিবাবু বলিলেন, "কি খবর?"

রমাপদ বলিল, "আমি অপেক্ষা করছি; আপনার লেখা আগে শেষ হ'ক!"

ক্ষণকাল লিখিয়া খাতা বন্ধ করিয়া রমাপদর দিকে চাহিয়া মতিবাবু বলিলেন, "বল।"

টেবিল-ক্লথ্ দুইটি বিক্রয়ার্থে গ্রহণ করিয়া এবং তদ্ব্যাপারে পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়া মতিবাবু যে উপকার করিয়াছেন প্রথমে রমাপদ তজ্জন্য ধন্যবাদ জানাইতে উদ্যত হইল।

মতিবাবু তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "কাজের কথা কিছু থাকে ত বল।"

তখন পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া মতিবাবুর সম্মুখে রাখিয়া রমাপদ বলিল, "আট আনা পয়সা আপনি বেশী দিয়েছেন।"

"কেন?"

"তিন টাকা ক'রে এক-একটা টেবিল-ক্লথ বিক্রি হলেও কাপড়ের দাম আর লাভের অংশে আমাদের পাওনা সাড়ে চার টাকা হয়। তা ছাড়া তিন টাকাই বোধ হয় একটু বেশী দাম হবে।"

দেরাজ টানিয়া একটা আধুলি বাহির করিয়া রমাপদর টাকার উপর

তাহা স্থাপন করিয়া মতিবাবু বলিলেন, "লাভের অংশে বউমা আরও আট আনা পাবেন। তিন টাকা ক'রে ছুখানা টেবিল-ক্লথ বিক্রি হয়ে গেছে।"

"এরি মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে? কে নিলে?" সানন্দ বিস্ময়ে রমাপদর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মতিবাবু উচ্চ স্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "কে নিলে সে খবরে তোমার কাজ কি? খদ্দের নিয়েছে। আমি আমার খদ্দেরের নাম ব'লে দিই, আর তুমি তার সঙ্গে সোজাসুজি কারবার আরম্ভ কর!"

খরিদ্দারের নাম বলিবার আপত্তির প্রকৃত কারণ এই ছিল যে, তাহা হইলে নিজেরই নাম প্রকাশ করিতে হইত। মতিবাবু টেবিল-ক্লথ ছুইটি নিজেই ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন।

রমাপদ কিন্তু মতিবাবুর তাড়না খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল; "না, না, আমি সে জন্যে জান্‌তে চাই নি; আমি এমনি জান্‌তে চাচ্ছিলাম।"

ততক্ষণে মতিবাবুর চক্ষু কৌতুক-হাস্যে কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোমল স্বরে তিনি বলিলেন, "বউমাকে বোলো অবসর-মত আরও ছুখানা যেন তৈরী ক'রে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এবারও যে এমনি শীঘ্র বিক্রি হয়ে যাবে তা আশা করো না।"

"না, অতটা আশা নিশ্চয়ই ক'রব না। কিন্তু আপনার লাভ ত' দেড় টাকা হবে; আপনি আরও আট আনা আমাকে দিচ্ছেন কেন?"

মতিবাবু বলিলেন, "তুমি ক্ষেপেছ রমাপদ! পরিশ্রমের পাওনা আর ফাঁকির লাভ, এ ছুই কখনো সমান হতে পারে না। ছ-টাকায় ছয়-আনা লাভ হলেই আমার যথেষ্ট হ'ত, ছু-আনা বেশী নিয়েছি।" তাহার পর টাকা ও আধুলি রমাপদর হস্তে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এখন স'রে পড়; আমার কাজ আছে।"

পথে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে রমাপদর বুকের পকেটে টাকা ও আধুলি ঠিন্ ঠিন্ করিয়া মৃদু-মধুর শব্দ করিতেছিল; শুনিতে শুনিতে রমাপদর মনে হইল, সুখ-চক্র অবশেষে বুঝি চলিবারই উপক্রম করিল! প্রত্যূষে অভাব ও দৈন্যের যে বিভীষিকা তাহাকে বিকল করিয়াছিল, মনে হইল তাহার অবসান যেন সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে। মাত্র একটি টাকা এবং একটি আধুলী বুকের কাছে ঠিন্ ঠিন্ শব্দ করিতেছিল; কানের কাছে আশা কিন্তু সজোরে বলিতেছিল—ঠিক্ ঠিক্!

১১

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সমস্ত দিন নিরবসর পরিশ্রমের পর সরমা গা ধুইয়া তাড়াতাড়ি কলঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দ্বারে দ্বারে জল-সিঞ্চন করিল। একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে ঘরে আলো দেখাইয়া গৃহাঙ্গণের তুলসীমঞ্চে তাহা স্থাপন করিল; তাহার পর তিন বার শাঁখ বাজাইয়া গললগ্নীকৃতবাস হইয়া প্রণাম করিতে বসিল।

অন্য দিন অপেক্ষা দীর্ঘ সময় প্রণামে অতিবাহিত করিয়া যুক্ত-করে উঠিয়া বসিতেই সহসা অতর্কিতে তাহার দুই চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। এই নিত্য-সেবিত গৃহ-দেবতাকে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেওয়ার আজ শেষ দিন। কাল প্রাতে এই কল্যাণ-পূত আশ্রয়, বহু সাধের শ্বশুরের ভিটা, ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সরমা মনে মনে বলিল, "হে মা তুলসী, শীঘ্র যেন তোমার কৃপায় স্বামী নিয়ে আবার এ বাড়িতে ফিরে আস্‌তে পারি।"

অর্থোপার্জ্জনের অন্য কোনো উপায় করিতে না পারিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে রমাপদ তাহাদের বাস-গৃহটি মাসিক কুড়ি টাকায় ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের বাসের জন্য একটি ক্ষুদ্র গৃহ আট টাকায় ভাড়া লইয়াছিল। এইরূপে অর্জ্জিত মাসিক বার টাকার দ্বারা আর কিছু না হউক একান্ত অনাহার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে! রসনার পরিতৃপ্তি না হউক, কোনো প্রকারে জঠরের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে।

সমস্ত দিন রমাপদ, সরমা এবং বিশুয়া তিন জনে মিলিয়া দ্রব্যাদি

গুছাইতে ব্যস্ত ছিল ; অপরাহ্ণে রমাপদ বিশুয়াকে লইয়া নূতন গৃহ ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কৃত করিতে গিয়াছে। পরদিন বৈকালে ভাড়াটিয়াকে এ গৃহ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

অলস স্তব্ধ ভাবে সরমা তুলসীতলায় বসিয়া রহিল। সমস্ত দিন পূর্ণোদ্যমে কাজ করিয়া, এখন যেন সহসা তাহার দেহ হইতে শক্তি এবং মন হইতে উৎসাহ নিঃশেষে বাহির হইয়া গিয়াছিল। সে বসিয়া বসিয়াই চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল ; শুধু সামর্থ্য নহে—উঠিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত যেন তাহার ছিল না।

দেহ-মনে সরমা দুর্ব্বল নহে। শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যু, স্বামীর দারিদ্র্য, সংসারের দুঃখ-দৈন্য সে যেমন করিয়া বহন করিতেছিল, সতের বৎসর বয়সের অতি অল্প মেয়েই তেমন করিয়া পারে। কিন্তু চিরদিনের কার্য্যক্ষম শক্তিশালী স্নায়ু পক্ষাঘাত রোগে যেমন কোনো এক মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ নির্জীব হইয়া যায়, তাহার চিরাভ্যস্ত সাহস এবং ধৈর্য্য সহসা আজ তাহাকে ঠিক সেইরূপে পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল। যে সংসারের সুখ-দুঃখের সহিত সে এত দিন হাসিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছে, যাহার শাখাপত্রে আশ্রয়-নীড় বাঁধিয়া সে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিয়াছে, সহসা আজ তাহার একান্ত নিরাশ্রয়ণীয়তা উপলব্ধি করিয়া সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে হইল স্তব্ধ উদাস গৃহের এই পরিপূর্ণ সঙ্গিহীনতা যেন আসন্ন ভবিষ্যতের অশুভ ছায়াপাত, তাহার নির্ভরহীন নিরবলম্ব জীবনের অভিসূচনা। অন্ধকারে মানুষে যেমন দুই হাতে আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়ায় সরমা সেইরূপ ব্যাকুলভাবে চতুর্দ্দিকে সহায় অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না—এমন কি তাহার স্বামীকে পর্য্যন্ত নহে। তখন অধীর ভাবে সে নিজের এই বিপর্য্যস্ত অবস্থা সম্বরণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন ভাসিবার জন্য যতই ব্যগ্র হইয়া

উঠে ততই ডুবিতে থাকে, বিলীয়মান শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে গিয়া সরমা তেমনি ততই শক্তি হারাইতে লাগিল।

সদর দ্বারে কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অবচ্ছিন্ন বহির্জ্জগতের এইটুকু মাত্র সাড়া পাইয়া সে তাহার অপহৃত শক্তি অনেকটা ফিরিয়া পাইল। তাড়াতাড়ি একটা হাত-লণ্ঠন জ্বালিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলেও, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

চাপা গলায় বাহিরে উত্তর হইল, "সে।"

সরমা দ্বার খুলিয়া দিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

রমাপদ প্রবেশ করিয়া অর্গল লাগাইয়া দিল; তাহার পর বারান্দায় উপস্থিত হইয়া স্ত্রীর বিষণ্ণ-গম্ভীর মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি ? ভয় করছিল না কি সরমা ?"

"করছিল।"

"ভূতের ?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সরমা বলিল, "না, ভবিষ্যতের।" তাহার পর স্বামীর বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হস্তের মধ্যে তাহার দুই হস্ত গ্রহণ করিয়া উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ভবিষ্যতে আমাদের সংসার ঠিক চলবে ব'লে তোমার মনে হয় ?"

এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া রমাপদ বলিল, "হঠাৎ একথা তোমার কেন মনে হল বল ত ?"

রমাপদর হস্তদ্বয়ে মৃদু চাপ দিয়া সরমা বলিল, "তাই জিজ্ঞাসা করছি: বল না, চলবে ?"

এ বিষয়ে রমাপদই এ পর্য্যন্ত সরমার নিকট হইতে যাহা কিছু আশা এবং আরাম পাইয়া আসিয়াছে—আজ সহসা সরমাকে এরূপ দুর্ব্বল

দেখিয়া সে তাহার শীর্ণ সাহসকে তাড়না দিয়া বলিল, "চল্‌বে না ত' কি হবে? নিশ্চয়ই চল্‌বে।" তাহার পর সরমার স্কন্ধে বাম হস্ত স্থাপন করিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "তাছাড়া চালাবার তোমার যা অদ্ভুত শক্তি আছে, না চ'লে ত' উপায় নেই!"

ঈষৎ আবেগের সহিত মাথা নাড়িয়া সরমা বলিল, "না, না, আমার একটুও শক্তি নেই! তা' যদি থাক্‌ত তা হ'লে আমি কখনই তোমাকে এ বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ি যেতে দিতাম না!"

"তা দিচ্ছই বা কেন? এ বাড়ি ছেড়ে যেতে তোমার এতই যদি কষ্ট হয়, তা হলে না হয়—"

রমাপদর অসমাপ্ত বাক্য অনুসরণ করিয়া সরমা বলিল, "তা হলে না হয়,—কি?"

"তা হলে না হয় যাওয়া বন্ধ ক'রে দিই।"

একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সরমা বলিল, "না তা' হয় না। তা'হলে খাওয়াও বন্ধ ক'রে দিতে হয়!"

কথাটা শ্রুতিকটু হইলেও এত বেশী সত্য যে রমাপদর মুখ দিয়া কোনও উত্তর বাহির হইল না। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সরমাই মৌন-ভঙ্গ করিল; বলিল, "আচ্ছা, আবার কত দিনে এ বাড়িতে ফিরে আসা যাবে ব'লে মনে হয়?"

এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর রমাপদ অতি সহজে দিল; বলিল, "বছর-খানেকের মধ্যে নিশ্চয়ই। কিন্তু এ বাড়িতেই যে ফিরে আসতে হবে তার কি মানে আছে সরো? এ বাড়ি ভাড়ায় রেখে আমরা এর চেয়ে ভাল বাড়িতেও ত যেতে পারি!"

সরমা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, তা হবে না। এই বাড়িতেই ফিরে

আসতে হবে; প্রথম যে দিন আসবার মত অবস্থা হবে—সেই দিনই!”

সরমার এই অত্যধিক আগ্রহে ও পক্ষপাতিতায় বিস্মিত হইয়া রমাপদ বলিল, “আচ্ছা, তা না হয় এসো। কিন্তু এ বাড়িতে ফিরে আসবার জন্তে তুমি এতটা ব্যস্ত হচ্ছ কেন?”

রমাপদর প্রশ্নে সরমার মুখ পাংশু হইয়া গেল। একবার মনে করিল কিছু বলিবে না; কিন্তু যে কথা তাহার কণ্ঠদেশে আটকাইয়া শ্বাসরোধ করিতেছিল, তাহা না বলিয়াও থাকিতে পারিল না; চকিত নেত্রে রমাপদর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভীতি-বিহ্বল স্বরে বলিল, “তুমি এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছ? এ বাড়ি ছেড়ে যেতে মা যে আমাকে মানা করে গিয়েছেন!”

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া রমাপদ বলিল, “এ বাড়ি ছেড়ে যেতে ত’ মানা করেন নি;—আমাকে ছেড়ে যেতে মানা করেছেন।”

রমাপদর ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলি দিয়া দুইবার ধীরে ধীরে আঘাত করিয়া সরমা বলিল, “ও সব যা’ তা’ কথা মুখে আনতে নেই! বাড়ি ছেড়ে যেতেও মানা করেছিলেন।” তাহার পর সহসা তাহার দুই চক্ষু কৌতুক-হাস্তের মৃদু প্রভায় চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল; বলিল, “একদিন অবশ্য তোমাকে ছেড়ে যাব। কিন্তু সে কবে জান?”—

পরিহাস-ছলে সরমা যে-কথা বলিবার উপক্রম করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া রমাপদ কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, “খবরদার! ও-সব যা’ তা’ কথা মুখে আনবে ত—”

রমাপদ একটা কঠিন দিব্য দিল।

বিমূঢ় ভাবে এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অপ্রসন্ন মুখে সরমা বলিল, “দেখ দেখি কি অন্তায়! কথাটা শেষ করতে দিলে না, ফট্ ক’রে একটা দিব্যি দিয়ে দিলে!” তাহার পর ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিল,

"আমি ত' আর সত্যি-সত্যিই সে কথা বলতে যাচ্ছিলাম না—আমি বলতে যাচ্ছিলাম অন্য কথা। আমি বরং বলতে যাচ্ছিলাম যে প্রাণ থাক্‌তে তোমাকে ছেড়ে যাব না!"

সরমার নিরুপায় বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া রমাপদ মনে-মনে অতিশয় পুলকিত হইয়া প্রকাশ্যে গম্ভীরমুখে বলিল, "এখন আর ও-সব কৈফিয়ৎ দিলে কি হবে? একদিন ছেড়ে যাবে সে কথা স্পষ্ট ক'রে বলেছ ত'!"

"কখ্‌খনো আমি সে কথা বলিনি!" বলিয়া সরমা কপট ক্রোধের সহিত প্রস্থান করিল।

রাত্রে গৃহকর্ম্মান্তে সরমা তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—রমাপদ শয্যায় পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। নিকটে আসিয়া তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমিয়েছ না কি?"

রমাপদ পাশ ফিরিয়া বলিল, "না, কেন?"

"একটু ছাদে যাবে? ভারি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে!" একটু ভাবিয়া রমাপদ বলিল, "চল যাই।"

জ্যোৎস্না রাতে অবকাশকালে স্বামীর সহিত ছাদে বসিয়া জ্যোৎস্না উপভোগ করিয়া সরমা অপরিমিত আনন্দ এবং তৃপ্তি পাইত। পশ্চিম দিকের আলিসার নিকট হইতে অদূর-প্রবাহিত জাহ্নবীর কিয়দংশ দেখা যায়,—সরমা যখনই ছাদে যাইত সেই স্থানটি অধিকার করিয়া বসিত। আজ তাহার সেই অতিপ্রিয় স্থানটিতে উপস্থিত হইয়া আনন্দের পরিবর্ত্তে সে যাহা পাইবে তাহার কথা মনে করিয়া রমাপদ মনের মধ্যে বিচলিত হইল।

নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া প্রকৃতি শুভ্র জ্যোৎস্নার তরল ধারায় স্নান করিতেছিল। রমাপদ এবং সরমা ছাদে আসিয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাশাপাশি উপবেশন করিল। অদূরে নববর্ষার অর্দ্ধস্ফীত নদী স্বপ্নরাজ্যের

অপরিস্ফুট দৃশ্যের মত বহিয়া চলিয়াছিল। সরমা গ্রীবা বাঁকাইয়া একবার মুহূর্তের জন্ম দেখিয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। বহুক্ষণ উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া রহিল, কিন্তু কেহও কোনো কথা কহিল না। উভয়েই মনে করিতেছিল একটা কিছু কথা আরম্ভ করিলে ভাল হয়, কিন্তু সাহস হইতেছিল না,—পাছে কথায় কথায় পরস্পরের অন্তরের নিগূঢ় বেদনা পরস্পরের নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়ে!

পাশের বাড়ির বাগানে একঝাড় হেনা ফুটিয়াছিল। তাহার গুরু গন্ধ অলস-মন্থর বায়ুতে ঘনীভূত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ক্রমশঃ মধ্য-গগন হইতে চন্দ্র পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িল। রজনীর গভীরতায় চতুর্দ্দিক থম্ থম্ করিতে লাগিল।

সরমার দিকে চাহিয়া রমাপদ মৃদুস্বরে বলিল, "এবার যাবে?"

শিথিল নিস্তেজ মনকে কতকটা সম্বৃত করিয়া লইয়া কম্পিতকণ্ঠে সরমা বলিল, "চল।"

নীচে নামিয়া আসিয়াও উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো কথাবার্ত্তা হইল না। শয্যা গ্রহণ করিয়া উভয়ে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে জাগিয়া রহিল। প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিতেছিল যে অপরে জাগিয়া আছে, কিন্তু তথাপি কেহ কাহারো সহিত কথা বলিতে পারিল না। মিশন স্কুলের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা এবং অর্দ্ধঘণ্টা বাজিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে উভয়ে যখন ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িল তখন প্রভাত হইতে মাত্র ঘণ্টা দুই বিলম্ব ছিল।

১২

ঘুম ভাঙ্গিয়া রমাপদ চাহিয়া দেখিল দীপ্ত সূর্য্যকরে সমস্ত ঘর ভরিয়া গিয়াছে। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে বিমূঢ়ভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল; তাহার পর পর-মুহূর্ত্তে যখন মনে পড়িল যে, বেলা নয়টার মধ্যে নূতন গৃহে যাত্রা করিতে হইবে, তখন সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সরমা তখন কোমরে আঁচল জড়াইয়া সবেগে বাকি কার্য্য সমাপন করিতেছিল। তাহার শান্ত-অচপল মুখে পূর্ব্বরাত্রের বিহ্বলতার আর কোনো চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না। রমাপদকে দেখিয়া তাহার মুখে-চক্ষে স্বাভাবিক মিষ্ট-হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

"ঘুম ভাঙ্‌ল?"

"তা ত ভাঙ্গল। কিন্তু তুমি ত' দেখছি সমস্ত রাতই জেগে ছিলে!"

মৃদুহাস্যের সহিত সরমা বলিল, "আর তুমি?"

"আমি ত, দেখতেই পাচ্ছ, এত বেলা পর্য্যন্ত দিব্যি ঘুমিয়ে উঠলাম!"

সরমার শান্তমুখে সুমিষ্ট হাল্কা হাস্য ফুটিয়া উঠিল। "তবে কি ক'রে দেখলে যে আমি সমস্ত রাত জেগেছিলাম?"

পত্নীর বাক্‌চাতুর্য্যে পরাজিত হইয়া রমাপদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা বটে!" তাহার পর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সবই ত' দেখছি গুছিয়ে ফেলেছ। বাকি আর কিছু আছে না কি?"

সরমা সহাস্যমুখে বলিল, "বাকি শুধু তুমি আছ।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে রমাপদ বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, আমাকেও একটা বাক্স পেঁটরার মধ্যে ভ'রে নিতে চাও না কি?"

স্বামীর আশঙ্কার অভিনবত্বে পুলকিত হইয়া সরমা খিল্ খিল্ করিয়া

হাসিয়া উঠিল। বলিল, "সে ভয় যদি থাকে তা হ'লে শীঘ্র নিজে তয়ের হয়ে নাও।"

"তুমি যে রকম বাঁধাবাঁধি আরম্ভ করেছ, সে ভয় যথেষ্ট আছে।" বলিয়া রমাপদ হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

স্কুলের ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল।

সরমা ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, "বিশ্বনাথ! অ, বিশ্বনাথ!"

বিশুয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "কি মায়জী?"

"এই কলসীটা ভাল ক'রে ধুয়ে গঙ্গা থেকে এক কলসী জল এনে মাঝের ঘরে মধ্যি-খানে রাখ; আর একটা ভাল দেখে আমের ডাল তাতে দিয়ে দাও। বুঝলে?"

"হাঁ মায়জী, বুঝলে।" বলিয়া সরমা-প্রদত্ত মৃন্ময় ঘট লইয়া বিশুয়া প্রস্থান করিল।

যথা সময়ে স্বামীর সহিত ঘট প্রণাম করিয়া সরমা গাড়ীতে গিয়া উঠিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা রুদ্ধশ্বাস ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল—বহু যত্নেও সে তাহা রোধ করিতে পারিল না।

নূতন গৃহে আসিয়া সরমা চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভিতরে দুইটি ছোট পাকা ঘর এবং বাহিরে একটি খাপরার বৈঠকখানা; তাহা ছাড়া রান্না, ভাঁড়ার স্বতন্ত্র। ইহাই বাড়ি।

রমাপদ বলিল, "কেমন? পছন্দ হল?"

সরমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ হয়েছে। তুমি বলেছিলে কষ্ট হবে; কিছু কষ্ট হবে না!"

রমাপদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "কষ্টর মানে যদি সুখ হয় তা হলে অবশ্য কষ্ট হবে না।"

সরমা রমাপদর প্রতি সহাস্য দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "না,

সত্যিই কোনো কষ্ট হবে না। এর চেয়ে বেশী আমাদের দরকার কি ?”

সরমার কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, “কিন্তু এর চেয়ে আর কমও যেন আমাদের দরকার না হয় !”

সরমা বলিল, “ভগবান করুন তা যেন না হয়। কিন্তু আমার মনে হয় ইচ্ছা করলে আমরা আরো-কিছু কমাতে পারি !”

“কি করে ? তোমার খাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়ে ?”

সরমা হাসিয়া বলিল, “না, না, তা' কেন ? চাকর ছাড়িয়ে দিয়ে। ললিতবাবুরা ত' একজন চাকর খুঁজ্‌ছেন—আসছে মাস থেকে বিশুয়াকে ললিতবাবুদের বাড়িতে রাখিয়ে দাও না।”

রমাপদ এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া গম্ভীরমুখে বলিল, “তা' মন্দ নয়। একেবারে বেকার ব'সে দুবেলা অন্ন ধ্বংস করছি—তবু একটু খেটে খাওয়া যাবে !”

বিস্মিত স্বরে সরমা বলিল, “তুমি খাটবে ? কেন, কোন্ দুঃখে ?”

“তবে কে খাটবে ? তুমি ?”

“নিশ্চয়ই !”

“বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা,—এ সব করবে তুমি ?”

“হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ, সব করব। এ সব কাজ যত কঠিন মনে কর, সত্যি-সত্যিই তত কঠিন নয় !”

রমাপদ বলিল, “আচ্ছা, কঠিন না হয় না-ই হ'ল ; কিন্তু তিন চার মাস পরে যখন বাধ্য হয়ে তোমার কাজ করা বন্ধ করতে হবে, তখন কি হবে ?”

সরমার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল ; সে নতনেত্রে মৃদুস্বরে বলিল, “তখন ত' বিশুয়ার বউ আসবে ঠিক হয়ে আছে।”

“কিন্তু বিশুয়ার বউ ত' তোমাকে দেখবে,—আর—আর—”রমাপদর

মুখ কৌতুক-হাস্তে ভাস্বর হইয়া উঠিল। সরমার কানের অত্যন্ত কাছে মুখ লইয়া গিয়া চাপা গলায় বলিল,"—আর তোমার খোকাকে নেবে!"

নিষেধের জন্ত স্বামীর প্রতি আরক্ত মুখ তুলিয়া সরমা মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি ভারী দুষ্টু!"

রমাপদ সরমার প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, "তোমার খোকা বললে যদি তোমার এতই আপত্তি হয় তা হলে না হয় এবার থেকে আমার খোকা বলব! তা হলে আর আমাকে দুষ্টু বলবে না ত?"

এবার সরমা কোনো কথা বলিল না, একবার মাত্র রমাপদর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া নতনেত্রে মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। সন্তান সম্ভাবনার এই অনাবৃত আলোচনায় সলজ্জ-হর্ষের সুমিষ্ট ধারায় তাহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া গেল! স্বামী-কণ্ঠনিঃসৃত খোকা শব্দের অননুভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার সহিত ভ্রূণ-স্পন্দন মিলিত হইয়া আসন্ন মাতৃত্বের কল্পনা-প্রভায় তাহার আরক্ত-নত মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

১৩

অগ্রহায়ণ মাস। কয়েক দিন হইতে খাড়া পশ্চিমা বাতাস দিতেছে বলিয়া শীতের প্রকোপ বেশ একটু বাড়িয়া উঠিয়াছে। সরমা তাহার এক বৎসর বয়সের শিশু-পুত্রটিকে স্তন্যপান করাইয়া বারান্দায় রৌদ্রের পার্শ্বে শুয়াইয়া নিকটে বসিয়া ছিল। শিশুটি রুগ্ন, শীর্ণ; অজীর্ণতার জন্ত যথোচিত বৃদ্ধি নাই, এবং প্রত্যহ শেষ রাত্র হইতে দশ বার ঘণ্টা যকৃত-জনিত জ্বর ভোগ করে। এত স্বাস্থ্যহীনতার মধ্যেও মুখখানি কিন্তু হিমস্নাত ফুলের মত কমনীয়।

পুত্রের বিশীর্ণ মুখের উপর অপলক দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সরমা নিঃশব্দে বসিয়া ছিল। স্নেহ-শঙ্কা-মথিত হৃদয়ের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা তাহার সকরুণ নেত্রদুটি ভেদ করিয়া অপরূপ মমতায় পুত্রের উপর বিকীর্ণ হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সহসা মনে হইল, 'আসিয়াছে ত,'—কিন্তু যদি চলিয়া যায়!' দুই ফোঁটা অশ্রু কোথায় আল্‌গা হইয়া ছিল—ঝরিয়া পড়িল। ভয়ার্ত্ত পক্ষী-জননী যেমন ত্রস্তভাবে পক্ষী-শাবককে নিজ পক্ষপুটের মধ্যে ঢাকিয়া লয়, সেইরূপে সরমা নত হইয়া দুই ব্যগ্র বাহুর মধ্যে পুত্রকে বেষ্টিত করিয়া ধরিল। তাহার পর পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া হাততালি দিয়া শিশুকে হাসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; মাতার আদর-উৎপীড়নে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শিশু হাসিতে লাগিল।

পুত্রের মুখে হাসি দেখিয়া সরমার মন হইতে অমঙ্গল-চিন্তা অপসৃত হইল; সে সযত্নে দুই হস্তের উপর পুত্রকে তুলিয়া লইয়া নত হইয়া মুখ-চুম্বন করিল; তাহার পর বাহুদ্বয় এবং বক্ষের মধ্যে পুত্রকে আবদ্ধ

করিয়া ধীরে ধীরে দুলিতে দুলিতে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, 'ধন, ধন, ধন,ধন, সাত শ' রাজার ধন! এ ধন যার ঘরে নেই তার বৃথাই জীবন!' হঠাৎ কি মনে হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল নিঃশব্দ পদে রমাপদ কখন পশ্চাতে আসিয়া সহাস্য মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

পুত্র-স্নেহের এই অকুণ্ঠিত অভিব্যক্তি অপরে দেখিয়াছে সেই লজ্জায় সরমার মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে ধীরে ধীরে শিশুকে শয্যায় শুয়াইয়া দিয়া বলিল, "ভারি অন্যায় কিন্তু?"

রমাপদ হাসিয়া বলিল, "কি ভারি অন্যায়?"

"এই রকম চোরের মত এসে চুরি ক'রে দেখা।"

রমাপদ হাসিতে লাগিল; বলিল, "চোরের মত না এলে কি চুরি দেখতে পেতাম?"

রমাপদর কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সরমা ফিরিয়া চাহিয়া সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "চুরি আবার কি দেখলে?"

পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া তাহাকে আদর করিতে করিতে রমাপদ বলিল, "চুরি নয়? খাসা চুরি! কেমন নিঃশব্দে এই ক্ষুদে চোরটি আমার কাছ থেকে তোমাকে চুরি ক'রে নিচ্ছে!"

এ অভিযোগের কোনো মৌখিক প্রতিবাদ না করিয়া সরমা শুধু একটু হাসিল; মনে মনে বলিল, চুরি নয় বাটপাড়ি! চুরি ত আমাকে তুমিই প্রথমে করেছ!

"আচ্ছা সরমা, একটা কথা বলবে?"

"কি কথা?"

"তুমি খোকাকে বেশী ভালবাস, না আমাকে?"

এক মুহূর্তেই সরমা ভাবিয়া দেখিল প্রশ্ন সহজ নহে; তাই কঠিন সমস্যা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় সে রমাপদকে পাল্টা প্রশ্ন করিল;

বলিল, "তুমি কাকে বেশী ভালবাস? আমাকে, না খোকাকে?" সে আশা করিয়াছিল দুরূহ সমাধানের ভার রমাপদর উপর পড়ায় ইহার পর সে এ আলোচনা পরিত্যাগ করিবে।

কিন্তু এ কৌশল একেবারে ব্যর্থ হইল। কালবিলম্ব না করিয়া অকুণ্ঠিত স্বরে রমাপদ বলিল, "আমি তোমাকে। তুমি?"

ইহার পর সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিল। একবার সরমা বলিতে চেষ্টা করিল 'আমিও তোমাকে।' কিন্তু দ্বিধায় লজ্জায়, সন্দেহে সে কথা সহসা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না; বিমূঢ়ভাবে সে রমাপদর দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু রমাপদ যখন তাহার উত্তরের অপেক্ষায় না থাকিয়া বলিল, "আমি জানি তুমি খোকাকেই বেশী ভালবাস।" তখন সে আর কোন বিচার বিবেচনা না করিয়া সজোরে বলিতে লাগিল, "কখ্‌খনো না! কখ্‌খনো না! ভুল কথা!"

"কিন্তু তুমি নিজেই ত' সে কথা বলছিলে।"

"আমি বলছিলাম?—কখন আমি বল্‌ছিলাম?" গভীর বিস্ময়ে সরমা ঔৎসুক্যের সহিত রমাপদর দিকে চাহিয়া রহিল।

"একটু আগে ত' তুমি বলছিলে, এ ধন ঘরে না থাক্‌লে তোমার জীবন বৃথা হ'ত; অবশ্য আমি থাকা সত্ত্বেও!"

ভ্রূকুঞ্চিত পূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সরমা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "ওঃ, তাই বলা হচ্ছে? কিন্তু সে ত' আর আমার নিজের কথা নয়; ছড়ার কথা!"

রমাপদ বলিল, "তোমার নিজের কথা না হলেও, তোমার জাতের কথা। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মায়ে ওই ছড়া কেটেছে; কেউ মুখে, কেউ বা মনে। আসল কথা কি জান সরমা? এ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ হচ্ছে এই যে মেয়েদের

বৃত্তি প্রধানতঃ থাকে ফলের উপর, আর পুরুষদের থাকে মূলের উপর।"

সরমা ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, এ তুমি অন্যায় কথা বলছ!"

রমাপদ বলিল, "কিছু অন্যায় বলছিনে, ঠিকই বলছি। এ জন্যে তোমার দুঃখিত বা লজ্জিত হ'বার কোনও কারণ নেই, কারণ তোমার এ হৃদয়-বৃত্তির জন্য যদি কিছু দায়ী হয় ত' সে ভগবানের সৃষ্টিতত্ত্ব। ইতর প্রাণীদের মধ্যে তুমি এই বৃত্তিটা আরো স্পষ্ট এবং স্থূল ভাবে দেখতে পাবে। সন্তান রক্ষণের আগ্রহ অনেক স্ত্রী-প্রাণীর মধ্যে এমন প্রবল ভাবে আছে যে কোনো কোনো সময়ে—"

সৃষ্টিতত্ত্ব এবং প্রাণীতত্ত্বের কাহিনী শেষ করিবার সময় হইল না, গৃহদ্বারে ডাক-ওয়ালা হাঁকিল, "চিঠ্‌ঠি লিজিয়ে!"

রমাপদ তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া একখানা চিঠি লইয়া পড়িতে পড়িতে ফিরিয়া আসিল।

সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি এল?"

পত্র পাঠ করিতে করিতে রমাপদ বলিল, "সু-খবর সরমা। বুধবারে কাশী থেকে নরেশবাবু আর তোমার দিদি আসছেন।"

দিদি অর্থাৎ সরমার একমাত্র সহোদরা সুকুমারী; এবং নরেশবাবু সুকুমারীর স্বামী। ইহার পুরা নাম শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নিবাস কলিকাতা। কাশীতে বাড়ী আছে; প্রতি বৎসর শারদীয় পূজার পর চার পাঁচ মাস তথায় অতিবাহিত করেন।

"দিদি আসছেন! কই চিঠি দেখি।" বলিয়া হর্ষোৎফুল্ল মুখে সরমা পত্রের জন্য হস্ত প্রসারিত করিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার মুখ হইতে আনন্দের দীপ্তিটুকু অপসৃত হইল; চিন্তিতমুখে সে বলিল, "সু-খবর বড় নয়!"

"কেন ?"

মৃদু হাসিয়া সরমা বলিল, "গরীবের বাড়ি বড়লোক কুটুম আসা সুবিধের কথা কি ?"

সরমার দুঃখ অনুভব করিয়া রমাপদ মনের মধ্যে গভীর ভাবে ব্যথিত হইল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "তা হ'ক সরমা, আমাদের সাধ্যমত আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি যাতে না হয় সে বিষয়ে আমাদের একান্ত দৃষ্টি রাখতে হবে। তার পর যা কিছু, তার জন্যে আমাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তাঁরা যে আসছেন তা সু-খবর নিশ্চয়ই !"

যুক্তি-তর্কের দ্বারা সু-খবর প্রতিপন্ন করিয়াও সু-খবরের দুশ্চিন্তায় রমাপদ মনে মনে অবসন্ন হইয়া পড়িল। ধনশালী বিলাসী শ্যালিপতিকে এই জীর্ণ কদর্য্য গৃহে কেমন করিয়া স্থান দিবে তাহা ভাবিয়া তাহার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি রহিল না! দীর্ঘ ব্যবহারে সে গৃহ ক্রমশঃ সহনীয় হইয়া আসিয়াছিল, আজ এই নূতন প্রয়োজনের পরীক্ষণে তাহার দীনতা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া ফুটিয়া বাহির হইল। যে দিকেই রমাপদ চাহিয়া দেখিল, দৈন্য এবং দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার চক্ষু পীড়িত হইল। বিবাহের পর কলিকাতায় উপস্থিতি-কালে একবার সে নরেশচন্দ্রের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। সেই সুবৃহৎ সুসজ্জিত অট্টালিকার কথা স্মরণ করিয়া তাহার এ বাস-গৃহকে সে-গৃহের গো-শালার উপযুক্তও মনে হইল না। রাত্রে আহারের পর শ্যালিকা সুকুমারী আচমনের জন্য তাহাকে বাথ রুমের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়; সেই বিজলী-দীপোজ্জ্বল, বৃহৎ চিনামাটির বাথ-সংযুক্ত, নানাবিধ সাবান গন্ধদ্রব্য দর্পণ এবং অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য দ্বারা সজ্জিত প্রশস্ত স্নানাগারের কথা মনে পড়িল। তৎস্থলে এই গৃহে সুকুমারীকে স্নান করিতে হইবে উঠানের কলতলায় দাঁড়াইয়া ;

উপরে আচ্ছাদন নাই, চতুর্দ্দিকে যথোচিত আবরণ নাই, তিনদিকের টাটির বেড়া জীর্ণ হইয়া স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! নিবিড় অশান্তিতে রমাপদর চিত্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল! নিজের জন্য সে ততটা বিচলিত হইল না যতটা হইল সরমার কথা ভাবিয়া। দুই ভগিনীর অবস্থার মধ্যে আকাশ পাতালের পার্থক্য। সরমা লজ্জিত হইবে, অবনত বোধ করিবে!

চিঠি শেষ করিয়া রমাপদকে ফিরাইয়া দিতে গিয়া রমাপদর চিন্তাচ্ছন্ন মুখ দেখিয়া সরমা বলিল, "অত ভাবছ কেন? আমাদের পক্ষে এ ব্যাপার একটা ছোটখাট বিপদেরই মত বটে; তবে দু-তিন দিনের কথা বই ত নয়, এক রকম ক'রে চ'লে যাবে।"

সরমার কথা শুনিয়া রমাপদর বিষণ্ণ চক্ষু জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল; সে বলিল, "তা যাবে জানি,—আমি সে কথা তত ভাবছিনে। আমি ভাবছি তোমাকে আমি কি অবস্থায় রেখেছি সেটা তাঁরা বেশ ভাল ক'রেই দেখে যাবেন!"

সরমাও কিছু পূর্ব্বে কতকটা এইরূপই কোনো কথা ভাবিতেছিল; কিন্তু স্বামীর মুখ হইতে এ কথা শুনিয়া সে নিমেষের মধ্যে সমস্ত দুঃখ এবং লজ্জার চিন্তা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, "তা দেখে যান ত' দেখে যাবেন। সকলেই নিজের নিজের অবস্থায় যেমন আছে ভাল আছে। কিন্তু তা'ও বলি, শুধু বাইরের অবস্থা না দেখে ভিতরের অবস্থাটাও যদি একটু দেখে যান তা হলে তুমি আমাকে যে অবস্থায় রেখেছ তা দেখে আমার জন্তে দুঃখিত হয়ে যাবেন না তা' নিশ্চয়।"

রমাপদ একটু হাসিল; বলিল, "এ রকম বাইরের অবস্থা দেখলে ভিতরের অবস্থা দলীল-পত্রে লিখে সই ক'রে রেজেষ্ট্রী ক'রে দিলেও কেউ বিশ্বাস করবে না সরমা!"

সরমা বলিল, "দলীল-পত্র লিখলে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু চোখ থাকলে লোকে দেখতে পাবে। জামাইবাবুর চোখে পড়বে কি না বলতে পারিনে, কিন্তু দিদির চোখ এড়াবে না তা নিশ্চয়। তোমরা পুরুষেরা বাইরে নিয়ে থাক ব'লে বাইরেটাই তোমরা বেশী ক'রে দেখ; আমরা ভিতর নিয়ে থাকি, তাই ভিতরের অবস্থাটা আমাদের চোখে সহজে পড়ে।" বলিয়া সরমা হাসিতে লাগিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া সরমা পুনরায় বলিতে লাগিল, "তোমাকে আমি আগে অনেকবার বলেছি, এখনও বলছি, আমাদের এ দরিদ্র অবস্থার জন্যে আমার নিজের কিছুমাত্র কষ্ট নেই। আমার কষ্ট হয় তোমার জন্যে, আর খোকা হওয়ার পর থেকে খোকার জন্যে। মাসে মাসে বাড়ি-ভাড়া থেকে বারো টাকা পাওয়া যাচ্ছে—তা ছাড়া মাঝে মাঝে তুমি কিছু-না-কিছু উপার্জ্জন করছই; তাতে ত' আমাদের একরকম ভালই চ'লে যাচ্ছিল। খোকা হওয়ার পর থেকে টাকার কথা একটু একটু মনে হয়। মনে হয় টাকা-কড়ির একটু সুবিধা হলে ওর একটু ভাল খাওয়া-পরা, একটু ভাল সেবা-চিকিৎসা হতে পারে। তা ছাড়া আর কিছু নয়।"

"তা ছাড়া যে আর কিছু নয় তা' ত যে দিন থেকে তুমি সংসারের ভার নিয়েছ সেই দিন থেকেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমারও ত' সাধ যায় সরমা!"

সরমা শান্ত মুখে বলিল, "বেশ ত' সময় হলে সে সাধ মিটিয়ো। এখন উপস্থিত দিদিরা যে আসছেন সে বিষয়ে কি করবে বল?"

তখন, ধনী অতিথিগণের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা কিরূপ এবং কিরূপে হইবে তদ্বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ আরম্ভ হইল। কিরূপ হইবে তাহা কতকটা সহজেই স্থির হইয়া গেল, কারণ রূপ এমন বস্তু যাহা কল্পনার

সাহায্যে নির্দ্ধারিত হইতে পারে, কিন্তু কিরূপে হইবে তাহা লইয়া গোল বাধিল। সরমা বলিল, "ভাড়াটের কাছ থেকে এক মাসের বাড়ি-ভাড়া আগাম নাও না ?"

রমাপদ বলিল, "ক্ষেপেছ তুমি ? মাসকাবারের পর আধা-মাস দু-বেলা তাগাদা ক'রে যার কাছে ভাড়া পাওয়া যায় না, সে আগাম ভাড়া দেবে ? তার চেয়ে না হয় রহিমবক্স কাবুলীর কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা ধার নেওয়া যাক্।"

সরমা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "আবার সেই টাকায় দু-আনা সুদে কাবুলীওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া ! না, সে কিছুতেই হবে না। সেবার কুড়ি টাকা ধার নিয়ে কত টাকা সুদ দিতে হয়েছিল তা মনে আছে ?"

রমাপদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "মনে আছে ; কিন্তু এ কথাও মনে আছে যে, সে টাকা না হ'লে তোমাকে হয় ত' বাঁচাতেই পারতাম না। সে টাকার সুদ দিয়ে আমার মনে কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি।"

প্রসবের পর সরমার প্রবল জ্বর হওয়ায় চিকিৎসার ব্যয়ের জন্য রমাপদ রহিমবক্স কাবুলীর নিকট কুড়ি টাকা ঋণ করিয়াছিল।

সরমা সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি জান্‌তে পারলে কাবুলীওয়ালার কাছ থেকে কখনও তোমাকে টাকা ধার নিতে দিতাম না। একবার কোনো রকমে সে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আবার কেউ সাধ ক'রে তাতে পা দেয় ? তার চেয়ে মুদীর দোকানে বাকি রেখে যে-কদিন তাঁরা থাকেন চালিয়ে নোব, সে বরং ভাল।"

রমাপদ বলিল, "শুধু মুদীর দোকানই ত' নয় সরমা। কিছু কাপড় সেমিজও ত কিনতে হবে।"

"কাপড় সেমিজ কি হবে ?"

"কাপড় সেমিজ না কিনলে কি ক'রে তাদের সামনে তুমি দাঁড়াবে এই ছেঁড়া আর তালি নিয়ে ?"

অবলীলা ভরে সরমা বলিল, "সে আমি বেশ দাঁড়াব, তুমি কিছুমাত্র ভাবিত হয়ো না। কিন্তু কাবলীওয়ালার কাছ থেকে তুমি কিছুতেই টাকা ধার করতে পাবে না ! কিছুতেই না, বুঝলে ?"

চিন্তিতমুখে রমাপদ বলিল, "তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু কিছু টাকার যোগাড় ত' করা চাই ; তা কেমন ক'রে হয় ?"

রমাপদর উদ্বেগ দেখিয়া এবং কথা শুনিয়া সরমা হাসিতে লাগিল ; বলিল, "আচ্ছা, এ এমনই কি গুরুতর ব্যাপার যার জন্যে তুমি এতটা ভাবতে লাগলে ? টাকার যোগাড় হয়, তোমার কুটুম্বদের তুমি পোলাও কালিয়া খাইয়ো ; আর টাকার যোগাড় না হয় ত' আমার কুটুম্বদের আমি ডাল ভাত খাওয়াব। কেমন, তা হলে হবে ত ?"

সরমার কথা শুনিয়া রমাপদও হাসিতে লাগিল ; বলিল, "তা হলে একরকম মন্দ হয় না ; তবে ভয় হয় তোমার কুটুম্ব ডাল ভাত খেয়ে আমার নিন্দে না করে !"

সরমা সহাস্যমুখে বলিল, "তোমার কুটুম্ব পোলাও কালিয়া খেয়ে আমার সুখ্যাতি করতে পারে সে ভয়ও ত' আছে !"

"হ্যাঁ তা'ও ত' আছে ! এ দেখছি উভয় সঙ্কট !" বলিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল।

রবিবারের অপরাহ্ণ। ভাগলপুরের প্রধান বাণিজ্য-পল্লী সুজাগঞ্জে "ভাগলপুর সিল্ক ষ্টোরের" প্রসিদ্ধ দোকান জনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ক্রেতা, বিক্রেতা, তন্তুবায়, দালাল, দোকানদার, চালানদার, সকলেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য লইয়া ব্যস্ত ; দোকানের মধ্যস্থলে বসিয়া ব্যবসায়ের অংশীদার এবং পরিচালক শ্রীযুক্ত তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের সহিত কথোপকথন করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে উচ্চস্বরে কর্ম্মচারিগণকে খরিদ-বিক্রয় সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। আগন্তুকদের মধ্যে কেহ অনুযোগ করিতেছে, কেহ অনুনয় করিতেছে, কেহ আদান করিতেছে, কেহ প্রদান করিতেছে। তারাচরণ সহাস্যমুখের সুমিষ্ট বাক্যে সকলকেই সন্তুষ্ট করিতেছেন।

রমাপদ ধীরে ধীরে দোকানে প্রবেশ করিয়া ভিড় দেখিয়া দ্বারের নিকট থমকিয়া দাঁড়াইল।

তারাচরণ দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "এস রমাপদ, দাঁড়ালে কেন ? এই দিকটায় এসে বোস।"

একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া রমাপদ বলিল, "অন্য সময়ে আসব ; এখন আপনি কাজের ভিড়ে রয়েছেন।"

"তোমাদের পাঁচজনকে নিয়েই ত' ভাই, কাজের ভিড়। এস, এস, বোস। আমারও তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

আর ইতস্ততঃ না করিয়া রমাপদ তারাচরণের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল।

একজন ক্রেতার সহিত অসমাপ্ত কথা শেষ করিয়া রমাপদর দিকে

ফিরিয়া তারাচরণ কহিলেন, "এবার বল কি খবর ; তোমার কথাই আগে শুনি।"

দূরদেশের গ্রাহকবর্গের সহিত পত্র-ব্যবহারের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে তারাচরণ একজন লোক খুঁজিতেছিলেন। প্রত্যহ অপরাহ্ণে দোকানে আসিয়া প্রয়োজনীয় চিঠি-পত্র লিখিয়া দিতে হইবে। অন্যত্র অপর কাজ করিয়াও এ কাজ করা চলে বলিয়া মাসিক পারিশ্রমিক মাত্র পনের টাকা। তারাচরণ রমাপদকে এ কাজের জন্য একবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু বেতন অল্প বলিয়া তখন রমাপদ স্বীকৃত হয় নাই। রমাপদ জানাইল এখন সে সম্মত আছে ; তবে বিশেষ কোনও প্রয়োজনের জন্য দুই মাসের বেতন সে অগ্রিম চাহে।

শুনিয়া তারাচরণ কহিলেন, "সে কাজে ত' একজন লোক বাহাল হয়েছে, অকারণে তাকে ত' ছাড়াতে পারিনে। তবে আমি এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা তোমার ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে অন্য একটা কথা তোমাকে জানাতে চাই। আমাদের কারখানার সিল্ক প্রচার করবার জন্যে আমি একজন উপযুক্ত লোককে বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং অন্যান্য অঞ্চলে পাঠাতে চাই। উপস্থিত বেতন মাসিক চল্লিশ টাকা দোব, রাহাখরচ আর খাইখরচ অবশ্য স্বতন্ত্র। তা' ছাড়া সে নিজের চেষ্টায় আর পরিশ্রমে যে কাজ করবে তার লাভের তিন আনা অংশ দোব। আমার মনে হয় এ নিতান্ত মন্দ কথা নয়। তুমি রাজি আছ ?"

একটু চিন্তা করিয়া রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দ কথা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু কত দিন বাইরে থাকতে হবে ?"

"যতদিন বাইরে থাকলে লাভ হবে ততদিন। উপস্থিত প্রথমবার ত' তিন মাসের কম নয়।"

রমাপদ বলিল, "আপনি ত' জানেন আমার বাড়িতে দ্বিতীয়

পুরুষমানুষ কেউ নেই ; এতদিন বাইরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি না তাই ভাবছি।"

রমাপদর কথা শুনিয়া তারাচরণ ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন—তাহার পর ঈষৎ প্রবলভাবে বলিলেন, "এ কিন্তু অন্যায় রমাপদ। তোমাদের মত লেখাপড়া-জানা যুবকেরা যদি (রাগ ক'রো না) এমনি আঁচল-বাঁধা হয়ে বাড়ি ব'সে থাকে, তিন মাসের জন্যে বাইরে যেতেও ভয় পায়, তা হলে তোমাদের নিজের উন্নতিই বা কেমন ক'রে হয়, আর দেশের উন্নতিই বা কেমন ক'রে হয়! বেরিয়ে পড় রমাপদ, বেরিয়ে পড়! বাধা-বন্ধন কেটে-কুটে বেরিয়ে পড়! দূর-দূরান্তরে দেশ-দেশান্তরে চ'লে যাও! দেখবে তাতে বাড়ির অকল্যাণ হবে না, কল্যাণই হবে।"

একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া তারাচরণ বলিলেন, "বউমাকে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও না ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে রমাপদ বলিল, "সে হয় না ;—সেখানে বিমাতার উপদ্রব।"

"তোমার বাঁধন তা হলে শক্ত দেখছি!" বলিয়া তারাচরণ মৃদু হাস্য করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা, উপস্থিত তোমার অন্য একটা ব্যবস্থা বোধ হয় আমি করতে পারি। আমার একটি বিহারী বন্ধু আছেন, নাম দেওকীলাল চৌধুরী—ভারী চমৎকার লোক—সাধু প্রকৃতি। তাঁর একটি ছেলে এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষা পর্য্যন্ত একজন শিক্ষকের জন্য তিনি আমাকে বলছিলেন। উপযুক্ত লোক হলে তিনি মাসিক পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজি আছেন। আমি তোমার কথা বলেছি। তুমি রাজি আছ কি ?"

উৎফুল্লমুখে রমাপদ বলিল, "নিশ্চয়ই আছি!"

"তা হলে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি এখনি গিয়ে তাঁর

সঙ্গে সাক্ষাত কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।" বলিয়া তারাচরণ একটা চিঠি লিখিয়া রমাপদর হস্তে দিয়া দেওকীলালের গৃহের সন্ধান বুঝাইয়া দিলেন।

রমাপদ কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া তারাচরণ বলিলেন, "এক মাসের বেতন আজই তোমাকে আগাম দিতে আমি লিখে দিয়েছি—তাতে হবে ত' ?"

কৃতজ্ঞতায় এবং আনন্দে রমাপদর চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ; সে বলিল, "হবে। আপনি যে আমার কতটা উপকার করলেন তা আর আমি কি বলব !"

তারাচরণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কে কার উপকার করে রমাপদ ! একমাত্র গুরুকৃপা ভিন্ন কেউ কিছু করতে পারে না। যাও, আর দেরী ক'রো না।"

দোকান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রমাপদ তারাচরণের নির্দ্দেশ অনুসারে অনতিবিলম্বে দেওকীলালের গৃহ-সমীপে উপস্থিত হইল। পথে কয়েকজন বিহারী বালক-বালিকা খেলা করিতেছিল। রমাপদ তাহাদিগকে দেওকী-লাল চৌধুরীর গৃহের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

এই আকস্মিক ব্যাঘাতে খেলা বন্ধ হইয়া গেল। একটি পনের ষোল বৎসরের বালক অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "চৌধুরীজীকা মক্‌—কান ? উয়ো কিয়া হ্যায়, পীপরকে পেড়কে পাশ ?"

রমাপদ চাহিয়া দেখিল অদূরে পথপার্শ্বে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহার উত্তরে একটি পাকা বাড়ি। গৃহ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল ভিতর হইতে সদর দরজা বন্ধ। কৌতূহলী বালক-বালিকার দলও তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া জুটিয়াছিল।

রমাপদ তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এহি মকান ?"

পূর্ব্বোক্ত বালক কহিল, "হাঁ, পুকারিয়ে জোর সে !"

রমাপদ উচ্চস্বরে ডাকিল, "চৌধুরীজী হৈঁ ?"

গৃহাভ্যন্তর হইতে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

বালকেরা বলিল, "আউর্ জোরসে পুকারিয়ে !"

রমাপদ উচ্চ কণ্ঠে দুই তিন বার ডাকিল—কিন্তু কোনো ফল হইল না। না কেহ উত্তর দিল, না কেহ দরজা খুলিল। বালক বালিকার দল পুলকিত হইয়া হাসিতে লাগিল এবং পরস্পরের মধ্যে অনুচ্চস্বরে কি বলাবলি করিতে লাগিল।

রমাপদর সন্দেহ হইল তাহারা তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে। সে ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে একটি বালককে বলিল, "ঠীক বোলো, ইয়হ্ দেওকীলাল চৌধুরীজীকা মকান হৈ য়া নহি !"

"জরুর হ্যায় ! আপ তো জোরসে পুকারতে হি নহি !"

এ অভিযোগ অসমীচীন বোধ করিলেও অগত্যা রমাপদ আরও উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "দেওকীলাল বাবু ঘর মে হৈঁ ?"

কেহ উত্তর দিল না, কিন্তু এবার দ্বার-পার্শ্বের একটা জানালা খুলিয়া গেল এবং তাহা দিয়া ঘরের ভিতর হইতে, দশ এগার বৎসরের একটি ফুট্‌ফুটে মেয়ে পথে বালক-বালিকা-পরিবেষ্টিত রমাপদকে দেখিয়া যথেষ্ট কৌতুক উপভোগ করিতে লাগিল।

রমাপদ মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেওকীলাল বাবু হৈঁ ?"

প্রশ্নের উত্তর দিবার কিছুমাত্র উপক্রম না দেখাইয়া বালিকা রমাপদর দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

পথে ছেলেদের মধ্যে একজন বলিল, "দেওকী বাবু উ কা হৈঁ, খটিয়া পর বৈঠল ?"

রমাপদ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল কক্ষের ভিতর খাটিয়ার উপর

বসিয়া একটি গৌরবর্ণ বৃদ্ধ কৌতুকোদ্ভাসিত মুখে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। দেখিয়া তাহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল! একবার ভাবিল দুই চারিটা কটুবাক্য বলিয়া প্রস্থান করে; কিন্তু মনে পড়িল গরজ তাহারই। তাহা ছাড়া, ব্যাপারটা যে প্রতারণা নহে, একটা কোনো রহস্য ইহার সহিত জড়িত আছে, এ কথা তাহার পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছিল।

এই কৌতুক অভিনয়ের উপভোক্তা কেবলমাত্র পথের বালক-বালিকার দল এবং কক্ষের বৃদ্ধ এবং বালিকাই ছিল না। পথের অপর দিকের গৃহ-গবাক্ষ দিয়া একদল রমণী সোৎসুক নেত্রে এই প্রহসন দেখিতেছিল। তন্মধ্যে একটি যুবতী রমাপদর দুর্দ্দশায় দয়াপরবশ হইয়া উচ্চাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আরে শিউপরকাশ, বাবুকো বহুৎ দিক্ মৎ কর্—বতা দে, বতা দে!"

শিউপর্‌কাশ সে আদেশ অমান্য করিল না; বলিল,"বাবু উপ্‌পর্ দেখিয়ে।"

রমাপদর ধৈর্য্য বিচ্যুতির সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল; সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কিয়া উপ্‌পর্ দেখেঁ!" কিন্তু হঠাৎ সদর দ্বারের উপর দেওয়ালে দৃষ্টি পড়ায় সে সকৌতূহলে দেখিল বড় বড় দেবনাগর অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

সীতারাম বোলে, তব কিবাড়ি খুলে

পথ দিয়া একজন বিহারী ভদ্রলোক যাইতেছিলেন; অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া তিনি রমাপদকে বলিলেন, "বাবুজী, সীতারাম না বললে এ বাড়ির দরজা খোলে না। আপনি একবার সীতারাম বলুন না, দরজা তখুনি খুলে যাবে।"

এত কাণ্ডর পর এ অনুজ্ঞা পালন করিতে রমাপদর মনে ক্রোধ, লজ্জা, বিরক্তি, সঙ্কোচ, সমস্ত এক সঙ্গে আসিয়া দেখা দিল;—কিন্তু

তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না, যখন এ সকল বাধা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া সহসা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "সীতারাম!" রমাপদ মনে মনে হাসিয়া বলিল, "গরজ বড় বালাই!"

নিমেষের মধ্যে ঘরের ভিতরের বালিকাটি দ্বার উন্মুক্ত করিল, এবং সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ দেওকীলাল হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ছমা কিজিয়ে বাবুজী! আপকো বহুৎ কষ্ট্‌ দিয়া। পরন্ত্‌ নাম ভী তো হো গিয়া; ইৎনাহি আনন্দ্‌ হ্যায়! অব্‌ আজ্ঞা কিজিয়ে আপ্‌কী কৌন্‌সী সেবা করেঁ।"

পথের বালক-বালিকার দল তিনবার সজোরে সীত্‌তারাম বলিয়া মহোল্লাসে প্রস্থান করিল।

ক্রোধ এবং বিরক্তি অনেকটা অন্তর্হিত হইলেও তখনও মনের যা বিচিত্র মিশ্র অবস্থা ছিল তাহাতে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া রমাপদ পকেট হইতে তারাচরণের চিঠিখানি বাহির করিয়া দেওকীলালের হস্তে দিল।

চিঠি পড়িয়া বৃদ্ধের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল; বলিলেন, "তব্‌ তো আউর্‌ আনন্দ হুয়া! হররোজ আপ্‌কো মজকুরন্‌ এক দফে সীতারাম বোল্‌না পড়ে গা!" বলিয়া উচ্চ স্বরে হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "পচ্চীশ্‌ রূপয়ে লাও।"

নরেশচন্দ্র এবং সুকুমারী প্রস্থান করিলে যাহাতে অধ্যাপনা আরম্ভ হয়, সেই আন্দাজে রমাপদ কয়েক দিন পিছাইয়া লইল।

টাকা পাইয়া রমাপদ একটা রসীদ লিখিয়া দিবার কথা তুলিল।

দেওকীলাল হাসিতে লাগিলেন, "নহী, নহী বাবুজী, রসীদ মৎ লিখিয়ে। জিৎনী লিখাপঢ়ি—জিৎনে দস্তাবেজ—উৎনাহী বখেড়া!"

সন্ধ্যার পর রান্না চড়াইয়া সরমা তাহার পুত্রকে ঘুম পাড়াইতেছিল, রমাপদ আসিয়া তাহার নিকট একটা বাণ্ডিল ফেলিয়া দিল।

বাণ্ডিলটা হাত দিয়া নাড়িয়া সরমা বলিল, "এ এত কি আনলে ?"

"কিছু জামা কাপড়।"

একটু ব্যগ্রভাবে সরমা বলিল, "রহিমবক্সের কাছে ধার ক'রে না ত ?"

উৎফুল্ল মুখে রমাপদ বলিল, "এবার আর রহিম নয় সরমা—এবার স্বয়ং রাম !" বলিয়া আদ্যোপান্ত 'সীতারাম' কাহিনী সরমাকে শুনাইল।

শুনিয়া সরমা হাসিতে লাগিল। তাহার পর প্রশান্তমুখে বলিল, "এইবার দেখো, সীতারাম তোমার অর্থের দরজা খুলে দেবেন !"

রমাপদ হাসিতে হাসিতে বলিল, হ্যাঁ, আলিবাবার সীসেমের মত !"

পরদিন রমাপদ রাজমিস্ত্রী লাগাইয়া সমস্ত বাড়ি চূণকাম আরম্ভ করিয়া দিল, মজুর দিয়া জঙ্গল কাটাইল, বিশুয়ার সাহায্যে আসবাবপত্র যথাসম্ভব ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিল। দোকানে গিয়া সাবান তোয়ালে সুগন্ধ তৈল মাজন প্রভৃতি কিনিয়া আনিল। চটি মেরামত করাইল, শেওলা ঘষিয়া উঠাইল, এবং আরো কি করিতে হইবে সে জন্য সরমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

১৩

বুধবার প্রাতে ঘুম ভাঙার পর রমাপদ সমস্ত আয়োজন এবং প্রয়োজন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর ষ্টেশনে যাইবার জন্য বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সরমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "আমি চল্‌লাম সরমা।"

সরমা তখন রান্নাঘরে সন্দেশ প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত ছিল, স্বামীর প্রতি একবার ত্বরিত নেত্রে চাহিয়া দেখিয়া নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, "এরি মধ্যে চল্‌লে, সময় হয়েছে না কি ?"

সময় তখনো বাস্তবিক হয় নাই, আরো অর্দ্ধঘণ্টা পরে বাহির হইলেও যথেষ্ট চলিত, কিন্তু পাছে নিজে ষ্টেশনে পঁহুছিব পূর্ব্বেই ট্রেন কোনো প্রকারে পঁহুছিয়া যায়, সেই অসম্ভাব্য দুর্ঘটনার অহেতুক আশঙ্কায় এত সময়ও রমাপদর বেশী সময় বলিয়া মনে হইতেছিল না। সে ব্যগ্র হইয়া বলিল, "সময় হয়েছে বই কি! পথখানিই কি কম ? পাকা দু মাইল।" তাহার পর সন্দেশের পাকপাত্রে দৃষ্টি পড়ায় বলিল "সন্দেশ করছ, নিম্‌কি করছ না যে ?"

স্বামীর অসঙ্গত ব্যগ্রতা দেখিয়া সরমা পুলকিত হইয়া বলিল, "করব পরে। বেশী আগে করলে মিইয়ে যাবে।" তাহার পর হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার তাড়া দেখে মনে হচ্ছে বাড়িতে যেন ছোটলাটই আসছে, না বড়লাটই আসছে।"

একটু যে অনাবশুক উত্তেজনার প্রবাহে চলিয়াছে সরমার কথায় তাহা বুঝিতে পারিয়া রমাপদ মনে মনে ঈষৎ অপ্রতিভ হইল। প্রকাশ্যে

সেটুকু ঢাকিয়া লইবার অভিপ্রায়ে হাসিমুখে বলিল, "বড়লাট হলে হয়ত' এত তাড়া থাকৃত না ; এ যে তারো বাড়া,—বড় শালী !"

"তাই দেখ্‌ছি !" বলিয়া সরমা হাসিতে লাগিল।

রমাপদ যখন ষ্টেশনে পৌছিল তখনও ট্রেন আসিতে প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত হইয়া ঘড়ি দেখিয়া সে বিরক্তি বোধ করিল। এত আগে পৌছিয়াছে ! তাহা হইলে এত ব্যস্ত না হইলেও চলিত। কিন্তু উপায় কি ? প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে পদচারণা করিয়া করিয়া, ঘড়ি দেখিয়া দেখিয়া, আরোহিগণের চলা-ফেরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, টিকিট ঘরের ক্রয় বিক্রয়ের নিকট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে সময় কাটাইতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু যতই সে এই প্রকারে সময়ের পৃষ্ঠে চাবুক মারিতে লাগিল, সময়ের গতি ততই যেন অবাধ্য ঘোড়ার মত মন্থর হইয়া উঠিল। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সশব্দে ট্রেন যখন কলরব-চকিত জনাকীর্ণ ষ্টেশনে প্রবেশ করিল রমাপদ তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের মধ্যস্থলে আসিয়া এক জায়গায় উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইল। একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরার গবাক্ষ দিয়া মুখ বাড়াইয়া নরেশচন্দ্র এবং সুকুমারী উৎসুক নেত্রে জনমণ্ডলীকে নিরীক্ষণ করিতেছিল ; নিশ্চয় তাহারা রমাপদকেই খুঁজিতেছিল। বিবাহের পরে মাত্র দুই তিন বার দেখা সাক্ষাত। তাহার পর বহুকাল অদর্শন হেতু সুকুমারী এবং নরেশের আকৃতি রমাপদর স্পষ্ট মনে ছিল না ; কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ির ভিতর দুইজন স্ত্রীপুরুষকে এইরূপ পাশাপাশি অবস্থিত হইয়া অনুসন্ধিৎসু নেত্রে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া রমাপদর চিনিতে আর কোনও অসুবিধা হইল না। সে ব্যগ্রোৎফুল্ল মুখে তাড়াতাড়ি চলন্ত গাড়ির হাতল চাপিয়া ধরিয়া পা-দানীর উপর উঠিয়া পড়িল, তাহার পর দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া নত হইয়া উভয়কে প্রণাম করিল।

বহু লোকের মধ্যে রমাপদকে চিনিয়া লইবার পক্ষে একটু যে অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া নরেশ এবং সুকুমারী ভয় করিতেছিল ইহার পর তাহারও আর কারণ রহিল না। সবলে রমাপদর দুই হস্ত দুই হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া প্রফুল্লমুখে নরেশ বলিল, "ভাল আছ ভায়া?"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "আছি। আপনি?—আপনারা?"

"আমি ভাল আছি। কিন্তু আমরাও ভাল আছি কি না, সে খবর ত' তুমি অন্যত্র নিতে পার। সব খবরই যে আমি দোব তার কি মানে আছে?" বলিয়া নরেশচন্দ্র হাসিতে লাগিল।

রমাপদর মুখে সলজ্জ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। অপ্রতিভ নেত্রে সুকুমারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছেন দিদি?"

একজন চতুর এবং একজন লাজুক ভায়রা-ভাইয়ের বাক্যালাপ শুনিয়া সুকুমারী পুলকিত হইয়া নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; বলিল, "আছি। কিন্তু তুমি অমন কাজ করলে কেন ভাই? চলন্ত গাড়িতে অমন ক'রে উঠতে আছে কি? দৈবর কথা কিছু ত' বলা যায় না, হঠাৎ যদি হাত ফস্কে যেত!"

এই সুমিষ্ট ভ্রাতৃ-সম্বোধনে এবং স্নেহ-সুরভিত উদ্বেগ প্রকাশে রমাপদর চিত্ত এক অননুভূতপূর্ব্ব মধুর রসে ভরিয়া উঠিল। সে হর্ষোজ্জ্বল নেত্রে সুকুমারীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমি যখন উঠেছিলাম গাড়ি তখন প্রায় থেমে এসেছিল।"

"এবার থেকে একেবারে থেমে গেলে উঠো। বুঝলে?"

সুবোধ ছেলের মত ঘাড় নাড়িয়া রমাপদ বলিল,—"আচ্ছা।"

নরেশচন্দ্র হাসিতে লাগিল। বলিল, "সুকু, গাড়ি থেকে আগে নাম, তারপর যা করতে হয় কোরো। গাড়ি থেকে নামবার আগেই অমন ক'রে শাসন আরম্ভ করলে বেচারা ঘাবড়ে যাবে!"

সুগঠিত ভ্রূযুগল অর্থসূচক ভাবে ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া সুকুমারী নীরবে জানাইল রমাপদর সমক্ষে আদরের নামটি ধরিয়া এত শীঘ্র না ডাকিলেও চলিত। প্রকাশ্যে বলিল, "গাড়ির বিষয়ে শাসন, গাড়িতে না করলে চলবে কেন ?"

' নরেশ হাসিয়া বলিল, "তাও ত' বটে! জুরিস্‌ডিক্‌শনের কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম !"

কথায়-বার্ত্তায় যে কথাটা রমাপদ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল সহসা তাহা মনে পড়িয়া সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া গাড়ির জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কুলি কুলি করিয়া ডাকিতে লাগিল।

নরেশ রমাপদকে বাহু ধরিয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিল, "ব্যস্ত হয়ো না ভায়া! ঈশ্বর যখন আমাদের সহায় আছেন তখন ও-কাজটা বাকি নেই, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।" বলিয়া নরেশ প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

রমাপদ দেখিল তিন-চারিজন কুলির সাহায্যে একজন সুসজ্জিত আরদালী পাশের সার্ভেণ্ট কম্পার্টমেণ্ট্‌ হইতে সুটকেস, ষ্টীলট্রাঙ্ক্‌, হোল্‌ডল, অ্যাটাসি কেস, টিফিন কেরিয়ার প্রভৃতি বিবিধ আসবাব-পত্র প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের উপর নামাইয়া রাখাইতেছে। রমাপদ চাহিয়া দেখিল, এ কামরায় দ্রব্যাদি বিশেষ কিছুই নাই। আরদালীর মস্তকের সুসম্বদ্ধ শুভ্র শিরস্ত্রাণের মধ্যস্থলে রৌপ্য-নির্ম্মিত উজ্জ্বল B অক্ষর দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল তাহা নরেশচন্দ্রের ব্যানার্জ্জী পদবীর আদ্যক্ষর। নরেশ, সুকুমারী এবং রমাপদ তিনজনে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নামিয়া দাঁড়াইল।

ভৃত্যের পরিচ্ছদের বহর দেখিয়া রমাপদ প্রভুদের পরিচ্ছদের প্রতি মনোনিবেশ করিল। প্রভুর পরিচ্ছদ এমন কিছু বিচিত্র বলিয়া বোধ হইল না; সাধারণ ভদ্র বাঙ্গালীর যেমন হয় প্রায় সেইরূপই—তবে পায়ের

জুতা হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ের আলোয়ান পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিসের মধ্যেই স্বচ্ছলতার একটা ছাপ পরিস্ফুট। প্রভুপত্নীর সৌখীন পরিচ্ছদ কিন্তু ঐশ্বর্য্যের পরিচয় সুস্পষ্টরূপে বহন করিতেছিল। শুভ্র কাশ্মীরী শালের মূল্যবান শাড়ী, কাশ্মীরী শালের টাইট্ ব্লাউস্, রেশমের সাদা ষ্টকিং, বক্‌স্কিনের সাদা জুতা এবং মুক্তা-খচিত সুদৃশ্য দুই চারিখানি অলঙ্কার সুকুমারীর দেহকে আশ্রয় করিয়াছিল। ইহার তুলনায়—সম্ভবতঃ রেলপথে ব্যবহার্য্য, সুতরাং সুকুমারীর পক্ষে অনাড়ম্বর এই পরিচ্ছদের তুলনায় রমাপদর মনে পড়িল সরমার দীন বেশের যৎকিঞ্চিৎ সম্বল! অথচ দুইজন সহোদরা ভগ্নী!

শুধু পরিচ্ছদই নয়। পরিচ্ছদ দেখিবার সময়ে রমাপদর চক্ষে পড়িল সুকুমারীর অপরিম্লান সুস্থ যৌবন-শ্রী। সাতাশ বৎসর বয়সে সে সতেজ সবুজ ডাঁটার উপর একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম; আর আঠার বৎসর বয়সেই সরমা যেন ঈষৎ ঢলিয়া পড়িয়াছে! সরমার সৌন্দর্য্যের মধ্যে হয় ত' সন্ধ্যার নিবদ্ধ মাধুরী আছে, কিন্তু প্রত্যুষের এই প্রাণখোলা প্রসন্নতা তাহার মধ্যে কোথায়! টাকা! টাকা! ষ্টেশনের কল-কোলাহলের মধ্যে, নিজের উপস্থিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভুলিয়া, রমাপদ টাকার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কিছু টাকা হাতে আসে কেমন করিয়া! খুব বেশী নয়, অন্ততঃ—! রমাপদ ভাবিয়া পাইল না সে-অন্ততঃ কত, যাহাতে এ দুঃখ যায়!

কিন্তু সুকুমারীর এই সুনিবদ্ধ স্বাস্থ্য-সম্পন্নতার মূলে শুধু অর্থের রস-সিঞ্চনই ছিল না। বিবাহের দুই তিন বৎসর পরে সন্তান প্রসব কালে তাহার জীবন সংশয় হয়, এবং তৎকালীন গুরুতর অস্ত্রোপচারের ফলে ভবিষ্যতে সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা হইতে চিরদিনের মত মুক্তিলাভ করে। ফুলগাছের ডাল কাটিয়া কাটা জায়গা গালা দিয়া বন্ধ করিয়া দিলে ডালের রস সহজে শুকাইতে না পারিয়া যেমন ডালকে বহুক্ষণ তাজা রাখে,

ঠিক সেইরূপে মাতৃত্বের অনিবার্য্য অপচয় হইতে অব্যাহতি পাইয়া সুকুমারীর স্বাস্থ্য এবং যৌবন কিছুদিন হইতে প্রায় একই স্থানে বাঁধিয়া গিয়াছে। যৌবন-বন্যা সর্ব্বোচ্চ রেখায় উপনীত হইবার অব্যবহিত পরেই ভাঁটার মুখে পলি পড়িয়া গভীর জল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফল ফলিবার উপায় নাই বলিয়া প্রাণ-রসের অতি-সঞ্চয়ে ফুল যেন চতুর্গুণ হইয়া ফুটিয়াছে।

অসঙ্গত অন্যমনস্কতা হইতে সহসা জাগিয়া উঠিয়া নরেশের দিকে চাহিয়া রমাপদ বলিল, "নরেশদা, আপনি দিদিকে নিয়ে আসুন, আমি গিয়ে একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রে ফেলি।"

প্রস্থানোদ্যত রমাপদর বাম বাহু দক্ষিণ হস্তে চাপিয়া ধরিয়া নরেশ বলিল, "এ কাজটাও ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দাও ভাই। এ-সব কাজ ও তোমার চেয়েও ভাল করবে, আমার চেয়েও ভাল করবে। অতএব আমাদের দুজনের মধ্যে কারো অনর্থক ব্যস্ত হবার দরকার নেই।"

সবিস্ময়ে রমাপদ বলিল, "ও! ঈশ্বর তা হলে আপনার চাকরের নাম?"

নরেশ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তা নয়ত তুমি কি ভেবেছিলে আমি অপ্রামাণিক নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলছিলাম?"

রমাপদ তাহাই ভাবিয়াছিল, এবং ঈশ্বরের প্রতি নরেশের এমন সহজ বিশ্বাস এবং ভক্তি দেখিয়া মনে মনে একটু বিস্মিত হইয়াছিল। মৃদু-স্মিত মুখে বলিল, "আমি তখন ঠিক বুঝতে পারিনি!"

নরেশ গম্ভীরমুখে বলিল, "কিছুই বুঝতে পার নি! আমি বলছিলাম আমাদের এই সাকার প্রামাণিক ঈশ্বরের কথা। এ ঈশ্বরের অস্তিত্ব আর কার্য্যকারিতার প্রমাণ আমি এত বেশী পাই যে অন্য ঈশ্বরকে ভাববারই সময় পাই নে। তোমার দিদি আশা করেন তাতেও আমি ফল পাব।

তিনি বলেন অপ্রামাণিক ঈশ্বর অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের মত ;—বিশ্বাস না ক'রে খেলেও জ্বর ছাড়ে !"

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "শুনো না ওঁর কথা রমা ! আমি ও-সব অ্যালোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক কোনো কথা বলি নি ! যত সব সৃষ্টিছাড়া কথা নিজে বানিয়ে বানিয়ে অপরের নাম দিয়ে বলবেন !"

নরেশ বলিল, "আমার ক্ষমতা আছে তাই আমি বানিয়ে বানিয়ে বলি, তোমাদের ক্ষমতা নেই তাই তোমরা বানিয়ে বলতে পার না। কিন্তু আমার বানান কথা তোমাদের নাম দিয়ে যে বলি, তার দ্বারা আমার সহৃদয়তাই প্রকাশ পায়। কি বল ভায়া, ঠিক্ কি না ?"

রমাপদ হাসিতে লাগিল।

প্ল্যাট্‌ফর্ম্ হইতে বাহিরে গাড়িবারান্দায় আসিয়া রমাপদ দেখিল, ঈশ্বর একখানা গাড়িতে দ্রব্যাদি উঠাইয়া আগাইয়া দিয়াছে—এবং অপর একখানা গাড়ি আরোহিগণের জন্য সম্মুখে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে।

নরেশ বলিল, "ওঠ রমাপদ।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রমাপদ বলিল, "আপনারা দুজনে না হয় এ গাড়িতে আসুন। ও গাড়িতে জিনিসপত্তর রয়েছে—আমি ও গাড়িতে যাই।"

"এঃ—ঈশ্বরের শক্তির উপর তোমার এখনো একটুও বিশ্বাস হল না দেখছি ! ওঠ ! ওঠ !" বলিয়া নরেশ রমাপদকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল, তাহার পর সুকুমারীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া দিয়া নিজে উঠিয়া বসিল।

রমাপদর মনে সামান্য খট্‌কা বাধিল। সুকুমারী এবং নরেশচন্দ্রের প্রতি তাহার আচরণ ঠিক কিরূপ হইতেছে তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। অতিথির প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিতে গিয়া ধনশালীর প্রতি আর-কিছু প্রকাশিত হইতেছে কি-না সেই আশঙ্কায় সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

আর যাহাই হউক না কেন, সে যে ঠিক সংযত শোভন ব্যবহার করিতে পারিতেছিল না তাহা তাহার নিঃসন্দেহে মনে হইতেছিল, অথচ নিজেকে সংযত করিতে গিয়া পাছে শিষ্টাচারে ব্যাঘাত পড়ে সে ভয়ও মনে-মনে কম ছিল না।

গৃহে পৌঁছিয়া সরমার আচরণ লক্ষ্য করিয়া রমাপদ পরিমিত আঁচরণের কতকটা আন্দাজ পাইল। নিজের প্রতি সরমার অবজ্ঞার লেশমাত্র ছিল না, অভ্যাগতেরও প্রতি তাহার সমাদরের ত্রুটি ছিল না। সে তাহার সংসারের সুপ্রতিষ্ঠিত আসন হইতে নরেশ এবং সুকুমারীকে সযত্নে আহ্বান করিল এবং তদুপলক্ষে যাহা কিছু দীনতা এবং দৈন্য প্রকাশ করিল তাহার মধ্যে হীনতার কোনো সংস্পর্শ পাওয়া গেল না—মায় রমাপদ সকলেরই চক্ষে তাহা বিনয় এবং ভদ্রতার রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। রমাপদ দেখিল অতি অল্প সময়ের মধ্যে সরমা তাহাকে অতিক্রম করিয়া সকলের নিকট প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; এমন কি ঈশ্বর পর্য্যন্ত নিরবসর 'মাসিমা' 'মাসিমা' সম্বোধনের দ্বারা যতটা মনোযোগ সরমার প্রতি প্রদর্শন করিতেছে—তাহার অর্দ্ধেকও তাহার প্রতি করিতেছে না বলিয়া মনে হইল।

ইহাতে রমাপদ দুঃখিত হইল না—প্রসন্ন হইল।

১৬

অনতিবিলম্বে সুকুমারীর মনোযোগ অপর সকল বিষয়ে হ্রাস পাইয়া সরমার পুত্রের উপর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সে তাহাকে কোলে তুলিয়া, বুকে ফেলিয়া, আদর করিয়া, চুমা খাইয়া, হাসাইয়া, কাঁদাইয়া, নাচাইয়া, অস্থির করিয়া দিল। তাহার বুভুক্ষু হৃদয়ের গোপন ক্ষুধা, দীর্ঘকালের অপরিতুষ্টিতে যাহা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া হৃদয়ের নিভৃত গহ্বরে অগোচরে বাস করিতেছিল, সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিয়া কিছুতেই যেন পরিতৃপ্তি মানিতেছিল না। নিজের গাছে যে-ফল একবার মাত্র ফলিয়া ভবিষ্যতে পুনরায় ফলিবার সম্ভাবনা চিরদিনের জন্য অপহৃত করিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই সুমিষ্ট ফলের রসাস্বাদে সুকুমারীর অবরুদ্ধ মাতৃত্ব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহার গভীরতম সংক্ষোভের কারণ এই ছিল যে, যে-অক্ষমতা মাতৃত্ব লাভের সৌভাগ্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে সে-অক্ষমতা লইয়া সে জন্মগ্রহণ করে নাই। বিধাতার হস্তে সে যাহা পাইয়াছিল মানুষের হস্তে তাহা হারাইয়াছে।

রান্নাঘরে সরমা রান্নার যোগাড় করিতেছিল, সুকুমারী খোকাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "এমন সুন্দর ছেলে কিন্তু এত রোগা কেন রে?"

"অসুখ যে দিদি। রোজ শেষ রাত্রে লিভারের জ্বর হয়।"

"চিকিৎসা করাস নে?"

"করাই। ডাক্তার বলেছেন শীতটা একটু বেশী চেপে পড়লে জ্বর ছাড়বে।"

"সে ত' সময়ের গুণে ছাড়বে—ওষুধের গুণ তাহলে কি হল? খাওয়াস কি?"

"খাওয়াই দুধ সাবু। জ্বর না থাকলে কিম্বা কম থাকলে চারটি ক'রে দুধ-ভাত দিই।"

"কি দুধ খাওয়াস? ভঁয়সার দুধ না ত? ভঁয়সার দুধ ছেলেকে কথনো খাওয়াস নে!"

সরমা বলিল, "কিন্তু ভঁয়সার দুধ খেয়ে হজম করতে পারলে খুব উপকার হয় দিদি।"

সুকুমারী বলিল, "ভঁয়সার দুধ হজম করতে পারলে শরীর যেমন মোটা হয় বুদ্ধিও তেমনি মোটা হয়। গরুর দুধ বেশী ক'রে না খেলে বুদ্ধি গরুর মত হয় তা জানিস নে?"

সুকুমারীর এই অদ্ভুত মন্তব্যে হাসিতে হাসিতে সরমা বলিল, "না, তা' ত জানি নে!"

"হয়। দুধ-সাবু আর দুধ-ভাত ছাড়া আর কি দিস খেতে?"

"আর ত কিছু দিই নে।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুকুমারী বলিল, "সর্ব্বনাশ! এই খাইয়ে তুই ছেলে মানুষ করবি! গয়লা বাড়ির দুধ আর বাজারে কেনা সাবু, যা মোটেই সাবুদানা নয়, তাই খেয়ে তোমার ছেলের জ্বর সারবে?"

সুকুমারীর কথায় চিন্তিত হইয়া সরমা বলিল, "কিন্তু জ্বরের ওপর আর কি দেবো দিদি?"

"যা দিলে শরীরে একটু রক্ত আর মাংস হয়ে জ্বরটাকে তাড়াতে পারে তাই দিতে হবে! এখন এর প্রধান দরকার হচ্ছে শরীরে একটু পুষ্টি হওয়া; সেই জন্যে ভেবে চিন্তে যা-কিছু পুষ্টিকর অথচ হাল্কা খাওয়া সব একে খাওয়াতে হবে। পেটে যখন লিভার রয়েছে তখন বেশী ক'রে

ফলের রস দিতে হবে। ডালিম, বেদানা, আঙুর, কমলালেবু, পাতিলেবু এ সব ফলের রস এর পক্ষে আহার আর ওষুধ দুইয়ের কাজ করবে। তারপর দুধের সঙ্গে টাট্‌কা ডিমের কুসুম, মশুর ডালের জুস, কই-মাগুর মাছের স্যুপ, মটন ব্রথ্‌, একটু ক'রে টাট্‌কা মাখন, কোনো দিন বা একটু বার্লি-সিদ্ধ-করা রুটি, এ-সব দেওয়া দরকার। ছ'মাসে ভাত হয়েছে সে আজ ছ'মাস হতে চল্ল, এক মুখ দাঁত বেরিয়েছে—এখন একে না খেতে দিলে চলবে কেন? এ বুড়ো মানুষ নয় যে উপোস দিইয়ে জ্বর ছাড়াবি। এ জ্বর দুর্ব্বলতার জ্বর—অপুষ্টির জ্বর। বেশী দিন এ জ্বর লেগে থাকলে কঠিন সব রোগ এসে জুটবে। ছোট ছেলেদের প্রথম বনেদটা ভারী শক্ত হওয়া দরকার। দু'বছরের মধ্যে যে ছেলে স্বাস্থ্যবান না হল, কোনো রকম ক'রে প্রাণে বেঁচে গেলেও, চিরজীবন সে রুগ্ন আর দুর্ব্বল হয়ে থাক্‌বে। ছেলেকে অযত্ন করিস নে সরো।"

ছেলেকে সরমা অযত্ন নিশ্চয়ই করে না; কিন্তু সুকুমারীর এই সুদীর্ঘ খাদ্য-তালিকা আবৃত্তির পর ছেলেকে কেবল মাত্র দুধ-সাগু এবং ভাত খাওয়াইয়া রাখা যে অযত্ন করা নহে, এ কথা বলিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়, তাই সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সুকুমারীর কথায় তাহার মনের মধ্যে আতঙ্ক সঞ্চারিত হইল। সে উৎকন্ঠিত চিত্তে ভাবিতে লাগিল সুকুমারীর তালিকার কত দফা তাহার সামর্থ্যের মধ্যে সম্ভব।

সুকুমারী বলিল, "শুধু খাওয়াই নয়। পরার বিষয়েও বিশেষ মন দেওয়া দরকার, বিশেষতঃ এ সব শীতের দেশে। যথেষ্ট জামা কাপড়ের অভাবে ছেলেদের যে কত ক্ষতি হয় তা বলবার নয়। ঠাণ্ডা লেগে গেলে শুধু যে সর্দ্দি কাসি আর পেটের অসুখ হতে পারে তাই নয়, উপযুক্ত গায়ের কাপড়ের অভাবে শরীরের উত্তাপ নষ্ট হয়ে শরীর মোটা হতে পারে না।"

এবার সরমা মৃদুভাবে একটু তর্ক তুলিল; বিশেষতঃ তাহার পুত্র যে

সজ্জা পরিয়া ছিল তদ্বিষয়ে তেমন কিছু অনুযোগ করিবার ছিল না বলিয়া এ কথাটা সাধারণ ভাবে আলোচিত হইবার পক্ষে সেরূপ বাধা ছিল না। সে বলিল, "কিন্তু দিদি, তা হলে গরীব-দুঃখাদের ছেলেপিলে বাঁচে কেমন ক'রে? তারা যা খাইয়ে-পরিয়ে ছেলে মানুষ করে দেখেছ ত?"

সুকুমারী বলিল, "দেখেছি। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের যেমন পৃথক ধাত আছে, প্রত্যেক জাতেরও তেমনি পৃথক ধাত আছে। দেহ খাটিয়ে যাদের খেতে হয় তাদের ধাতের সঙ্গে মাথা খাটিয়ে যাদের খেতে হয় তাদের ধাত কখনো এক হয় না। এক মণ বোঝা মাথায় নিয়ে যে এক মাইল পথ চ'লে যেতে পারে তার ছেলে যা খেয়ে মানুষ হবে, এক খানা বড় উপন্যাস এক রাত্রি জেগে যে প'ড়ে ফেলতে পারে তার ছেলে তাই খেয়ে মানুষ হতে পারে না! তাই বিশুয়ার ছেলে যখন ছোলা খাবে তোর ছেলেকে মাখন খেতে হবে। গয়লা বাড়ির দুধ দিয়ে মুদি খানার সাবু খাওয়া দুজনের মধ্যে কারো পোষাবে না। তা ছাড়া তোর ছেলের যা অসুখ আর আকৃতি—খাওয়া-পরার বিশেষ ব্যবস্থা না করলে চলবে কেন?"

সরমা আর তর্কে অগ্রসর হইল না; হাসিতে হাসিতে বলিল, "দিদি তুমি এত কথা জানলে কি ক'রে?"

সুকুমারি সবিস্ময়ে বলিল, "এত কথা আবার কি রে? এ সব মামুলী কথা না জানলে ছেলে মানুষ করবি কি ক'রে? নিজেরি আমার নেই, কিন্তু তাই ব'লে কি চোখে দেখি নি? আমার ননদের বড় জায়ের দৌত্তুরকে পাড়াগাঁ থেকে নিয়ে এল জরাজীর্ণ—জলবার্লি খাইয়ে খাইয়ে একেবারে জলবার্লির মত চেহারা ক'রে দিয়েছে। তার দিদিমা তাকে ছ'মাস বেদানার রস খাইয়ে বেদানার মত চেহারা ক'রে পাঠিয়ে দিলে।

ভাল জিনিষ খাওয়ালে যদি ভাল চেহারা না হত তা হলে সাহেবদের ছেলেদের অমন চাঁদের মত চেহারা হত না।”

এ অকাট্য যুক্তি এবং প্রত্যক্ষ নজীরের বিরুদ্ধে সরমার কিছুই বলিবার ছিল না। সে ভীতি-বিহ্বল চিত্তে চুপ করিয়া রহিল। একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে কয়টা বেদানায় একদিন পান করিবার মত রস হয়, এবং তাহার মূল্য কত; কিন্তু পাছে উত্তর শুনিয়া বেদানার রসের দ্বারা পুত্রকে সুস্থ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই বলিয়া সুকুমারী সন্দেহ করে সেই আশঙ্কায় সরমা সে কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

দুই হস্তে খোকাকে তুলিয়া ধরিয়া তাহার নাসিকায় নিজ নাসিকা ঘষিয়া ঘষিয়া সুকুমারী আদর করিতেছিল; হঠাৎ সুবিধা পাইয়া খোকা অতর্কিতে সুকুমারীর নাসিকাগ্র বার দুই চুষিয়া দিল।

সুকুমারী বলিল, “তোর ছেলে শুধু দুধ-সাবু আর দুধ-ভাতই খায় না সরো, আরো একটা জিনিস খায়!”

কাজ করিতে করিতে সরমা বলিল, “আবার কি খায়?”

“মাসির নাক খায়!”

সরমা হাসিয়া বলিল, “মাসি যে রকম বেদানা আর ডালিমের গল্প করছিল, মাসির টুক্‌টুকে নাক দেখে ভেবেছে ডালিম কিম্বা বেদানাই বা হবে!”

শিশুকে আদর করিতে করিতে সুকুমারী বলিল, “চুষে দেখলে মাকাল ফল। ছেলের নাম কি রেখেছিস রে?”

মৃদু হাস্য করিয়া সরমা বলিল, “শ্রীপদ।”

সুকুমারী বলিল, “রমাপদর সঙ্গে মিলিয়ে শ্রীপদ? এ নাম কে রাখলে? রমা, না তুই?”

সরমা কিছু বলিল না। স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

"শ্রীপদ ত' পোষাকী নাম ; ডাক নাম কিছু রাখিস নি ?"

"ডাক নাম ঘিণ্টু !"

"ঘিণ্টু ? তা বেশ নাম ! শ্রীপদর চেয়ে ভাল।" বলিয়া ঘিণ্টুর সহিত সম-ধ্বনিত আরও চার-পাঁচটি অর্থ-বিহীন শব্দের দ্বারা আদর করিতে করিতে ঘিণ্টুকে বুকের উপর ফেলিয়া সুকুমারী প্রস্থান করিল স্বামী সমীপে।

১৭

সুকুমারীর স্বামী নরেশচন্দ্র আলিপুরের একজন উকিল। পিতার জীবদ্দশায় সে ব্রূম্ গাড়ি চড়িয়া ব্রীফ-ব্যাগ এবং মুহুরী লইয়া ওকালতি করিতে যাইত; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর হইতে এতাবৎ এক দিনেরও জন্য সে আদালতের ভূমি স্পর্শ করে নাই, যদিও প্রতি বৎসর যথারীতি সরকারী সেলামী জমা দিয়া সযত্নে নিজের নামটি আলিপুর উকিলের সুদীর্ঘ তালিকাভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। পিতৃশ্রাদ্ধের পর আদালতে না গিয়া নরেশচন্দ্র যখন ঘরে বসিয়া রহিল, লোকে মনে করিল, অনির্ব্বাপিত পিতৃশোকই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু কিছুকাল পরে তাহার অন্যান্য আচরণাদি হইতে শোকের ক্রিয়া সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হইলেও যখন সে আদালতে যাইবার কোনো উপক্রম দেখাইল না, তখন তাহার জমিদারীর প্রধান আমলা অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচের পর সভয়ে বলিয়াছিল, "আর কিছু না হলেও ষ্টেটের উকিলরা যে টাকাটা খায়, আদালতে বেরোলে সেটার ত' অনেকটা বাঁচত।" উত্তরে নরেশ বলিয়াছিল, "আর কিছু হলে না হয় ও-কাজটাও করা যেতে পারত। কিন্তু আমার ওকালতি বিদ্যে কেবলমাত্র ষ্টেটের উকিল-মারা ব্যাপারেই শেষ হলে আমার ওকালতী আর ষ্টেট্ দুই-ই একই মাত্রায় মর্য্যাদা হারাবে!" সুকুমারী কিছু বলিলে নরেশ বলিত, "কাছারী গিয়ে পসার না হওয়ার চেয়ে কাছারী না গিয়ে পসার না হওয়া অনেক ভাল; তাই কাছারী যাই নে। আদৎ কারণটি তোমাকে শুনিয়ে রাখলাম।" বন্ধুরা যদি বলিত, "ওকালতীই যদি না করলে তা হলে বছরে বছরে লাইসেন্সের পিছনে অনর্থক কতকগুলো

টাকা খরচ করা কেন? একেবারেই ছেড়ে দাও না!” নরেশ উত্তর দিত, “একেবারে ছেড়ে দিলে এত খরচ-পত্র ক'রে ওকালতী পাশ করা ষোল আনাই লোকসান হয় যে—তাই বছরে বছরে ও-টাকাগুলো খরচ করি।”

এইরূপে নরেশ কৌতুকে পরিহাসে সকলের মুখ বন্ধ করিত। লোকে বলিত নরেশের বিদ্যা-বুদ্ধি, চাতুর্য্য যে-রকম আছে সেইরূপ একটু তৎপরতা যদি থাকিত, তাহা হইলে সে একটা মস্ত লোক হইতে পারিত। অবহেলার জন্য উহার যত কিছু ভাল ভাল গুণ সব নিষ্ফল হইল। শুনিয়া নরেশ বলিত, “সফলতার দিকটা খুব বড় হয়ে উঠ্‌লে মাধুর্য্যের দিকটা ছোট হয়ে যায়। গোলাপ ফুলে যদি লিচু ফলের মত ফল ফল্‌ত, তা হলে লোকে গোলাপ গাছের কাছে সাজি হাতে না গিয়ে ডালা হাতে উপস্থিত হ'ত। তোমরা ভেবে দেখ, তোড়ার মধ্যে যে সব ফুলের প্রধান স্থান, রসনা তৃপ্তির-দিক দিয়ে সবগুলোই নিষ্ফল।” উত্তরে সুকুমারী যদি বলিত, “কিন্তু আমগাছে আম না ফ'লে গোলাপ ফুলের মত ফুল ফুট্‌লে লোকে এত যত্ন ক'রে আম-বাগান করত না, চাঁপা গাছের মত এক আধটা কোথাও পুঁতত।” নরেশ বলিত, “তা' হলে তার দ্বারা লোকের রসজ্ঞানের অভাবই প্রকাশ পেত। আমি কিন্তু খুব খুসী হতাম যদি আমাদের মজিলপুরের বড় আম-বাগানের আমগাছগুলোতে ফল না ফ'লে গোলাপ ফুলের মত বড় বড় ফুল ফুটত। কি সুন্দর শোভা হত বল দেখি! আমাকে বিশ্বাস কর সুকু, তুমি যে ফল প্রসব না ক'রে শুধু ফুল হয়ে আমার জীবনের মধ্যে চিরদিন ফুটে থাকবে, তার জন্যে আমার মনে দুঃখের লেশমাত্র নেই!” শুনিয়া সুকুমারীর মুখে কথা আসিত না, পরিতাপে এবং পরিতৃপ্তিতে চক্ষুদুটি সজল হইয়া উঠিত।

কথা দিয়া নরেশ সুকুমারীর মুখ বন্ধ করিয়া দিত বটে, কিন্তু কাজের

বেলা তাহাকে সুকুমারীর নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইত। বচনে-বাচনে, হাস্যে-পরিহাসে, উত্তরে-প্রত্যুত্তরে সে একটি হাল ফ্যাসনের বৃহৎ এঞ্জিনের মত ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করিত, কিন্তু চলিবার সময়ে যেদিকে সুকুমারী লাইন্‌ পাতিয়া দিত সেই দিকেই সে চলিত। শুধু বাহিরের গতিই নহে, তাহার অন্তরের প্রবৃত্তিও অবিচ্ছিন্ন অভ্যাসের ফলে নিরুপদ্রবে সুকুমারীকে অনুসরণ করিয়া চলিত। তাই অপরাহ্ণে যখন নরেশ রমাপদকে বলিল, "ভায়া, চল একটু বাজারের দিকে বেড়িয়ে আসা যাক্‌,—একখানা গাড়ি আনাও।" তখন সে সুকুমারীর পাতা লাইনেই চলিবার উপক্রম করিতেছিল।

বাজারে যাইবার ভিতরে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে সন্দেহ করিয়া রমাপদ মৃদুভাবে আপত্তি তুলিল। বলিল, "আজই রেল থেকে নেমেছেন, আজ ঘোরাঘুরি না ক'রে একটু বিশ্রাম করলেই ভাল হয়।"

নরেশ বলিল, "বল কি রমাপদ! সটান এক হাজার মাইল রেলে গিয়ে গাড়ি থেকে নেমেই সৈন্যরা যুদ্ধ করতে পারে, আর দুশো আড়াইশো মাইল রেলে এসে বাজারে বেড়াতে যেতে তুমি মানা করছ? এই শক্তি আর উৎসাহ নিয়ে তোমরা তা হলে দেশোদ্ধার করবে কেমন ক'রে?"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "তাছাড়া এখানকার বাজারে এমনই বা কি আছে,—তার চেয়ে বরং—"

নরেশ বাধা দিয়া বলিল, "আমার হাতেই বা এমনি কি সঙ্গতি আছে যে এখানকার বাজার আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে না; তার চেয়ে বরং আর দেরী না ক'রে তুমি গাড়ি আনাও।"

সুকুমারী সহাস্যমুখে রমাপদকে বলিল, "ওঁর সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না রমা,—তুমি গাড়ি আনতে পাঠাও।"

গাড়ি আসিল।

সুকুমারী সরমাকে বলিল, "সরো তৈরী হয়ে নে, চল্ তোদের বাজার কি রকম দেখে আসি।"

সবিস্ময়ে সরমা বলিল, "আমরা বাজার যাব কি দিদি!"

"আমরা কি আর দোকানে নামব? গাড়িতে ব'সে থাকব।"

সরমা আপত্তি করিল। তাহার অনেক কাজ আছে, বৈকালের খাবার তৈয়ারী করিতে হইবে, রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, সন্ধ্যা জ্বালিতে হইবে, আরও কত কি করিতে হইবে। সুকুমারী সরমার কোনও ওজর-আপত্তি শুনিল না—বলিল, "তুই কি মনে করেছিস লঙ্কা থেকে দুজন রাক্ষস তোদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে যে সমস্ত দিন শুধু তাদের খাবার তৈরী করতেই তোকে ব্যস্ত থাকতে হবে? নে, শীঘ্র তৈরী হয়ে নে।"

অগত্যা সরমাকে যাইতে হইল। গৃহে রহিল শুধু বিশুয়া। যাইবা সময়ে সরমা তাহাকে অনেক কাজের ভার দিয়া গেল। ঈশ্বর যথারীতি তাহার সাজ পোষাক পরিয়া কোচবক্সে চড়িয়া বসিল এবং মিণ্টু তাহা মাসীর ক্রোড় অধিকার করিয়া চলিল।

ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। যাইবার সময়ে যে অর্থ নরেশে মণিব্যাগের ভিতর অদৃশ্য ভাবে গিয়াছিল, বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে রূপান্তরি হইয়া তাহা দুই তিন বাণ্ডিলে বদ্ধ এবং দুই তিন ঝুড়িতে বোঝাই হইয় ফিরিয়া আসিল। দ্রব্যাদির মধ্যে সরমা এবং সুকুমারীর জন্য রেসমী এবং মাদ্রাজী কয়েকখানা শাড়ী এবং ব্লাউসের কাপড় ভিন্ন আর যাহ কিছু ছিল সমস্তই মিণ্টুর; সোয়েটার, স্যুট্, জুতা, মোজা, টুপি, বিস্কুট, লজেঞ্জস্, খেল্‌না, বার্লি, মেলিন্‌স্ ফুড, জেলি, জ্যাম, আরও কত কি প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস।

বাজারে জিনিসগুলো কেনার সময়ে রমাপদ প্রতিবারেই মৃদুভাবে আপত্তি করিয়াছিল, গৃহে ফিরিয়া সে একটু প্রবলভাবে বলিল "এ কিন্তু ভারী অন্যায় !"

ঔৎসুক্যের সহিত তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নরেশ বলিল, "কি ভারী অন্যায় ?"

মনের সূক্ষ্ম অথচ জটিল অভিযোগটা ঠিক কিরূপে ব্যক্ত করিবে ভাবিয়া না পাইয়া রমাপদ বলিল, "দু-দিনের জন্য এসে মিছিমিছি এতগুলো জিনিস কেনা !"

"দু-দিনের জন্য এসে এতগুলো জিনিস কেনা যদি এতই অন্যায় হয়, তুমি না হয় দু-দিনের জন্য আমাদের বাড়ি গিয়ে এত জিনিস কিনো না ! আমি প্রতিশ্রুত হলাম কিছুমাত্র আপত্তি করব না !" বলিয়া নরেশ হাসিতে লাগিল। তাহার পর সুকুমারী নিকটে আছে কি-না, একবার চতুর্দ্দিকে দেখিয়া লইয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, "তা ছাড়া, তুমি যখন মেশো-মশায় হতে পারলে না, তখন এমন সব উপদ্রব তোমাকে একটু আধটু ভোগ করতেই হবে। বুঝলে না কথাটা ?" বলিয়া নরেশ অর্থময় কটাক্ষ-ক্ষেপ করিল।

বুঝুক আর নাই বুঝুক, ইহার পর রমাপদ আর কোনো কথা বলিল না, কিন্তু রাত্রে সরমার কাছে একান্তে সে কথাটা তুলিল।

সরমা বলিল, "কিন্তু কি করবে বল ? আপত্তি ত তুমিও করছিলে আমিও করছিলাম, তার পরও যদি না শোনেন তা হলে আর উপায় কি ? তা ছাড়া অবস্থা আর সম্পর্ক হিসাবে দিতে যে পারেন না তা নয় ; তবে একটু বেশী রকম খরচপত্র করছেন এই যা।"

এ কথার বিরুদ্ধে মুখে বিশেষ কিছু বলিবার না পাইলেও রমাপদর মন সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হইতে পারিল না। তাহার আহত

আত্মাভিমান কেবলই তাহার কানে কানে বলিতেছিল, "এ উপহার দেওয়া নয়, উপঢৌকন দেওয়া নয়; এত খুঁটিয়ে গুছিয়ে কেউ উপহার দেয় না। এ যেন সব দিক ভেবে চিন্তে দরিদ্রের অভাব মোচন করা!"

১৮

পরদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া রমাপদ দেখিল তাহারই উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে, আর সকলেই উঠিয়াছে; এমন কি ঘিণ্টু পর্য্যন্ত নব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাহার মাসীর ক্রোড়ে বেড়াইতেছে।

রমাপদকে দেখিয়া সুকুমারী হাসিমুখে বলিল, "তোমার ছেলেটিকে একটু একটু ক'রে দখল করে নিচ্ছি রমা, শেষকালে যাবার সময়ে কলকাতায় নিয়ে না পালিয়ে যাই।"

রমাপদ স্মিতমুখে বলিল, "তা বেশ ত, নিয়েই যাবেন।"

নরেশ রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিল, "কে কাকে বেশী দখল করছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে ভায়া; শেষকালে খোকাই না ওঁকে ভাগলপুরে আটকে রাখে!"

রমাপদ হাসিয়া বলিল, "তা হলে ত' আরো ভাল হয়!"

নরেশ বলিল, "তুমি ত' বল্‌লে ভাল হয়! কিন্তু ওঁর নিজের দখলে একটি যে ভদ্রলোক আছেন তাঁর ব্যবস্থা কি হবে তা ভেবেছ?"

"তিনি দখলেই থাকবেন।"

"দখলে ত থাক্‌বেন। কিন্তু খাসদখলে থাকবেন, না বামুন-চাকরের হাতে ইজারায় পড়বেন, তাই হচ্ছে কথা।"

"খাসদখলে নিশ্চয়ই!" বলিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল।

যেন একটা গুরুতর শঙ্কট কাটিয়া গেল সেইরূপ ভান করিয়া নরেশ বলিল, "তাই বল!"

অপাঙ্গে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুকুমারী মৃদু হাস্য করিল;

তাহার পর রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিল, "বামুন-চাকরের হাতে ইজারার কথা ভেবে এত ব্যস্ত, অথচ গেল বছর খানসামা বাবুর্চির ইজারায় প'ড়ে বিলাত যাবার জন্য যখন ক্ষেপে উঠেছিলেন তখন খাসদখলের কথা কত মনে ছিল সে কথা একবার জিজ্ঞাসা করো ত' রমা !"

রমাপদ কোনো কথা কহিবার পূর্ব্বে ব্যস্ত হইয়া নরেশ বলিল, "হ্যাঁ, সে দুর্ম্মতি একবার হয়েছিল বটে, কিন্তু প্যাসেজ বুক ক'রে বাড়ি ফিরে এসে কান্নাকাটির যে—"

"আঃ !"

"—কান্না-কাটির যে মর্ম্মন্তুদ পালা—"

"আবার !"

রমাপদ চাহিয়া দেখিল অস্তাকাশের মত সুকুমারীর মুখ শুদ্ধ সলজ্জ হাস্যে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রমাপদর দিকে সভঙ্গিতে হাত নাড়িয়া নরেশ বলিল, "কি অন্যায় দেখ রমাপদ ! অভিযোগ চলবে, অথচ সে অভিযোগের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়া চলবে না। এত বড় বে-আইনী কথা কোনো দেশের আইনে আছে ব'লে কখনো শুনেছ ?" তাহার পর সুকুমারীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হয় তুমি তোমার অভিযোগ তুলে নাও, নয় আমাকে সবিস্তারে জবাব দিতে দাও।"

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "দোহাই তোমার ! তোমাকে জবাব দিতে হবে না, আমি অভিযোগ তুলে নিচ্ছি !"

রমাপদর দিকে চাহিয়া বিজয়-গর্ব্বিত ভাবে নরেশ বলিল, "এরূপ ক্ষেত্রে আমি বাদিনীর বিরুদ্ধে খেসারৎ পাবার অধিকারী। তুমি বিচারক আমাকে উপযুক্ত খেসারতের ডিক্রী দাও।"

খেসারতের ডিক্রী দেওয়ার পক্ষে বিচারকের প্রধান আপত্তি এই

ছিল যে, খেসারৎ যে কি পদার্থ তাহা তিনি জানিতেন না। তবে ডিক্রী কথাটা কতকটা পরিচিত, এবং ডিক্রী যে জারী করা হয় এমন কথাও মাঝে মাঝে শুনা ছিল; তাই নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া রহস্যটা পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে রমাপদ ভয়ে ভয়ে বলিল, "ডিক্রী জারী করবেন ত?"

নরেশ সজোরে বলিল, "করব না? নিশ্চয় করব!"

তখন, কথাটা একেবারে বেফাঁস্ হয় নাই বুঝিয়া সাহস পাইয়া রমাপদ বলিল, "কি ক'রে করবেন?"

"কি ক'রে করব সে কথা খুলে বল্লে বাদিনী আর বিচারক উভয়েই লজ্জিত হ'তে পারেন। অতএব সে কথাটা অপ্রকাশিত থাকাই ভাল।"

এ সাবধানতায় কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল। কথাটা না শুনিয়াও বাদিনী এবং বিচারক উভয়েই লজ্জিত হইয়া উঠিলেন।

আরক্ত মুখে সুকুমারী রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিল, "সঙ্গ-দোষে তুমিও দেখছি ক্রমশঃ—"তাহার পর ঠিক কি বলা যায় ভাবিয়া না পাইয়া সে থামিয়া গেল।

রমাপদ কিন্তু এই অসমাপিত তিরস্কারেই শুষ্ক হইয়া উঠিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "বিশ্বাস করুন দিদি, ডিক্রীজারীর মানে ঠিক কি তা আমি জানি নে। আন্দাজি ব্যবহার করেছি!"

রমাপদর কথা শুনিয়া এবং বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া নরেশ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, "মানে ঠিক না জেনে আন্দাজি কথা ব্যবহার করবার একটা মজার গল্প আমি জানি শোন। সুবোধচন্দ্র সান্ন্যাল নামে পূর্ব্ববঙ্গের একটি ভদ্রলোক একেবারে সাত 'শ' মাইল দূরে কাশীতে গিয়ে হঠাৎ এক দিন হোমিওপ্যাথী প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করলেন। হিন্দুস্থানীর দেশ, রুগী অধিকাংশ হিন্দুস্থানী, কাজেই হিন্দী ভাষায়

কথাবার্ত্তা কইতে হয়। কিন্তু তখন তাঁর হিন্দীর জ্ঞান, তোমার বিশুয়া চাকরের এখন বাংলার জ্ঞান যেমন, ঠিক তেমনি; অর্থাৎ আর সমস্ত কথাই প্রায় অবিকল বাংলা থেকে যাচ্ছে—শুধু ক্রিয়াপদগুলির উপর হিন্দীর একটা আমেজ পড়তে আরম্ভ হয়েছে। পথের ধারে বারান্দায় ব'সে একদিন রুগী দেখছেন, আমরা কয়েকজন বন্ধু ব'সে খবরের কাগজ পড়ছি আর গল্প করছি, এমন সময়ে একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের নাড়ী পরীক্ষা ক'রে সুবোধবাবু ব'লে উঠলেন "বোখার তো তাঁতিল হুয়া।" ভদ্রলোকটি চম্‌কে উঠে ত্রস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন "কেয়া হুয়া?" ডাক্তার বাবু আবার বললেন, "তাঁতিল হুয়া!" ভদ্রলোকটি চঞ্চল হয়ে উঠে সবিস্ময়ে বললেন, "সম্‌ঝা নহি!" রুগীর মূঢ়তায় বিরক্ত হয়ে ডাক্তার বললেন, "কি আশ্চর্য্য! সম্‌ঝা নেহি? তাঁতিল হুয়া—তাঁতিল হুয়া!" ডাক্তার বাবুর মূর্ত্তি দেখে রুগীর আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হল না,. দ্বিধাভরে মৃদুস্বরে বললেন, "যব্ আপ্ কহতে হেঁ তব্ জরুর হুয়া হোগা!" রুগী ওষুধ নিয়ে চ'লে যেতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাক্তার বাবু, বোখার তাঁতিল হুয়াটা কি ব্যাপার তা'ত আমিও বুঝলাম না! তাঁতিল মানে কি?" ডাক্তারবাবু ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বিস্মিত বিরক্ত ভাবে বললেন, "কি আশ্চর্য্য। এতদিন হিন্দুস্থানীর দেশে বাস ক'রে তাঁতিল মানে কি তা জানেন না? বন্ধ! বন্ধ! তাঁতিল মানে বন্ধ।" আমি সবিস্ময়ে বললাম, "তাঁতিল মানে বন্ধ, এ আপনাকে কে ব'লল?" একটু মৃদু হেসে ডাক্তার বললেন, "তা'ও ব'লতে হবে?" ব'লে পথের অপর পারে সামনের বাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "আপনাদের অনাদি বাবু উকিল। মশায়, একটা নতুন জিনিস আরম্ভ করতে হলে কি কম ফিকিরে থাকতে হয়? একদিন এইখানেই ব'সে

অনাদিবাবু তাঁর একজন মক্কেলকে বলছেন, 'আজ কাছারি তাঁতিল হ্যায়।' একটা নতুন কথা শুনতে পেয়ে আমি অনাদিবাবুর কানে কানে জিজ্ঞাসা করলাম 'আজ কাছারি কি আপনাদের?' অনাদিবাবু বললেন, 'আজ কাছারি বন্ধ।' তখনিই বুঝে নিলাম তাঁতিল মানে বন্ধ। ডাক্তার বাবুর কথা শুনে আমরা যে কয়েকজন ছিলাম একেবারে হো হো ক'রে হেসে উঠলাম! হাস্‌তে হাস্‌তে পেটের নাড়ী ছেঁড়বার উপক্রম হল। ডাক্তার মশায় আমাদের ও-রকম হাসি দেখে নিশ্চয়ই চ'টে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমদের মধ্যে একজন যখন তাঁকে জানালে যে তাঁতিল মানে বন্ধ নয়, ছুটি, তখন কিছুক্ষণ তিনি নির্ব্বাক হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তার পর ধীরে ধীরে দেরাজ টেনে বাদামী কাগজের একটা খাতা বার ক'রে পেন্সিল দিয়ে একটা জায়গা কেটে কি লিখে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বস্‌লেন। তার পর কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ হেসে উঠে বল্‌লেন "কি আশ্চর্য্য! কালও আমি আমার চাকর কপুরীকে বলেছি 'দরোজা জান্‌লা সব তাঁতিল কর দেও, ধুলা আস্‌তা হ্যায়!'"

নরেশের গল্প শুনিয়া রমাপদ এবং সুকুমারী উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল। সরমা রান্না-ঘরে চা এবং জলখাবারের ব্যবস্থা করিতেছিল, হাস্য-কলরবে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

"এত কি হাসির গল্প হচ্ছে দিদি? আমি কিছুই শুনতে পেলাম না!"

সুকুমারী বলিল, "তুই রান্না-বান্না নিয়েই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক্‌বি ত' গল্প শুনবি কখন!"

নরেশ বলিল, "গল্প যদি শুনতে চাও সরমা, তা হলে রান্না-বান্না একেবারে তাঁতিল ক'রে দাও!"

আবার একটা হাসির কলরোল উঠিল।

সবিস্ময়ে সরমা বলিল, "তাঁতিল কি?"

এ প্রশ্নের উত্তর কেহই দিল না—শুধু হাসির মাত্রা বাড়িয়া গেল।

অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার সময় ছিল না। রহস্যে প্রবেশ করিতে হইলে কিছু সময় লাগিবে ভাবিয়া সরমা সে ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চা ও জলখাবারের জন্য নরেশ এবং রমাপদকে প্রস্তুত হইতে তাগিদ দিয়া প্রস্থান করিল।

অপরাহ্নে বেড়াইতে যাইবার কথা উঠিল।

রমাপদ বলিল, "টিলাকুঠি যাওয়া যাক্।"

সরমা বলিল, "বুঢ়ানাথের মন্দির।"

নরেশ বলিল, "স্বামী-স্ত্রীতে মতভেদ হলে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা মীমাংসা আবশ্যক ; তুমি এর মীমাংসা কর সুকু!"

সুকুমারী হাসিয়া বলিল, "মীমাংসা করতে গিয়ে শেষকালে যদি তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ হয় তার মীমাংসা করবে কে?"

নরেশ বলিল, "সে ভয় করো না। তোমার আমার মধ্যে মতভেদ হতে পারে এ অপবাদ আমাদের কেউ দিতে পারে না। অবশ্য কার গুণে, সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে।"

রমাপদ এবং সরমার প্রতি অর্থময় ভ্রূভঙ্গি করিয়া মুচকিয়া হাসিয়া সুকুমারী বলিল, "কার গুণে শুনি? তোমার গুণে?"

নরেশ মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "রামঃ! তোমার গুণে ; আমার দোষে।"

পুনরায় সরমা এবং রমাপদর প্রতি গূঢ় কটাক্ষ-ক্ষেপ করিয়া সুকুমারী বলিল, "শোন কথা! ওঁর দোষে! উনি যেন কত নিরীহ!"

নরেশ আর্ত্তস্বরে ব্যগ্রভাবে বলিল, "আমাকে বিশ্বাস কর সুকু, আমার বলবার ইচ্ছা ছিল, আমার গুণে, তোমার দোষে। তোমার ভ্রূকুটি দেখে ভয়ে উল্টো ব'লে ফেলেছি!"

নরেশের কথায় তিন জনেই উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

স্থির হইল, যেহেতু টিলাকুঠি এবং বুঢ়ানাথের মন্দির একই দিকে অবস্থিত—সময়ের অভাব না ঘটিলে উভয় স্থানেই যাওয়া হইবে।

যাত্রাকালে সুকুমারীর নগ্ন পদ দেখিয়া নরেশ বলিল, "অনেকখানি হাঁটতে হবে, জুতো প'রে নাও।"

সুকুমারী বলিল, "সরো খালি পায়ে যাচ্ছে, আমি জুতো প'রে কেমন ক'রে যাই?"

সরমা একটু দূরে ছিল, আগাইয়া আসিয়া বলিল, "দেখুন দেখি জামাই-বাবু, দিদির কি অন্যায়! আমি খালি পায়ে গেলে ওঁর জুতো প'রে যেতে নেই তার কি মানে আছে?"

নরেশ কহিল, "খুব বেশী মানে না থাকলেও, আমি বলি তর্কে প্রয়োজন কি? তুমিও জুতা প'রে নাও না। পা দুটোকে অকারণ কষ্ট দিয়ে আর বিপন্ন ক'রে ত' কোনো লাভ নেই!"

সুকুমারী বলিল, "আমি আমার এক জোড়া জুতো ওকে জোর ক'রে পরিয়ে দিয়েছিলাম, পায়েও হয়েছিল ঠিক, কিন্তু কিছুতে রাজি হল না, খুলে ফেল্‌লে।"

সরমার দিকে চাহিয়া নরেশ কহিল, "কেন? আপত্তি কিসের?"

মৃদু হাস্যের সহিত সরমা বলিল, "অভ্যাস নেই; অসুবিধা হবে।"

নরেশ বলিল, "কিন্তু অভ্যাস হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে অনভ্যাসের বিরুদ্ধে লাগা। সে হিসাবে ত' পরা যেতে পারে?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া সরমা বলিল, "সে না হয় অন্য কোনো দিন হবে—আজ থাক।"

নরেশ বলিল, "পাঁজিতে নবজুতা পরিধানের জন্য যখন শুভদিন লেখে না, তখন আজ হলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না।"

কিন্তু সরমা কিছুতেই স্বীকৃত হইল না,—বলিল অভ্যাস লোক চক্ষুর অন্তরালেই শ্রেয়; তদ্ভিন্ন, দেব-মন্দিরে যাইতে হইবে,—সেখানে জুতা চলিবে না। অগত্যা সুকুমারীকেও নগ্ন পদে যাইতে হইল।

টিলাকুঠির সোপান-মূলে গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া নরেশ ও সুকুমারী মুগ্ধ হইয়া গেল। সুবৃহৎ মৃত্তিকা-স্তূপের উপর বহু উচ্চে মনোরম অট্টালিকা, তৃণ-মণ্ডিত ঢালু স্তূপ-গাত্র বাহিয়া দুইটি প্রশস্ত সোপানাবলি কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত পাশাপাশি উঠিয়া একটি বৃহৎ চত্বালে মিলিত হইয়াছে, এবং তদূর্দ্ধে এক সারি সোপান সরল রেখায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া সৌধ-প্রাঙ্গণ-প্রান্তে পৌঁছিয়াছে। স্তূপ-গাত্রে স্থলে স্থলে সুদূর-প্রয়াসী আকাঙ্ক্ষার মত দীর্ঘ ঋজু ইউক্যালিপ্‌টস্ ও ঝাউ গাছ তৃণদাম ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে; তাহাদের গগনস্পর্শী শীর্ষদেশ সমীর-হিল্লোলে মর্ম্মরিত।

সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়া সকলে গৃহ সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল। তাহার পর গৃহ ও গৃহাভ্যন্তর ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলের ছাদে উপস্থিত হইল। তথা হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়াহত আনন্দে সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। উত্তরে স্বচ্ছ-সলিলা ভাগীরথী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে প্রসারিত, পরপারে বালুময় নদী-সৈকতের ক্রোড়ে শঙ্করপুর গ্রাম; দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি যায় তরঙ্গ-মালা-বিক্ষুব্ধ নীল সমুদ্রের মত তালগাছের শীর্ষ, তাহার মধ্যে মধ্যে ক্বচিৎ প্রকাশমান রেলপথ; পূর্ব্বে ঘননিবদ্ধ বৃক্ষরাজির আবরণ ভেদ করিয়া ভাগলপুর সহরের সৌধাংশমালা দেখা যাইতেছে এবং পশ্চিমে অদূরে, জীবন-সূর্য্যের অস্তপ্রদেশ,—ভাগলপুরের শ্মশান, ঈষৎ ধূমায়িত।

চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে সহসা তাহারা কোনো এক সময়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া দুই বিভিন্ন দিকে দাঁড়াইয়া পড়িল। নরেশ, সুকুমারী, এবং ঝিণ্টুকে ক্রোড়ে লইয়া ঈশ্বর দাঁড়াইল উত্তর দিকে এবং

রমাপদ ও সরমা দাঁড়াইল পশ্চিম দিকে। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সরমার সর্ব্ব শরীর অল্প অল্প কাঁপিতেছিল। রমাপদ বলিল, "চেয়ে দেখ সরমা, ঈশ্বরের কোলে ঘিণ্টুকে কেমন সুন্দর মানিয়েছে। আজ সকালে এই পোষাক প'রে সে যখন বিশুয়ার কোলে বেড়াচ্ছিল—কেমন যেন খাপছাড়া দেখাচ্ছিল।"

স্বামীর কথায় সরমা পিছন ফিরিয়া একবার ঘিণ্টুর দিকে চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিল, কিছু বলিল না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রমাপদ পুনরায় বলিল, "শুধু ঈশ্বরের কোলেই নয়—ঈশ্বরদের দলেও ও কেমন মিশে গিয়েছে দেখ! মনে হচ্ছে ও যেন ওদেরি একজন; আমাদের কেউ না।"

এবার সরমা পিছন ফিরিয়া পুত্রকে না দেখিয়া পাশ ফিরিয়া স্বামীকে দেখিল। স্নিগ্ধ মেঘের মধ্যে তড়িৎ যেমন অদৃশ্য ভাবে লুক্কায়িত থাকে, তেমনি তাহার স্বামীর শান্ত বাক্যের মধ্যে আর অন্য কোনো পদার্থ লুক্কায়িত আছে কি না জানিবার জন্য সে একবার গভীর ভাবে রমাপদর মুখে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু রমাপদ তখন মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল—স্পষ্ট কিছু বুঝিতে না পারিয়া সরমা হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভাগ্যে আমি জুতো প'রে আসি নি, তা হলে আমাকেও ত' তুমি ঈশ্বরদের দলে ফেল্‌তে!"

রমাপদ সহাস্যমুখে বলিল, "তা হলে এমন মন্দই বা কি হ'ত? বিশুয়ার দল ছেড়ে ঈশ্বরের দলে ঢুকতে পারলে একটা খুব বড় রকম প্রমোশনই ত' হয়!"

এ কথার উত্তর দিবার সময় হইল না, পদশব্দে সরমা পিছন ফিরিয়া দেখিল—ধীরে ধীরে ঈশ্বরের দল তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

নিকটে আসিয়া নরেশ বলিল, "এমন ভাবে দুজনে পৃথক হয়ে প'ড়ে

নিভৃত আলাপ কাব্যশাস্ত্রের অনুমোদিত সন্দেহ নেই, কিন্তু অতিথিদের কাছ থেকে হঠাৎ এমন ক'রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে লোকাচারের দিক থেকে একটু আপত্তি তোলা যেতে পারে।"

সরমা লাল হইয়া উঠিল। রমাপদ হাসিয়া বলিল, "না, একেবারে বিচ্ছিন্ন হইনি; ঘিণ্টু আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে ছিল।"

"ওঃ তাও ত বটে! এত বড় যোগসূত্রটার কথা আমার মনেই পড়েনি!" বলিয়া নরেশ হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, "এই যোগসূত্রের একটা চমৎকার গল্প জানি—বলি শোন।"

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "রক্ষে কর! তোমার গল্প আরম্ভ হলে আর বুঢ়ানাথে যাওয়া হবে না,—সন্ধ্যে হয়ে যাবে।"

ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়া নরেশ বলিল, "দেখ, প্রোগ্রাম অগ্রাহ্য করবার আর কাজ পণ্ড করবার শক্তি ভগবান যাদের দেন নি, তারাই হচ্ছে অরসিকের দল! রসিক যারা তারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের লোভে বর্ত্তমানকে কখনো অবহেলা করে না।"

সরমা বলিল, "তেমন যদি বড় না হয়, তা হলে গল্পটা শোনাই যাক না দিদি।"

সুকুমারী বলিল, "তুই ক্ষেপেছিস না কি সরো! সামান্য ব্যাপারকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে কি রকম বড় ক'রে তুলতে পারেন তা'ত জানিস নে। এখনি তিলের মত ছোট ছোট গল্প তালের মত বড় হয়ে উঠবে!"

গম্ভীর মুখে নরেশ বলিল, "তাকেই বলে ক্ষমতা! গুণকে দোষের মত ক'রে বর্ণনা করবার এমন অদ্ভুত শক্তি তোমার আছে যে নিন্দার ছলে যখন স্তুতি কর তখন প্রথমে বোঝাই যায় না যে যা করছ তা নিন্দা নয়, স্তুতি!"

নরেশের কথায় তিনজনে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সুকুমারী বলিল, "না, না, চল নেমে পড়া যাক্। ও-দিক থেকে কি সব ধোঁয়া ঢোঁয়া আসছে; রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে পড়ন্ত বেলায় এখানে থেকে কাজ নেই।"

শ্মশানে তখন বোধ হয় একটা নূতন চিতায় অগ্নিসংযোগ হইয়াছিল। সকলে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিল।

সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে। সমস্ত আকাশ সন্ধ্যার কিরণে আরক্ত; সেই কিরণ গঙ্গাবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া নদীর জল দ্রবীভূত স্বর্ণপ্রবাহে পরিণত হইয়াছে। নরেশ প্রভৃতি বুড়ানাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পাথর-বাঁধানো প্রাঙ্গণের উত্তর প্রান্তে রেলিংএর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নিম্নে, বহু নিম্নে বাঁধানো ঘাটের শেষ সোপান স্পর্শ করিয়া জাহ্নবী-ধারা প্রবাহিত; পরপারে বিস্তৃত চরভূমি শীতসন্ধ্যার সঞ্চীয়মান কুয়াসায় ধূসর; তাহার পশ্চাতে বহুদূরে হিমাস্পৃষ্ট মসীমাখা তরুশ্রেণী চিত্রের মত অবস্থিত। গো-চর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনশীল গৃহপালিত পশুদের কণ্ঠনিবদ্ধ ঘণ্টার ঢং ঢং ধ্বনি শুনা যাইতেছে, কিন্তু কুহেলী ভেদ করিয়া তাহাদিগকে দেখা যাইতেছে না। গগনে, পবনে, জলে, স্থলে সর্ব্বত্র বিরাট যেন তাঁহার আসন পাতিয়া বসিয়াছেন! বিশ্বচরাচর থম্ থম্ করিতেছে! নিখিলেশের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়াছে!

বাক্যহারা হইয়া স্তব্ধ-বিস্ময়ে সকলে শুধু চাহিয়া রহিল। কাহাকেও বলিয়া দিতে হইল না যে যাহা দেখিতেছে তাহা অপূর্ব্ব—অবর্ণনীয়!

মৌন ভঙ্গ করিল নরেশ; গভীর স্বরে সে বলিল, "ধন্য রমাপদ! যে দৃশ্য দেখালে ভাই, জীবনে তা ভুলব না! খুব যে বেশী দেখা শুনা আছে তা বলতে পারিনে—কিন্তু এমনটি দেখেছি ব'লে মনে পড়ছে না।"

সুকুমারী বলিল, "সত্যি! মন্দিরও ত' অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন

গঙ্গাগর্ভ থেকে একেবারে সোজা উঠেছে, এমন মন্দির বোধ হয় কোথাও দেখি নি!”

সম্মুখস্থ দৃশ্যাবলীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নরেশ ধীরস্বরে বলিল, “কি আশ্চর্য্য! এমন শোভাসম্পদময় বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চেয়ে, কি জানি কেন, আমার কেবল মনে হচ্ছে সৃষ্টির প্রথম দিনের কথা—মনে হচ্ছে—

নাহো ন রাত্রি র্ন নভো ন ভূমিঃ
নাসীৎ তমোজ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ!”

নরেশের গভীর মিষ্ট কণ্ঠস্বরনিঃসৃত মহাপ্রলয়ের এই ধ্যান-বর্ণনা শুনিয়া অর্থ না বুঝিয়াও সকলে একটা অননুভূতপূর্ব্ব মোহাবেশে মগ্ন হইল। কিছুকাল পরে পশ্চাতে মন্দির দ্বার বিলম্বিত ঘণ্টা সহসা বাজিয়া উঠিলে সেই শব্দে মোহ-বিমুক্ত হইয়া সকলে সে স্থল পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল।

১৯

পরদিন সকালে নরেশ সুকুমারীকে বলিল, "মায়া-মমতার শিকড়গুলি যত গভীর হয়ে বসবে, যাবার দিন উপড়ে ফেল্‌তে তত বেশী কষ্ট হবে। অতএব কাল বিলম্ব না ক'রে আজই চল!"

সরমা সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে কিছুতেই হবে না জামাইবাবু! যাবার দিন দেরী হলে কষ্ট যত বেশীই হ'ক না কেন, সে কষ্ট তা ব'লে এত শীঘ্র ভোগ করা হবে না!"

রমাপদ বলিল, "তা ছাড়া, যাবার দিনে যদি কষ্টই না হল তাহলে আসাই বৃথা! যাবার সময়ে যত বেশী কষ্ট হয় ততই ভাল!"

নরেশ বলিল, "গভীর রসতত্ত্বের দিক দিয়ে যখন কথাটা বললে, তখন বলি, যত শীঘ্র যাবে তত বেশী সে কষ্ট হবে আজ যদি সে কষ্ট বেশী না হয় কাল আরো কম হবে, এ নিশ্চয় জেনো। অতএব সে হিসাবে বিলম্ব না ক'রে আজই যাওয়া উচিত।"

শীঘ্র যাওয়ার পক্ষে সুকুমারীরই সকলের চেয়ে বেশি আপত্তি ছিল। সে বলিল, "হিসেবটা যেমন ক'রেই করছ, সুবিধেটা মোটের উপর তোমারই দিকে থাক্‌ছে!"

রমাপদ হাসিয়া বলিল, "কতকটা কথামালার সেই বাঘের মত!"

এ ক্ষেত্রে কিন্তু কথামালার কাহিনীর মত ফল না ফলিয়া অন্যরূপ ফলিল। সে দিন ত যাওয়া হইলই না, তাহার পরও ক্রমে ক্রমে রমাপদ এবং সরমার নির্বন্ধে দুই তিন দিন যাওয়া পিছাইয়া গেল। বাহিরের শক্তি যত দিন কাজ করিতেছিল, তত দিন সুকুমারী নিজ শক্তি প্রয়োগ

করে নাই। কিন্তু সে শক্তি যখন ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিল, তখন সে নিজ শক্তি-বলে আরও চার পাঁচ দিন যাওয়া স্থগিত করিল এবং তাহারি মধ্যে কোনো-এক দিনে রেল টিকিটগুলির ভাগলপুর হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত অব্যবহৃত অংশ নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু অবশেষে যেদিন যাওয়া অনিবার্য্য বলিয়া মনে হইল, সেদিন সকাল হইতে সকলের সহিত সর্ব্বপ্রকার যোগ ছিন্ন করিয়া সুকুমারী ঘিণ্টুকে লইয়া দূরে দূরে বেড়াইতে লাগিল ; এবং বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, তাহার নেত্র দুটি কোনো ক্রিয়া-বিশেষের ফলে উত্তরোত্তর লাল হইয়া উঠিল।

দূর হইতে এই রক্ত-চিহ্ন দেখিয়া নরেশ বিপদ গণিল। পরের ছেলের প্রতি সুকুমারীর এই নিরতিশয় মমতায় একবার তাহার মনে বিরক্তির উদয় হইল ; কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে পড়িল যে, এই অধিকারবিহীন নিরুপায় আকর্ষণের পিছনে কত বড় একটা আকাঙ্ক্ষা এবং আক্ষেপ লুকাইয়া আছে, তখন নিবিড় করুণায় নরেশের হৃদয় ভরিয়া গেল।

কোনো সুযোগে সুকুমারীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সে বলিল, "সুকু! একটা কাজ করবে?"

অন্যদিকে চাহিয়া সুকুমারী বলিল, "কি কাজ?"

"এদের তিনজনকে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় ধ'রে নিয়ে যাবে? চেঞ্জে ঘিণ্টুর শরীরটাও সেরে যেতে পারে।"

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সুকুমারী বলিল, "পার ত' চল না।"

"রমাপদকে বলব?"

"বল।"

রমাপদ শুনিয়া বলিল, "বেশ ত! আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

আপনি এদের দুজনকে নিয়ে যান। আমার কিন্তু যাওয়া হবে না নরেশদা। সে বিষয়ে বাধা আছে।"

"কি বাধা?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রমাপদ বলিল, "এই মাস থেকে আমি একটি ছেলে-পড়ানো পেয়েছি।"

নরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "এই বাধা? এ কোন বাধা নয়। তুমি অন্য লোক ঠিক ক'রে দাও।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া রমাপদ বলিল, "না, তা হয় না। তাঁরা আমাকেই চান। আর আমিও তাঁদের কাছ থেকে কিছু টাকা আগাম নিয়েছি।"

এক মুহূর্ত্ত রমাপদর দিকে নিবিষ্টভাবে চাহিয়া থাকিয়া নরেশ বলিল, "কত টাকা? সঙ্কোচ কোরো না রমাপদ, আমি তোমার বড় ভাই।"

রমাপদর মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে বলিল, "টাকার কথা নয় নরেশদা,—টাকা এমন কিছু বেশী নয়, সে আমি ফিরিয়ে দিতেও পারি। এই পড়ানোর ব্যবস্থার মধ্যে অন্য লোক জড়িত আছেন, আমি তাঁর কাছে অপ্রস্তুত হব। তা ছাড়া ছেলেটি আমার কাছে পড়বার প্রতীক্ষায় এ কয়েকদিন অন্য কারো কাছে পড়ছে না। আমার কোনো অসুবিধা হবে না, বিশুয়া সব কাজ করবে, আমি কুকারে খাবার তৈরী ক'রে নেব। আপনি স্বচ্ছন্দে এদের দুজনকে নিয়ে যান।"

কথাটা যখন সরমা এবং রমাপদর মধ্যে উঠিল, সরমা বলিল, "সে কিছুতেই হবে না! আমরা কলকাতায় আরামে কাল কাটাবো, আর তুমি এখানে ব'সে হাত পুড়িয়ে খাবে, এতে আমি একেবারেই রাজি নই!"

রমাপদ হাসিয়া বলিল, "হাত ত আমার মোটে দুটো, সে আর কদিন পুড়িয়ে খাব? তার চেয়ে অন্য কিছু পুড়িয়ে খেলেই হবে। কিন্তু আমার পক্ষে যাওয়া যে অসম্ভব তা মানো কি না?"

সরমা ব্যগ্রভাবে কহিল, "আমি ত' তা একবারও বলছি নে! আমি বলছি আমরাও যাব না।"

রমাপদ বলিল, "এ কিন্তু তোমার অন্যায় কথা সরো! দেখছ ত' ওঁদের কত আগ্রহ। তা ছাড়া খোকার একটু চেঞ্জ হলে উপকার যদি হয় সেটাও একটা ভাববার কথা। পয়সা খরচ ক'রে লোকে যে ব্যবস্থা করে তোমার সেটা এমনিই হচ্ছে। আমার জন্যে যে ভাবনার কথা কিছু নেই সেটা ত বুঝতে পার্‌ছ?"

সরমা মাথা নাড়িয়া বলিল, "মোটেই বুঝতে পার্‌ছিনে। তুমি হাজার বার বললেও বুঝ্‌তে পারব না। তা ছাড়া খোকার জন্যে কলকাতায় যাবার কোনো দরকার নেই। আমরা গরীব মানুষ। তুমি কিছু ভেবো না, এই ভাগলপুরের জল-হাওয়ার গুণে খোকা সেরে উঠবে। দোহাই তোমার, আর এ বিষয়ে আমাকে পীড়াপীড়ি ক'রে ওঁদের কাছে অপ্রস্তুত ক'রো না! আমি তোমাকে ফেলে কোথাও যাব না এ নিশ্চিত জেনো।"

কথাটা রমাপদর সহিত এইখানেই শেষ হইল, এবং তাহার কিছু পরেই সুকুমারী এবং নরেশের সহিতও শেষ হইয়া গেল।

সরমা দুঃখিত স্বরে বলিল, "আমার এক একবার মনে হচ্ছে দিদি, খোকাকে তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিই। ও যে রকম তোমার বাধ্য হয়েছে, ওর কোনো কষ্ট হবে না।"

সুকুমারী বলিল, "পাগল হয়েছিস! তুই রাজি হ'লেও আমি তাতে রাজি নই। লোকে কথায় বলে, মায়ের বাছা রায়ে বাঁচে। এখানে

তোর চোখে চোখে থেকে আমার কাছে বেশ রয়েছে, কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন মার মুখ না দেখে কাঁদতে আরম্ভ করবে, তখন মাসীর মুখ কোনো কাজে লাগবে না। তোরা তিনজনে যদি যেতিস তা হলে কোনো গোল ছিল না; কিন্তু কর্ত্তাটিকে ত' টান্‌তে পারলি নে!"

নরেশ বলিল, "এ ত' আর তোমার কর্ত্তাটি নয় যে, আত্মসমর্পণ ক'রে ভেসে আছে, টান্‌লেই হল! এ সব কর্ত্তারা ক্রিয়া-কর্ম্মের নোঙর ফেলে নিজেদের বেঁধে রেখেছে, সহজে নড়ে না। কিন্তু আমার মনে কি সন্দেহ হচ্ছে জান? সরমা যে টান্‌তে পারে নি তা নয়; টানে নি। ষ্টিম্‌লঞ্চ্ টান্‌লে গাধাবোট চলে না এ আমি বিশ্বাস করিনে!"

নরেশের কথা শুনিয়া সরমার মুখ লাল হইয়া উঠিল; শুধু পরিহাসের জন্য নয়, পরিহাস-বাণীর মধ্যে সত্য অনেকখানি বর্ত্তমান ছিল বলিয়া। সে রমাপদকে সত্যই টানে নাই, এবং টানিলে ফল যে কি হইত সে বিষয়ে তাহার নিজেরও সন্দেহ ছিল না।

সুকুমারী বলিল, "ষ্টীম্‌লঞ্চ্‌রা অন্যায় ভাবে কখনো টানে না। যখন টানে সব দিক ভেবে চিন্তে তবে টানে।"

"শুধু গাধাবোটের দিকটা বাদ দিয়ে।" বলিয়া নরেশ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

বিদায়কালে ঘোড়ার গাড়িতে উঠিয়া সুকুমারী সকলের সমক্ষে কাঁদিয়া ফেলিল। লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া হাসিমুখে কহিল, "ভাগলপুরে এসে ভাল করি নি সরো! এখন দেখছি না এলেই ভাল ছিল!"

সরমার চক্ষে অশ্রু ঝরিতেছিল; কহিল, "আমারো তাই মনে হচ্ছে দিদি! আর একবার খোকাকে নেবে?"

"আচ্ছা, দে।" বলিয়া সুকুমারী দুই হাত বাড়াইয়া সরমার ক্রোড়

হইতে ঘিণ্টুকে লইয়া বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। তাহার পর নিবিড় আগ্রহে একবার তাহার মুখ দেখিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিয়া সাবধানে সরমাকে ফিরাইয়া দিল।

পথের অনুজ্জ্বল আলোকে সুকুমারীর অশ্রু-বিগলিত মুখে অঙ্কিত যে পদার্থ দেখিয়া সরমার মনে হইল সুগভীর স্নেহ—রমাপদ দেখিল তাহা প্রচণ্ড ক্ষুধা। একটা অনির্দ্দিষ্ট অস্বস্তিতে তাহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। একই বস্তুকে দুইটি পৃথক দৃষ্টিরেখা হইতে হয়ত দুই রকম দেখায়।

নরেশ বলিল, "ঘিণ্টুকে ষ্টেশনে না হয় নিয়ে চল না রমাপদ—আবার গাড়িতেই ফিরিয়ে এনো।"

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, কাজ নেই। ঠাণ্ডা লাগবে। ছেলেকে খুব সাবধানে রাখিস সরো—ভারী শরীর খারাপ!"

২০

সুকুমারী এবং নরেশ কলিকাতা যাইবার কিছুকাল পরে একদিন সন্ধ্যার পর সরমা রাধামাধবের মন্দিরে কথকতা শুনিতে গিয়াছিল। গৃহে রমাপদ তাহার পুত্রকে লইয়া ছিল।

পৌষ পূর্ণিমা। প্রখর শীতের আক্রমণ হইতে যথাসম্ভব আত্মরক্ষার জন্য ঊর্দ্ধে ঘন পুরু সামিয়ানা এবং চতুর্দ্দিকে কানাত দিয়া পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রোতৃবর্গ একান্তচিত্তে কথকতা শুনিতেছিল। ছিন্ন এবং অনাবৃত অংশ দিয়া যে-টুকু পূর্ণিমার জ্যোৎস্না প্রবেশ করিতেছিল তাহার চতুর্গুণ প্রবেশ করিতেছিল শীত-রাত্রের কন্‌কনে হিম। কিন্তু সে দিকে কাহারো দৃষ্টি ছিল না; আত্মবিস্মৃত হইয়া সকলে শুনিতেছিল জড়-ভরতের করুণ কাহিনী। মাতৃ-স্নেহের প্রবলতার কথা বিশদ করিবার অভিপ্রায়ে কথক তখন বলিতেছিলেন জাম্ববতীর উপাখ্যান।

তিনি বলিতেছিলেন, 'সন্তান স্নেহ প্রবলতায় অন্য সমস্ত শক্তিকে অতিক্রম করে—এমন কি পতি-প্রেমকেও। আমাদের পুণ্যাশ্রিত ভারতবর্ষে আর্য্যজাতির মধ্যে স্বামী-ভক্তির মহিমান্বিত ইতিহাসের বিরুদ্ধে কোনো কথাই বলবার নেই; কিন্তু পৃথিবীর ভিতর এমন স্থান এখনও দুর্লভ নয় যেখানে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তি অথবা ভালবাসা আমাদের দেশের চেয়ে অনেক দুর্ব্বল; সন্তান-স্নেহ কিন্তু সে-সকল দেশেও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নয়—ঠিক আমাদের দেশেরই মত প্রবল। স্বামী-ভক্তির মধ্যে সংস্কারের যোগ আছে—সন্তান-স্নেহের উৎপত্তি কিন্তু একেবারে জননীর রক্ত মাংসের মধ্যে নিহিত; কোনো সংস্কার অথবা যুক্তি-

বিবেচনার সঙ্গে তার যোগ নেই—তার যোগ নাড়ীর মধ্যে। একান্ত সহজ ব'লেই তা অত্যন্ত প্রবল।'

সরমার মনে পড়িল কিছুকাল পূর্ব্বে একদিন রমাপদ তাহার সহিত এইরকম একটা প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছিল। নিরতিশয় কৌতূহলে সে শুনিতে লাগিল।

কথক বলিতেছিলেন, 'এ কথার প্রমাণের জন্যে অন্য দেশে যাবার প্রয়োজন নেই, আমাদের ভারতবর্ষেই স্বামীভক্তি এবং পুত্রস্নেহের মধ্যে শক্তি-পরীক্ষা অনেকবার হয়ে গিয়েছে। উপস্থিত একটা ঘটনার প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে নিজগৃহে একবার এ বিষয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন। শয়ন-কক্ষে একটি পালঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ শয়ন ক'রে রয়েছেন এবং অপর একটি পালঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ-পত্নী জাম্ববতী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাঁর নবজাত পুত্র শাম্বকে স্তন্যপান করাচ্ছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ পদসেবার জন্য জাম্ববতীকে আহ্বান করলেন। স্বামী সমীপে যাবার জন্য জাম্ববতী বারম্বার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শাম্ব কিছুতেই ছাড়লে না; অধীর হয়ে রোদন করতে লাগল। তখনো তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়নি। তখন জাম্ববতী স্বামীকে বল্‌লেন যে, পুত্রকে শান্ত ক'রে অবিলম্বেই তিনি স্বামীর পদ-সেবায় নিযুক্ত হবেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করলেন না; বল্‌লেন, "ক্ষুধিত পুত্রকে ছেড়েও তোমাকে এখনি আসতে হবে। মনে রেখো তোমার সঙ্গে আমার সর্ত্ত আছে যে আমার কথার অবাধ্য হলেই আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব!" স্বামীর এই অসঙ্গত উপরোধে ব্যথিত হয়ে জাম্ববতী পুত্রকে শান্ত ক'রে স্বামীর নিকট যাবার জন্য আর একবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ক্ষুৎপীড়িত শিশু স্তন্যপানে বঞ্চিত হয়ে আরও কাতর স্বরে রোদন করতে লাগল। জাম্ববতী এক-

মুহূর্ত্ত নিশ্চলভাবে অবস্থান ক'রে পুনরায় পুত্রের পার্শ্বে শয়ন ক'রে পুত্রকে স্তন্যপান করাতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "আমি তাহলে তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে চললাম জাম্ববতী!" জাম্ববতীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল; ঈষৎ দৃপ্তস্বরে তিনি বললেন, "আমি কিন্তু প্রভু, আপনার মত অন্যায় ভাবে ক্ষুধিত পুত্রকে পরিত্যাগ ক'রে যেতে পারলাম না! কিন্তু যদি আপনার প্রতি আমার ভক্তি অচলা থাকে—"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সরমা অপেক্ষা করিতেছিল এই কঠিন সমস্যার জাম্ববতী কি সমাধান করেন তাহা শুনিবার জন্য। সমাধানের স্বপক্ষে জাম্ববতীর যাহা কিছু যুক্তি তর্ক অথবা বক্তব্য ছিল তৎপ্রতি আর কর্ণপাত না করিয়া সে কথকতা হইতে তাহার একাগ্র মনোযোগ নিমেষের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, 'ভুল করলে জাম্ববতী! ছেলের জন্য একেবার স্বামীত্যাগ! ভুল করলে! অন্যায় করলে!' কিন্তু পরক্ষণেই যখন তাহার নিজ পুত্রের মুখ মনে পড়িল তখন সে মনে মনে আপনাকে প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা, তুমি যদি এইরকম সঙ্কটে পড়তে তা হলে কি করতে?' উত্তর নিরূপণের দুরূহতার মধ্যে পড়িয়া প্রশ্নটা সহসা বিকটতর মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিল। 'আচ্ছা, হঠাৎ যদি এইরকম একটা অবস্থা উপস্থিত হয়:—যম যদি এসে বলে তোমার স্বামী এবং পুত্রের মধ্যে একজনকে নিশ্চয়ই ছাড়তে হবে, তাহলে কা'কে রেখে কা'কে ছাড়?' এই অসঙ্গত এবং মর্ম্মন্তুদ প্রশ্নের চিন্তা হইতে মুক্তিলাভের জন্য সরমা অধীরভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু না ভাবিতে চেষ্টা করিবার সেই অল্প সময়টুকুর মধ্যেই সে মনে মনে অন্ততঃ দশবার প্রশ্নটি ভাবিয়া লইল। এমন কি অবশেষে তাহার অবাধ্য মন উত্তর নিরূপণেও নিযুক্ত হইল। পুত্রকে রাখিয়া স্বামীকে ত্যাগ করিবে? সরমা শিহরিয়া উঠিল! অসম্ভব! অসম্ভব! তা হয় না! তবে কি

স্বামীকে রাখিয়া পুত্রকে ত্যাগ করিবে? পুত্রের মুখ স্মরণ করিয়া সরমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল! তা'ও হয় না! তা'ও হয় না! সে মনে মনে যমকে কাতরভাবে বলিল, 'প্রভু, এক কাজ কর না! দুজনকে রেখে আমাকে নেও না!' যম হাসিয়া বলিল, 'সময় হোলে তোমাকেও নোব। কিন্তু উপস্থিত ত সে কথা নয়!' দুশ্ছেদ্য চিন্তার জালে জড়িত হইয়া সরমা মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

কথকতার অবশিষ্ট অংশ সে অন্যমনস্ক হইয়া কাটাইল। পথে আসিতে আসিতে তাহাকে চিন্তাবিষ্ট দেখিয়া তাহার এক সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "অত একমনে কি ভাবছ ভাই? ঘিণ্টুর কথা, না ঘিণ্টুর বাপের কথা?"

প্রতিবেশিনীর প্রশ্নে মৃদু হাস্য করিয়া সরমা বলিল, "না আমি ভাবছি জাম্ববতীর কথা! কি ক'রে সে ছেলের জন্যে স্বামীকে ছাড়লে? আশ্চর্য্য!"

প্রতিবেশিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "আশ্চর্য্য কি রকম? স্বামী ও-রকম অন্যায় আব্দার করলে স্বামীকে না ছেড়ে নাড়ী-ছেঁড়া ধন যে ছেলে, তাকে ছাড়তে হবে না কি?" তাহার পর মাতৃত্ব-মহিমার জয়ে গর্ব্ব অনুভব করিয়া বলিল, "কিন্তু যেমন জাম্ববতী জাঁক ক'রে বলেছিল তেমনি অবশেষে শ্রীকৃষ্ণকে নিজে এসে মিলতে হোলো ত।"

সকৌতূহলে সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "শ্রীকৃষ্ণ শেষকালে জাম্ববতীর সঙ্গে মিলেছিলেন?"

প্রতিবেশিনী পুনরায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। "মেলেন নি ত' কি? এতক্ষণ শুনলে কি তবে? সে সময়ে ঘুমচ্ছিলে না-কি?"

সরমা কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

গৃহে পৌঁছিয়া দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া সরমা ডাকিল, "বিশ্বনাথ!"

বিশুয়া দ্বারের নিকটেই সর্ব্বাঙ্গ কম্বলে আবৃত করিয়া শুইয়া ছিল, তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া সরমা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘিণ্টু ঘুমিয়েছে না কি ?"

শয্যার উপরে লেপের মধ্যে ঘিণ্টু তখন পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। রমাপদ বলিল, "হ্যাঁ, ঘুমিয়েছে।"

"দুধ খেয়েছিল ?"

"খেয়েছিল।"

লেপের একাংশ ঈষৎ উন্মোচিত করিয়া একবার পুত্রের মুখ দেখিয়া লইয়া সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদে নি ত' আমার জন্যে ?"

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া রমাপদ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল, "তোমার জন্যে আর একটি প্রাণী কি করেছিল সে বিষয়ে কি একটা কথাও জিজ্ঞাসা করবে না সরমা ?"

রমাপদর প্রশ্নে হর্ষোদ্ভাসিত মুখে সরমা বলিল, "সে বিষয়ে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই।"

"কেন ? দরকার নেই কেন ?"

"সে ত আমার নিজের মন দিয়েই বুঝতে পারছিলাম।" বলিয়া সরমা হাসিয়া ফেলিল।

কপট গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া মাথা নাড়িয়া রমাপদ বলিল, "অনেক কম বুঝছিলে। ঠিক যদি বুঝতে তা হলে ঘিণ্টুর চেয়ে আমার জন্যেই বেশী ব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরতে।"

সরমা সহসা একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তুমি যখন বাড়ি ফেরো তখন কার জন্যে বেশী ব্যস্ত হয়ে ফেরো ? ঘিণ্টুর জন্যে, না আমার জন্যে ? ঠিক ক'রে বল ত।"

রমাপদ বলিল, "আমার কথাটা না হয় কাল যখন বাড়ি ফিরব তখন জিজ্ঞাসা ক'রো—ঠিক ক'রে বলব; কিন্তু তুমি ত' আজ টাট্‌কা এখনি ফিরেছ—তুমি কার জন্যে বেশী ব্যস্ত হয়ে ফিরেছিলে শুনি?"

কিছু পূর্ব্বে কথকতা শুনিতে শুনিতে যমের সহিত সরমার যে কাল্পনিক কথোপকথন হইয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া গেল; সে বলিল, "দুজনেরই জন্যে সমান ব্যস্ত হয়ে!" তাহার পর এ প্রসঙ্গ শেষ করিবার অভিপ্রায়ে স্বামীকে আর কোনো কথা বলিবার অবসর না দিয়া বলিল, "যাক্ গে, ওসব বড় গোলমেলে কথা। আজ কথকতাতে ঐ ধরণেরই কথা উঠেছিল—ভাল ক'রে কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না।"

"আমার কথাটা কিন্তু আমি বেশ ভাল ক'রেই বুঝতে পারি।" বলিয়া রমাপদ নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

কোনো উত্তর না দিয়া একান্ত তৃপ্তির সহিত সরমা স্বামীর প্রণয়োদ্ভাসিত মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

রমাপদ হাসিয়া বলিল, "কি দেখছ অমন ক'রে?"

ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সরমা বলিল, "কিচ্ছু না।"

"কিচ্ছু না? এই নাক-চোখ-কানওয়ালা এত বড় মুখখানা, কিচ্ছু না?" বলিয়া রমাপদ গম্ভীর বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিল।

"বাপ্‌রে! অমন মোটা মোটা দুজোড়া গোঁফ্‌ওয়ালা মুখকে কি কিচ্ছু না বলিতে পারি!" বলিয়া কৌতুকোচ্ছ্বাসে হাসিয়া ফেলিয়া সরমা প্রস্থান করিল। যাইবার সময়ে ফিরিয়া চাহিয়া বলিয়া গেল, "এস, খাবার দিচ্ছি, খাবে এস।"

স্ত্রীর পরিহাস-বচনে সপুলক কৌতুকে রমাপদর গুম্ফদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

২১

মিণ্টুর প্রতি যে প্রবল আকর্ষণ বহন করিয়া সুকুমারী কালকাতায় গিয়াছিল, দূরত্বের জন্য তাহার বেগ যে কিছুমাত্র কমে নাই, চিঠিপত্র এবং পার্শ্বেলের সাহায্যে ডাকঘরের মারফৎ তাহার প্রমাণ নিয়মিত ভাগলপুরে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। পূর্ব্বে কদাচিৎ কখনো রমাপদর নামে ডাক আসিত, এখন দুই তিন দিন অন্তর চিঠি এবং সপ্তাহে সপ্তাহে পার্শ্বেল লইয়া ডাক-পিওন তাহার গৃহে উপস্থিত হয়। পার্শ্বেল খুলিয়া বাহির হয় কোনো বার খেল্‌না, কোনো বার খাদ্য, কোনো বার পশমী স্যুট্‌, কোনো বার বা আর কিছু। এই সকল অনাবশ্যক এবং মূল্যবান দ্রব্যাদির অপরিমিত আমদানিতে রমাপদ মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়;—দুধের যোগান যে ছেলের যথোচিত নাই, চকোলেটের প্রাচুর্য্য তাহার পক্ষে দুর্লক্ষণ বলিয়া সে মনে করে। সরমা কিন্তু পার্শ্বেল আসিলেই সোৎসুক চিত্তে পার্শ্বেল খোলার কাছে আসিয়া দাঁড়ায় এবং পার্শ্বেল হইতে বাহির হইয়া কোনো-কিছু উপাদেয় বস্তু তাহার পুত্রের মুখে পড়িলে অথবা হাতে উঠিলে মনে মনে খুসি হয়। অপরের প্রসাদ-জাত অথবা নিজ অবস্থার অনুপযোগী বলিয়া পুত্রের আনন্দের মধ্যে যেটুকু অসঙ্গতির যোগ থাকে, মাতৃস্নেহের অন্ধতায় সেটুকু সে চন্দ্রে কলঙ্কের মত সহ্য করে।

রমাপদ বলে, "যে চাল তোমার পক্ষে অনুচিত নিজের পয়সায় সে চাল ভোগ করলে কোন মঙ্গল নেই। পরের পয়সায় ভোগ করলে ত' আরো নেই।"

এ কথা সত্য বলিয়া সরমা এত বেশী বিশ্বাস করে যে ইহার কোনো প্রতিবাদ না করিয়া সে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে।

রমাপদ বলে, "পরের মিহি চাল হঠাৎ যে দিন বন্ধ হবে, নিজের মোটা চাল সে দিন একেবারেই মুখে রুচবে না।"

এ কথায় সরমা উত্তর দেয়; বলে, "ভগবানের আশীর্ব্বাদে খোকার মিহি চাল কোনো দিন বন্ধ হবে না।"

উচ্ছ্বসিত হইয়া রমাপদ বলে, "পরের মিহি চালে খোকা চিরকাল মানুষ হবে, এই আশীর্ব্বাদ তুমি ভগবানের কাছে চাও না কি সরমা?"

সহাস্য মুখে মাথা নাড়িতে নাড়িতে সরমা বলে, "একেবারেই চাই নে! তাও কি কোনো মা চেয়ে থাকে?"

"তবে?"

রমাপদর মুখের দিকে একবার চাহিয়া মৃদু হাসিয়া সরমা বলে, "খোকা তার বাপের মিহি চালেই মানুষ হবে। চিরকালই কি তোমার অবস্থা এমনি যাবে ব'লে মনে কর?"

রমাপদ বলে, "অবস্থা যেদিন বদলাবে চালও না হয় সেদিন বদলাবে; কিন্তু কথা হচ্ছে, অবস্থা বদলানোর আগে চাল বদলানো উচিত কি-না।"

সরমা উত্তর দেয়, "দেখ, বরাত ব'লে একটা জিনিস আছে যা না মেনে উপায় নেই। অবস্থার বিপরীত কোনো ব্যবস্থা ভগবান যদি খোকার জন্যে ক'রে থাকেন, কে তা আটকাবে বল? মা বলতেন, যিনি খান চিনি, তাঁর চিনি যোগান চিন্তামণি!"

রমাপদ হাসিয়া বলে, "আমার বলবার উদ্দেশ্য, সেই চিন্তামণির কুলী নরেশ বাঁড়ুয্যে না হয়ে রমাপদ বাঁড়ুয্যে হলেই ভাল হয় না কি?"

সরমা হাসিয়া বলে, "ব্যস্ত হয়ো না, তাই হবে। তা ছাড়া খোকার মাসী কি খোকার এতই পর?"

এই শেষোক্ত যুক্তিতে রমাপদ একেবারে হার মানিয়া চুপ করিয়া থাকে, তাহার পর সহাস্যমুখে বলে, "স্ত্রীর সহোদরা বোনকে পর বলবে এমন দুঃসাহস কার আছে বল ?"

সুকুমারীর চিঠি আসে। চিঠি খুলিয়া পড়িয়া সরমা রমাপদর হাতে দিয়া বলে, "দিদি খোকার জন্যে কত ভেবে চিঠি লিখেছেন দেখ।"

চিঠি পড়িয়া রমাপদ বলে, "তাই ত! কালই একটা চিঠি লিখে দিয়ো। বড় বেশী ভাবছেন!" মনে মনে ভাবে, ভাবনার যদি ভার থাক্‌ত তা হলে চার পয়সা মাশুলে এ চিঠি পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট্ কখনই ছাড়ত না!

এমনি করিয়া প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে ঘিণ্টুর স্বাস্থ্য কতকটা ভাল ছিল, কিন্তু কয়েক দিন হইতে অল্প অল্প করিয়া জ্বর এবং যকৃত-বিকার পুনরায় দেখা দিয়াছে। যে-সকল ঔষধ-পত্র ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহা নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইয়াছে এবং যথাপূর্ব্ব রমাপদ প্রত্যহ প্রাতে নিয়মিতভাবে টেম্পারেচারের ফিরিস্ত্ লইয়া ডাক্তার বাড়ি হাজিরা দিতেছে। ফলে কিন্তু কোনো সুবিধা দেখা যাইতেছে না, ডাক্তারখানায় ঔষধের বিলের সহিত টেম্পারেচারের ফিরিস্তে উত্তাপের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে।

কয়েকদিন হইতে দেওকীলালের পুত্রকে পড়ানো বন্ধ হইয়া গিয়াছে; মাসাধিক হইল ভাড়াটিয়া গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বাড়ি রুদ্ধ করিয়া দেশে গিয়াছে—কবে ফিরিবে—অথবা আদৌ ফিরিবে কি না—তদ্বিষয়ে স্থিরতা নাই; গত দুই তিন মাসের মিতব্যয়ে যে সামান্য অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল এবং কলিকাতা যাইবার সময়ে সুকুমারী জোর করিয়া ঘিণ্টুর হাতে যাহা কিছু দিয়া গিয়াছিল প্রতিদিবসের অনিবার্য্য ক্ষয় ভোগ করিয়া তাহার কলেবর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে,—অথচ নূতন কোনো

উপার্জ্জনের আশু সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। অর্থ সঙ্কটের এই রুদ্র মূর্ত্তির মধ্যে পুত্রের অসুখের পুনরাক্রমণে রমাপদ এবং সরমা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

প্রত্যূষে উঠিয়া সরমা নিয়মিত ঘিণ্টুর টেম্পারেচর লইতেছিল, রমাপদ নিকটে আসিয়া বলিল, "শরৎবাবুকে একবার দেখালে হয় না সরমা ?"

থার্ম্মোমিটারের রেখাঙ্কনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সরমা বলিল, "দেখছো! আজ জ্বর আরো বেশী—একশো দুই!" তাহার পর খাপের ভিতর থার্ম্মোমিটার ভরিয়া রাখিয়া রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিল, "হোমিওপ্যাথী করাতে চাও ?"

"কেন হোমিওপ্যাথীতে তোমার বিশ্বাস নেই ? ছোট ছেলেদের অসুখে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ত' খুব উপকারী। তা ছাড়া শরৎবাবু একজন ভাল ডাক্তার।"

সরমা সম্মত হইল ; বলিল, "বেশ, দিনকতক তাই না হয় ক'রে দেখ।"

উপকারের প্রত্যাশায় চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করিতে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু এ পরিবর্ত্তন যে শুধু সেই কারণেই নহে, অর্থসমস্যাও গুপ্তভাবে ইহার মূলে নিহিত আছে, সেই চেতনা তাহার মনে বেদনার একটা সূক্ষ্ম বাষ্প ধূমায়িত করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে শরৎবাবু ঘিণ্টুকে দেখিতে আসিলেন। রোগীর অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, প্লীহা, যকৃৎ পরীক্ষা করিতে করিতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল আলমারীতে সজ্জিত একরাশ শিশি-বোতলের উপর।

রমাপদর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইগুলি সমস্তই খোকাকে খাইয়েছ না কি ?"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "হ্যাঁ।"

ক্ষণকাল গম্ভীরমুখে অবস্থান করিয়া শরৎবাবু বলিলেন, "আমি ত আজ রুগীকে গোটা কতক গুলি খাইয়ে দিয়ে তিন দিন রুগীর বাপেরও মুখদর্শন করব না। কিন্তু এতদিন ষোড়শোপচারে চিকিৎসা চালিয়ে এখন পঞ্চোপচারের চিকিৎসায় তোমরা সুস্থির থাকতে পারবে ত ?"

রমাপদ সহাস্যমুখে মৃদুস্বরে বলিল, "ষোড়শোপচারের দেবতা ত এতদিনেও প্রসন্ন হলেন না।"

শরৎবাবু বলিলেন, "তা বুঝি জানো না রমাপদ ? সামান্য একটু দূর্ব্বা আর ফুলের পূজোয় সময়ে সময়ে দেবতা যেমন সাড়া দেন, সজোরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে হাঁক ডাক করলেই, তেমন দেন না—বিশেষতঃ এই সব ধ্রুব প্রহ্লাদের মত ছোট ছোট ছেলেদের বেলায় !" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ঘিণ্টুকে ক্রোড়ে লইয়া সরমা বসিয়া ছিল। রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "ভয় নেই বউমা, তোমার ছেলে ভাল হবে ; কিন্তু কিছু সময় নেবে। রোগের এ অবস্থা দু-চার দিনে হয়-ও না, যায়-ও না। ওষুধ ত আমার চলবেই ; কিন্তু আমি বলি, চিকিৎসার সঙ্গে একটা কিছু শান্তি স্বস্ত্যয়নও যোগ ক'রে দাও। শান্তি স্বস্ত্যয়নের কথা আমি আর কি বলব—সে তোমাদের গ্রহাচার্য্যকে ডেকে যা হয় পরামর্শ ক'রো—উপস্থিত আমার যেটা মনে হচ্ছে ক'রে দেখতে পার। একজন শিশিবোতলওয়ালাকে ডেকে আলমারীর ওই শিশি বোতল গুলি বিক্রী ক'রে যে পয়সা হবে তাই দিয়ে বুড়ানাথের পূজা পাঠিয়ে দিয়ো—তোমার ছেলের মঙ্গল হবে।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন ; তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া রমাপদকে বলিলেন, "যে ওষুধটা দিয়ে যাচ্ছি, কাল সকালে খালি পেটে খাইয়ে দিয়ে কেমন থাকে, তিন দিন পরে আমাকে জানিয়ো।"

ডাক্তার প্রস্থান করিবার অর্দ্ধঘণ্টা পরে টেলিগ্রাফ্ পিওন আসিয়া হাঁকিল, "তার হ্যায় বাবু!"

রমাপদ তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া সই করিয়া তার লইল—তাহার পর খুলিয়া পড়িতে পড়িতে ভিতরে আসিয়া সরমাকে বলিল, "কাল সকালে তোমার দিদি আসছেন—ষ্টেশনে হাজির থাক্‌তে লিখেছেন।"

হর্ষের একটা অনুগ্র প্রভা সরমার মুখকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। কি বলিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া বলিল, "হঠাৎ আসছেন যে?"

রমাপদ বলিল, "তা' ত বলতে পারি নে।" মনে মনে বলিল, "উৎপাত হঠাৎ-ই আসে!"

২২

ফাল্গুন চৈত্র মাসে পশ্চিম প্রদেশে মাঝে মাঝে দুই তিন দিন ধরিয়া দিবাভাগে সমস্ত দিন প্রবল পশ্চিমা বাতাস বহে। তখন আকাশ ধূলি-পিঙ্গল, সূর্য্য আরক্ত নেত্র এবং বৃক্ষলতা বায়ু-বিক্ষুব্ধ হইয়া বিশ্ব-প্রকৃতি ক্রোধোন্মত্ত উন্মুক্ত-জটা ধূর্জ্জটির মত এমন তাণ্ডব-লীলা আরম্ভ করে যে, মনে হয় না, সন্ধ্যা পুনর্ব্বার তাহার শান্ত শ্রী লইয়া পৃথিবীর সেই প্রলয়-ধূসর বক্ষে উপস্থিত হইতে পারিবে। এমনই একটা প্রখর দিবসের মধ্যাহ্নে সুকুমারী সরমার হৃদয়ের মধ্যেও একটা উদ্দাম ঝটিকার সৃষ্টি করিল। দুঃখে, ক্ষোভে, লোভে, লজ্জায় তাহার সমস্ত চিত্তভূমি আলোড়িত করিয়া একটা উন্মত্ত ঝঞ্ঝা ফুঁসিয়া উঠিল!

যে কল্পনা মনের মধ্যে সংগোপনে বহন করিয়া সুকুমারী ভাগলপুরে উপস্থিত হইয়াছিল, রমাপদর সংসারে অর্থ-সঙ্কটের নিদারুণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া তাহাকে বাস্তবতায় পরিণত করিবার একটা উপায় সে খুঁজিয়া পাইল। প্রথমে সে তাহার স্বামীর নিকট মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিল। সুকুমারীর প্রস্তাব শুনিয়া নরেশের সহৃদয়তায় আঘাত লাগিল। ব্যস্ত হইয়া সে বলিল, "না, না, সুকু, এমন কথা ওদের কখনো বোলো না। দেখেছ ত' পুত্র-গত-প্রাণ; ভারী কষ্ট পাবে।"

সুকুমারী বলিল, "পুত্রগত-প্রাণই যদি হয় তা হলে ত' কষ্ট না পাওয়াই উচিত। কারণ একাজ করলে পুত্রেরই খুব বড় রকমের মঙ্গল করা হবে।"

নরেশ বলিল, "মঙ্গলের রূপ সকলের চক্ষে সমান নয়। মানুষের মন

বড় বেশী রকম জটিল ব্যাপার; ভাল মন্দর সমাধান সেখানে সব সময়ে টাকা-পয়সার হিসেব ধ'রেই হয় না।"

ইহার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বাদ প্রতিবাদ চলিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া সুকুমারী বলিল, "এবিষয়ে তোমারই আপত্তি সকলের চেয়ে বেশী হবে ব'লে কি মনে হয়?"

নরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "কথাটা সকলের কাছে না উঠ্‌লে এ কথার উত্তর কেমন ক'রে দিই? তবে কোনো ছেলে যদি তোমার নিজের ছেলের স্থান অধিকার করে, সে আমারও মনে আমার নিজের ছেলেরই মত স্থান পাবে, এ কথায় সন্দেহ করো না। কিন্তু আমার একটা কথা মনে রেখো। কথাটা যদি একান্তই তোলো তা হলে সরমারই কাছে প্রথমে তুলো—আর যতদূর সম্ভব সাবধানে। যদি দেখ সে কষ্ট বোধ করছে, তা হলে আর বেশী কষ্ট না দিয়ে সাম্‌লে নিয়ো। রমাপদর কাছে কথাটা কখনো প্রথমে তুলো না।"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া সুকুমারী বলিল, "কেন, মার চেয়ে বাপের দরদ বেশী ব'লে মনে কর না কি তুমি?"

এ তর্ক এমনভাবে উঠিলে অনর্থক কথা বাড়িয়া চলিবে সেই আশঙ্কায় নরেশ বলিল, "দরদের কথা ছেড়ে দাও। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মা যতটা নিজেকে বঞ্চিত করতে পারে, বাপ ততটা পারে না তা' স্বীকার কর ত?"

এ কথায় প্রসন্ন হইয়া সুকুমারী বলিল' হ্যাঁ, সে কথা স্বীকার করি।—তা হলে বলব ত?"

নরেশ বলিল, "সে তোমার যেমন ইচ্ছে, কিন্তু যদি বল ত খুব সাবধানে।"

সুকুমারী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "তুমি যখন তোমার ভায়রা-ভায়ের সঙ্গে

কথা বলবে তখন খুব সাবধানে বোলো! আমার ত' আর ভায়রা-বোন নয়, আমি সহজভাবেই বলব।"

কিন্তু স্বামীর নিকট হইতে এই অনিচ্ছা-জাত অনুমতি কাড়িয়া লইবার পর যখন সরমার নিকট কথাটা উত্থাপিত করিবার সময় আসিল, তখন সুকুমারী দেখিল, যতটা সহজভাবে বলিবে বলিয়া দম্ভ করিয়াছিল, তত সহজে বলিতে পারিতেছে না। বলিতে গেলে অন্য কথা মুখ দিয়া বাহির হয়। দিনের বেলা মনে হয়, দিবালোকে যে-কথা বলিতে চক্ষুলজ্জা উপস্থিত হইতেছে, রাত্রির অন্ধকারে তাহা অনায়াসে বলিতে পারিবে; রাত্রিকালে ভয় হয়, অন্ধকারের আশ্রয়ে চক্ষুলজ্জা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সরমা অসম্মত হইবার সুবিধা পাইবে। এমনি করিয়া কয়েক দিন কাটিয়া যাওয়ার পর সুকুমারী কোনো রকমে কথাটা সরমার কাছে বলিয়া ফেলিল।

ধূলি এবং বায়ুর ভয়ে ঘরের প্রায় সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ ছিল। শুধু পূর্ব্বদিকের একটা ক্ষুদ্র গবাক্ষ অর্দ্ধোন্মুক্ত থাকায় ঘরটা সামান্য আলোকিত হইয়াছিল। শয্যার উপর নিজের বিছানায় শুইয়া ঘিণ্টু নিদ্রা যাইতেছিল; এবং সুকুমারী ও সরমা, দুই ভগ্নী, তাহার দুই পার্শ্বে বসিয়া গল্প করিতেছিল। হঠাৎ সুকুমারী ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "একটা কথা আছে সরো!"

সুকুমারীর কণ্ঠস্বরের গাঢ়তায় উৎসুক হইয়া সরমা বলিল, "কি কথা দিদি?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুকুমারী বলিল, "তোর ছেলেকে আমাদের দিবি?"

কথা শুনিয়া কিন্তু সরমা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "এই কথা? এ আর এমন কি ব্যাপার, নাও না! আর নিতে ভারী ত' বাকিই রেখেছ!"

সুকুমারী হাসিতে পারিল না; শুষ্ক ভাবে বলিল, "সে নেওয়া নয় রে —একেবারে নেওয়া।" তাহার পর বিমূঢ়ভাবে তাড়াতাড়ি বলিল, "একেবারে নেওয়া নয়, তোদের ছেলে তোদেরই থাকবে, শুধু"—কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া সুকুমারী থামিয়া গেল।

বিস্মিত স্বরে সরমা বলিল, "শুধু কি, বলো?"

এবার সুকুমারী সাহস সঞ্চয় করিয়া কথাটা খুলিয়া বলিল। সরমা প্রথমে মনে করিল সুকুমারী পরিহাস করিতেছে; কিন্তু অবশেষে যখন বুঝিল পরিহাস নয়—যাহা বলিতেছে সত্যই বলিতেছে, তখন তাহার প্রসন্ন মুখমণ্ডলে চিন্তার একটা নিবিড় কালিমা ঘেরিয়া আসিল।

অর্দ্ধান্ধকারে তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া অধীরভাবে সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিস্?"

সুপ্ত পুত্রের মুখের উপর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নতমুখে ব্যগ্রস্বরে সরমা বলিল, "ঘিণ্টুকে পুষ্যিপুত্র নেওয়া! সে কি ক'রে হবে দিদি? তিনি কখনই রাজী হবেন না!"

দৃঢ়কণ্ঠে সুকুমারী বলিল, "রাজী যদি না হন, তা হলে ছেলের মন্দই করবেন। এ একটা রাজার উপযুক্ত সম্পত্তি তা জানিস! মাসে প্রায় বারো হাজার টাকা আয়—তিনটে হাইকোর্টের জজের সমান! এ সমস্ত তোর ছেলেরি হোত। এমন নয় যে পরে আমার কিছু হলে তার ভাগ ক'মে যাবে—সে পথে ত' ভগবান চিরদিনের জন্য কাঁটা দিয়েছেন। জ্ঞাতিরা ত সম্পত্তি পাবার লোভে হাঁ ক'রে এঁর দোরে ধন্না দিচ্ছে। তা ছাড়া, আজ যদি আমি ম'রে যাই—পুরুষের মন ত, কাল কিছু ক'রে বসলে তখন ছেলেটার ভোগে একটা কানা কড়িও আসবে না—অথচ ছেলেটার ওপর এমনই মায়া প'ড়ে গেছে যে, ও যদি অর্থাভাবে কষ্ট পায়, তা হলে আমি ম'রেও সুখ পাব না। তাই আমি চাচ্ছিলাম—

সম্পত্তিটা একেবারে পাকাভাবে ওর ক'রে দিই। তোরা যদি নিজেদের একটা কাল্পনিক দুঃখের ছলে ছেলেটাকে এতটা বঞ্চিত করতে চাস, তা হলে আমি আর কি বলব বল্‌?"

এত কথার কোন উত্তর না দিয়া সরমা নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া সুকুমারী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "তা ছাড়া, তোদের যা অবস্থা, তা' ত চোখে দেখতেই পাচ্ছি। এমন ক'রে কি চিরদিন চলবে? সংসার ক্রমশঃ বাড়বে বই ত' কমবে না? চাকরীর বাজার যা হয়েছে, তা' ত সকলেই জানে। বলছিলি রমাপদর ব্যবসা করবার ইচ্ছে; তোরা যদি আমার এ কথায় রাজী হ'স, তা হলে আমি দশহাজার টাকা রমাপদকে দোবো ব্যবসা করবার জন্তে—ধার নয়, একেবারে দোব।"

একবার সুকুমারীর প্রতি চাহিয়া দেখিয়া সরমা চক্ষু নত করিল। অর্থলোভের তড়িৎস্পর্শ বোধ হয় নিমীষের জন্য তাহাকে অজ্ঞাতসারে উত্তেজিত করিয়াছিল।

সুকুমারী বলিতে লাগিল, "কথাটা অত সহজে উড়িয়ে দিস্‌নে—বেশ ক'রে ভেবে দেখিস্‌ সরো। ছেলের এ রকম মঙ্গলের জন্তে কত বাপ-মা একেবারে পরের ঘরে ছেলেকে সঁপে দেয়, আর তুই ত দিবি তার নিজের মাসীকে। তোদের ছেলে তোদেরই থাকবে, নামে শুধু আমাদের হবে। বড় হয়ে সে যখন শুনবে যে, এই অগাধ সম্পত্তি তার নিজের হতে পারত, শুধু তোমাদের খেয়ালের জন্তে হয়নি, তখন সে তোদের কি ভাববে বল দেখি? সত্যি বলছি, এতখানি স্বার্থপর হ'স নে!" তাহার পর সহসা খপ্‌ করিয়া সরমার দক্ষিণ হস্ত নিজ হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, "লক্ষ্মী সরো, আমার কথা রাখ—ছেলেটাকে

আমাকে দে! ভগবান তোকে অনেক ছেলে মেয়ে দেবেন—কিন্তু আমার ত সে আশা নেই! আমার কি মনে হয় জানিস? আমার মনে হয়—যে-ছেলে আমি ডাক্তারের অস্ত্রের মুখে হারিয়েছি, তোর ঘিণ্টু আমার সেই ছেলে! আমরা না হয় তোর ছেলে নিয়ে তোদেরি কাছে বাস করব—তুই রাজী হ ভাই!" একরাশ অশ্রু সুকুমারীর চক্ষু হইতে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া সরমার হস্তের উপর ঝরিয়া পড়িল।

ঘিণ্টুর প্রতি সুকুমারীর এই দুরন্ত আকর্ষণ দেখিয়া সরমা প্রথমে একটা অনির্ণীত আতঙ্কে এবং বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া রহিল; তাহার পর সহসা তাহার চক্ষু হইতে টপ্‌টপ্‌ করিয়া বড় বড় অশ্রু-বিন্দু ঝরিতে লাগিল। তাহার কঠিন বিরূপ হৃদয়ের মধ্যে এ দুর্ব্বলতা কিরূপে স্থান পাইল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না! শুধু তাহাই নহে; অবশেষে সে প্রতিশ্রুতও হইল রমাপদকে সম্মত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে।

বৃহৎ জলের মাছ সঙ্কীর্ণ জলপাত্রে অবরুদ্ধ হইয়া যেমন অস্থির ভাবে নিরন্তর নড়িয়া বেড়ায়, ঠিক সেইরূপে সমস্ত দিন ধরিয়া এই দুরন্ত চিন্তা সরমার হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ আলোড়িত হইয়া ফিরিতে লাগিল। কখনো লোভ, কখনো ক্ষোভ, কখনো আসক্তি, কখনো বিরক্তি তাহাকে বিদ্ধ করিয়া করিয়া চঞ্চল করিয়া রাখিল। এত বড় দুশ্চিন্তার ভার একা বহন করিতে অসমর্থ হইয়া স্বামীর ইচ্ছামূলে তাহাকে নামাইয়া ধরিবার জন্য সে অধীর হইয়া উঠিল; এবং রাত্রে আহারাদির পর শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয়ে কাল-বিলম্ব করিল না।

শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রমাপদ একখানা বই পড়িতেছিল, গম্ভীর মনোযোগের সহিত সরমার কথা শুনিয়া সে ধীরে ধীরে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল,

"কখনো না! ভাল ক'রে ব'লে দিয়ো, কিছুতে না! দশহাজার কেন, দশলাখ টাকা দিলেও নয়। ওঃ! এখন দেখছি এত বড় একটা দুরভিসন্ধি নিয়ে এঁরা ভাগলপুরে আসা-যাওয়া করছেন!"

শুনিয়া প্রথমে সরমার বুকের ভিতরটা হাল্কা হইয়া গেল—সে মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! লোভ এবং করুণা তাহার দুই হস্ত ধরিয়া যে গভীর মনস্তাপের অর্দ্ধপথে তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তি পাইয়া সে নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু এই নিশ্চিন্ততাই সহানুভূতির পথ দিয়া তাহাকে সুকুমারীর পক্ষে লইয়া গেল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "না, না, দুরভিসন্ধি কেন বলছ? এর দ্বারা তিনি ত কারো মন্দ করতে চাচ্ছেন না; ভালই করতে চাচ্ছেন! এ দুরভিসন্ধি কেন হবে?"

চাপা গলায় রমাপদ গর্জ্জিয়া উঠিল, "দুরভিসন্ধি আবার কাকে বলে? টাকার লোভ দেখিয়ে পরের ছেলেকে কেড়ে নেবার মতলব খুব সাধু সঙ্কল্প বল না কি তুমি?"

বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ স্বরে সরমা বলিল, "একে তুমি কেড়ে নেওয়া বল? হাত চেপে ধ'রে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ভিক্ষা চাওয়াকে কেড়ে নেওয়া বল?"

উদ্ধত কণ্ঠে রমাপদ বলিল, "বলি! ভিক্ষার ছল ক'রে পৃথিবীতে কত বড় বড় ডাকাতি হয়ে গেছে তা তুমি জান? রাবণও ত' সীতার কাছে ভিক্ষা চাইতে গিয়েছিল—রামায়ণে পড়নি কি?"

এ কথার কোনো উত্তর সহসা খুঁজিয়া না পাইয়া সরমা বলিল, "চেঁচিয়ো না! এখনো হয় ত' তাঁরা জেগে আছেন। এ সব কথা শুনতে পেলে এই রাত্রেই তোমার বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাবেন!"

সরমার কথা শুনিয়া রমাপদর ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখে ব্যঙ্গের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; অপেক্ষাকৃত নিম্ন কণ্ঠে বলিল, "ঠিক উল্টো! এসব কথা

শুনলে একদিনেই বাধা আধখানা কেটে গিয়েছে দেখে বাকি আধখানা কাটাবার আশায় দশদিন অপেক্ষা করবেন। অধিকার করতে যারা চায়, চক্ষুলজ্জা করলে তাদের চলে না!"

সরমার দুই চক্ষের মধ্যে দুইটি অগ্নিকণা ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া জলিয়া উঠিল; একমুহূর্ত্ত রমাপদর প্রতি প্রজ্জ্বলিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "আধখানা বাধা কে? আমি? আধখানা বাধা যদি সত্যসত্যই কেটে গিয়ে থাকে, তা হলে বাকি আধখানা কেটে গেলেই ছেলের পক্ষে মঙ্গল তা তুমি জেনো! মার মনের সব কথা তুমি যদি জানতে, তা হলে কখনই এ কথা বলতে পারতে না!"

সরমার এই হৃদয়োচ্ছ্বাসের সুযোগে রমাপদ নিজের উচ্ছ্বসিত হৃদয়কে কতকটা শান্ত করিয়া লইয়া বলিল, "কলকাতার কোনো বড়লোক যদি তোমার হাতে দশহাজার টাকা গুঁজে দিয়ে আমাকে দুধ-ঘি খাওয়াবার জন্যে গলায় সোনার শিকল বেঁধে নিয়ে যেতে চায়, তুমি কি সেটা আমার আর তোমার পক্ষে খুব মঙ্গলজনক ব'লে মনে করবে? সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে—এমন কি দামী পোষাক-পরিচ্ছদ প'রে ঘি-দুধ খাওয়ারো! বাপের মনের সব কথা তুমি যদি জানতে, তাহলে তুমিও আমার দুঃখ বুঝতে সরমা! ঘিণ্টুকে যথোচিত ভাবে মানুষ করবার ক্ষমতা আমার যদি থাকৃত—আর ঘিণ্টুর দাম বাবত দশহাজার টাকা দেবার কথা যদি না উঠ্‌ত, তা হলে বোধ হয় আমি এতটা বিচলিত হ'তাম না!" তাহার পর ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কতকটা নিজ মনে বলিতে লাগিল, "নাঃ!—এ অবস্থা যেমন ক'রে হ'ক বদলাতেই হবে! তেমন বেশী কিছু না হ'লেও, অন্ততঃ যাতে ছেলেকে বিলিয়ে দেবার প্রলোভন না হয়, এমন অবস্থা করতে হবে! তা যদি না পারি, তা হলে দেখছি স্বামী ব'লে কোনো দম্ভ করাই আমার চলবে না!"

ইহার পর সরমা আর কোনো কথা বলিল না—এক পসলা অশ্রু-বর্ষণের দ্বারা সেদিনকার মত পালা সাঙ্গ করিল।

পরদিন প্রভাতে অনতি-বিলম্বে সরমার মুখে সুকুমারী এবং সুকুমারীর ভাবে নরেশচন্দ্র রমাপদর অসম্মতির কথা অবগত হইল। নৈরাশ্যে, দুঃখে, অভিমানে এবং কতকটা নিষ্ফলতার অপমানে সুকুমারী সমস্ত দিন শ্রাবণ মাসের আকাশের মত বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে স্তব্ধ হইয়া কাটাইল। কাহারো সহিত সে ভাল করিয়া কথা কহিল না, ভাল করিয়া আহার করিল না, এমন কি যে ঘিণ্ট্‌কে লইয়া সে সমস্ত দিন নিরন্তর ব্যস্ত থাকিত, তাহার প্রতি একবার চাহিয়া পর্য্যন্তও দেখিল না। ব্যথিত অপ্রতিভ সরমা সুকুমারীর পিছনে পিছনে ফিরিতে লাগিল—কিন্তু তাহার দুরধিগম্য মূর্ত্তি দেখিয়া আর বেশী কিছু করিতে সাহস করিল না।

দূর হইতে নরেশচন্দ্র গভীর সহানুভূতির সহিত বিভিন্ন ব্যথায় ব্যথিত এই দুইটি প্রাণীর দুরবস্থা দেখিতেছিল। ঔষধ প্রয়োগ করিতে গিয়া পাছে রোগের প্রকোপ বাড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় সে আপনাকে দূরে রাখিয়াছিল। কিন্তু অপরাহ্ণে যখন সরমা চা লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে প্রবীণ চিকিৎসকের মত দুইচারি বিন্দু ঔষধ প্রয়োগ করা সমীচীন বোধ করিল।

চায়ের পেয়ালা হস্তে লইয়া নরেশ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, "বড় বিপদে প'ড়ে গেছ সরমা ?"

সরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, নরেশ তাহার দিকে চাহিয়া কুঞ্চিত নেত্রে মৃদু-মৃদু হাস্য করিতেছে। যে কথা নরেশ বলিতে চাহিতেছিল, তাহা সে নিঃসংশয়ে বুঝিল ; কিন্তু উত্তরে কোনো কথা বলিতে পারিল না। শুধু নিমেষের জন্য বিষণ্ণ ওষ্ঠাধরে মেঘ-মলিন বর্ষাদিনের নিষ্প্রভ সূর্য্যকিরণের মত বিষাদের ম্লান হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

স্নিগ্ধস্বরে নরেশ বলিল, "এমন ত কিছুই দুঃখ অথবা লজ্জার কারণ হয়নি ভাই! যে ঘটনাটি তোমাদের তিনজনের মধ্যে ঘটেছে, তার দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে ঝিণ্টুর প্রতি তোমার দিদির আকর্ষণ, তোমার দিদির প্রতি তোমার ভালবাসা, আর নিজের প্রতি রমাপদর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা! যদি কারো আচরণ অসঙ্গত হয়ে থাকে ত সে তোমার দিদির। কিন্তু তার মনের মধ্যে কত বড় একটা ক্ষোভ বাস করছে সেটা মনে ক'রে, যে লোভটুকু সে প্রকাশ করেছে, তা তোমরা মার্জ্জনা কোরো।"

সরমা তাহার দুঃখ-পীড়িত মুখ নরেশের প্রতি উত্থিত করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "মার্জ্জনা জামাইবাবু! দিদির কষ্ট দেখে দুঃখে লজ্জায় আমার ম'রে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে! মনে হচ্ছে এর চেয়ে ঝিণ্টু যদি..." ভাবাধিক্যে তাহার বাক্‌রোধ হইল।

স্নেহভরে সরমার মাথার উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া একটু নাড়িয়া দিয়া নরেশ বলিল, "মনে হবার একমাত্র কারণ—মনের মধ্যে করুণা যতখানি আছে, বিবেচনা তার অর্দ্ধেকও নেই! তা' যদি থাকৃত, তা হ'লে তোমার দিদির অন্যায় আব্দারটি রমাপদর কাছে বহন ক'রে তাকে বিপদে না ফেলে, নিজেই সে কথার শেষ করতে! করুণার কারবার কোরো, কিন্তু নিজেকে একেবারে দেউলে ক'রে দিয়ে নয়।"

এই করুণার উল্লেখে সরমার হৃদয়ের নিভৃত-তম প্রদেশ হইতে অশ্রু-বন্যা নামিয়া আসিল। করুণা! কই, সে ত করুণার কোনো কার্য্য করে নাই! শুধু যে তাহার স্বামীকে সম্মত করিতে পারে নাই তাহা নহে, স্বামীর অসম্মতিতে সে মনে মনে আনন্দিতই হইয়াছিল! তবে করুণা কোথায়? গভীর দুঃখে এবং সহানুভূতিতে তাহার বিগলিত চিত্ত সুকুমারীর প্রতি আকৃষ্ট হইল; এবং তাহার অনিবার্য্য ফল-স্বরূপ নিঃশব্দে দুই চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সরমার কান্না দেখিয়া নরেশ হাসিতে লাগিল; বলিল, "বৃষ্টির জলে আকাশ পরিষ্কার হয়। আশা করি, এবার চোখের জলে তেমনি তোমার মন পরিষ্কার হয়ে যাবে। বহুক্ষণ থেকে তোমার মেঘাচ্ছন্ন মুখ দেখে মনে মনে ভাবছিলাম, ডেকে দুটো বচন-টচন দিই—কিন্তু সাহসে ঠিক কুলিয়ে উঠছিল না।"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সরমা বলিল, "আমাকে কিছু বলতে হবে না জামাইবাবু! দিদিকে আপনি একটু বুঝিয়ে দিন।"

মাথা নাড়িয়া নরেশ বলিল, "তাতে কোনো লাভ হবে না ভাই! বাড়ির ডাক্তারের ওষুধে রোগ সারে না—তা সে যত ভাল ওষুধই হোক্। সমস্ত জীবন তোমার দিদিকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে এইটুকু বুঝেছি যে, তিনি যত সহজে আমাকে সোজা বোঝান, তার ঢের সহজে আমি তাঁকে উল্টো বোঝাই!"

নরেশের এই প্রহেলিকাময় কাতরোক্তি শুনিয়া এত দুঃখেও সরমা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "বলা যায় না জামাইবাবু, আপনিই হয় ত উল্টো বোঝেন!"

সরমার মুখে পুলকের মিষ্ট হাস্য দেখিয়া খুসী হইয়া নরেশ সরমার মন্তব্যের কোনো প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, "আকাশের সঙ্গে মানুষের মনের আশ্চর্য্য রকম সাদৃশ্য আছে সুরমা! কিছুক্ষণ আগে মেঘরূপ বিষাদে তুমি বিষণ্ণ হয়ে ছিলে, তারপর বৃষ্টিরূপ চোখের জলে সেটা কেটে গিয়ে এখন রৌদ্ররূপ হাসি দেখা দিয়েছে!"

নরেশের সভঙ্গী পরিহাস-বচনে পুলকিত হইয়া সরমা আপাততঃ তাহার দুঃখ বিস্মৃত হইয়া হাসিতে লাগিল; বলিল, "আর কিছু-রূপ কিছু মনে পড়ল না? ধন্য জামাইবাবু, এতরকমও আপনি জানেন!"

গম্ভীরমুখে নরেশ বলিল, "তবু ত এই রূপক-বিদ্যে আমি যাঁর কাছে

শিখেছি তাঁর কথা শোন নি। তিনি একদিন বলেছিলেন, জ্ঞান-রূপ বৃক্ষের সত্য-রূপ ফলের কাঠিন্ত-রূপ খোসা ভক্তি-রূপ চঞ্চুর দ্বারা ছিন্ন ক'রে আনন্দ-রূপ সার উপভোগ কর!"

সরমা সকৌতুকে হাসিতে লাগিল। পূর্ব্বদিন হইতে যে তীব্র মানসিক উত্তেজনার মধ্যে কষ্ট পাইতেছিল, তাহা হইতে সহসা এইরূপে মুক্তি পাইয়া আনন্দ তাহার নিকট অতি সহজে ধরা দিতেছিল।

নরেশ বলিল, "এ কথা, কে বলেছিল জানো?"

"কে?"

"একজন পক্ষী-রূপ কথক।"

শুনিয়া সরমা উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "জ্ঞান-রূপ চঞ্চু ব'লে নাকি? দোহাই জামাইবাবু, এর পর আরো কিছু যদি আপনার জানা থাকে—দয়া ক'রে বল্‌বেন না! আর হাসতে ভাল লাগ্‌ছে না!"

নরেশের কিন্তু সরমার এই অসংহত আনন্দ বড় ভাল লাগিতেছিল। অশ্রু-সিক্ত মুখের উচ্ছলিত হাস্যচ্ছটা দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল, জল-ভিজা বনানী যেন মেঘান্তরিত সূর্য্য-কিরণে স্নান করিতেছে। তাহার সদয় করুণ চিত্ত তাহার কানে-কানে বলিতেছিল, 'আহা হাসুক, হাসুক! অকারণ বেচারা ভারী কষ্ট পাচ্ছিল! মনটা একটু হাল্কা হয়ে যাক!'

২৩

বৈকালে রমাপদর সহিত নরেশ রঘুনন্দন হলে বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিল। সুকুমারী তাহার শয়ন-কক্ষে শয্যার উপর বসিয়া পথ-পার্শ্বের জানালা ঈষৎ উন্মোচিত করিয়া অনুৎসুক চিত্তে পথের লোক-চলাচল দেখিতেছিল; সরমা তথায় উপস্থিত হইয়া ঘিণ্টুকে তাহার ক্রোড়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "দিদি, আমরাই না-হয় দোষ করেছি, ঘিণ্টু ত' কোনো দোষ করে নি, তাকে তুমি ছেড়ে রয়েছ কেন?"

নিমেষের জন্য বক্রদৃষ্টিতে ঘিণ্টুর প্রতি একবার চাহিয়া দেখিয়া সুকুমারী দুই বাহু দিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, তাহার পর ক্ষণকাল নিঃশব্দে অবস্থান করিয়া আনত মুখে দুঃখার্ত্ত স্বরে বলিতে লাগিল, "দোষ কারো নয় সরো, দোষ আমার অদৃষ্টেরি! তা নইলে নিজের ছেলেই বা যাবে কেন, আর গেলই যদি ত' পরের ছেলের উপর এ টান পড়বে কেন?"

দুঃখিত স্বরে সরমা বলিল, "ঘিণ্টু কি তোমার পর দিদি?

বহুক্ষণ পরে মাসীকে নিকটে পাইয়া ঘিণ্টু মাসার আরক্ত উন্নত নাসিকা দক্ষিণ হস্তে চাপিয়া ধরিয়া তাহার দুর্জ্ঞেয় নিরক্ষর ভাষায় নানাপ্রকার অভিযোগ অনুযোগ প্রকাশ করিতেছিল। এই সকল অধিকারের কর্ত্তৃত্ব অপ্রতিবাদে সহ্য করিতে করিতে সুকুমারী বলিল, "পর! যার ওপর কোনো রকম জোর খাটানো চলে না সে পর নয় ত' কি? তবে এ বিষয়ে আমি তোদের দোষ দিই নে সরো, কথাটা তোলা বাস্তবিকই আমার অন্যায় হয়েছিল। যাকে পাবার জন্যে আমি এত ব্যস্ত

হয়েছি তা'কে ছাড়তে তোদের যদি আপত্তি হয় তাতে কোনো কথা বলবার নেই। আমি হলে ত' কখনো ছাড়তাম না!" বলিয়া সুকুমারী বক্ষের মধ্যে ঝিণ্টুকে আর একটু চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

সুকুমারীর কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে সরমার মনে হইল যে-কথা সুকুমারী বলিতেছে তাহা অভিমানের শ্লেষোক্তি নহে, বিচার এবং বিবেচনার সহায়তায় সে পরে যাহা বুঝিয়াছে তাহাই। বস্তুতঃ নৈরাশ্যের উন্মাদনা অপসৃত হওয়ার পর প্রথম যখন সুকুমারী বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে পরের ছেলে লওয়া যত সহজ কথা, নিজের ছেলে দেওয়া তদপেক্ষা অনেক কঠিন, তখন হইতে তাহার মনে রোষের পরিবর্তে ক্ষোভ স্থানাধিকার করিতেছিল। নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে পরের গ্রাস কাড়িতে গিয়া বিফল হইয়া অনুশোচনায় সে সমস্ত দিন মনে মনে বারম্বার এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যে-প্রবৃত্তির হস্তে তাহাকে আজ এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল তাহাকে সে জয় করিবে। চিড়িয়াখানার বাঘিনীরাও হয় ত' দুই দিন মাংস না পাইয়া এরূপ প্রতিজ্ঞা করে—কিন্তু তৃতীয় দিনে যখন তাহাদের সম্মুখে মাংস আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন দেখা যায় প্রতিজ্ঞার অন্তরালে প্রবৃত্তি সংযত হয় নাই, প্রবলতরই হইয়াছে। দেহ এবং মনের আচরণে এ বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। তাই সরমা যখন সুকুমারীর নিকট ঝিণ্টুকে স্থাপন করিল তখন সমস্ত দিন ধরিয়া সুকুমারী যে সঙ্কল্পকে বুদ্ধি, বিবেচনা এবং অভিমানের সাহায্যে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা নিমেষের মধ্যে কোথা দিয়া অপসৃত হইল তাহা সে বুঝিতেও পারিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। অপমানে এবং অভিমানে তাহার যে-বক্ষ অবিশ্রান্ত ক্ষুব্ধ হইতেছিল সেই বক্ষেরই উপর সে ঝিণ্টুকে চাপিয়া ধরিল।

"সরো!"

"কি দিদি ?"

"মা ত' আমি নই ; কিন্তু মাসীর অধিকারও আমার নেই কি ?"

ব্যগ্রস্বরে সরমা বলিল, "এ কথা কেন বলছ দিদি ? মা আর মাসী কি ভিন্ন ?"

"তাই যদি হয় তা হ'লে এবার দিনকতকের জন্য ঝিণ্টুকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে কাশী চল্‌। ছেলেটা দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে তা চোখ চেয়ে একবারো দেখেছিস কি ? শুধু মাস দুই তিনের জন্যে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া – কলকাতা ফেরবার পথে ভাগলপুরে তোদের নামিয়ে দিয়ে যাব। মাসীর এইটুকু অধিকার,—এতেও কি রমাপদ আপত্তি করবে ?"

যে বৃহৎ প্রার্থনা সুকুমারীর নামঞ্জুর হইয়াছে তাহার তুলনায় এ প্রার্থনা এতই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইল যে সরমা অকুতোভয়ে জানাইল রমাপদ কথনো ইহাতে আপত্তি করিবে না। এত বড় বিবাদ এরূপ সহজ সন্ধির দ্বারা মিটিয়াছে দেখিয়া রমাপদও তাহারই মত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে এই বিশ্বাসে সে রমাপদর মতামতের জন্য অপেক্ষা করা অনাবশ্যক মনে করিয়া উভয়ের হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিল। বলিল, "যে কারণে তিনি ও-কথায় রাজী হন নি, সেই কারণেই এ-কথায় রাজী হবেন। ঝিণ্টুকে তিনি আমার চেয়েও বেশী ভালবাসেন ; ঝিণ্টুর যাতে ভাল হবে তা'তে তিনি কখনো অমত করবেন না।"

সুকুমারীর মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। একবার মনে করিল, বলে—'তা'ত দেখতেই পেলাম। এত ভালবাসেন যে এত বড় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ক'রে ছেলেটাকে চিরকালের জন্য দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁধে রেখে দিলেন !' কিন্তু এ বিষয়ে আর অনাবশ্যক আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি না হওয়ায় চুপ করিয়া রহিল।

রাত্রে সরমা রমাপদকে কথাটা জানাইল। কিন্তু সে যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিল তাহার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না—হর্ষের কোনো অভিব্যক্তি রমাপদর দিক হইতে প্রকাশ পাইল না। এমনই সে স্তব্ধ হইয়া রহিল যে স্বস্তিতে 'নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেছে', কি অস্বস্তিতে 'নিঃশ্বাস ফেলিয়া মরিতেছে' তাহা একই মাত্রায় দুর্বোধ্য হইয়া রহিল।

উৎকণ্ঠিত হইয়া সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছ?"

"কিছুই বলছি নে।"

"কেন, এতেও তোমার মত নেই না কি?"

"না, এতেও আমার মত নেই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি আমার মত নিয়ে লড়াই করব না, তোমার ইচ্ছা হয় তোমরা যেতে পার।"

বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে সরমা বলিল, "এতেও মত নেই? কেন, এতে মত না থাক্‌বার কারণ কি?"

কিছু পূর্ব্বে যাহারা জমিদারী বেদখল করিতে আসিয়াছিল তাহাদিগকে জমিদারী ইজারা দিতে প্রবৃত্তি হয় না এমনই একটা কোনো কথা বলিতে রমাপদর ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু সে কথা না বলিয়া সে বলিল, "এসব মনের ভিতরের কথা নিয়ে বাইরে বেশী নাড়াচাড়া করতে নেই। এ বিষয়ে আমার মত নেই এইটুকু জেনেই আমাকে অব্যাহতি দিলে কথাটা সংক্ষেপে শেষ হয়।"

কিন্তু সরমা কথা সংক্ষেপ হইতে দিল না; অগত্যা রমাপদকে অনেক কথাই বলিতে হইল। প্রবৃত্তি, আত্মমর্য্যাদা, অবস্থা অতিক্রম করিয়া জীবনযাপনের অসমীচীনতা—সব দিক দিয়াই সে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হইল না। বহুক্ষণ ধরিয়া বাদ-প্রতিবাদের পর সরমা বলিল, "তুমি এত দিক দেখ্‌ছ, কিন্তু খোকার দিক আর দিদির দিক দিয়ে কথাটা একেবারেই দেখ্‌ছ না।"

রমাপদ বলিল, “বেশ ত’, সে দুটো দিক যদি তোমার নজরে প’ড়ে থাকে তুমি সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই কাজ কর।”

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সরমা বলিল, “দেখ, যে অবস্থায় দিদিকে আমি মত দিয়েছি তাতে এখন আর কথা ওল্টানো যায় না। ছোট-বড় তাঁর সব রকম উপরোধেই যদি আমরা অমত করি তা হ’লে আমাদের অমতের কোনো মানে থাকে না।”

শান্ত স্বরে রমাপদ বলিল, “তা হ’লে আমার অমত তোমার দিদিকে জানিয়ো না। সব বিষয়েই যে আমার মত নিতে হবে আর আমার মতানুযায়ী কাজ করতে হবে তা’রো ত’ কোনো মানে নেই ?”

“কিন্তু এ পর্য্যন্ত তোমার অমতে কোনো কাজ আমি করেছি কি ? বিয়ের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত—একদিনো ?”

রমাপদ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, “যতদূর মনে পড়ছে, এক-দিনো না।”

“তবে ?”

সরমার মুখের দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রমাপদ বলিল, “তবে কি ?”

সরমার দুই চক্ষে অশ্রু ভরিয়া আসিল; বলিল, “তবে তুমি আজ আমাকে তোমার মতের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করছ কেন ?”

সবিস্ময়ে রমাপদ বলিল, “আমি বাধ্য করছি ? কেন, তুমি আমাকে তা হ’লে এ ব্যাপারে কি করতে বল ?”

কিরূপে বাধ্য করিতেছে সে কথায় কোনো প্রকার বিচার বিতর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া সরমা একেবারে রমাপদর শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সুবিধা-জনক বিবেচনা করিল। অশ্রু ও হাস্যের চন্দ্রকলা অস্ত্র মুখের উপর ধারণ করিয়া সে বলিল, “তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। খোকা একটু

সামলে উঠ্‌লে যেদিন তুমি আমাদের নিয়ে আসতে চাইবে সেই দিনই চলে আসব।" সমিনতি সোৎসুক নেত্রে সরমা রমাপদর প্রতি চাহিয়া রহিল।

রমাপদ কিন্তু এ কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "সরমা, এ পর্য্যন্ত বরাবর ধারণা ছিল যে, সুবুদ্ধি ভগবান আমার চেয়ে তোমাকেই বেশী দিয়েছেন কিন্তু সে ধারণা তুমি আজকে বদলে দিতে চাও না কি? আমার মতের অনুযায়ী তোমাকে কাজ করতে বাধ্য করা যদি আমার পক্ষে অনুচিত হয়, তা'হলে আমার মতের বিরুদ্ধে আমাকে কাজ করতে বাধ্য করা তোমার পক্ষেই উচিত হবে কি? তা' ছাড়া মতটা এমন-কোনো জিনিস নয় যে, টাকাকড়ির মত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেওয়া যেতে পারে। অনিচ্ছার মত সোনার পাথর-বাটির মতো একটা অবাস্তব জিনিস।"

সরমা কিন্তু এ ভৎ´সনায় নিরস্ত না হইয়া সেই অবাস্তব জিনিসেরই জন্য কিছুক্ষণ ধরিয়া পীড়াপীড়ি করিল; অবশেষে শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়া সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল কিছুদিন পূর্ব্বে কথকের মুখে শুনা জাম্ববতীর উপাখ্যান এবং গৃহে ফিরিবার পথে তাহার সঙ্গিনীর তদ্বিষয়ে মন্তব্যের কথা। তখন ক্রমশঃ তাহার মনের মধ্যে এই ধারণা নিঃসংশয় হইয়া উঠিল যে, কাশী যাওয়ার এই প্রস্তাব, যাহার ভিতর তাহার পুত্রের মঙ্গল-সম্ভাবনা প্রচুর পরিমাণে নিহিত আছে, অত্যন্ত সমীচীন; এবং তদ্বিরুদ্ধে রমাপদর যে আপত্তি তাহা অন্যায়। সে তখন আপনাকে জাম্ববতীর স্থলাভিষিক্ত কল্পনা করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "খোকাকে বাঁচাবার জন্যে তোমার অনুমতি না পেয়েও আমাকে যে কাশী যেতে হচ্ছে—সে অপরাধের জন্য আমি কিন্তু দায়ী নই।"

সরমার কথা শুনিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল; বলিল, "কে বলছে তুমি দায়ী? এর জন্যে কেউ যদি দায়ী হয় ত' তোমার মধ্যে যার প্রকৃতি

যিনি তৈরী ক'রেছেন তিনি। যে-সব ইতর প্রাণী সন্তান জন্মালে সন্তান খেয়ে ফেলে তাদের হাত থেকে সন্তান রক্ষা করবার জন্যে স্ত্রী-প্রাণী পুরুষ-প্রাণীকে মেরে পর্য্যন্ত ফেলে এ তুমি শোন নি সরমা? মাকড়সা মৌমাছি এদের কথা জানো না?"

এ কথার আধখানা একদিন রমাপদর মুখেই সরমা শুনিয়াছিল। আজ তাহাদের নিজ প্রসঙ্গে এমন বিকটভাবে কথাটা শুনিয়া একটা অনির্ণেয় আতঙ্কে সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। রমাপদর কথার কোনো উত্তর না দিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া রমাপদ বলিল, "আর কোনো কথা আছে কি?"

মৃদুস্বরে সরমা বলিল, "না, আর কোনো কথা নেই, তুমি ঘুমোও।"

রমাপদকে ঘুমাইতে বলিয়া সরমা কিন্তু বিনিদ্র চক্ষে ঘিণ্টুর পার্শ্বে নিঃশব্দে শুইয়া রহিল। ঘিণ্টুর অপর পার্শ্বে শয়ন করিয়া রমাপদ ক্রমশঃ ঘুমাইয়া পড়িল কি জাগিয়া রহিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল পূর্ব্বকার কথা—যখন দারিদ্র্যের পেষণে তাহারা নিষ্পেষিত হইত অথচ ঘিণ্টু জন্মায় নাই। দুঃখ তখনকার দিনে কত সরল ছিল—কত সহজে অকাতর ভোগের দ্বারা তাহার শেষ হইত! যত জটিলতার সূত্রপাত হইল ঘিণ্টুর জন্ম হইতে—যখন অনন্যগত হৃদয়ের মধ্যে প্রথম দেখা দিল বিভাগ-রেখা! কিন্তু সে কি সত্যই বিভাগ-রেখা? তার কি কোনো নির্দ্দিষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থিতি আছে?—সে কি কোনো দিক দিয়া কোনো প্রকারে সীমাবদ্ধ? তদ্গত-চিত্তে ভাবিয়া দেখিয়া সরমা মনে-মনে বলিতে লাগিল, 'কোথাও না! কোথাও না!' অথচ উভয় দিক হইতে এমন একটা জঘন্য বিবাদের কোলাহল উঠিয়াছে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রাচীর পড়িবার উপক্রম হইলে দুই দিক হইতে ঠিক যেমন উঠে!

মিশন স্কুলের ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গেল—একটা বাজিয়া গেল—ক্রমশঃ দুইটাও বাজিয়া গেল। সরমা মনে-মনে বলিতে লাগিল, কিছুই বুঝলে না আমাকে! আমি ত' ঘিণ্টুকে দিদির হাতে সঁপে দিয়ে সব অনর্থের শেষ করতে এক রকম রাজি হয়েছিলাম। তুমিই পারলে না—অথচ কথায়-কথায় পোকা-মাকড় ইতর-প্রাণীর সঙ্গে আমার তুলনা কর! উঃ! এর চেয়ে যদি ঘিণ্টুটা না জন্মাত ত' ভাল ছিল! দিদিও ধন্য! এই যন্ত্রণার জন্যে প্রাণ বার করছে!" পাশ ফিরিয়া সরমা তাহার নিদ্রিত পুত্রকে বাহু দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ধরিল।

"সরমা!"

সরমা চমকিয়া পুত্রের দেহ হইতে হাত তুলিয়া লইয়া বলিল, "তুমি এখনো জেগে আছ?"

"তুমিও ত' জেগে রয়েছ। কেন—ঘুম হচ্ছে না?"

"না। তোমারো হচ্ছে না?"

"ভাল হচ্ছে না।"

ক্ষণকাল উভয়ে চুপ করিয়া থাকিবার পর সরমা বলিল, "শুনছ?"

"কি?"

"তুমি যে মাকড়সা আর মৌমাছির সঙ্গে আমার তুলনা করছিলে, আমি কিন্তু তা নই!"

ঘিণ্টুকে অতিক্রম করিয়া রমাপদর একখানা হাত সরমার মাথার উপর আসিয়া পড়িল। "না, তুমি তা নও সে-কথা আমি জানি। রাত অনেক হয়েছে, এখন ঘুমোও।"

নিজের দুই হস্তের মধ্যে রমাপদর হাত-খানা চাপিয়া ধরিয়া সরমা বলিল, "কাল একবার শরৎবাবুকে ডেকে খোকাকে দেখাও না? তিনি

যদি ভরসা দেন যে জ্বরটা এখানেই ক্রমশঃ ভাল হয়ে যাবে তা হ'লে আমরা আর কাশী যাইনে।"

"কিন্তু তোমার দিদি ?"

নীরবে এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সরমা কহিল, "দিদি ত' খোকারই জন্যে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, সে তখন আমি তাঁকে বুঝিয়ে দোব।"

পরদিন সকাল হইতে কিন্তু কথাটা শরতবাবুর মতামতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ক্রমশঃ কাশী যাওয়ার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন কি তৎপরদিন সন্ধ্যার গাড়িতে যাওয়া হইবে তাহা পর্য্যন্ত স্থির হইয়া আসিল।

ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া সরমা বলিল, "এত শীঘ্র কেন দিদি ?"

সুকুমারী বলিল, "মিছিমিছি দেরী ক'রেই বা কি হবে ?" মনে-মনে বলিল, 'শুভস্য শীঘ্রং !'

ভাগলপুরে থাকিতে শরতবাবু পরামর্শ দিলে কাশী যাওয়ার এ কথা একেবারে বন্ধ করিবার সুযোগ হইবে, এই ভরসায় সরমা সুকুমারীর কথায় উপস্থিত আর বিশেষ কিছু আপত্তি করিল না। কোন্ দিকে তরী বাহিলে তাহার পক্ষে শুভ তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া সে ঘটনার স্রোতে নিজেকে ফেলিয়া ফলাফলের প্রতীক্ষায় থাকিতে মনস্থ করিল।

সরমার মনের দুঃখ এবং দ্বন্দ্ব বুঝিতে পারিয়া সুকুমারী বলিল, "রমাপদকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে আর একবার ভাল ক'রে চেষ্টা কর না সরো ?—করবি ?"

মাথা নাড়িয়া সরমা বলিল, "আমি বললে কোনো ফল হবে না দিদি ; তোমরা দুজনে বরং একবার ব'লে দেখো ;"

কিন্তু তাহাতেও কোনো ফল হইল না,—সুকুমারীর সমস্ত অনুরোধ উপরোধ রমাপদ সহজ সহাস্যমুখে কাটাইয়া দিল।

বিমর্ষ-মুখে সুকুমারী বলিল, "তুমি সঙ্গে গেলে ওদের দিনকতক থাকা হত ! এতে শীঘ্রই চ'লে আসতে হবে ।"

রমাপদ হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক উল্টো। আমি সঙ্গে থাক্‌লে নিয়ে আসবার একজন লোক থাক্‌বে। আমি না গেলে পাঠানো না পাঠানো আপনাদের ইচ্ছাধীন থাক্‌বে। অথচ নিয়ে আসবার জন্যে আমার দিক থেকে কোনো তাগিদ থাকবে না—এ নিশ্চয় জানবেন।"

নরেশ বলিল, "ভায়া, তুমি আর এক দিকের কথাটা যে একেবারে ভুলে থাক্‌ছ। ধনুক থেকে তীরকে যত বেশী পিছনে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, তার সামনে ফিরে আসবার ঝোঁক তত বেশী বেড়ে ওঠে, সে হিসেব ত' তুমি করছ না। দু-দিন পরে ভাগলপুরে ফেরবার জন্যে সরমা যখন জেদ ধরবে, তখন নিয়ে আসবার জন্যে তুমি সঙ্গে নেই, এ আপত্তি কোনো কাজে লাগবে না।"

মনে-মনে রমাপদ বলিল, "সে ভয় বড় নেই—তীর এখন ছিলে-ছাড়া হয়ে আছে।' প্রকাশ্যে বলিল, "তখন যদি আমার সাহায্যের দরকার হয় আমাকে জানাবেন, আমি সে সঙ্কটও কাটিয়ে দেবো।"

২৪

আজও সমস্ত দিন ধরিয়া ঝড় বহিয়া অপরাহ্ণের দিকে কমিয়া আসিয়াছিল। অচল-প্রায় সংসারকে কোনোরূপে একটু সচল করিবার আগ্রহে রমাপদ সেদিনের কোনো ইংরাজী দৈনিক সংবাদ-পত্রের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল। এমন সময়ে তথায় সরমা উপস্থিত হইয়া বলিল, "হাওয়া ত' প'ড়ে গেছে, এখন একবার শরৎ বাবুকে নিয়ে আসবে ?"

সরমার কথা রমাপদর কর্ণে প্রবেশ করিল না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্বরে সরমা বলিল, "বলি শুন্‌ছ ?"

এবার রমাপদ শুনিতে পাইল ; সংবাদ-পত্র হইতে মুখ না তুলিয়াই সে বলিল, "শুন্‌ছি। কি বল্‌ছ বল।"

সরমা বলিল, "হাওয়া প'ড়ে গেছে !"

সংবাদ-পত্রের উপর যথাপূর্ব্ব মনোযোগ নিবদ্ধ রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে রমাপদ বলিল, "তা' ভালই ত' হয়েছে !"

আপাততঃ বক্তব্য স্থগিত রাখিয়া সরমা স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণে সচেষ্ট হইল ; বলিল, "দয়া ক'রে চোখ দুটো একবার এ-দিকে ফেল্‌বে কি ? সমস্ত মনটা যে চোখের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছ।"

এতক্ষণে রমাপদর সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল। সংবাদ পত্র-খানা হাত দিয়া একটু দূরে সরাইয়া দিয়া শয্যার উপর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া সরমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি বল্‌ছ বল ?"

সরমা বলিল, "বলছি। কিন্তু তার আগে, অত মন দিয়ে কি পড়ছিলে শুনতে পাই কি ?"

সংবাদ-পত্রখানার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া মৃদুস্বরে রমাপদ বলিল, "ও এমন কিছু নয়,।"

"এমন কিছু না হ'ক সামান্য কিছুও ত' বটে। বল না কি পড়ছিলে ?"

রাজসাহীর কোনো গ্রাম্য ইংরাজী স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল, রমাপদ সেই বিজ্ঞাপন পড়িতে ছিল ; সংক্ষেপে সে-কথা সরমাকে জানাইল।

শুনিয়া সরমা বলিল, "তুমি সে চাকরী করবে নাকি ?"

"করা না করা ত' পরের কথা। তার আগেকার কথা হচ্ছে পাওয়া।"

"ধর, যদি পাও ?"

"পেলে নিশ্চয়ই ক'রব।"

"মাইনে কত ?"

"চল্লিশ টাকা।"

সহসা একটা কথা মনে পড়ায় ব্যগ্রভাবে সরমা বলিল, "রাজসাহীতে ত' ভয়ানক ম্যালেরিয়া হয়।"

এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক থাকিয়া রমাপদ বলিল, "ভয়ানক হয় কিনা তা' ঠিক বলতে পারিনে ; কিন্তু তাই যদি হয় তা'হলে কি ?"

মাথা নাড়িয়া সরমা দৃঢ়স্বরে বলিল, "তা'হলে তোমার সেখানে চাকরী করা হবে না।"

অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা রমাপদর ওষ্ঠাধরে স্ফুরিত হইল ; বলিল, "দেখ সরমা, ম্যালেরিয়া ত' ম্যালেরিয়া—এমন কোনো জিনিসই আমার মনে

হচ্ছে না যা আমার এই অবস্থার চেয়ে খারাপ ব'লে মনে করা যেতে পারে। মায় সুন্দর বনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার পর্য্যন্ত।"

গতরাত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া সরমা রমাপদর বাক্যের মধ্যে শ্লেষ-দংশন অনুভব করিতে ভুলিল না। ক্ষণকাল রমাপদর প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "শুধু তোমার অবস্থা? আমার নয়? আমাদের নয়?"

খবরের কাগজটা ভাঁজ করিতে করিতে শান্ত-স্বরে রমাপদ বলিল, "তোমাদেরও; তবে, প্রধানতঃ আমার! কারণ, আমারি দায়িত্ব হচ্ছে—"

অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে রমাপদকে নিবৃত্ত করিয়া সরমা বলিল, "থাক্, দায়িত্বের কথা থাক্! সে কথা ত খুব ভাল ক'রেই তুমি বুঝেছ, আর কাল সমস্ত রাত্রি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছ; কিন্তু একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমার কথা না হয় তর্কের জন্যে ছেড়েই দিলাম, ঘিণ্টুকে তার এই রুগ্ন শরীরে ম্যালেরিয়ার দেশে নিয়ে যাওয়া ভাল হবে?"

সরমার প্রতি চকিত-দৃষ্টিপাত করিয়া রমাপদ বলিল, "ঘিণ্টু কেন যাবে? যদি যাই ত' আমি একাই যাব।"

"আর আমরা তোমাকে ছেড়ে একা ভাগলপুরে থাক্‌ব?"

"তোমরা ভাগলপুরে থাক্‌বে কেন? তোমরা ত' কাশী যাচ্ছ!"

"সে-কি চিরদিনের জন্যে যাচ্ছি?"

আবার রমাপদর মুখে মৃদু হাস্য রেখা স্ফুরিত হইল; বলিল, "আমিই কি চিরদিনের জন্য রাজসাহী যাব সরমা? দু-দিনের ব্যবস্থা করা যায় না, চিরদিনের ব্যবস্থা করবার দুঃসাহস কার আছে বল?"

"তবে এ ব্যবস্থা কতদিনের জন্যে করতে চাচ্ছ?"

"যতদিন চলে ততদিনের জন্তে।"

আর কোনো কথা না বলিয়া সরমা নিবৃত্ত হইল। গত রজনী হইতে তাহার চিত্তাকাশের বায়ু-কোণে অভিমানের যে ঘন-মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল, সহসা তন্মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুরণের চিকিমিকি আরম্ভ হওয়ায় সে নিজেকে সম্বৃত করিতে চেষ্টা করিল।

অগত্যা রমাপদই কথা কহিল; বলিল, "তুমি যে-কথা বল্‌তে এসেছিলে কথায় কথায় সে কথা চাপা প'ড়ে গেছে। কি বল্‌ছিলে এবার বল শুনি।"

আরক্ত-মুখে সরমা বলিল, "সে কথা যদি দরকার হয়ত' পরে বলব। কিন্তু তুমি যদি রাগ না কর তা'হলে প্রথমে অন্য একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "কি আশ্চর্য্য! রাগ করা ছাড়া কি আর অন্য কিছু করা যায় না? রাগই বা কেন করব? কি বল্‌বে, বল?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আরক্ত-মুখে সরমা বলিল, "চেঞ্জের জন্তে ঘিণ্টুকে নিয়ে কাশী যাওয়ার মধ্যে তুমি কি শুধু অন্যায়ই দেখ্‌ছ?"

সরমার প্রশ্ন শুনিয়া একমুহূর্ত্ত নির্ব্বাক থাকিয়া রমাপদ বলিল, "দেখ, বার-বার এ-সব কথার আলোচনা ক'রে কোনো লাভ নেই। কাশী যাওয়ায় আমার মত নেই, সে-কথা যেমন বলেছি, আমার অমত দিয়ে তোমাদের ইচ্ছায় বাধা দোব না, তা-ও তেমনি তোমাকে জানিয়েছি।"

এ কথায় নিবৃত্ত না হইয়া সরমা আরক্ত-মুখে বলিতে লাগিল, "কিন্তু আমি হ'লে মত নেই তাও বলতাম না। ছেলের মঙ্গলের জন্তে আমি সমস্ত অহঙ্কার আর অভিমান, যাকে তুমি আত্মমর্য্যাদা বল্‌ছিলে, ভাসিয়ে দিতাম। তা'ছাড়া, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার

মেসোর সঙ্গে দু'তিন মাসের জন্তে হাওয়া বদলাতে গেলে আত্মসম্মান কি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়? তুমি ভাল ক'রে ভেবে দেখ ; এ তোমার বেশী বাড়াবাড়ি কি না।"

"তোমার যুক্তিতে হার স্বীকার করছি সরো ; এখন বল্‌বে ত' বল কি বল্‌তে এসেছিলে।" বলিয়া রমাপদ খবরের কাগজখানা পুনরায় টানিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিবার উপক্রম করিল।

তর্কের মধ্যে সহসা রমাপদ এইরূপে হাল ছাড়িয়া দিয়া আত্ম-সমর্পণ করায় অসমাপ্ত দ্বন্দ্বের এই অনর্জ্জিত জয়ে তৃপ্ত না হইয়া ক্ষোভে ও অভিমানে সরমার দুই চক্ষু সজল হইয়া আসিল। নিরুপায় হইয়া ক্ষুণ্ণ স্বরে সে বলিল, "শরৎবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে এসো না। তাঁর মতে যদি ঘিণ্টুর চেঞ্জের কোনো দরকার না থাকে তা হ'লে যে, সব গোলমালের শেষ হয়!"

এ কথার উত্তর দিতে গিয়া সরমার অশ্রু-সঞ্চারের উপক্রম দেখিয়া রমাপদ তাহার উদ্যত উত্তরকে যথা-সম্ভব নরম করিয়া লইয়া শান্ত-স্বরে বলিল, "তা বেশ, নিয়ে আসছি ; কিন্তু শরৎবাবুর মতামত তোমার কোনো কাজে আস্‌বে না, তা' দেখো।"

২৫

আল্‌না হইতে একটা জামা লইয়া গায়ে দিয়া রমাপদ বাহির হইল শরৎবাবুর গৃহের উদ্দেশে। মিশন-স্কুলের মাঠ পার হইয়া সে যখন শরৎবাবুর গৃহে উপস্থিত হইল, তখন শরৎবাবু রোগী এবং রোগীর আত্মীয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঔষধ এবং উপদেশ দিতেছিলেন।

প্রবেশ-দ্বারে রমাপদকে প্রায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া এক ব্যক্তি ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "শরৎবাবু, একবার শীঘ্র চলুন, মেজকাকার নাড়ী খারাপ হয়ে গিয়েছে!"

এই 'মেজকাকার' রোগ এবং রোগের অবস্থার বিষয়ে সকল কথাই শরৎবাবু লোকমুখে অবগত ছিলেন। আগন্তুকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন, "আর নাভি-শ্বাস আরম্ভ হয়নি?"

"তাও বোধ হয় হয়েছে!"

"কবিরাজ বিষ-বড়ী দেয় নি? সূচিকাভরণ?"

আগন্তুক ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বোধ হয় দিয়েছে—কিন্তু কোন ফল হয় নি!"

স্থির-নেত্রে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া শরৎবাবু বলিলেন, "তা' বাপু, এ অবস্থায় আমাকে ডাকতে এসেছ কেন?—এখন ত' তোমার বাঙ্গালী-টোলায় দেবেনের খোঁজে গেলেই ভাল ছিল!"

মিনতি-পূর্ণ চক্ষে করুণা ভিক্ষা করিয়া আগন্তুক বলিল, "তা' হ'ক, আপনি একবার চলুন। বাবার ভারী ইচ্ছে একবার আপনার ওষুধ পড়ে।"

"তা হ'লে চল, তোমার বাবার ইচ্ছেটা পূর্ণ ক'রেই আসি। কিন্তু এ ইচ্ছে তিনি যদি আর কিঞ্চিৎ আগে পূর্ণ করবার চেষ্টা করতেন, তা হ'লে রোগীর পক্ষে কিছু সুবিধা হবার সম্ভাবনা থাকতে পারত।" বলিয়া শরৎবাবু প্রস্তুত হইবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন এবং ভৃত্যকে দুইটি ঔষধের বাক্স গাড়িতে উঠাইয়া দিতে বলিলেন।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাইবার প্রয়োজন হইল না, আর এক ব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া জানাইল মুমূর্ষুর ছিন্ন নাড়ী একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছে। নিজ আসনে বসিয়া পড়িয়া সমবেত ব্যক্তিগণকে শরৎবাবু বলিলেন, "দেখ্‌লেন ত' হোমিওপ্যাথার দুর্নাম কেমন ক'রে হয়? আমাদের হাতে রুগী আসে প্রধানত দুটি অবস্থায়। রোগের একেবারে সূত্রপাতে যখন প্রাণের কোনো আশঙ্কা থাকে না, কাজেই যখন ওষুধ না দিলেও চলে; আর রুগীর একেবারে শেষ অবস্থায় যখন প্রাণের কোন আশা থাকে না, কাজেই তখনো ওষুধ না দিলে চলে। সুতরাং রুগী বাঁচলে আমাদের সুখ্যাতি হয় না, কিন্তু মরলে অখ্যাতি হয়।" তাহার পর রমাপদর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি হে রমাপদ, তুমি যখন দিব্যি পায়ে হেঁটে এসে উপস্থিত হয়েছ, তখন ত মনে হচ্ছে তোমার অবস্থা সূত্রপাতেরই অবস্থা?"

সকলে উচ্চ-স্বরে হাসিয়া উঠিল। রমাপদ স্মিত-মুখে বলিল, "আজ্ঞে না, আমার নিজের অবস্থা সূত্রপাতেরো আগের। আমি এসেছি খোকাকে দেখাবার জন্যে আপনাকে একবার নিয়ে যেতে।"

"হোমিওপ্যাথী ছেড়ে অ্যালোপ্যাথী করাবে-কি-না সেই পরামর্শের জন্যে না-কি?"

পুনরায় একটা হাস্য-ধ্বনি উঠিল।

রমাপদ বলিল, "না, সে পরামর্শের জন্যে নয়, তবে একটা কোনো পরামর্শের জন্য বটে।"

"আচ্ছা তা'হলে বোসো ; এঁদের সেরে দিয়ে সুজাগঞ্জে যাবার মুখে প্রথমে তোমার বাড়ি হয়ে যাব।" বলিয়া শরৎবাবু অপরাপর রোগীর বিষয়ে মনোযোগী হইলেন।

শরৎবাবুকে লইয়া রমাপদ যখন তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, তখন গৃহ-সম্মুখে পথে ঈশ্বর চাপকান ও শিরস্ত্রাণ পরিয়া সুসজ্জিত ঘিণ্টুকে একটা মূল্যবান পেরাম্বুলেটারে বসাইয়া ধীরে ধীরে ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইতেছিল। এবার আসিবার সময়ে সুকুমারী কলিকাতা হইতে ঘিণ্টুর হাওয়া খাইবার জন্য এই পেরাম্বুলেটারটি লইয়া আসিয়াছিল।

ষোল-আনা মনোযোগের মধ্যে পনেরো আনা ঈশ্বরের শিরস্ত্রাণের উজ্জ্বল রজতাক্ষরে ব্যয় করিয়া সকৌতূহলে শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কাদের বাড়ির ছেলে রমাপদ ?"

আরক্ত মুখে রমাপদ বলিল, "আমারই ছেলে।"

"তোমার ছেলে! আমি ত' চিন্‌তেই পারি নি! তা' একে আর কি দেখ্‌ব ?—এ ত' বেশ আছে।"

পেরাম্বুলেটার হইতে ঘিণ্টুকে তুলিয়া লইয়া রমাপদ বলিল, "একবার ভিতরে চলুন! এর বিষয়ে একটু পরামর্শ আছে।"

ভিতরে গিয়া ঘিণ্টুর পেট টিপিয়া, চোখের কোলের রক্ত দেখিয়া, দেহের চামড়া টানিয়া, নাড়ী দেখিয়া, পায়ের গঠন পরীক্ষা করিয়া শরৎবাবু বলিলেন, "আগেকার চেয়ে ত' একটু ভালই দেখ্‌ছি। এখন পরামর্শ কি আছে বল ?"

ডাক্তারকে আহ্বানের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া সুকুমারী নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য সর্ব্ববিধ উপদেশ দিয়া তাহার স্বামীকে উকিল নিযুক্ত

করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং নেপথ্য হইতে ইঙ্গিত এবং উৎসাহ পাইয়া নরেশই কথাটা খুলিয়া বলিল।

নরেশচন্দ্রের যুক্তি-বিচারের ঘাট-বাঁধা কথা শুনিয়া এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন, "কাশীর স্বাস্থ্য এখন যখন ভাল বল্‌ছেন, তখন চেঞ্জে উপকার হবারই ত' সম্ভাবনা বেশী।"

নেপথ্যে সুকুমারীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পার্শ্বে দণ্ডায়মানা সরমার দিকে চাহিয়া সে সহাস্য মুখে বলিল, "গরীবের কথা কি এখন মিষ্টি লাগ্‌ছে সরো? তা, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এক রকম ভালই হয়েছে, তোদের মন ঠাণ্ডা হ'ল।"

সরমা কোনো উত্তর দিল না; ভিতরের দিকে রমাপদ চাহিলে ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিবার অভিপ্রায়ে সে একাগ্রচিত্তে রমাপদর দিকে চাহিয়া ছিল।

রমাপদ প্রথমে স্থির করিয়াছিল নিজে সে কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না; কিন্তু শরৎবাবুর মন্তব্যে একটা কথা পরিষ্কার হইল না মনে করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া কি একান্তই দরকার? এখানে ভাল হবার সম্ভাবনা নেই?"

বিচক্ষণ শরৎচন্দ্র রমাপদর এ প্রশ্ন শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পরামর্শ যে-রূপেই হউক রমাপদর ঠিক মনঃপূত হয় নাই। প্রথমে রমাপদর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তিনি নরেশচন্দ্রের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি তোমার কে হন রমাপদ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রমাপদ বলিল, "ইনি?—ইনি আমার ভায়রা-ভাই।"

নরেশচন্দ্র সহাস্যমুখে বলিল, "চলিত কথায় ভায়রা-ভাই; আসলে বড় ভাই।"

ব্যস্ত হইয়া রমাপদ বলিল, "তা' নিশ্চয়ই!"

শরৎবাবু সহাস্যমুখে বলিলেন, "তা হ'লে ভালই ত' হয়েছে রমাপদ, যাও না, কিছু দিনের জন্য কাশী বেড়িয়ে এস না।"

রমাপদ বলিল, "কাশী যাওয়া ত' স্থিরই—আমি শুধু জান্‌তে চাচ্ছিলাম এখানেও ভাল হত কি-না।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন, "ভাল হ'ত কেন? ভাল ত' এক রকম হয়েই গিয়েছে। তবে কি জানো? জ্যাগ্ স্যুপ্ খাবার যার সুবিধে আছে মশুর ডালের জুস সে খাবে কেন? কিন্তু তাই ব'লে জ্যাগ্ স্যুপ্ যারা খেতে পায় না তারা কি আর ভাল হয় না? চারিদিকে চেয়ে যা দেখ্‌ছ সবই মশুর ডালের দল। জ্যাগ্ স্যুপ্ আর ক'টা?—দু' চারটে।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে শরৎচন্দ্র উঠিয়া পড়িলেন।

নরেশচন্দ্র বলিল, "কিন্তু জ্যাগ্ স্যুপ্ খাবার যাদের সুবিধা আছে—জ্যাগ্ স্যুপ্ না খাওয়া তাদের পক্ষে অন্যায়।"

সহাস্যমুখে শরৎচন্দ্র বলিলেন, "বেশ ত' সকলকে দিন কতকের জন্যে কাশী নিয়ে যান না।" তাহার পর রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ফেরবার সময়ে আমার জন্যে একটা দাবা-ব'ড়ের বল এনো রমাপদ।"

নরেশ সাগ্রহে বলিল, "আপনি দাবা-ব'ড়ে খেলেন নাকি? ফেরবার সময়ে কেন, আমরা গিয়েই একটা ভাল বল আপনাকে পাঠিয়ে দোব।"

ব্যস্ত হইয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন, "না, না, ও সব হাঙ্গামা করবেন না। ছেলেবেলা থেকে কেমন আমার কাশীর কথা শুনলেই দাবার বলের কথা মনে হয়। নইলে এখানেও ত' ও-সব যথেষ্ট পাওয়া যায়। ও একটা কথার কথা রমাপদকে বলছিলাম।"

শরৎচন্দ্র প্রস্থান করিলে সুকুমারী বলিল, "তোমার এ ডাক্তারটির বেশ বিবেচনা আছে ব'লে মনে হল রমাপদ।"

নরেশ বলিল, "মনে হবার প্রধান কারণ এই যে, তোমার বিবেচনার সঙ্গে তাঁর বিবেচনার বিশেষ কোনো বিরোধ ঘটে নি। লাল আমি তাকেই বলি যাকে আমি নিজে লাল দেখি ; রমাপদ যাকে লাল দেখে তাকেই যে সব সময়ে আমি লাল বলি তা' নয়।"

নরেশের এই পরিহাসে মনে-মনে ঈষৎ অপ্রসন্ন হইয়া সুকুমারী বলিল, "কি যে যা' তা' বল তার মানে মতলব কিছু নেই!"

নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখলে ত' রমাপদ? যে কথার নিজের মতলবের সঙ্গে যোগ থাকে না, তার মানেও থাকে না।"

সুকুমারী জানিত যে, নরেশকে কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত করা যেমন সহজ, কথায় তেমন মোটেই নয়—বিশেষতঃ সে-কথা যখন পরিহাসের প্রণালীতে বহিয়া চলে। তাই কথা আর না বাড়াইয়া সে সরমাকে টানিয়া লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

নরেশ রমাপদকে বলিল, "পৃথিবীটা এমনভাবে গোল রমাপদ, যে প্রত্যেকে মনে করে সে-ই ঠিক কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবে—পৃথিবী একমাত্র তারই সেবা আর ভোগের উপযোগী হয়ে তৈরী হয়েছে। তাই নিজের স্বার্থের সঙ্গে না হিসাব ক'রে আমরা কোনো জিনিসেরই বিচার করি নে। এ তোমার যত বয়স হবে ততই বুঝতে পারবে।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রমাপদ বলিল, "এ কথা ত' আমারো বিষয়ে একই রকমে খাটে নরেশদা!"

নরেশ হাসিতে লাগিল ; বলিল, "তোমার এ কথা শুন্‌লে সুকুমারী খুসী হ'ত—অত ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত না।"

রাত্রে গৃহকর্ম্মান্তে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রমাপদর নিকট উপস্থিত

হইয়া সরমা দেখিল রমাপদ জাগিয়া শুইয়া আছে। শয্যাপ্রান্তে রমাপদর পদতলের দিকে বসিয়া সরমা তাহার ডান হাতখানা রমাপদর পায়ের উপর স্থাপন করিল—তাহার পর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

ব্যস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইয়া বাহু ধরিয়া সরমাকে নিজের কাছে খানিকটা টানিয়া আনিয়া রমাপদ বলিল, "এ তোমার কি পাগলামী হচ্ছে সরো?"

"আমার? না, তোমার? আচ্ছা চিরকালই কি এক রকমে কাটাবে? কখনো কি আমার হাতে একটু সেবা নিতে ইচ্ছে হয় না?"

"ইচ্ছে হ'ক আর নাই হ'ক, তোমার সেবাতেই ত' জীবন কাটছে। কিন্তু তা ব'লে পদসেবা!"

সরমা আর কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এখন যেন তাহার মনে এমন একটুও উৎসাহ বা উত্তম ছিল না যাহা লইয়া কোনো বিষয়ে বাদানুবাদ করে। রৌদ্র নাই বৃষ্টি নাই বায়ু নাই অথচ সমস্ত আকাশ সিসার মত মলিন মেঘে ভরিয়া রহিয়াছে—এরূপ নিষ্প্রভ দিবসের মত তাহার অনুদ্দীপ্ত মনে সুখ-দুঃখ উত্তম-উদ্দীপনার কোনো অস্তিত্ব যেন ছিল না।

"কি ভাবছ অত সরো?"

রমাপদর মুখের দিকে চাহিয়া সরমা বলিল, "ভাবছি—কার ভুল হচ্ছে; আমাদের কাশী যাওয়া, না তোমার কাশী না-যাওয়া।"

সরমার বাম বাহু দক্ষিণ হস্তে ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া রমাপদ বলিল, "বোধ হয় উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু হচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যতের এ অনিশ্চিত ব্যাপারে এখন কিছু আন্দাজ করতে যাওয়া আরো বেশী ভুল হচ্ছে।"

"তুমি কি কাশী না-যাওয়া একেবারে নিশ্চয় করেছ ?"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "শুন্‌লে ত' শরৎবাবুর মুখে মানুষ দু' দলের আছে ; এক, যারা মশুর ডাল খায় ; আর দ্বিতীয়, যারা জ্যগ্‌ স্যুপ্‌ খায়। আমি মশুর ডালের দলের ; আমার পক্ষে ভাগলপুরই ভালো। তুমি সে জন্যে কিছু ভেবো না।"

সরমা বলিল, "একলা তোমার খাওয়া দাওয়া এখানে কেমন ক'রে চল্‌বে সে কথাও কি ভাবব না ?"

"সে কথা ত' তোমার সঙ্গে কতবার হয়েছে যে, কুকার আর ষ্টোভে আমার যা-কিছু রান্না অনায়াসে চ'লে যাবে। কুকারে ষ্টোভে রেঁধে আমি চালাতে পারি কি-না সে ত' তুমি তোমার সেবারকার অসুখের সময়ে পাঁচ-ছ' দিন নিজ-চক্ষে দেখেছিলে ? তা' ছাড়া, বিশুয়া থাক্‌তে আমার যে বিশেষ-কিছু অসুবিধা হবে না এ ভরসাও ত' তোমার আছে।"

সরমা আর-কোনো কথা বলিল না ; অন্যমনস্ক হইয়া সে মনে-মনে এলো-মেলো অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল। রমাপদর মনও ধীরে ধীরে নানাবিধ চিন্তার জালে জড়িত হইয়া ক্রমশঃ নিশ্চল হইয়া পড়িল। নির্ব্বাক নিঃশব্দে এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল।

"শুন্‌ছ ?"

তন্দ্রামুক্ত হইয়া রমাপদ বলিল, "কি ?"

"একটু পা-টিপ্‌তে দাও না ! ভারী ইচ্ছে হচ্ছে ! ধর, আর যদি—"

রমাপদ সবিস্ময়ে বলিল, "আজ তোমার এ কী খেয়াল হ'ল বল ত' ? একটু পা-টিপে দিলে সত্যিই তুমি খুসী হবে ?"

মাথা নাড়িয়া সরমা বলিল, "হব।"

"তা হ'লে দাও। তোমাকে খুসী করবার উপায় আমার এত অল্প আছে যে, একটা হঠাৎ উপস্থিত হলে সে-সুযোগ ছাড়া উচিত নয় !"

কোনো কথা না বলিয়া সরমা হৃষ্টচিত্তে শয্যার উপর ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর রমাপদর পদপ্রান্ত নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইল।

এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু রমাপদর পায়ের উপর পড়িল। রমাপদ কোনো কথা বলিল না; সে জানিত এরূপ স্থলে চিকিৎসার চেষ্টায় রোগ বৃদ্ধি পায়।

২৬

পরদিন সকাল হইতে আর সমস্ত কাজ ভুলিয়া সরমা রমাপদর ব্যবস্থায় লাগিয়া রহিল। মুখ ধুইবার মাজন হইতে আরম্ভ করিয়া স্নান করিবার গামছা, মাথা আঁচড়াইবার বুরুশ্, বিছানার শিয়রের পাখা পর্য্যন্ত যত-কিছু নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সে যথাস্থানে গুছাইয়া গুছাইয়া রাখিল। বিছানার চাদরে ও বালিশের ওয়াড়ে নিজ হস্তে সাবান দিল। রমাপদর শুইবার ঘরের ঝুল ঝাড়াইল—তোষক, বালিস প্রভৃতি রৌদ্রে দেওয়াইল—খাটের নীচের ধূলা পরিষ্কার করাইল। ভাঁড়ার ঘর হইতে যত-কিছু আবর্জ্জনা বাহির করাইয়া দিয়া কতকগুলি পাত্র ধুইয়া মুছিয়া প্রস্তুত করিল; তাহার পর নিজ সঞ্চিত অর্থে বিশুয়াকে দিয়া বাজার হইতে রমাপদর আহারে জন্য উৎকৃষ্ট চাল-ডাল, ঘি-ময়দা, সুজি-চিনি এবং মসলা প্রভৃতি আনাইয়া পাত্রে পাত্রে ভরিয়া রাখিল।

কথায় কথায় সে বিশুয়াকে বারম্বার ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ বিশ্বনাথ, তোমার বাবুর যেন কোনো কষ্ট না হয়। বড় আত্মভোলা মানুষ। এই দেখ, সুজি, চিনি, ঘি—সকালে হালুয়া ক'রে দিয়ো। এই দেখ, চ্যাপ্টা বোতলে গাওয়া ঘি রইল—রোজ গরম ক'রে পাতে দিয়ো। এই দেখ—

প্রতিবারই বিশুয়া বলে, "মা জী, আমি নিজেই ত' সব জিনিস কিনে আন্‌ছি—তোমার কোনো ভয় নেই—বাবুর কষ্ট হবে না।"

সরমা শোনে, কিন্তু তখনি ভুলিয়া গিয়া আবার বিশুয়াকে নানা প্রকার উপদেশ দেয়, অনুরোধ করে।

রমাপদ আসিয়া বলিল, "সরো, তুমি নিজের কাজ যে কিছুই কর্‌ছ না। কখন করবে?"

শুনিয়া সরমার চোখে জল আসিল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "নিজের কাজই ত' করছি।"

"কিন্তু, তোমার আর খোকার জিনিস-পত্রগুলোও ত' গুছিয়ে নিতে হবে?—সে কখন নেবে?"

"নোবো এখন। তার ঢের সময় আছে।"

"আমি তোমাদের জিনিসগুলো গুছিয়ে দোবো?"

"বেশ ত, পার ত' দাও না। হলদে রং-এর বড় ট্রাঙ্কটায় আমাদের দু'জনের মত সামান্য কিছু কাপড়-চোপড় আলমারী থেকে বার ক'রে ভ'রে দিলেই হবে। দিদি বলেছেন—বিছানা-পত্র নেবার কোনো দরকার নেই।" বলিয়া সরমা তাহার চাবির রিংটা খুলিয়া নতমুখে রমাপদর হাতে দিল।

কথায় বার্ত্তায়, কাজে কর্ম্মে সমস্ত দিন ধরিয়া সরমার মনের এক দিকে দুঃখ, এবং আর এক দিকে অভিমান সঞ্চিত হইতে লাগিল। কাশীর কথা ভাবিলে মনের একটা দিক বিষাদের কালো মেঘে মলিন হইয়া যায়,—ভাগলপুরের কথা মনে পড়িলে মনের অপর দিক্‌টা অভিমানের রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে! বারম্বার সরমার অকারণে কান্না আসিতে লাগিল; এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের যাহা কিছু সত্তা ও সম্ভাবনা ছিল, একটা অনির্ণীত তিক্ততায় সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল।

রাত্রি এগারটার সময়ে কাশী যাইবার গাড়ি। সুকুমারীর তত্ত্বাবধানে এবং ঈশ্বরের কার্য্য-কুশলতায় যথাকালে প্রস্তুত হইতে কিছুই বাকি থাকিল না। ষ্টেশনে পৌছিয়া রমাপদ মিণ্টুকে কোলে লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং ট্রেণ আসিলে একটা খালি সেকেণ্ড

ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে সকলকে উঠাইয়া দিয়া মাল-পত্র ঠিক উঠিল কি-না দেখিবার জন্য ব্রেক-ভ্যানের দিকে চলিয়া গেল।

গাড়ির ভিতর জানালার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া বিমর্ষ নত-নেত্রে সরমা পাথর-বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম্মের উপর চাহিয়া ছিল। ব্রেক-ভ্যানের দিক্ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রমাপদ সেই জানালার ধারে দাঁড়াইল। সরমা কোনো কথা বলিল না। শুধু নিঃশব্দে একবার চাহিয়া দেখিয়া পুনরায় দৃষ্টি নত করিল।

সুকুমারী ঈশ্বরের সাহায্যে দ্রব্যাদি গুছাইতে ব্যস্ত ছিল, এবং নরেশচন্দ্র আসন্ন-বিচ্ছেদক্লিষ্ট স্বামী-স্ত্রীকে যথাসম্ভব বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ দিবার জন্য প্ল্যাটফর্ম্মে একটু দূরে দূরে পদচারণ করিতে লাগিল।

রমাপদ বলিল, "আজ রবিবার; পশ্চিমে দিক্‌শূল। কাশীর দিকে আজ যাত্রা নাস্তি।"

দিন দেখিয়া যাত্রা করিবার বিষয়ে রমাপদ বা সরমা—কাহারো আস্থা ছিল না, তথাপি রমাপদর কথা শুনিয়া সরমা চমকিয়া উঠিল। ত্রস্তভাবে বলিল, "এখন বল্‌ছ? আগে বল নি কেন?"

"আগে জান্‌তাম না। এখন হরিপদ পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে দেখা হল, তিনি বল্‌লেন।"

মনে মনে একটু কি ভাবিয়া সরমা বলিল, "তা হ'লে এ কথা এখন আমাকে না বল্‌লেই ভাল ছিল। এখন ত' কোনো উপায় নেই।"

রমাপদ বলিল, "প্রথমে ভেবেছিলাম বল্‌ব না; তারপর ভাবলাম জেনে শুনে কথাটা লুকিয়ে রাখাও ঠিক হবে না। কারণ এখনো কোনো উপায় আছে কি নেই সে বিচারের ভারও তোমারই উপর থাকা ভাল।"

নিমেষের জন্য সরমা রমাপদর প্রতি নিঃশব্দ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল। সে দৃষ্টির মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব দিবসের সকল তর্কের পুনরাবৃত্তি ছিল।

"চিঠি পত্র দেবে ?"

রমাপদ বলিল, "তোমার চিঠি পেলে তখনি তার উত্তর দেবো।"

সরমা পুনর্ব্বার সেইরূপ চাহিয়া দেখিল।

দূরে গার্ডের প্রথম হুইসল্ শোনা গেল। রমাপদ বলিল, "একবার খোকাকে দাও।"

সরমা তাড়াতাড়ি জানালার ফাঁক দিয়া ঘিণ্টুকে রমাপদর প্রসারিত বাহুদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করিল। নিমেষের জন্য একবার বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ও মুখ-চুম্বন করিয়া রমাপদ সাবধানে ঘিণ্টুকে ফিরাইয়া দিল। তখন নরেশ গাড়িতে উঠিয়া জানালায় মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুকুমারীও তাহার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

বিশুয়া আগাইয়া আসিয়া নত হইয়া করযোড়ে সকলকে প্রণাম করিল।

সরমা বলিল, "বিশ্বনাথ, খুব সাবধানে থেকো তোমরা।"

বিশুয়া বলিল, "হাঁ মা'জী, আপনি কুছ ঘাবড়াবেন না।"

নরেশ বলিল, "কি এমন দরকারী কাজের জন্যে তোমাকে ভাগলপুরে থাকতে হল তা কিছুই বুঝলাম না ভাই। সরমার ইচ্ছামত তিন চার মাসের জন্যে কাশী গেলেই ত' ভাল হ'ত। দেখ, আমার মতো যদি তোমার সুবুদ্ধি থাকৃত তা হ'লে এ-সব বিষয়ে একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করতে। স্ত্রীকে ষ্টীম্ ল্যাঞ্চ ক'রে যে সব স্বামীরা নিজেদের গাধা-বোট করে, আসলে তারাই গাধা নয়। যা হ'ক, সুবুদ্ধি একটু দেরী ক'রে এলেও নিন্দের কথা নয়। কাশী থেকে সরমার আদেশ-পত্র পেলেই কাশী রওনা হ'য়ো।"

পার্শ্বে ভূমির উপর বিশুয়া নিদ্রা যাইতেছিল, ধড়্‌মড়্‌ করিয়া বলিল, "বাবু !"

"একটু জল দে ত' ; বড় তেষ্টা পেয়েছে !"

জল দিয়া বিশুয়া বলিল, "বাবু, খোঁকাবাবুর জন্যে দিল্‌ ঘাবড়াচ্ছে ;"

মৃদু ধমক্‌ দিয়া রমাপদ বলিল, "তুই ঘুমো। অসভ্য কোথাকার !"

মিশন-স্কুলের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজিল—রাত্রি দুইটা।

সকালে যখন রমাপদর ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা হইয়া গিয়াছে রাত্রে নিদ্রা যাইতে বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া বিশুয়া তাহাকে জাগায় নাই; যৎসামান্য গৃহকর্ম্মের কিয়দংশ শেষ করিয়া সে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল।

অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমের পর বিশ্রামান্তে যেমন সমস্ত শরীরে বেদনার একটা আড়ষ্ট ভাব লাগিয়া থাকে, রমাপদ তেমনি তাহার মনের মধ্যে একটা স্থূল ব্যথা বোধ করিতেছিল। খুব যে টন্‌টন্‌ করিতেছিল তাহা নহে, কিন্তু দপ্‌দপ্‌ করিতেছিল। উদ্ভাসিত সূর্য্য-কিরণে সমস্ত ঘর, বাড়ি, অঙ্গন, প্রাঙ্গণ ভরিয়া ছিল; রমাপদ শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে উন্মুক্ত রকের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। এত রৌদ্র, এত আলো, এত অব্যাহত স্পষ্টতা,—তথাপি তাহার মনে হইল সম্মুখে যেন একটা ফিকা অন্ধকার তাল পাকাইতেছে। অধিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলে পাছে তাহার মধ্যে আবার একটা রক্ত-বিন্দুও আসিয়া যোগ দেয়, এই আশঙ্কায় সে অনাবশ্যক একটা হাঁক দিয়া বলিল, "বিশুয়া, চায়ের জল চড়া।"

বিশুয়া তাড়াতাড়ি ষ্টোভ জ্বালিয়া জল চড়াইয়া দিল এবং ক্ষণকাল পরে হাতমুখ ধুইয়া রমাপদ ঘরে আসিয়া বসিলে তাহার সম্মুখে চা এবং জলখাবার আনিয়া ধরিল।

জলখাবারের বৃহৎ পাত্রটি বহুবিধ আহার্য্যে পূর্ণ,—লুচি তরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া টিকরি, গোপালভোগ, পান্তুয়া, খাজা কিছুই বাকি নাই।

আহার্য্যের আকার এবং প্রকার দেখিয়া রমাপদ ধমক দিয়া বলিল,

"তোর বুদ্ধি-সুদ্ধিও কি তাদের সঙ্গে কাশী চ'লে গেছে যে, এই ফাঁসির খাবার আমাকে খেতে দিয়েছিস্?—জলখাবার এত কখনো কেউ খায়?"

নিজের বুদ্ধির প্রতি এই অকারণ দোষারোপে পুলকিত হইয়া উচ্ছ্বাসের সহিত বিশুয়া বলিল, "হামি কি জানে বাবু? ই বিলকুল মাজী সাজিয়ে রেখে গেছে। বোলেছিলো ফজীরে চায়ের সাথে বাবুর কাছে ধরিয়ে দিস্।"

রমাপদ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাই বটে! খাবারগুলি সাজাইয়া রাখিবার মধ্যে যে নিষ্ঠা এবং নিপুণতার পরিচয় রহিয়াছে, বিশুয়ার হস্ত হইতে তাহা প্রত্যাশা করা চলে না। খাবারের পাত্রটা হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া সে বলিল, "এ সব তুই নিয়ে খেগে যা। আমি শুধু চা খাবো।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিশুয়া বলিল, "হামি কেতো খাবো বাবু? হামারভী তো মায়জী দিয়ে গেছে। বহুৎ খাবার আছে—চারিদিনের মাফিক্।"

রমাপদ বলিল, "তা, ভালই ত'। পথে দীন-দুঃখীর অভাব নেই,—তুই নিজের মতো রেখে তাদের বিলিয়ে দে,—তোর মাজীর পুণ্যি হবে।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বিশুয়া বলিল, "আপনি খান বাবু,—বিশ্‌নাথজী দরশন কোরে মাজীর বহুৎ পুণ্ হোবে।"

ভৃত্যের প্রগল্‌ভতায় যেন বিরক্ত হইয়াছে এই ভাবে ঈষৎ তাড়না দিয়া রমাপদ বলিল, "যা পালাঃ! বড়-বেশি ফাজিল হয়েছিস দেখ্‌চি!" মনে মনে বলিল, বাড়ির বিশ্‌নাথটিকে পরিত্যাগ ক'রে কাশীর বিশ্‌নাথজী দর্শন ক'রলে মাজীর কত পুণ্য হয় তা দেখা যাবে।

তাড়া খাইয়া বিশুয়া প্রস্থান করিল, কিন্তু খাবারের থালা লইয়া গেল

না। মাত্র চায়ের পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া খাবার স্পর্শ না করিয়া রমাপদ উঠিয়া পড়িল। সামনের আল্‌নায় ঘিণ্টুর কয়েকটা আধময়লা জামা ও সরমার একখানা শাড়ি ঝুলিতেছিল; চোখে পড়িতেই রমাপদ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল, তাহার পর বিশুয়াকে ডাকিয়া সেগুলা সরাইয়া রাখিতে আদেশ করিল।

এ সকল হয়ত অভিমানেরই লক্ষণ; কিন্তু মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত এই অভিমানের ভিতর একটা কঠোর সঙ্কল্প দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছিল; বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্যে একটা মুক্তির আনন্দ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। স্ত্রী-পুত্ররূপ নিগড় হইতে মুক্ত হইয়া দারিদ্র্যকে পূর্ব্বের মত আর দুরারোগ্য বলিয়া মনে হইতেছিল না। মনে হইতেছিল, মন লঘু এবং দেহ সচল হইয়াছে; এখন সমস্ত বাধা বিঘ্ন অনায়াসে অতিক্রম করা যাইতে পারে।

ক্ষণকাল মনে মনে নিবিড়ভাবে একটা কিছু চিন্তা করিয়া রমাপদ সত্বর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল এবং নিরবসর চিন্তায় বিমগ্ন থাকিয়া দ্রুতপদে সুজাগঞ্জে উপনীত হইল।

বাজারের দোকানপাট তখন সমস্ত খুলিয়া গিয়াছিল। রমাপদ "ভাগলপুর সিল্কষ্টোরের" দোকানে গিয়া প্রবেশ করিল। দোকানের বাঙালী কর্ম্মচারীদ্বয় সবেমাত্র খাতাপত্র বাক্স খুলিয়া বসিয়াছেন; এক জন চাকর ঝাড়ন লইয়া আলমারিগুলির কাঁচ ও কাঠ পরিষ্কার করিতেছে; গ্রাহক ক্রেতার ভিড় তখনও তেমন হয় নাই।

রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "তারাচরণ বাবু এখনো আসেন নি?"

বাঙালী কর্ম্মচারী দুইটির আকৃতি এবং প্রকৃতি বিভিন্ন হইলেও নামের অর্থের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে ঐকান্তিক অভেদ;—একজনের নাম ননী অপরের নাম মাখন। মাখন বলিলেন, "পুজো-আহ্নিক সেরে তাঁর

আসতে একটু বিলম্ব হয়। বেলা সাড়ে-নটা দশটার সময় তিনি আসবেন।"

ননী বলিলেন, "তারই বা এমন বিলম্ব কোথায়? একটু বসুন না রমাপদ বাবু।"

"তাই বসি" বলিয়া রমাপদ উপবেশন করিল।

রাজপথ দিয়া ব্যবসায়ী ব্যাপারী ক্রেতা বিক্রেতার ভিড় চলিয়াছিল; খাবার-বিক্রেতা ফিরিওয়ালা কাঠের বারকোষে নানাপ্রকার খাবার সাজাইয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া মাথার উপর ছড়ি ঘুরাইয়া কাক চিল তাড়াইতে তাড়াইতে হাঁকিয়া যাইতেছিল; ঘন-কালো শ্মশ্রুমণ্ডিত গম্ভীর-মুখ একজন বলিষ্ঠ মুসলমান প্রকাণ্ড আলবোলায় বৃহৎ তাওয়া ধরাইয়া পথিকদিগকে তামাক খাওয়াইয়া বেড়াইতেছিল,—আধ পয়সায় আধ মিনিটে যতটা টানিয়া লওয়া যাইতে পারে আপত্তি নাই; টম্‌টম্, গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোটরকারের শব্দ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। এই কোলাহলময় গতিশীল জনতার দিকে চাহিয়া রমাপদ ব্যগ্রোৎকণ্ঠিত মুখে বসিয়া রহিল। চক্ষের সম্মুখে যাহা দেখিতেছিল তদ্বিষয়ে যে সে ব্যগ্র নয়, উৎকণ্ঠার কারণ যে তাহার মনের মধ্যেই নিহিত তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা যায়।

হিসাবের খাতা লিখিতে লিখিতে বার দুই রমাপদর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া মাখন বলিলেন, "আপনাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখাচ্চে রমাপদবাবু। খবর সব ভালো ত'?"

সব খবরই যে ভালো এ কথা বলিতে রমাপদর মুখে বাধিল; মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "খবর তেমন কিছু মন্দ নয়।"

"তবে?—অসুখ বিসুখ করেনি ত'?"

মাথা নাড়িয়া রমাপদ বলিল, "না, অসুখ-বিসুখ নয়। কাল একটু রাত জাগ্‌তে হয়েছিল, তাই।"

ননী সকৌতূহলে বলিলেন, "কাল রাত্রে সুজাগঞ্জে যাত্রা শুন্‌তে এসেছিলেন বুঝি ?"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "না, যাত্রা নয়।" মনে মনে বলিল, যাত্রাই বটে,—একেবারে দিক্‌শূলের পালা !

তারাচরণের আসিতে বিলম্ব হইল না। পথে তাঁহাকে দেখা যাইতেই রমাপদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিকটে উপস্থিত হইল।

সহাস্যমুখে তারাচরণ বলিলেন, "কি রমাপদ, খবর কি ? ভালো আছ ত' ?"

রমাপদ বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

"আচ্ছা একটু বোসো,—এখনি শুন্‌ছি" বলিয়া তারাচরণ দোকানে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে দেওয়ালে টাঙানো গুরুদেবের চিত্র প্রণামের পর অন্যান্য সামান্য মাঙ্গলিক ক্রিয়া শেষ করিয়া অল্পক্ষণ খাতাপত্র দেখিলেন। তাহার পর রমাপদর পাশে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, "কি তোমার কথা বল, শুনি।"

যে-কথা বলিবার উত্তেজনায় রমাপদ ভিতরে ভিতরে প্রজ্বলিত হইতেছিল কোনো প্রকার ভূমিকা না করিয়া অতি সংক্ষেপে সে তাহা ব্যক্ত করিল ; বলিল, "আমি রাজি আছি আপনার সিল্ক নিয়ে বোম্বাই কিম্বা যে-কোনোখানে হোক যেতে।"

রমাপদর আরক্ত মুখ দেখিয়া এবং আগ্রহের স্বর শুনিয়া বিচক্ষণ তারাচরণ বুঝিলেন ইতিমধ্যে এমন নূতন কিছু ঘটিয়াছে, যাহাতে সেদিনের আপত্তি আজ আর নাই, তবুও জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সংসার ? —বউমা ?"

রমাপদর আরক্ত মুখ আরক্ততর হইয়া উঠিল ; বলিল, "সে বাধা আর নেই।"

সবিস্ময়ে তারাচরণ বলিলেন, "আর নেই ?—তার মানে ?"

"তাদের ব্যবস্থা হয়েচে।"

"কি রকম ব্যবস্থা ?—পাকা ?"

"হ্যাঁ পাকাই।"

"কত দিনের মতো ?"

"তার কোনো মেয়াদ নেই। যতদিন দরকার হয় ততদিনের মতো।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তারাচরণ বলিলেন, "বিদেশে গিয়ে বাড়ি ফিরে আসবার জন্মে ব্যস্ত হবে না ত' ?"

কোনো প্রকার বিস্ময় অথবা উচ্ছ্বাস না দেখাইয়া রমাপদ বলিল, "না।"

তারাচরণ জানিতেন, চেষ্টা-প্রবুদ্ধ শক্তি অপেক্ষা স্বতঃপ্রবুদ্ধ শক্তি প্রবলতর হয়। যাহা আপনিই জাগিয়াছে, অনর্থক তাহাকে আর খোঁচা মারিবার প্রয়োজন নাই বুঝিয়া তিনি বলিলেন, "গ্রীষ্মকালের আরম্ভে প্রতি বৎসরই আমার লোক যায়। তা বেশ, এবার তুমিই যাও। তোমার মত শিক্ষিত, মার্জ্জিত লোক গেলে ফল ভালো হবে ব'লেই প্রত্যাশা করা যায়। কবে রওনা হতে চাও ?"

উৎফুল্ল মুখে রমাপদ বলিল, "আজই।"

রমাপদর কথা শুনিয়া তারাচরণ মৃদু হাস্য করিলেন; তাহার পর রমাপদর দিকে একটু ঝুঁকিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কিছু মনে কোরোনা রমাপদ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—বউমার সঙ্গে বচসা করোনি ত' ?"

আরক্ত-স্মিতমুখে রমাপদ বলিল, "না।"

"তাঁরা তোমার ভাগলপুরের বাড়িতেই থাক্‌বেন ত' ?"

"না, তাঁরা কাল রাত্রের গাড়িতে কাশী গিয়েছেন।"

"সেখানে বোধ হয় তাঁদের কোনো অসুবিধা হবে না ?"

"না, তা হবে না।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তারাচরণ বলিলেন, "আজ রওনা হওয়া সম্ভব হবে না। অনেক চিঠি-পত্র লিখে দিতে হবে, নমুনার থান বাচতে হবে, দর ফেলতে হবে, তোমাকে সমস্ত ব্যাপারটি ভাল ক'রে বুঝে-সুঝে নিতে হবে। আজ খাওয়ার পরই তুমি দোকানে এসো, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঠিক ক'রে নিয়ে কাল বেলা তিনটের গাড়িতে রওনা হ'য়ো।"

রমাপদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি যত শীঘ্র সম্ভব আসচি। কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে যদি সমস্ত গুছিয়ে নেওয়া যায় তা হ'লে আজ রাত্রি এগারোটার গাড়িতে ত' যেতে পারি?"

টাইম টেবল্ মিলাইয়া দেখা গেল তাহাতে কোনো ফল নাই; সে ট্রেনে যাইলে প্রায় কুড়ি ঘণ্টা বম্বে মেলের অপেক্ষায় মোগল সরাইয়ে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

"তুমি কি ঐ সময়ের মধ্যে কাশী গিয়ে একবার বউমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাও রমাপদ?"

সজোরে মাথা নাড়িয়া রমাপদ বলিল, "মোটেই না! তারা ত' মাত্র কাল এখান থেকে গেছে—এর মধ্যে দেখা কেন?"

"আচ্ছা, তা হ'লে, কালই যাওয়া স্থির। আজ থেকে তোমার মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনে হ'ল, তা'ছাড়া বিক্রীর উপর টাকায় তিন আনা কমিশন। রাহা-খরচ, খাই-খরচ অবশ্য স্বতন্ত্র পাবে। কেমন, রাজী ত'?"

রমাপদ বলিল, "রাজী নিশ্চয়ই। আমি ত' এ কথা জেনেই এসেছি।"

"বেশ, তা হ'লে এ বিষয়েও ও-বেলা যা হয় একটা লেখাপড়া সেরে রাখতে হবে।"

সঙ্কুচিত হইয়া রমাপদ বলিল, "আপনার সঙ্গে আবার লেখাপড়া কেন?"

তারাচরণ সহাস্যমুখে বলিল, "আমার সঙ্গে তোমার লেখাপড়ার দরকার না থাক্‌লেও তোমার সঙ্গে আমার লেখাপড়ার দরকার থাক্‌তে পারে। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর ব'লেই যে আমি তোমাকে ঠিক তেম্‌নি বিশ্বাস করি—তার কি মানে আছে?"

মৃদুমৃদু হাসিতে হাসিতে রমাপদ বলিল "সে কথা ঠিক।"

তারাচরণ বলিলেন, "ব্যবসার ব্যবহারের সঙ্গে 'আত্মীয়তার ব্যবহারের জট পাকিয়োনা রমাপদ; তাতে ব্যবসাও নষ্ট হবে, আত্মীয়তাও নষ্ট হবে।"

কোনো কথা না বলিয়া স্মিতমুখে রমাপদ প্রস্থান করিল।

২৮

সমস্ত পথটা দ্রুতবেগে অতিক্রম করিয়া রমাপদ যখন বাড়ি পৌঁছিল তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রভুর ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া বিশুয়া অবশেষে কুকার মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া ডাল-ভাত চড়াইয়া দিয়াছিল। তরকারি গৃহেই যথেষ্ট ছিল, সরমার নির্দ্দেশ মত বাজার হইতে কিছু টাট্‌কা মাছ কিনিয়া আনিয়া কুটিয়া ধুইয়া মসলা মাখাইয়া রাখিয়াছিল; তাহা ছাড়া দুধ ত' ছিলই।

আহারের ব্যবস্থা এতটা আগাইয়া রহিয়াছে দেখিয়া রমাপদ মনে-মনে প্রসন্ন হইল। সময়ের সুবিধা হইবে বলিয়াই শুধু নহে, উৎসাহের নিপীড়নে ক্ষুধার সঞ্চারও যথেষ্ট হইয়াছিল। সমস্তটা একবার মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইয়া সে বলিল, "সবই ত' বেশ করেছিস্—তরকারিটা চড়িয়ে দিস্‌নি কেন রে?"

রমাপদর অনুযোগের মধ্যে তিরস্কারের চেয়ে প্রশংসারই মাত্রা অধিক উপলব্ধি করিয়া খুসি হইয়া বিশুয়া বলিল, "কি তরকারি হোবে—উতো আপনি ব'লে যান নি বাবু।"

"কি আবার হবে? ডালনা হবে।" বলিয়া রমাপদ ডালনা রাঁধিবার জন্য ষ্টোভ জ্বালিতে উদ্যত হইল। বিশুয়া তাহাকে নিরস্ত করিল; বলিল, ষ্টোভ জ্বালিয়া কি লাভ হইবে; তৎপূর্ব্বে ডালনার তরকারি কোটা আবশ্যক। তখন সমস্যা পড়িয়া গেল ডালনার তরকারি কি প্রকারে কুটিতে হইবে। আলু ডুমা-ডুমা করিয়া কাটিতে হইবে অথবা ফালা-ফালা করিয়া চিরিতে হইবে, বেগুন খোসা শুদ্ধ কুটিতে হইবে, না

খোসা ছাড়াইয়া লইতে হইবে, দুইজনের মধ্যে কাহারো দ্বারা এ সকল দুরূহ সমস্যার যখন কোনো মীমাংসা হইল না তখন রমাপদ বঁটি লইয়া যত সহজে যে তরকারি যেমন ভাবেই হউক কাটা যাইতে পারে অল্পকালের মধ্যে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিল। তাহার পর ষ্টোভ জ্বালিয়া একটা পিতলের কড়া চড়াইয়া দিয়া তাহাতে খানিকটা ঘি ঢালিয়া দিল। ঘি ফুটিয়া উঠিলে তরকারিগুলা তাহাতে ছাড়িয়া দিয়া নুন হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু মসলা হাতের কাছে পাইল সব একটু একটু ফেলিয়া দিল। তাহার পর সহসা মাছের উপর দৃষ্টি পড়ায় মাছগুলা লইয়া কড়ায় ফেলিতে উদ্যত হইল।

দেখিতে পাইয়া বিশুয়া হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল,—"করেন কি বাবু, সব নষ্ট হবে! মাছ কি ডালনাতে দেয়?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রমাপদ বলিল, "দেয়। ডালনাতে মাছ না দিলে মাছের ডালনা কি ক'রে হবে?" বলিয়া মাছগুলা ফেলিয়া দিয়া খুব খানিকটা নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, "বিশুয়া আমি নাইতে চললুম, তুই ঠাঁই ক'রে রাখ। এসেই খেতে বসব।"

স্নান সারিয়া আসিয়া রমাপদ কুকার হইতে ডাল ও ভাত, এবং কড়া হইতে ডালনা লইয়া খাইতে বসিল। ভাতে যতটুকু জল কম হইয়াছিল ডালে ঠিক তার দ্বিগুণ বেশি হইয়াছিল; সুতরাং ডাল-ভাত মাখার পর দেখা গেল পরস্পরের মধ্যে যে সদ্ভাবের ইতিহাস বহুকাল হইতে বিদিত আছে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনো পরিচয়ই নাই। নিরীহ বৈষ্ণব পল্লীতে দুর্দ্দান্ত শাক্তগণের মত জলীয় ডালের মধ্যে কঠিন ভাতের কোনো সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হইল না। ডালনা ঢালিয়া দেখা গেল তাহারও কাহিনী তদ্রূপ;—পরিপূর্ণ অরাজকতার ফলে তরকারি-তন্ত্রের সহিত মসলা-তন্ত্রের আদৌ মিল নাই, এমন কি এক তন্ত্রের পরস্পরের মধ্যেও

প্রত্যেকে গন্ধে বর্ণে এবং স্বাদে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে—হরিদ্রা পড়িয়াছে বলিয়া ধনে-বাটা পড়ে নাই এমন ভুল হইবার কোনো কারণ নাই।

ক্ষুধা ও উৎসাহের তাড়নায় রমাপদ এ সকল কিছুই গ্রাহ্য করিল না—পরিতোষ সহকারে আহার সমাধা করিয়া কাল-বিলম্ব না করিয়া সে বেলা দুইটার মধ্যে ভাগলপুর সিল্কষ্টোরে উপস্থিত হইল ; তাহার পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায় নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়া থান বাছাই করা, দর ফেলা, টিকিট মারা, খাতায় জমা করা প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় কার্য্য শেষ করিয়া নির্ব্বাচিত থানগুলি দুইটি বড় ট্রাঙ্কে বন্ধ করিয়া চাবি লইয়া গৃহে ফিরিল।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া সে সংসারের আসবাব পত্র কতক নিজ গৃহে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল ; খাট পালঙ্ক চেয়ার টেবিল কতক বন্ধু বান্ধবের বাড়ি রাখাইয়া দিল, অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক দ্রব্যাদি কতক বিশুয়াকে দান করিল, কতক বিলাইয়া দিল, কতক বা ফেলিয়া দিল। গৃহস্বামীকে এক মাসের বাড়িভাড়া অগ্রিম দিয়া বাড়ি ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিল—নিজ গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের এবং ভাড়া আদায়ের ভার একজন বন্ধুর উপর প্রদান করিল এবং স্থানীয় এক বিদ্যালয়ে মালীর সহকারীর পদে বিশুয়াকে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিল।

রমাপদর ভাগলপুর পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত বিশুয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, স্কুলে তাহার নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার কথা শুনিয়া তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিশুয়ার কান্না দেখিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল ; বলিল, "কাঁদচিস্ কেন রে বিশুয়া ? চল তোকে হেডমাষ্টার মশায়ের সঙ্গে মোকাবিলা ক'রে দিয়ে আসি।"

কোনো কথা না বলিয়া বিশুয়া সজোরে মাথা নাড়িল।

বিস্মিত হইয়া রমাপদ বলিল, "কেন?—ইস্কুলে চাকরী করতে তোর ইচ্ছে নেই?"

বিশুয়া জানাইল শুধু স্কুলে কেন, কোনোখানে চাকরী করিতেই তাহার ইচ্ছা নাই; রমাপদকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া সে বাড়ি যাইবে। বলিল, "আপনি কবে আসবেন বাবু?"

রমাপদ বলিল, "ঠিক নেই। তিন মাসও হতে পারে, চার মাসও হ'তে পারে।"

"মাইজী কবে আস্‌বেন?"

"তা ত' বল্‌তে পারিনে;—তোর মাইজীই জানেন।"

একটু ভাবিয়া বিশুয়া বলিল, "এখন আমি বাড়ি যাব বাবু। আপনি যখন আসবেন আমাকে খৎ লিখবেন, আমি হাজির হব।"

রমাপদ বলিল, "নিশ্চয় বিশুয়া, আমি এখানে এলে নিশ্চয় তোকে খবর দেবো।"

২৯

যথাসময়ে ভাগলপুর সিল্ক্‌ ষ্টোরে উপস্থিত হইয়া টাকাকড়ি, হিসাব-পত্র ও রেসমের ট্রঙ্ক্‌ দুইটি বুঝিয়া লইয়া রমাপদ ষ্টেশনে রওনা হইল। গাড়ি আসিতে তখনো বিলম্ব ছিল, জিনিসপত্র বিশুয়ার জিম্মায় রাখিয়া সে প্ল্যাটফর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে পড়িল প্রথম যেদিন নরেশ ও সুকুমারীকে নামাইয়া লইতে আসিয়াছিল সেদিনকার কথা। সেদিনও এম্‌নি অধীর আগ্রহে প্ল্যাটফর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল, কিন্তু তখন জানিতে পারে নাই যে, সে আজিকার এই চরম দিনেরই অপেক্ষায়! যে গাছে আজ ফল ধরিয়াছে তাহার বীজ বপন হইয়াছিল সেদিন।

তার পর মনে পড়িল সেদিনের কথা যেদিন সরমা ও ঘিণ্টু কাশী যাত্রা করিল। বুকের মধ্যে সেদিন কি তীব্র বেদনা! উপায়হীন নিরুপায়তার কি মর্ম্মন্তুদ উপহাস! আজও সে দুঃখ মনের মধ্যে কাঁটার মত খচ্‌ খচ্‌ করিতেছে; ঘর ছাড়িয়া, আত্মীয় পরিজন ফেলিয়া সুদূর বিদেশে চলিয়াছে সেই কাঁটা তুলিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে,—অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে কে জানে!

গাড়ি আসিয়া পড়িল;—লোকজন উঠা-নামার ভিড়ের মধ্যে রমাপদ তাহার জিনিসপত্র লইয়া ইণ্টারমিডিয়ট ক্লাসের একটি কামরায় উঠিয়া বসিল। সে কামরায় আর একটি বাঙালী ভদ্রলোক—বয়স বছর পঞ্চাশ হইবে—একখানি বেঞ্চি অধিকার করিয়া বসিয়া ছিল।

গার্ড হুইসিল্‌ দিল, সবুজ নিশান উড়াইল, এঞ্জিন বংশীধ্বনি করিল,—

রমাপদ তাহার মণিব্যাগ উজাড় করিয়া খুচরা টাকা পয়সা যাহা ছিল হাত বাড়াইয়া বিশুয়াকে দিতে উদ্যত হইল। বিশুয়া প্রভুর দান প্রত্যাখ্যান করিল না—দুই হাত একত্র করিয়া গ্রহণ করিল; কিন্তু তাহার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

"বাবু—" বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠ দিয়া আর কোনো কথা বাহির হইল না।

"সাবধানে থাকিস্ বিশুয়া,—ভুলিস্ নে আমাদের!"

গাড়ি নড়িয়া উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বিশুয়া গাড়ির সহিত রমাপদর কামরার সম্মুখে ছুটিতে লাগিল। রমাপদ হাত নাড়িয়া 'কাছে আসিস্‌নে, সরে যা স'রে যা' বলিয়া বারম্বার তাহাকে সাবধান করিতে লাগিল—কিন্তু বিশুয়া নিবৃত্ত হইল না, প্ল্যাটফর্ম্মের শেষপ্রান্ত যেখানে ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে তাহার মুখে আসিয়া সে অবশেষে ধপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। যতক্ষণ দেখা গেল রমাপদ বিশুয়ার চিত্রার্পিতবৎ নিশ্চল মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল।—তাহার বিগত জীবনের শেষ সাথী!—তাহার বিচ্ছিন্ন সংসারের শেষ বন্ধু! দিন দুই পূর্ব্বে তাহাকে ফেলিয়া দুইজন চলিয়া গিয়াছে, আজ সে একজনকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। যে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে শুধু সে-ই কি বেদনা ভোগ করে?—রমাপদ নিজের চিত্তের মধ্যে বিমগ্ন হইয়া দেখিল, সেখানেও ত' মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, সেখানেও ত' সজল-সিক্ত দুর্দ্দিন! এম্‌নি কি সকলেরই হয়?—কে জানে কি হয়!

সড়াৎ—সড়াৎ—সড়াৎ—ঘড়াটক্—ঘড়াটক্। ক্রমবৃদ্ধিশীল বেগে গাড়ি এক লাইন হইতে অপর লাইনে পড়িয়া পড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। আমবাগান ফুঁড়িয়া, ইটখোলা বামে রাখিয়া, জৈন মন্দিরের পাশ দিয়া, গোরস্থান ডানদিকে রাখিয়া ক্রমশঃ তাহার বেগ বাড়িয়া উঠিতেছিল। এই সব বহুপরিচিত দৃশ্য পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে যাইতে রমাপদর মনে

হইতেছিল হয়ত পুনরায় ইহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া আর কখনো ফিরিয়া আসিবে না,—হয়ত আর কোনোদিন এই জৈন মন্দির বামদিকে পড়িবে না,—হয়ত লাইনের নিম্নে অবস্থিত সন্তোত্তীর্ণ শা জঙ্গীর পথ আর উত্তীর্ণ হইবার কারণ ঘটিবে না!

বিদায়, ভাগলপুর, বিদায়! নীড় ভাঙ্গিয়াছে, নিরালম্ব মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ভাসিলাম,—পিছনে পড়িয়া রহিল তোমার শাখা-প্রশাখা তোমার ফুল-ফল, তোমার স্থিতি-স্থৈর্য্য! আবার কোনোদিন তোমার আশ্রয়ে স্থান পাব কিনা জানি না!

তখন রেলগাড়ি পূর্ণবেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল;—রমাপদ কান পাতিয়া শুনিল তাহার মসৃণ গতি ছন্দ বাঁধিয়াছে—চলিলাম, চলিলাম, চলিলাম, চলিলাম! নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া বসিয়া মুক্ত প্রান্তরের সুদূর সীমান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রমাপদ সেই সুরে সুর মিলাইয়া হৃদয়ের তার বাঁধিতে উদ্যত হইল। বৈরাগ্যের নিবিড়-গভীর তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল,—জানিনা কি করিলাম, কোন্ পথ ধরিলাম, কতদূরে চলিলাম, চলিলাম, চলিলাম!

"মশায় কোথায় যাবেন?"

মুখ ফিরাইয়া রমাপদ বলিল, "বোম্বাই।"

"সেইখানেই থাকেন না-কি?"

কথা যাহাতে না বাড়ে—ধ্যান-মাধুর্য্যের অবিচ্ছিন্নতায় বিঘ্ন যাহাতে না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব সংক্ষেপে রমাপদ বলিল, "না।"

অপর পক্ষ কিন্তু আলোচনা সংক্ষেপ করিবার জন্য কিছুমাত্র উৎসুক ছিলেন না; বলিলেন, "ভাগলপুরে থাকেন?"

"হ্যাঁ।"

"বোম্বাই বেড়াতে যাচ্ছেন, না কাজ আছে?"

"কাজ আছে।"

কিন্তু এরূপ উত্তরে কোনো ফল হইল না;—ঔৎসুক্যে এবং ঔদাসীন্যে কথোপকথন বাড়িয়াই চলিল।

"কোনো কারবার টারবার আছে?"

"হ্যাঁ, একটু কারবারই বটে।"

"কি কারবার জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

রমাপদ মনে মনে বলিল, 'আপনি সব পারেন,—খুন করতেও পারেন!' প্রকাশ্যে বলিল, "সিল্ক-কাপড়ের কারবার।"

ঔৎসুক্য অধিকতর উৎসুক হইয়া উঠিলেন; রমাপদর বড় বড় নূতন ট্রাঙ্ক দুটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সঙ্গে থান আছে না কি?"

রমাপদ অপরিচিতের দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া বুঝিল যে, 'না' বলিলে ট্রাঙ্ক খুলাইয়া দেখিবে। বলিল, "আছে"।

"আছে? অনুগ্রহ ক'রে একটু দেখাবেন কি?"

মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া রমাপদ বলিল, "আপনার বিশেষ কোনো দরকার আছে?"

অপরিচিত ব্যক্তি সজোরে হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আপনি দেখচি নূতন ব্যবসায়ী। শুধু দরকার বুঝে কারবার করলে কি কারো চলে? আপনি কি জানেন না পৃথিবীর অর্দ্ধেকের বেশী কারবার অদরকারেই চলে?"

এ কথার উপর কথা বলিতে গেলে বচসা করিতে হয়। অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে ট্রাঙ্ক দুইটি খুলিয়া রমাপদ বস্ত্রাদি দেখাইতে লাগিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ভদ্রলোক দুইটি মূল্যবান্ থান ক্রয় করিলেন—মোট মূল্য হইল পঁয়ষট্টি টাকা। ছ'খানি নোট ও পাঁচটি টাকা রমাপদর হস্তে দিয়া বলিলেন, "সর্ব্বদা ভাগলপুর দিয়ে যাতায়াত করি, কিন্তু ভাগলপুরী

থান কেনবার স্থবিধা হয় না। আজ আপনার কল্যাণে সে স্থবিধা হ'য়ে গেল।"

রমাপদ মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল দুইখানা থানে তাহারই অংশে প্রায় তিনটাকা লাভ—তা ছাড়া ব্যবসায়ীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন ত' পথে পা দিয়াই! ইহা ত' নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ! রমাপদর তিমিরাচ্ছন্ন মনে একটা আলোক-রেখা প্রবেশ করিল।

কথায় কথায় ভদ্রলোকটি রমাপদর অনেক কথাই জানিয়া লইলেন। বলিলেন, "আপনি নূতন বোম্বাই যাচ্ছেন, সেখানে ভাল ভাল লোকের সঙ্গে পরিচয় হবার স্থবিধে আছে ত'?"

রমাপদ বলিল, "খুব বেশি নেই, তবে কিছু আছে।"

"আমি বোধ হয় একটি ভাল লোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবার স্থবিধে ক'রে দিতে পারি। তাঁর নাম রঘুনাথ দাস পরেখ—যেমন মস্ত ধনী, তেমনি উদার অন্তঃকরণ। ঝরিয়াতে আমার কয়লা খনির পাশে তাঁর কয়লার খনি আছে—সেই সূত্রে আলাপ। তিনি বোধ হয় আপনার কিছু উপকার করতে পারবেন।"

রমাপদ বলিল, "অনুগ্রহ ক'রে তাঁর নামে যদি একটা চিঠি দেন।"

"দেবো বলেই ত' বললাম।" ভদ্রলোকটি তাঁহার এটাসি কেস খুলিয়া ভাল চিঠির কাগজ বাহির করিয়া একখানি নাতিদীর্ঘ চিঠি লিখিয়া দিলেন। রমাপদ পড়িয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল—পরিপূর্ণ প্রশংসা-পত্র অথচ রমাপদ যে পত্র-লেখকের সদ্য-পরিচিত সে কথার ইঙ্গিতমাত্র নাই।

শুভ লক্ষণ নিশ্চয়ই!

রমাপদ কৃতজ্ঞচিত্তে বলিল, "শত ধন্যবাদ।"

ভদ্রলোকটি মৃদু হাসিয়া বলিল, "ইংরিজি, না বাঙলা?"

রমাপদ স্মিতমুখে বলিল, "বাঙলা নিশ্চয়ই!"

৩০

সন্ধ্যার পর কিউল ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দুইজন কুলি ডাকিয়া দ্রব্যাদি লইয়া রমাপদ প্ল্যাট্‌ফর্মে নামিয়া পড়িল। সহযাত্রী ভদ্রলোকটির নাম মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি গয়ায় কোনো কার্য্য সারিয়া পরদিন ঝরিয়া যাইবেন।

নমস্কার করিয়া রমাপদ বলিল, "আচ্ছা, আমি তা'হলে আসি, বাঁড়ুয্যে মশা

মুরলীধর প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "আসুন। এতক্ষণ আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে মনটা ভারী আনন্দে কাট্‌ল। এবার কিছুক্ষণ চল্‌বে নিঝ্‌ঝুমের পালা।"

রমাপদ বলিল, "আপনার উপকারের কথা আমার চিরকাল মনে থাক্‌বে।"

মুরলীধর হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মনকে এ-রকম বাজে মালে বোঝাই করবেন না—ভাল জিনিসের জন্যে জায়গা রাখবেন।"

মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া রমাপদ বলিল, "না, না, একটুও বাজে মাল না,—ভাল জিনিসই।" কিছুকাল আলাপ আলোচনার পরই সে মুরলীধরের অমায়িকতা ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বলিল, "আবার কখনো আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে কি না কে জানে।"

সহাস্যমুখে মুরলীধর বলিলেন, "ভগবানের ইচ্ছা থাক্‌লে হবে।" তাহার পর ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন, "সুবিধামত কোনো সময়ে মালপত্র নিয়ে ঝরিয়ায় আস্‌বেন,—কিছু বিক্রী করিয়ে দোবোই।

লোকসান হবে না, মোটের মাথায় কিছু লাভ থাক্‌বে ব'লেই মনে হয়।"

রমাপদর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলিল, "এক পয়সা বিক্রী না হ'লেও মোটের মাথায় লাভ থাক্‌বে। আমি নিশ্চয় যাব।"

"আসবেন।" নিঃশব্দ প্রশান্ত হাস্যে মুরলীধরের মুখ ভরিয়া উঠিল।

দিল্লী-একস্‌প্রেস্‌ আসিতে বিলম্ব ছিলনা,—কুলিরা তাগাদা করিল। পুনরায় মুরলীধরকে নমস্কার করিয়া রমাপদ দ্রব্যাদিসহ সেই প্ল্যাট্‌ফর্মেরই অপরপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। যেদিক হইতে গাড়ি আসিবে রমাপদ চাহিয়া দেখিল সেদিকের আকাশের খানিকটা অংশ অগণ্য লাল সবুজ আলোকে ভরিয়া রহিয়াছে আতসবাজির কদমফুলের মতো। তাহারই মধ্যে দুই একটি সবুজ আলোকের আহ্বানে অনতিবিলম্বে উন্মত্ত বেগে দিল্লী একস্‌প্রেস্‌ প্ল্যাট্‌ফর্মে আসিয়া দাঁড়াইল।

সমস্ত গাড়িতে ভিড়,—দূরগামী গাড়ি হইতে যে দুই চারজন যাত্রী নামিল তাহার দশগুণ যাত্রী উঠিবার জন্য ঠেলাঠেলি লাগিয়া গেল। ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের একটি ছোট কামরা অধিকার করিয়া একটি বাঙালী পরিবার যাইতেছিলেন, সেই গাড়িতে ভিড় কিছু কম ছিল। কুলির মাথায় জিনিস দিয়া বার দুই তিন অন্যান্য কামরার সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া রমাপদ সেই কামরাটির সম্মুখে দাঁড়াইল, কিন্তু জানালার ধারে দুইজন স্ত্রীলোক বসিয়াছিলেন বলিয়া উঠিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

স্ত্রীলোকদ্বয়ের মধ্যে একজন জানালা দিয়া রমাপদর বিপন্ন অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন; ভিতর দিকে মুখ ফিরাইয়া কাহাকেও সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "ওগো, শুনছ? একটি বাঙালী ভদ্রলোক গাড়িতে জায়গা পাচ্ছেন না। ডেকে নাও।"

এ কথা রমাপদ শুনিতে পাইল, এবং তদুত্তরে অপর ব্যক্তি যে উত্তর দিল তাহা যে তাহার পক্ষে উল্লাসজনক নহে তাহাও বুঝিতে পারিল। তখন বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া অন্য কোথাও আশ্রয়ের চেষ্টায় সে প্রস্থানোদ্যত হইল।

দেখিতে পাইয়া স্ত্রীলোকটি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া রমাপদকে বলিলেন, "আপনি এই গাড়িতেই উঠুন। এ গাড়ি আমাদের রিজার্ভ নয়।"

করুণ-নেত্রে যুগপৎ কাতরতা এবং কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া রমাপদ বলিল, "তা না হোক্, আপনাদের অসুবিধা হবে।"

"কিছু অসুবিধে হবে না ; আপনি আসুন।"

অগত্যা দরজা খুলিয়া রমাপদ প্রবেশ করিল, এবং প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে উৎসুক হইল যে ব্যক্তি তাহার উঠিবার প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিল তাহাকে দেখিবার জন্য। দেখিল অপর পার্শ্বের বেঞ্চে শয়ন করিয়া কৃশকায় একটি লোক অর্দ্ধোত্থিত হইয়া অপলক চক্ষে তাহার প্রতি অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। কোটরগত অত ক্ষুদ্র চক্ষুদুটির মধ্যে এত তীব্র দীপ্তি থাকিতে পারে দেখিয়া রমাপদর মনে বিস্ময় এবং উৎকণ্ঠা একই পরিমাণে উৎপন্ন হইল। সঙ্কুচিতভাবে সে বলিল, "এ গাড়িতে উঠে আপনাদের বড়ই অসুবিধা ঘটালাম।"

দৃষ্টি যেমন তীব্র ঠিক তেমনি তীক্ষ্ণ স্বরে সে ব্যক্তি বলিল, "সে জন্যে আমাদের কি করতে বলেন।"

অপ্রতিভ হইয়া রমাপদ বলিল, "আপনাদের কিছুই করতে বলছিনে—আমিই আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।"

"চাচ্ছেন না কি ? বাঁচা গেল !" বলিয়া ধপ্ করিয়া সে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। পর মুহূর্ত্তেই পুনরায় অর্দ্ধোত্থিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "আপনারা ক' জন আছেন ?"

উত্তরে সন্তুষ্ট করা যাইতে পারিবে সেই ভরসায় ঈষৎ উৎফুল্লমুখে রমাপদ বলিল, "আর কেউ নেই—আমি একা।"

"একাতেই বড় বড় এই তিনটে ট্রঙ্ক?—একা না হ'লে আর ক'টা আন্‌তেন?"

অঙ্ক কষিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া নিরুপায় বিমূঢ়তায় রমাপদ রমণী দুটির প্রতি চাহিয়া দেখিল। দেখিল, প্রথমোক্তা রমণীটি প্ল্যাটফর্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে অগ্নি বর্ষণ করিতেছেন,—তাহা যে তাঁহারই আত্মীয় পুরুষটির বিসদৃশ আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। পার্শ্বোপবিষ্টা তরুণীটির মুখ কিন্তু রুদ্ধ-গভীর সুমিষ্ট হাস্যে ভরিয়া গিয়াছিল;—দেখিয়া রমাপদ মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! বুঝিল, ব্যাপারটার মধ্যে কেবলমাত্র উৎকণ্ঠারই নয়,—কৌতুকেরও একটা দিক আছে। তখন তাহার মনের মধ্যে বিরক্তি, বিস্ময় এবং ক্রোধের যে একটা মিশ্র ভাব আসিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহাকে সহজে অপসৃত করিয়া সে নিজের দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিতে মনোযোগী হইল।

বঙ্কের উপর অথবা বেঞ্চির নীচে ট্রঙ্ক্‌গুলি রাখিবার স্থান ছিল না, সে জন্য রমাপদ ষ্টেশনের যেদিকে গাড়ি লাগিবে না সেদিকের দরজার নিকট একটির উপর অপরটি করিয়া তিনটি ট্রঙ্ক্‌ রাখাইল।

"এবার নিজে ওর উপর চড়বেন না কি?"

অবরুদ্ধ হাস্যকে আর নিঃশব্দতার সীমার মধ্যে আটকাইয়া রাখা গেল না, তরুণীর ওষ্ঠাধর অতিক্রম করিয়া তাহার অস্ফুট মৃদু ধ্বনি রমাপদর শ্রুতিগোচর হইল। রৌদ্রের পার্শ্বে ছায়ার মত অপর রমণীর ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখেও নিঃশব্দ-নিরুদ্ধ হাস্য আসিয়া উপস্থিত হইল—তিনটি ট্রঙ্কের উপরে

সেই সু-উচ্চ আসনে চড়িয়া বসিবার প্রস্তাবের মধ্যে এমনই একটা কৌতুকের ব্যঞ্জনা ছিল।

রমাপদও হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "আপনি একটু অপেক্ষা ক'রে দেখুন, ও-রকম অমনুষ্যোচিত কোনো আচরণই আমি করব না।"

রমাপদর উত্তর শুনিয়া রমণী দুইজন ঈষৎ উচ্চ রবে হাসিয়া উঠিলেন।

"দেখা যাক্।" বলিয়া সেই ব্যক্তি ধপ্‌ করিয়া শুইয়া পড়িল।

কুলিদের পাওনা এবং পুরস্কারের দাবী মিটাইয়া রমাপদ ফিরিয়া দেখিল সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে কখন অলক্ষিতে রমণী দুইটি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের ধারের সমস্ত বেঞ্চিটা তাহার জন্য ছাড়িয়া দিয়া মাঝখানের বেঞ্চিতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। সে বেঞ্চিতে চার পাঁচ বছরের একটি বালক ঘুমাইতেছিল—তাহার পদতলে মাত্র ঋজু হইয়া বসিবার মতো উভয়ের স্থান হইয়াছে।

করজোড়ে বিনীত স্বরে রমণীদের উদ্দেশে রমাপদ বলিল, "আশ্রিতকে অপরাধী করবেন না! আপনারা যেমন ছিলেন এসে বসুন। আমি আমার বসবার স্থান ক'রে নিচ্ছি।"

"কোথায় শুনি?"

অর্দ্ধোত্থিত অগ্নি-নেত্র ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রমাপদ বলিল, "ধরুন, আমিইত খোকার পাশে বস্‌তে পারি।"

"একেবারে মাঝ মধ্যিখানে? ও-পাশে ওঁরা, এ-পাশে আমি, আর মাঝখানে আপনি?"

তরুণীটি রমাপদর দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "মা বলছেন আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না—আমাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে না—আপনি বসুন।"

"মাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন, কিন্তু বস্‌তেই যে হবে তার কি মানে আছে ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমি আমার পথটুকু কাটিয়ে দিতে পারব।" বলিয়া রমাপদ দরজার সম্মুখে গিয়ে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন কিউল নদীর পুলের উপর দিয়া গাড়ি সশব্দে চলিয়াছিল।

অস্ফুট বাক্য এবং চলাফেরার শব্দে রমাপদ বুঝিতে পারিতেছিল পিছন দিকে একটা নূতন কোনো ব্যবস্থা হইয়াছে। ক্ষণকাল পরে সে যখন শুনিল "এবার আপনি বসুন।" তখন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মাঝের বেঞ্চি হইতে নিদ্রিত বালকটিকে তুলিয়া পাশের বেঞ্চিতে শোয়ানো হইয়াছে—এবং বাকি অর্দ্ধেক তাহারই উদ্দেশ্যে খালি রহিয়াছে। মাঝের সমস্ত বেঞ্চখানি স্ত্রীলোকদের অধিকারে আসিয়াছে।

আর আপত্তি করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া রমাপদ বেঞ্চির উপর বসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দ্রুত-ধাবমান বাহিরের তিমিরাচ্ছন্ন তরু-পল্লবের দিকে চাহিয়া রহিল।

"বাবা, এবার আপনাকে খাবার দোবো ?"

"রোসো! আগে একটু ঠাণ্ডা হই! জঠরাগ্নি ত' মাথায় চড়েছে!"

"অনর্থক!"

রমাপদ বুঝিল শেষোক্ত বাক্যটি কটুভাষী ব্যক্তির স্ত্রীর ভর্ৎসনা। মনে মনে সে একটু হাসিল,—ভাবিল, লোকে যা বলে ঠিক তাই,—এ সংসারটি একটি চিড়িয়াখানা! কত রকমের লোকই আছে! গয়ার ট্রেনে যাইতেছেন মুরলীধর বাবু, মুখে মিষ্ট কথার মুরলী লাগিয়াই আছে। আর এ ট্রেনে চলিয়াছেন মুদ্গরধর বাবু, হাতে মুগুর ঘুরিতেছেই! অথচ সঙ্গে এ দুটি মাতা-কন্যা,—ঠিক যেন মরুভূমি ভেদ করিয়া মন্দাকিনী! আশ্চর্য্য! এত সন্নিধ্যেও উভয় পক্ষের মধ্যে একটু সামঞ্জস্য হইল না!

কিছুক্ষণ অবিশ্রান্ত ছুটিয়া গাড়ি মোকামা জংশনে আসিয়া দাঁড়াইল। এখানে পঁচিশ মিনিট গাড়ি দাঁড়াইবে—রমাপদ তাড়াতাড়ি নাবিয়া পড়িয়া প্ল্যাট্‌ফর্মে পায়চারী করিতে লাগিল। তবু ত' কিছুক্ষণ দূরে থাকিয়া সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলা যাইবে!

পঁচিশ মিনিটের অবসানে গার্ড হুইসিল্ দিলে রমাপদ গাড়ির উপর উঠিয়া দেখিল তাহার বসিবার স্থানের একাংশ জুড়িয়া এক রেকাব খাবার ও এক গ্লাস জল। খাবার প্রচুর—লুচি, তরকারী, আচার, পাঁপর, নানাবিধ মিষ্টান্ন, ছাড়ানো কমলা লেবু—কিছুরই অভাব ছিল না।

রমাপদ খাবারের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "এ কি খোকার জন্যে?"

কানে আসিল অস্ফুট স্বরে, "বুড়ো খোকার জন্যে।"

কান লাল হইয়া উঠিল। একবার ভাবিল পাত্র শুদ্ধ খাবারগুলা গাড়ির বাহিরে ফেলিয়া দেয়,—কিন্তু সে-রকম কিছু করিবার আগেই শুনিতে পাইল তরুণীটি কাতর কণ্ঠে বলিতেছে, "আপনারই জন্যে মা একটু খাবার দিয়েছেন—না খেলে তিনি ভারী দুঃখিত হবেন!"

এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে চিন্তা করিয়া রমাপদ বলিল, "আচ্ছা," তাহার পর হাত ধুইয়া ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ চিত্তে বসিয়া বসিয়া নিঃশেষে সমস্ত খাবারটি আহার করিয়া গ্লাসের জলে রেকাবটি ধুইয়া রাখিয়া দিল। ঘুমে চোখ ভারী হইয়া আসিয়াছিল—কখন যে সে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কিছুই বুঝিতে পারে নাই;—কোলাহলে যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল তখন সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ি মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছে। তাড়াতাড়ি কুলি ডাকিয়া রমাপদ নামিয়া পড়িল।

প্ল্যাট্‌ফর্ম হইতে সে যুক্ত করে নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনার যত্ন ও দয়ার কথা চিরদিন মনে থাক্‌বে।"

রমণীটি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তা থাকুক্ আর নাই থাকুক্, আর অন্য কিছু যেন মনে না থাকে।"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "আচ্ছা, তাই চেষ্টা করব।"

ও-পাশের বেঞ্চি হইতে শোনা গেল, "যাবার সময়ে দোরটা বন্ধ ক'রে গেলে ভাল হয়।"

মৃদুস্মিত মুখে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া আর একবার রমণীকে নমস্কার করিয়া রমাপদ প্রস্থান করিল।

বম্বে মেল আসিতে প্রায় সাড়ে চারঘণ্টা বিলম্ব ছিল, রমাপদ দ্রব্যাদি লইয়া প্ল্যাটফর্মের উপর একটা বেঞ্চিতে গিয়া বসিল। মনে পড়িল মাত্র আট-দশ মাইল দূরে তাহার স্ত্রী ও পুত্র অবস্থান করিতেছে। ইচ্ছা করিলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তথায় সে উপস্থিত হইতে পারে। মনটা একবার দ্বিধায় দুলিয়া উঠিল। কিন্তু তখনি মনের ভিতরে চারিদিক হইতে যত কিছু কঠোরতা আহরণ করিয়া সে একান্তমনে বলিতে লাগিল, না, না, যত তোমাদের নিকটে যাব, তত তোমাদের কাছ থেকে দূর হব! তোমাদের ছাড়া ভিন্ন তোমাদের পাবার আর অন্য কোনো উপায় নেই!

প্রত্যূষে বম্বে মেল উপস্থিত হইলে রমাপদ কোনো প্রকারে তাহাতে চড়িয়া বসিল। গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে সে উন্মুখ হইয়া কাশীর অভিমুখে চাহিয়া রহিল—ট্রেনের শব্দ তখন পুনরায় সুর ধরিয়াছিল, চলিলাম, চলিলাম, চলিলাম, চলিলাম!

৩১

আষাঢ় মাসের প্রারম্ভ। কয়েকদিন হইতে বর্ষা নামিয়াছে। সমস্ত দিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িয়া বৈকালের দিকেও আকাশ পরিষ্কার হইবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। দোতলার পশ্চিম দিকের বারান্দায় বসিয়া সরমা অমুৎস্থক ভাবে কম্পাউণ্ডের বাহিরে কাশীর রাজপথের লোক চলাচলের দিকে চাহিয়া ছিল। নিকটে একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া স্থকুমারী পশম ও কাঠি লইয়া ঘিণ্টুর জন্য গলাবন্ধ বুনিতেছিল এবং মাঝে মাঝে অপাঙ্গে সরমাকে দেখিতেছিল।

তিন মাস হইল সরমা ভাগলপুর হইতে কাশী আসিয়াছে;—এ তিন মাসের মধ্যে রমাপদর আর কোনো সংবাদই সে পায় নাই, একমাত্র এই সংবাদ ভিন্ন যে, তাহাদের কাশী আসিবার দুই দিন পরেই রমাপদ ভাগলপুর পরিত্যাগ করিয়া বোম্বাই রওনা হইয়াছে, এবং পরে তথা হইতে যে কোথায় সে গিয়াছে তাহার কোনো সন্ধানই জানা নাই। এই তিন মাসের মধ্যে ভাগলপুরের ঠিকানায় রমাপদর নামে চিঠি অনেকগুলিই গিয়াছে—সরমা লিখিয়াছে, স্থকুমারী লিখিয়াছে, নরেশও লিখিয়াছে—কিন্তু না আসিয়াছে সে সব চিঠির উত্তর, না আসিয়াছে সেগুলি ফিরিয়া। রমাপদর জন্য দুশ্চিন্তাই যখন মনের মধ্যে প্রধান বস্তু ছিল তখন সরমা ঘন-ঘন চিঠি লিখিত। কিন্তু নৈরাশ্যের সহিত অভিমান যেমন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল তাহার চিঠি লেখা তেমনি কমিয়া আসিল। অবশেষে কিছুদিন হইতে সে চিঠি লেখা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ভালবাসার সহিত অভিমানের একটা সরল অমুপাতের হিসাব আছে।

যেখানে যত ভালবাসা, অভিমান সেখানে তত বেশি। পানা যেমন ক্রমশঃ পুষ্করিণীর সমস্ত জলকে আবৃত করিয়া ফেলে, অভিমানও তেমনি সমস্ত ভালবাসাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরে। পানার নীচে জলের মত, অভিমানের তলায় সমস্ত ভালবাসাটাই প্রচ্ছন্ন থাকে; কিন্তু তলাইয়া যাহারা না দেখে তাহারা সমস্ত জিনিসটাকেই পানা বলিয়া ভুল করিয়া বসে।

সুকুমারীও এই ভুল করিয়াছিল। সরমা যখন রমাপদকে চিঠিলেখা এবং রমাপদর সংবাদের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ একেবারে বন্ধ করিয়া দিল তখন সে মনে করিল, এতদিনে মন বসিল,—পুত্রের স্বাস্থ্যোন্নতি দেখিয়া সরমা অবশেষে স্বামীর দুঃখ ভুলিল। সে বুঝিল না, যে-কীটকে বাহিরে দেখা যায় না, ভিতরকে সে গভীর ভাবেই জীর্ণ করিয়া দেয়। আজ বর্ষাপরাহ্ণের ম্লান আলোকে সরমার কৃশ-মলিন মূর্ত্তি হঠাৎ চোখে ধরা পড়ায় সুকুমারী বুঝিল নিদানে তাহার ভুল হইয়াছিল, নিবৃত্তি বলিয়া যাহা সে অনুমান করিয়াছিল বস্তুতঃ তাহা নিবৃত্তি নহে,—বৃদ্ধি।

"সরো!"

সুকুমারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সরমা বলিল "কি দিদি?"

"তুই এত রোগা হয়ে যাচ্চিস্ কেন বল্ তো?"

মৃদু হাসিয়া সরমা বলিল, "রোগা? কই আমার ত' মনে হয় না।"

"তোর মনে না হ'লেই ত' হ'ল না;—আমি যে দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

বিরসমুখে সরমা বলিল, "তা-ই যদি হ'য়ে থাকি তাতে এমনই কি হয়েচে দিদি;...যার জন্তে কাশী আসা তার ত' উপকার হ'য়েচে।"

ব্যস্ত হইয়া সুকুমারী বলিল, "ষাট! শনি-মঙ্গল বারে যা-তা কথা ফস্ ক'রে মুখ থেকে বের করতে নেই সরো।" তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "রমাপদর জন্তে বড্ড বেশি ভাবিস,—না?"

মৃদুস্বরে সরমা বলিল, "এমন আর কি ভাবি।"

সুকুমারী বলিতে লাগিল, "এমন যে হবে তা কে জান্‌ত বাপু? আর এমনই বা কি অপরাধ হয়েছে যার জন্যে একেবারে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে! এখন কেবল মনে হয় কি কুক্ষণেই ভাগলপুর যাবার মতি হয়েছিল, আর কি কুক্ষণেই তোর ছেলেটার উপর প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম! হিতে যে এমন বিপরীত হবে তা কে জান্‌ত!"

সরমা বলিল, "তোমার কি অপরাধ দিদি? তুমি যা করেছ তার ফল ত' ভালই হয়েচে। আমার অদৃষ্টে যে দুঃখ লেখা আছে তুমি তার কি করবে বল?"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু তুই বেশি ভাবিস নে সরো, সে যেখানে আছে ভালই আছে। তা ছাড়া, চিঠিপত্র এখান থেকে যা যাচ্চে সমস্তই সে পাচ্চে—নইলে এতদিনে একটাও ত' ফিরে আস্‌ত।"

"তা-ই হবে।" বলিয়া সরমা পূর্ব্বের মত রাজপথের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

সুকুমারী বলিল, "রমাপদর খবরের জন্যে উনিত' অনেককেই চিঠি পত্র লিখ্‌চেন; কিন্তু আমি বলি, এ-সব ব্যাপার চিঠিপত্রের উপর নির্ভর না ক'রে একেবারে জায়গায় গিয়ে প'ড়ে সন্ধান করতে হয়। তা তুই ত' ওঁকে পাঠাবার কথায় কিছুতেই রাজি হ'লি নে। বলিস্ তো আজই ওঁকে পাঠিয়ে দিই।"

সরমা বলিল, "না দিদি,—অনর্থক কষ্ট দিয়ো না—কোথায় জামাই-বাবু তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াবেন? আমাদের খবর নেবার মতন যখন তাঁর অবস্থা হবে তখন আপনিই খবর নেবেন।"

বিস্ময়পূর্ণ স্বরে সুকুমারী বলিল, "বলিস কি সরো! খবর নেবার

মত অবস্থা হ'লে তবে খবর নেবে? আর অবস্থা যদি না হয় তা হ'লে নেবে না?"

সরমা বলিল, "মনের অবস্থাও ত' খবর নেবার মত হওয়া চাই দিদি।"

উত্তেজিত স্বরে সুকুমারী বলিল, "কিন্তু হঠাৎ মনের এমন দুরবস্থাই বা কেন হ'ল তাও ত' বুঝিনে! রোগা ছেলেকে সারাবার চেষ্টা মার পক্ষে কি এত বড়ই অপরাধ? মা না হয়ে আমি যা বুঝতে পারি, বাপ হয়ে রমাপদ তা বুঝ্‌তে পারে না, এতই সে অবুঝ? আমি ত' বাপু, তোর ওপর রমাপদর এ অন্যায় অভিমানের একটুও সুখ্যাতি করতে পারলাম না।"

ঠিক এইখানেই সরমার দুঃখ। ঠিক এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই তাহার মনের মধ্যে দুর্জ্জয় অভিমান উৎপন্ন হইয়াছে। রমাপদর প্রতি তাহার অভিযোগের ইহাই প্রধান কারণ। কিন্তু সত্য হইলেও এটুকু স্বামী-নিন্দা সে অবলীলাক্রমে সহ্য করিতে পারিল না;—বলিল, "অভিমান ত' শুধু আমার ওপরই নয় দিদি,—নিজের ওপরই বোধ হয় তাঁর বেশি অভিমান!"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু নিজের ওপর অভিমান ক'রে তোকে এ-রকম কষ্ট দিয়ে কি পৌরুষ আছে বল ত' শুনি?"

সত্যকে অপছন্দ করা যত সহজ, খণ্ডন করা তত নয়। তাই সরমা এবার আর প্রতিবাদ করিবার মত কোনো কথা না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। যে ব্যাপারের মধ্যে যুক্তির জোর নাই তাহা লইয়া তর্ক করা যাইতে পারে কিন্তু তার বেশি আর কিছুই করা যায় না।

সরমাকে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া সুকুমারী মনে করিল তাহার কথাটা একটু শক্ত হইয়াছে তাই সরমা নীরব হইয়া গেল। দুঃখিত স্বরে সে বলিল, "কিছু মনে করিস নে, সরো, তোর কষ্ট দেখে বড় দুঃখ হয়, তাই এ-সব কথা মুখ দিয়ে বেরোয়।"

একথার কোনো উত্তর দেওয়ার সময় পাওয়া গেল না, নরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার হাতে একখানা চিঠি। বলিল, "রমাপদর চিঠি এসেছে।"

ব্যগ্রস্বরে সুকুমারী বলিল, "চিঠি এসেচে? কি লিখেচে? এ কি তোমার সেই শেষ চিঠির উত্তর?"

নরেশ বলিল, "হ্যাঁ, সেই চিঠিরই উত্তর।"

এই 'শেষ চিঠি' আর 'সেই চিঠি'র একটু বিশেষ অর্থ আছে। রমাপদর নিকট হইতে কোন চিঠির উত্তর না পাইয়া সুকুমারীর পরামর্শে ও প্ররোচনায় নরেশ এই মর্ম্মে রমাপদকে পত্র দিয়াছিল যে তাহার আপত্তি না থাকিলে সরমার সম্মতিক্রমে সে ঘিণ্টুকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া তাহার নামে উপস্থিত অর্দ্ধেক সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছে। সরমাকে সুকুমারী বুঝাইয়াছিল যে, পোষ্যপুত্র লইবার প্রস্তাবের বিষয়ে পত্র পাইলে রমাপদ উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিবে না। আপত্তি জানাইলেও লাভ হইবে,—রমাপদর কতকটা সংবাদ পাওয়া যাইবে। তাই, সেই চিঠির উত্তর আসিয়াছে শুনিয়া সে আগ্রহভরে বলিল, "কি লিখেচে, পড় শুনি।"

চিঠি না পড়িয়া নরেশ বলিল, "ঘিণ্টুকে দত্তক দেবার জন্যে সরমাকে অনুমতি দিয়েছে, আর লিখেছে এই চিঠিই যদি যথেষ্ট না হয়, তা হ'লে তাকে লিখলে উকিলের পরামর্শ মত অনুমতি-পত্র লিখে দেবে।"

শুনিয়া বিস্ময়ে সুকুমারীর মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরিত হইল না, এবং অভিমানে সরমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। যে কথা একজন আশা এবং অপরে আশঙ্কা করে নাই তাহা উভয়কেই বিচলিত করিল, কিন্তু অনেক গভীরভাবে করিল সরমাকে। অনুমতি দিবার এই অকুণ্ঠ অব্যাহত সম্মতিপ্রকাশ রমাপদর পূর্ব্বেকার মনোভাবের সহিত এত অসদৃশ,—স্ত্রী

এবং পুত্রের প্রতি অনাসক্তি ও উপেক্ষা ইহার মধ্যে এত সুপ্রতীয়মান যে. দুঃখে ক্ষোভে ও ক্রোধে সরমার মনের মধ্যে যে বৃত্তি নিমেষের মধ্যে জাগিয়া উঠিল তাহাকে শুধু অভিমান বলিলে লঘু করিয়া বলা হইবে। দীপ্তি হইল দাহ ;—অভিমান হইল অপমান।

চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করা যায় বল ?"

সরমা কিছুই বলিল না,—সে যেমন বসিয়া ছিল পথের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। সুকুমারী বিমূঢ়ভাবে নরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি করবার কথা বল্‌ছ ?"

নরেশ বলিল, "প্রথমত এ চিঠির কি উত্তর দেওয়া যায় ?"

নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর সুকুমারীর আর তেমন আস্থা ছিল না ; বলিল, "তোমরা যা ভাল বোঝ তা কর।"

এ-রকম কথা নরেশকে সে বোধ হয় এই প্রথম বলিল ; এ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে সে নরেশকে তাহার নিজের ইচ্ছামত কাজ করাইয়াছে—নিজের পথে চালাইয়াছে। এমন কি, যে ফল নরেশ তাহার পকেটের ভিতর চিঠির মধ্যে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহা একমাত্র সুকুমারীর বুদ্ধি এবং চেষ্টার পরিণতি ;—কিন্তু হাতে পাইয়াও সে ফল আস্বাদ করিতে তাহার সাহস হইতেছে না। ফল ত' হাতের ভিতর, কিন্তু ফলের ভিতর কি রস আছে কে জানে !

সরমাকে সম্বোধন করিয়া নরেশ বলিল, "তুমি কি বল সরমা ?"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সরমা বলিল, "চিঠিখানা একজন ভাল উকিলকে দেখান। উকিল যদি বলেন এ চিঠি যথেষ্ট হবে না তা হ'লে আর একখানা চিঠি আনাবার ব্যবস্থা করুন।"

সবিস্ময়ে সুকুমারী বলিল, "দত্তক দিতে তুই রাজী আছিস সরো ?"

"আছি!"

"রমাপদর এই রকম চিঠির উপরেও?"

হ্যাঁ, চিঠির উপরেও। চিঠিতে তিনি ত' সম্মতিই জানিয়েছেন।"

"কিন্তু এ-কে কি তুই সম্মতি বলিস্?"

"বলি বই কি। চিঠি প'ড়ে জামাইবাবু যেমন বুঝেছেন তেমনিই ত' আমাদের বললেন।"

নরেশ বলিল, "আমি কিন্তু তোমাকে এ বিষয়ে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম না সরমা। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, রমাপদকে এখানে আনাবার জন্যে কি লেখা যায়।"

নরেশের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া সরমা বলিল, "তাঁকে এখানে আনাবার বিশেষ কোনো দরকার আছে কি জামাইবাবু?"

নরেশের মুখে সমবেদনা এবং প্রীতির সুমিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে স্পষ্টভাবে আলোচনা করলে তুমি হয় ত' একটু লজ্জিত হবে। মাছ ডেঙ্গায় উঠে যদি জিজ্ঞাসা করে, 'জলের কি বিশেষ কোনো দরকার আছে মশায়?'—আমি তার উত্তরে কি বলি বল?"

সরমার মুখে মৃদু হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল, এবং সুকুমারী যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বদ্ধ গুমটের মধ্যে হঠাৎ একটু ফুরফুরে হাওয়া খেলিয়া গেলে যেমন চারিদিক হাল্কা হইয়া উঠে, সামান্য এইটুকু কৌতুক-পরিহাসে তেমনি দুঃখের জমাটটা একটু আলগা হইয়া গেল।

সুকুমারী বলিল, "সময় অসময়, বিষয় অবিষয় জ্ঞান নেই, সব তাতেই ঠাট্টাটুকু করা আছে।" কিন্তু এই ঠাট্টাটুকুর জন্য কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দের চিহ্ন তাহার মুখে-চক্ষে ঢাকা রহিল না।

নরেশ বলিল, "যে সময়ে ঠাট্টা করা চলে সে সময় অসময় নয়, আর

যে বিষয়ে ঠাট্টা করা যেতে পারে সে বিষয় অবিষয় নয়। এ অনেকটা কেউটে সাপের বিষের মত,—সুস্থ সবল লোককে যেমন মারতে পারে—মরণাপন্ন লোককে তেমনি বাঁচাতে পারে। কিন্তু মাত্রা জ্ঞান থাকা চাই!"

স্বামীর প্রতি প্রীতি-প্রসন্নমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া সুকুমারী বলিল, "মাত্রাজ্ঞানের ওপরই একটু নজর দিতে বলছি! ঠাট্টা রেখে এখন বল কোথা থেকে রমাপদ চিঠি দিয়েছে।"

"ঝরিয়া থেকে।"

"ঝরিয়া থেকে?—ঠিকানা কি দিয়েছে?"

চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া দেখিয়া নরেশ বলিল, "মালাবার হিল্ কোল কনসার্ন, ঝরিয়া।"

"সেখানে কি করে, কিছু লিখেছে?"

"না,—বোধহয় চাকরী করে।"

"কেমন আছে, কিছু লিখেছে?"

"না—ভালই আছে নিশ্চয়।"

"চিঠি বাংলাতে লিখেচে, না ইংরাজীতে?"

বাংলায়।"

সুকুমারী চিঠি দেখিতে চাহিল না—ইতিপূর্ব্বে নরেশকে চিঠি পড়িতে বলিলে চিঠি না পড়িয়া নরেশ পকেটে পুরিয়াছিল সে কথা তাহার মনে ছিল। সে বুঝিল চিঠি দেখাইতে নরেশের আপত্তি আছে—অন্ততঃ সরমার সম্মুখে।

নরেশ বলিল, "এখন তোমাদের পরামর্শ কি?"

সুকুমারী বলিল, "সেটা তোমার অসাক্ষাতে ক'রে তারপর তোমাকে জানাব—এখন তুমি পালাও।"

নরেশ প্রস্থান করিল।

সুকুমারী বলিল, "সরো, চিঠিখানা দেখতে চাস্?"

সরমা বলিল, "না।"

"ঝরিয়া যাবি?"

"না।"

"ওঁকে পাঠাবো?"

"না।"

"চিঠি লেখ্ তা হ'লে।"

"না।"

"না, তবে মর্!"

সরমা হাসিয়া বলিল, "সেটা হাতের মধ্যে থাকলে ত' বাঁচতুম!"

পুরুষের ভাগ্যের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে যে প্রবচন বহুদিন হইতে চলিত আছে রমাপদর জীবনে তাহা আর একবার প্রমাণিত হইবার উপক্রম করিল। ভাগলপুরে রেলগাড়িতে প্রবেশ করিবার অল্প পরেই ভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রসন্নতার যে চিহ্ন প্রথম দেখা দিয়াছিল বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিবার পর হইতে গত তিন মাস ধরিয়া ক্রমশঃই তাহা বৃহত্তর আকার ধারণ করিয়াছে। উপস্থিত সে ঝরিয়ায় মালাবার হিল্ কোল্ কন্‌সার্নে অবস্থান করিতেছে; কেমন করিয়া, তাহার একটু ইতিহাস বলা দরকার।

বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়া রমাপদ জিনিসপত্র লইয়া উপস্থিত হইল প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীটে একটি সুবিখ্যাত দেশী দোকানে। ইহারা বহুদিন হইতে তারাচরণের গ্রাহক, দোকানের প্রধান অংশীদারের নামে তারাচরণ রমাপদর পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। দোকানের একজন কর্ম্মচারীর সহায়তায় নিকটের একটি পান্থশালায় রমাপদ তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইল। বোম্বাই মহার্ঘ স্থান, কিন্তু সে হিসাবে এ পান্থশালার দাবী-দাওয়া অপেক্ষাকৃত অল্প।

কয়েকদিনের মধ্যে রমাপদ তাহার নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যের অধিকাংশ শেষ করিয়া ফেলিল। বোম্বাইয়ের আট দশখানি বড় দোকান হইতে সে বেশ বড় বড় অর্ডার সংগ্রহ করিয়া সুলিখিত উপদেশ সহ আদেশ-পত্রগুলি ভাগলপুরের দোকানে পাঠাইয়া দিল। যে মাল সে ভাগলপুর হইতে আনিয়াছিল তাহা নিঃশেষে একটি দোকানে সুবিধা দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিল এই সর্ত্তে যে, যতদিন সে বোম্বাই ত্যাগ করিয়া না যাইবে

ততদিন মালগুলি তাহার কাছে অর্ডার সংগ্রহ করিবার জন্য নমুনা স্বরূপ থাকিবে। ভাগলপুরের দোকানের ঠিকানা সহ বহুসংখ্যক হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া দোকানে দোকানে এবং বাড়িতে বাড়িতে বিতরণ করাইল; একটি বিখ্যাত সিনেমাতে কয়েকদিন রেশমী বস্ত্রাদির বিজ্ঞাপন দেওয়াইল; এবং তাহার পর একদিন প্রাতে মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয়-লিপি লইয়া সে মালাবার হিলে রিজ্‌ রোডে রঘুনাথ দাস পরেখের গৃহে উপস্থিত হইল।

রঘুনাথ দাসের বৃহৎ অট্টালিকা, চতুর্দ্ধিকে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ; তাহার দিকে দিকে ছোট ছোট সুনির্ম্মিত গৃহ,—কোনোটি ম্যানেজারের অফিস, কোনোটি মাল-পত্রের ভাণ্ডার, কোনোটি বা আর-কিছু; প্রবেশ-দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী; সম্মুখের বারান্দায় তিনচার-জন সুসজ্জিত আরদালী; পাশের ঘরে প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারী; তাহার পিছনে রঘুনাথ দাসের অফিস-রুম। গেট্‌ অতিক্রম করিয়া কাঁকর বিছানো দেবদারুনিবদ্ধ পথ বাহিয়া রমাপদ বারান্দায় উপস্থিত হইল।

একজন আরদালী রমাপদর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "কাকে চান আপনি?"

পকেট হইতে মুরলীধরের চিঠি বাহির করিয়া আরদালীর হাতে দিয়া রমাপদ বলিল, "মিষ্টার পরেখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।"

চিঠি লইয়া আরদালী দ্রুতবেগে সেক্রেটারীর কক্ষে প্রবেশ করিল এবং ক্ষণপরে বাহিরে আসিয়া রমাপদকে আহ্বান করিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমাপদ দেখিল একটা সুবৃহৎ সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে একটি সুশ্রী যুবক বসিয়া কাগজ-পত্র দেখিতেছে, দক্ষিণদিকে অনেকগুলি ফাইল সাজানো, যে-গুলি দেখা হইয়া গিয়াছে বাম দিকে গিয়া সে-গুলি জড়ো হইয়াছে।

রমাপদকে অভিবাদন করিয়া একটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া সেক্রেটারী বলিল, "বসুন।" তাহার পর এক টুকরা কাগজ ও পেন্সিল লইয়া রমাপদর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার নাম এবং দেখা করিবার উদ্দেশ্য অনুগ্রহ ক'রে বলবেন কি ?"

রমাপদ বলিল, "আমার নাম আর, ব্যানার্জি ; দেখা করবার উদ্দেশ্য সামান্য যা-একটু আছে চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবেন।"

"চিঠি কে লিখেছেন জান্‌তে পারি কি ?"

একটু ভাবিয়া রমাপদ বলিল, "মিষ্টার মুরলীধর ব্যানার্জি।" নামটা হঠাৎ তাহার মনে পড়িতেছিল না।

সেক্রেটারীর মুখে একটু যে দীপ্তি খেলিয়া গেল তাহা হইতে রমাপদ বুঝিল এ গৃহে মুরলীধর বাবুর প্রতিষ্ঠা আছে। বলিল, "মিষ্টার পরেশের সঙ্গে আজ আমার দেখা হওয়া সম্ভব হবে কি ?"

"মিষ্টার ব্যানার্জির চিঠি যখন আছে—নিশ্চয় হবে।" বলিয়া সেক্রেটারী কাগজের টুকরায় সামান্য-কিছু লিখিয়া মুরলীধরের চিঠি সহ তাহা রঘুনাথ দাসের নিকট পাঠাইয়া দিল। একটু পরেই রমাপদর ডাক পড়িল।

রঘুনাথ দাসের ঘরে উপস্থিত হইয়া রমাপদ দেখিল ঘরটি পরিচ্ছন্ন কিন্তু স্বল্প-পরিসর, আসবাব-পত্র অল্প এবং কাগজ-পত্র ততোধিক অল্প। এত বড় ব্যবসায়ীর অফিস্ রুম দেখিয়া রমাপদ বিস্মিত হইয়া গেল। এ যেন কমলার আরাধনা মন্দির নয়,—বাণীর কমলাসন। সৌম্য, শান্ত সহাস্য-মুখ রঘুনাথকে দেখিয়া মনে হয় না যে, ইনি একজন বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন এমন সমৃদ্ধ ব্যবসাদার যাঁহার বাৎসরিক লাভের অঙ্ক প্রায় অষ্টাঙ্করে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু কিছু পরেই রমাপদ বুঝিতে পারিল ব্যবসারের যে বিপুল দেহটি বঙ্গদেশ হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া পড়িয়া আছে

এই ক্ষুদ্র কক্ষটি তাহার স্থির অচপল মস্তিষ্ক,—যাহা অপর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

রঘুনাথ অর্দ্ধোত্থিত হইয়া রমাপদর করস্পর্শ করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "আপনি মুরলীবাবুর কোনো আত্মীয় কি?"

আসন গ্রহণ করিয়া রমাপদ বলিল, "আজ্ঞে না, তাঁর সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা নেই।"

"আপনিও ব্যানার্জি ব'লে আমার সে সন্দেহ হয়েছিল।"

তাহার পর কথায় কথায় রঘুনাথ দাস রমাপদর অনেক কথা জানিয়া লইলেন। ব্যবসায়ে রমাপদ নূতন ব্রতী বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "দেখুন মিষ্টার ব্যানার্জি, যে ব্যবসায়ে আপনি ঢুকেচেন তাতে উন্নতির সুযোগ যে নেই তা নয়। সে বিষয়ে আমার দ্বারা যতটা সাহায্য পাবার তা আপনি নিশ্চয় পাবেন। কিন্তু যতই হোক, আপনার মত সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান একজন যুবক এই সামান্য কেনা-বেচার কারবারে কেন নিজেকে বেঁধে রাখ্‌বেন? ব্যবসাই যদি করতে হয় তা হ'লে আপনি ব্যবসার বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করুন না?"

রমাপদ বলিল, "কিন্তু প্রবেশ করবার সুযোগ হওয়া চাই ত'।"

"ধরুন, আমিই যদি সে সুযোগ ক'রে দিই।"

আগ্রহ ভরে রমাপদ বলিল, "অনুগ্রহ ক'রে কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে খুলে যদি বলেন, আমি বুঝতে পারি।"

রঘুনাথ দাস বলিলেন, "ঝরিয়ায় আমার একটা বেশ বড় ফার্ষ্ট ক্লাস কোলিয়ারী আছে। আমি নিজে সেটাকে যথোচিত ভাবে দেখতে পারিনে ব'লে কয়েক বছর থেকে সেটা লোকসানের কারবার দাঁড়িয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পরিচালনার মধ্যে সততার মাত্রা যদি একটু বাড়ানো যায় তা হ'লে ব্যাপারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে লাভজনক হ'য়ে দাঁড়ায়। ধরুন,

আমি যদি আপনাকে সেই কোলিয়ারির জেনারেল্ ম্যানেজার ক'রে দিই।"

শুনিয়া রমাপদ চমকিয়া উঠিল; বলিল, "জেনারেল্ ম্যানেজার?—কিন্তু আমার ত' সে বিষয়ে কোনো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা নেই মিষ্টার পরেশ!"

রঘুনাথ স্মিতমুখে বলিলেন, "কোলিয়ারিতে আমি যে-সব লোক নিযুক্ত করেছি তাদের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা আছে, তা সত্ত্বেও যখন ব্যবসাটাতে লোকসান হচ্চে তখন একজন অনভিজ্ঞ লোকের সংস্রব ক'রে দিয়ে দেখলে মন্দ হয় না। সাধারণ ব্যবসা-তন্ত্রের এই সত্যটুকু আমি বুঝেছি যে, অভিজ্ঞ লোকেরা বাস্তবিকই ভয় করে সেই অনভিজ্ঞ লোককে যে একমাত্র লাভ ভিন্ন আর কিছুই বোঝে না।" বলিয়া রঘুনাথ হাসিতে লাগিলেন।

রমাপদ স্মিতমুখে বলিল, "সে কথা এক হিসাবে ঠিক—কারণ লোকসানের হিসাব বোঝবার যার ক্ষমতা আছে তাকে লাভ কেন হচ্চে না বুঝিয়ে দেওয়া কতকটা সহজ।"

রঘুনাথ বলিলেন, "ঠিক তাই।" তাহার পর একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যদি কোনো আপত্তি না থাকে তা হ'লে আপনার উপস্থিত মাসিক উপার্জ্জন কত, বলবেন কি মিষ্টার ব্যানার্জি?"

রমাপদ বলিল, "কোনো আপত্তি নেই মিষ্টার পরেশ। আমি মাহিনা পাই মাসিক চল্লিশ টাকা—তা ছাড়া বিক্রয়ের উপর টাকায় তিন আনা হিসাবে কমিশন।"

"তাতে কত হয়?"

"এ পর্য্যন্ত ত' হবার সময় আসে নি—তবে বোধ হয় পঞ্চাশ ষাট টাকার বেশি হবে না।"

একটু ভাবিয়া পরেশ বলিলেন, "আমি যদি আপনাকে জেনারল ম্যানেজার ক'রে পাঁচশো টাকা মাইনে দিই আপনি রাজি হবেন কি ?"

রমাপদ তাহার বিস্ময় গোপন করিতে পারিল না—বিস্ফারিত নেত্রে বলিল, "পাঁচশো টাকা !"

পরেশ বলিলেন, "তা ছাড়া, যে-দিন থেকে লাভ আরম্ভ হবে টাকায় এক-আনা লাভের অংশ। সময়ে সেটা মাইনের টাকাকে বহুবার অতিক্রম ক'রে যেতে পারে।" পরে হাসি মুখে বলিলেন, "আপনাকে পাঁচ শ' টাকা মাইনে দেবার একটা কারণ আপনার অধীনে যাদের কাজ করতে হবে তাদের মধ্যে কারো-কারো মাইনে চার শ' টাকা আছে।"

সবিস্ময়ে রমাপদ বলিল, "কিন্তু আমার জন্যে এতটা আপনি কেন করবেন মিষ্টার পরেশ ? অভিজ্ঞতার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, আমার শক্তি-সামর্থ্য-সততা সম্বন্ধে আপনি ত' কিছুই জানেন না।"

রঘুনাথ দাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আমি না জানি, মুরলীবাবু হয়ত' কিছু জানতে পারেন।"

মাথা নাড়িয়া রমাপদ বলিল, "তিনিও কিছুই জানেন না। তাঁর সঙ্গে আমার ঘণ্টা তিনেকের পরিচয় বোম্বাই আস্‌বার পথে রেল-গাড়িতে।"

সবিস্ময়ে রঘুনাথ দাস বলিলেন, "শুধু তাই ?—তার আগে কিছু নয় ?"

"কিছু মাত্র নয়।"

আর একবার মুরলীবাবুর চিঠির উপর ত্বরিত দৃষ্টি বুলাইয়া রঘুনাথ বলিলেন, "তবে তিনি এ রকম পরিচয়-লিপি দিলেন কি ক'রে ?"

"একমাত্র সহৃদয়তা ভিন্ন অন্য কোনো কারণ ত' দেখ্‌তে পাই নে।"

একটু চিন্তা করিয়া রঘুনাথ দাস পরেশ বলিলেন, "আচ্ছা আজ এই

পর্য্যন্ত। কাল বৈকাল ৫টায় একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারবেন কি ?"

"নিশ্চয় পারব মিঃ পরেখ !"

"আচ্ছা, তা হ'লে তাই আস্‌বেন।"

রমাপদ প্রস্থান করিলে রঘুনাথ দাস তাঁহার সেক্রেটারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঝরিয়ার মুরলীধর ব্যানার্জির নামে রিপ্লাই প্রি-পেড তার কর এই মর্ম্মে যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে রেলগাড়িতে আলাপ হওয়ার আগে তিনি রমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে—যাকে আমার নামে চিঠি দিয়েছেন—জান্‌তেন কি-না।"

পরদিন সকালবেলা মুরলীধরের নিকট হইতে উত্তর আসিল, মাত্র রেলগাড়ির অল্পক্ষণের পরিচয় ভিন্ন রমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আর কোনো পরিচয়ই নাই। টেলিগ্রাফের মর্ম্মে রঘুনাথ সন্তুষ্ট হইলেন।

বৈকালে রমাপদ আসিলে তিনি বলিলেন, "মাসিক পাঁচশ টাকা মাহিনা ও লাভের এক-আনা অংশে আপনাকে জেনারল ম্যানেজার নিযুক্ত করতে আমি স্বীকৃত। আপনি স্বীকৃত ত' ?"

রঘুনাথ দাসকে বিশেষরূপে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাইয়া রমাপদ বলিল, "আমি নিশ্চয়ই স্বীকৃত, যদি না আমার বর্ত্তমান মনিবের কোনো আপত্তি থাকে।"

রমাপদর সততায় হৃষ্ট হইয়া পরেখ বলিলেন, "সে ভাল কথা। আপনি তাঁকে চিঠি লিখুন। কিন্তু তিনি কখনই আপত্তি করবেন না।"

সেই দিনই রমাপদ সমস্ত কথা খুলিয়া তারাচরণকে পত্র দিল। পত্র-শেষে লিখিল, "এই যে সৌভাগ্য, এর মূলে আপনিই। আপনার যদি আপত্তি থাকে আমি অবলীলাক্রমে ইহা পরিত্যাগ করিব।"

সাত দিন পরে তারাচরণের পত্র আসিল। তিনি লিখিলেন, "আমি

তোমার উন্নতি কামনাই করি—তোমার উন্নতির পথে বিঘ্ন হইতে চাহি না। তোমার উন্নতিতে আমি অতিশয় সুখী—কিন্তু তোমাকে ছাড়িতে হইল ইহাতে আমি দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। তোমার অল্পদিনের কাজে তুমি যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছ, জীবনে তুমি সফলতা লাভ করিবে। আমি তোমাকে তোমার প্রার্থনা-মত অনুমতি দিলাম।”

ইহার চার পাঁচ দিন পরে রঘুনাথ দাসের নিকট হইতে নিয়োগ-পত্র এবং ঝরিয়ার সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর উপর উপদেশ-পত্র লইয়া রমাপদ ঝরিয়া যাত্রা করিল। বিদায় কালে রঘুনাথ দাস বলিলেন, “ঠিক তোমারি মত বিনা শিক্ষায় বিনা অভিজ্ঞতায় আমি হঠাৎ একদিন এক দায়িত্ব-পূর্ণ কারবারের শীর্ষস্থান লাভ ক’রেছিলাম। আমি আমার মনিবকে ঠকাই নি ব’লে আমাকেও ঠকতে হয় নি।”

রমাপদ বলিল, “আমাকে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আপনার পদাঙ্ক যেন অনুসরণ করতে পারি।”

অগ্রিম পাওয়া টাকায় উপযুক্ত বস্ত্রাদি এবং দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সুসজ্জিত হইয়া রমাপদ সন্ধ্যার পর ভিক্টোরিয়া টরমিনস্‌ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিল কলিকাতা-মেলের একটি ফাষ্ট´ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে তাহার নামে একটি সীট্‌ রিজার্ভ রহিয়াছে। একটি ইংরাজ রেল-কর্ম্মচারী ত্বরিত পদে সেখানে আসিয়া বলিল, “স্তর্‌, আপনার কোনো উপকারে আসতে পারি কি-?”

রমাপদ বলিল, “ধন্যবাদ। কোনো প্রয়োজন নেই।”

গাড়ি ছাড়িতেই গভীর-বিদ্ধ হৃদয়ে রমাপদ শুইয়া পড়িল। হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া সে শুনিল গাড়ির চাকা যেন বলিতেছে—চলিলাম, চলিলাম—আরো দূরে চলিলাম—না জানি কি করিলাম—কোন পথ ধরিলাম!

৩৩

পরদিন রমাপদর যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন গাড়ি সাতপুরা গিরি-শ্রেণীর উপত্যকা দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। রৌদ্র তখনো উঠে নাই, কিন্তু প্রত্যূষের অনুজ্জ্বল আলোকে কামরাটি ভরিয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল অলসভাবে পড়িয়া থাকিয়া রমাপদ শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। সহযাত্রী ইংরাজ যুবকটি পূর্ব্বেই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ল্যাভেটরীতে প্রবেশ করিয়াছে। উপর বার্থের ভাটিয়া ব্যবসাদার রাত্রেই কোন্ সময়ে কোথায় নামিয়া গিয়াছে জানা যায় নাই।

বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ রমাপদ বাহিরের বিচিত্র দৃশ্যরাজির দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল ঘুম ভাঙ্গিয়াই এতক্ষণে সে যেন বাস্তব হইতে স্বপ্ন-জীবনে প্রবেশ করিল। এই পাহাড়-পর্ব্বত, গাছ-পালা, নদী-নালা, কানন-প্রান্তর, এই সুপরিচ্ছন্ন ফার্ষ্ট্‌ক্লাস্ কম্পার্টমেণ্ট, এই সুসজ্জিত ইংরাজ সহযাত্রী এবং তাহার মূল্যবান সুবৃহৎ চামড়ার পোর্ট্‌ম্যাণ্টোর ডালায় শাদা রঙে নাম আর পাশে পি-অ্যাণ্ড-ও জাহাজ কোম্পানীর সবুজ রঙের লেব্‌ল; এই প্রভাতকালের অপ্রদীপ্ত স্নিগ্ধ আলো;—সমস্তই মনে হইল যেন অপরিসীম রহস্যের কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট। এ-যে স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়, এ-যে সত্য, বাস্তব, চেতনা-সহ,—তাহা সহজে উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া উঠিল! কয়েকদিন পূর্ব্বে সে এই পথেই বোম্বাই গিয়াছিল একজন নিতান্ত সাধারণ মধ্যম শ্রেণীর যাত্রী, দুঃখে দারিদ্র্যে অবসন্ন;—আর আজ সেই পথেই ফিরিয়া চলিয়াছে ফার্ষ্ট্‌ক্লাসের সুখ-শয্যায় দুলিতে দুলিতে!

রমাপদর মনে মনে হাসি পাইল,—এ-ও হয়! মনে হইল যেন তাহার

সৌভাগ্য বোম্বাইয়ের লোকারণ্যে এতদিন হারাইয়া ছিল, দৈবাৎ সন্ধান পাইয়া সেটি হাতে লইয়া সে ফিরিয়া যাইতেছে। এ যেন ঠিক পরশ-পাথর—এক নিমেষে তাহার সমস্ত দুঃখের লোহাকে সোনা করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু রঙই কেবল বদলাইল—ভার ত' কিছু মাত্র কমিল না! যাহা ছিল দুঃখের বোঝা, সুখের বোঝা হইয়া তাহা যেন আরো দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। রমাপদর আশঙ্কা হইল এই অসময়ের সম্পদলাভ হয় ত' তাহার বিশেষ কিছু কাজে লাগিবে না—রোগীর মৃত্যুর পরে ঔষধ পাওয়ার মত এ শুধু না-পাওয়ার দুঃখটাকেই মনের মধ্যে জাগাইয়া রাখিবে। অনাবশ্যক সম্পদ বহন করিবার দুশ্চিন্তায় রমাপদর চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

খুট্‌ করিয়া দরজা খোলার শব্দ হইল। ল্যাভেটরী হইতে একটি তরুণ বয়স্ক ইংরাজ যুবক বাহির হইয়া রমাপদর দিকে সহাস্যমুখে চাহিয়া বলিল, "গুড্‌মর্ণিং মিষ্টার ব্যানার্জি। ঘুম ভাঙলো?"

রমাপদ অপাঙ্গে একবার পূর্ব্বোক্ত পোর্টম্যান্টোর ডালাটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতমুখে বলিল, "গুডমর্ণিং মিষ্টার বার্লে! রাত্রে ঘুম হয়েছিল ত'?"

"ধন্যবাদ। মন্দ হয় নি—যদিও গরমে সামান্য কষ্ট হয়েছিল।"

রমাপদ সহাস্যে বলিল, "গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষে প্রথমে এসে এক হিসেবে আপনি ভালই করেছেন মিষ্টার বার্লে। দেশবাসীর কাছ থেকে যেমনই হোক্, দেশের কাছ থেকে আপনি যে বেশ warm reception পাবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

রমাপদর কথা শুনিয়া বার্লে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল; বলিল, "কিন্তু আরো বেশি warm পাবো না ত'?"

"নিশ্চয় পাবেন। এ তো কিছুই নয়।"

বার্লে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "Good Gracious! তারপর হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেশ যেমন গরম দেশবাসী ঠিক তেমনি ঠাণ্ডা—এ আপনাদের ভারতবর্ষের একটি রহস্য।"

রমাপদ বলিল, "ঠিক যেমন,—দেশ যেমন ঠাণ্ডা দেশবাসী তেমনি গরম—আপনাদের ইংল্যাণ্ডের একটি রহস্য।"

"তা' বটে!" বলিয়া বার্লে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

যথাকালে রেস্তরাঁকারে প্রাতরাশ শেষ করিয়া নিজেদের কম্পার্ট-মেণ্টে ফিরিয়া আসিয়া রমাপদ ও বার্লে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। ভারতবর্ষে সদ্যাগত এই ইংরাজ যুবকটি ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসীদের জানিবার এবং বুঝিবার জন্য ব্যস্ত। যে দেশ ইংরাজ গভর্মেণ্টের কল্প-বৃক্ষ, যে দেশ ইংরাজ ব্যবসাদারের কামধেনু, যে দেশের খনিতে রত্নের, অরণ্যে বাঘের, বিবরে সাপের, ধর্ম্মে কুসংস্কারের, সমাজে দুর্নীতির, অধ্যাত্মতত্ত্বে নিগূঢ়তার বিবিধ বিচিত্র কাহিনী বাল্যকাল হইতে শুনা আছে সে দেশের তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাহার মনে ব্যগ্রতার সীমা ছিল না। বিভিন্ন-ধর্ম্ম-জাতি-সংস্কারের আধার এই বিশাল, বিপুল, বিস্তৃত মহাদেশটির পরিচয় পাইবার জন্য ইহার মাটিতে পদার্পণ করিয়া অবধি তাহার চেষ্টা। মাত্র তিন দিন হইল সে জাহাজ হইতে নামিয়াছে, কিন্তু এই নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে সে যাহা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, আর বুঝিয়াছে, ভুল হউক ভ্রান্ত হউক তাহার পরিমাণ আর পরিন্যাস দেখিয়া রমাপদ বিস্মিত হইয়া গেল। তথ্য সংগ্রহের জন্য কোনো রকম সুযোগকে সে এ তিন দিনের মধ্যে অবহেলা করে নাই—এমন কি সামান্য মুটে মজুরকে পর্য্যন্ত নয়। কাল রাত্রেও রমাপদকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছিল, কিন্তু আজ সে প্রশ্নে প্রশ্নে একেবারে

বিব্রত হইয়া উঠিল। দেশের কত কথাই সে জানে না কত প্রশ্ন হইতে যে তাহা বুঝিতে পারিল তাহার ঠিক নাই।

বার্লে বলিল, "মিষ্টার ব্যানার্জ্জি, আপনাদের দেশের খবর একটু ভাল ক'রে যাতে পেতে পারি তার ইঙ্গিত আমাকে কিছু দিতে পারেন কি?"

রমাপদ বলিল, "একজন বিদেশীর পক্ষে যে-কোনো দেশের ঠিক খবর পাওয়া ভারি কঠিন। দেশের খবর যদি জানতে চান তা হ'লে দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করবেন।"

মৃদু হাস্য করিয়া বার্লে বলিল, "তা নিশ্চয়ই করব—কিন্তু চেষ্টা কেন? সে বিষয়ে বাধা কিছু আছে না-কি?"

"যথেষ্ট আছে।"

বার্লে সবিস্ময়ে বলিল, "যথেষ্ট আছে? কোন পক্ষ থেকে?"

"উভয় পক্ষ থেকেই। উত্তম পক্ষে অবজ্ঞার শেষ নেই ব'লে অধম পক্ষে বিশ্বাসের সুরু নেই।"

"কিন্তু আমার পক্ষ থেকে অবজ্ঞা হবে না এ আমি আশা করি।"

রমাপদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি আশা করেন, আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু জন্ ডোর দোষে রিচার্ড রো মারা যায় তা জানেন ত'? আপনি যে জন্ ডো নন, এ কথা বিশ্বাস করানো সহজ হবে না।"

বার্লে বলিল, "কিন্তু আপনার আচরণ দেখে তা'ত মনে হয় না!"

রমাপদ বলিল, "আপনি একজন ভারতবর্ষীয়ের সঙ্গে এত অল্প কালের পরিচয়ে যে ভাবে আলাপ করছেন, ইংরাজ ব'লে পরিচয় না দিলে, আমি নিশ্চয় মনে করতাম আপনি একজন ফ্রেঞ্চম্যান। আমার মনে হয় অন্ততঃ আপনার মামার বাড়ি ফ্রান্সে।"

বার্লে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ইংরাজদের এত অসামাজিক ব'লে

মনে করেন কেন? তারা কি আপনাদের সঙ্গে সমাজে মেলামেশা করে না?”

“অফিসকে যদি সমাজ বলেন, আর কারবারকে যদি মেলামেশা বলেন, তা হ’লে করে। এ আমি আপনাকে নিশ্চয় বলতে পারি মিষ্টার বার্লে, সমস্ত ভারতবর্ষে দশজন ইংরেজেরও ভারতবর্ষীয় বন্ধু নেই।”

সহাস্যমুখে বার্লে জিজ্ঞাসা করিল, “কিন্তু দশজন ভারতবর্ষীয়ের ইংরাজ বন্ধু আছে কি?”

“না থাক্‌লেও, আপনি কিছুদিন ভারতবর্ষে থাক্‌লে দশজনের অনেক বেশিরই থাক্‌বে।”

বার্লে কোনো উত্তর না দিয়া হাসিতে লাগিল।

একটু পরে ট্রেন থামিল একটা বড় ষ্টেশনে। প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের দিকের বেঞ্চে বার্লে বসিয়াছিল, অপর দিকে ছিল রমাপদ। প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম একটু নীচু, তাই প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম হইতে রমাপদকে দেখা যাইতেছিল না। একটি ইংরাজ দম্পতি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, পুরুষটি হাতল ঘুরাইয়া দোর খুলিয়া রমাপদকে দেখিয়াই বন্ধ করিয়া দিল। স্ত্রীকে কৈফিয়ৎ দিল, “A native inside.”। কথাটা স্ত্রী ছাড়া আর কাহাকেও শুনাইবার ইচ্ছা ছিল না, মৃদু স্বরেই বলিয়াছিল, কিন্তু শুধু বার্লেরই নয়, রমাপদরও কানে তাহা প্রবেশ করিল।

দুই মিনিট পূর্ব্বে রমাপদ যে অনুযোগ করিয়াছিল হাতে হাঁতে তাহার এমন প্রমাণ পাইয়া বার্লের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সেই ইংরাজটি তাহার স্ত্রীকে লইয়া অন্য কম্পার্টমেণ্টের সন্ধানে যাইতেছিল, বার্লে জান্‌লা দিয়া মুখ বাড়াইয়া প্রবল স্বরে বলিল, “A native certainly; but does that matter much?”

পুরুষটি বার্লের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, “Much, Much,

Much !" তারপর সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "Seems to be a new-comer.", বলিয়া পাশের কামরায় প্রবেশ করিল।

রমাপদ বলিল, "এই সামান্য কারণে আপনি অত উতলা হলেন কেন মিষ্টার বার্লে? এ ত' প্রতিদিনকার সাধারণ ঘটনা।"

বার্লে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "কিন্তু এ-সব আপনারা সহ্য করেন কেন?"

"বোধহয় ভগবান আমাদের সহ্য-শক্তি একটু বেশি দিয়েছেন ব'লে।"

বার্লে বলিল, "বুঝতে পারছি এ আপনি বিদ্রূপ ক'রে বলছেন, কিন্তু অন্যায়কে কখনো সহ্য করবেন না মিষ্টার ব্যানার্জি; উভয় পক্ষই তাতে অমানুষ হ'য়ে ওঠে।"

শেষরাত্রে বার্লে ছেওকি ষ্টেশনে নামিয়া গেল। যাইবার সময় রমাপদর নিকট বিদায় লইয়া বলিল, "আবার হয়ত কখনও তোমার সঙ্গে দেখা হবে ব্যানার্জ্জি, কিন্তু দেখা না হলেও আশা করি আমরা পরস্পরকে ভুলব না।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রমাপদ বলিল, "নিশ্চয় ভুলব না বার্লে! তা যদি ভুলি তা হ'লে প্রমাণ হবে যে সমস্ত দিন ধ'রে তোমার কাছে যা দুঃখ করেছি তা একেবারে অকারণ!"

বার্লে হাসিতে হাসিতে বলিল, "আর তা যদি না ভোল তা হ'লে প্রমাণ হবে যে, যে-দুঃখ আমার কাছে করেছিলে তার দশ ভাগের এক ভাগ লাঘব হয়েছে।"

রমাপদ সহাস্যে বলিল, "প্রমাণ যাই হ'ক, মনে হবে যে দশ ভাগের পাঁচ ভাগ লাঘব হয়েছে। এ-সব বিষয়ে অঙ্ক-পদ্ধতি একটু ভিন্নভাবে চলে,—বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়দের কাছে।"

বার্লে সহাস্যমুখে আর একবার শেকহাণ্ড করিয়া নামিয়া গেল।

৩৪

গাড়ি ছাড়ার পর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া রমাপদ বার্লের কথা ভাবিতে লাগিল। এই সহৃদয় তরুণ ইংরাজ যুবকটির সঙ্গে কয়েক-ঘণ্টার মিলন এবং সৌহৃদ্য তাহার সহসা পরিবর্ত্তিত জীবন-নাট্যেরই একটি পরিচ্ছেদ বলিয়া মনে হইল। মনে হইল তাহার ক্ষুদ্ধ নিষ্ক্রিয় জীবন-ধারায় একটু উত্তেজনার সঞ্চার করিয়া তাহাকে তাহার সদ্য-লব্ধ উন্নতি-পথের উপযোগী করিবার জন্য এই সতেজ সবল ন্যায়পরায়ণ যুবকটির স্পর্শের প্রয়োজন ছিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল,আমি আজ সমস্ত দুর্ব্বলতা থেকে, সমস্ত জড়তা সমস্ত আলস্য থেকে মুক্ত হ'লাম, আমি আজ থেকে কোনো অমর্য্যাদা উপেক্ষা করব না, কোনো উৎপীড়ন সহ্য করব না, আমি আজ থেকে সফলতার দিকে প্রবল বেগে অগ্রসর হব, বাধা মানব না, নিষেধ শুন্‌ব না।

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ি উন্মত্তবেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল, রমাপদ স্তব্ধ হইয়া দ্রুতসঞ্চরমাণ তিমিরাবৃত গাছপালার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। অনাগত ভবিষ্যতের অন্ধ লালসায় তাহার মন ধীরে ধীরে তলাইয়া গেল। পরিশ্রমের পুরস্কার, অধ্যবসায়ের অভীষ্ট ফল, সততার প্রতিদান তাহার ভবিষ্যৎকে বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া মনোহর করিয়া তুলিল। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে পড়িল অতীত জীবনের কথা,—পিতার মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই-যাত্রা পর্য্যন্ত সমস্তটা। মনে হইল সেটা যেন একটা দীর্ঘ অপরিচ্ছন্ন কালো তার, আজ সহসা কেমন করিয়া কোথায় বৈদ্যুতিক সংযোগ লাভ করিয়া সামনের দিকটা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মির্জাপুর পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকের অন্ধকার তরল হইয়া আসিল। উৎসুক নেত্রে রমাপদ সেই অপচীয়মান তিমির-গুণ্ঠনের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল সে শুধু আকাশেরই নয়, যেন তার জীবনেরও সূর্য্যোদয়। একটা প্রগাঢ় পরিতোষে তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মির্জাপুর ছাড়িবার পর টাইম টেব্‌ল্‌ খুলিয়া যখন সে দেখিল যে, ইহার পর একেবারে মোগলসরাইয়ে গিয়া গাড়ি দাঁড়াইবে তখন তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। মোগলসরাইয়ে গাড়ি বদল করিয়া ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তাহার স্ত্রী-পুত্রের কাছে উপস্থিত হইলে কেমন হয়? মনের নিভৃততম প্রদেশ হইতে একজন কে বলিল, মন্দ হয় না, কিন্তু এই সুসজ্জিত বেশ আর মূল্যবান জিনিসপত্র দেখিয়া আর পাঁচ শো টাকা মাহিনা এবং বিনা ব্যয়ে বাড়ি আর গাড়ির কথা শুনিয়া সরমা যদি তাহার সহিত ঝরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে রমাপদ যে প্রচণ্ড আঘাত পাইবে তাহা সে সামলাইবে কি করিয়া? একটা অননুভূত-পূর্ব্ব আশঙ্কায় রমাপদ শিহরিয়া উঠিল! সত্য! সরমা যদি অভিমান না করে, সরমা যদি রাগ না করে, সহজে ঝরিয়া যাইতে সরমা যদি অস্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে সে লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায় পাওয়া যাইবে? গাছের ডাল ছাড়িয়া যে পাখী উড়িয়া গিয়াছিল সোনার খাঁচা দেখিয়া সে যদি ঢুকিয়া পড়ে তাহা হইলে ত' সর্ব্বনাশ!

আবার ইহার বিপরীত যদি ঘটে, সেও ত' কম দুর্ঘটনা নয়। পাঁচ শো টাকা মাহিনার কথা শুনিয়া সরমা যদি মনে মনে হাসে আর বলে, পাঁচ শো টাকা মাসিক আয়ের গর্ব্বে তুমি যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ সেখানকার মাসিক ব্যয়ের মধ্যে পাঁচ শো টাকা পাঁচবার তলাইয়া যায়! তাহা হইলে? একটা সুতীব্র অভিমানে রমাপদর মনটা টন্‌টন্‌ করিতে লাগিল, কখন মোগলসরাই আসিল আর কখন গেল তা সে ভাল করিয়া

বুঝিতেই পারিল না। বাকি সমস্তটা পথ অভিমানের জাল বুনিতে বুনিতে সে যখন ধানবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিল তখন বেলা একটা বাজে।

রমাপদর অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে একজন বাঙালী কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিল। অনুমানে রমাপদকে বুঝিয়া লইয়া সসম্মানে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনি বোধ হয় মিষ্টার আর, ব্যানার্জী ?"

রমাপদ মাথা নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

"মিষ্টার কোঠারী আপনার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন—বিশেষ একটা কাজে আট্‌কে না পড়লে তিনি নিজেই আস্‌তেন। অফিসের একখানা মোটর বাইরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

"আচ্ছা চলুন।"

দুইজন কুলি ডাকিয়া রমাপদর জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া কর্ম্মচারী মোটরকারের নিকট উপস্থিত হইল। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, মাটি তাতিয়া আগুন হইয়াছে, হাওয়া যেটুকু বহিতেছে তাহাও তাই।

কর্ম্মচারী বলিল, "যদি আদেশ করেন, এ বেলা এখানে বিশ্রাম করবার ব্যবস্থা করতে পারি। গরমে যেতে বড় কষ্ট হবে।"

"কোথায় আমার থাক্‌বার ব্যবস্থা হয়েচে ?"

"তিখণ্ডায় প্রোপাইটারের যে বাংলো আছে আপাততঃ সেইখানে।"

"এখান থেকে ক মাইল ?"

"প্রায় আট মাইল।"

"মুরলীধর বাঁড়ুয্যে কোথায় থাকেন জানেন ?"

"জানি বই কি স্যার্‌, কুমার-পুথি কুটিতে থাকেন।"

"কত দূর ?"

"পাঁচ মাইল। তিখণ্ডার পথ থেকে আধ মাইলটাক পশ্চিমে যেতে হয় ?"

"বাড়ি পর্য্যন্ত মোটর যাবে?"

"একেবারে বাড়ি পর্য্যন্ত যাবে।"

"তিনি এখানে আছেন?"

"আছেন স্যার্।"

"তবে আমাকে সেইখানে নিয়ে চলুন।"

"যে আজ্ঞে।"

"আপনার নাম কি?"

"আমার নাম সতীশচন্দ্র রায়। আমাকে সতীশ ব'লে ডাক্‌বেন।"

"আচ্ছা চলুন।"

ধানবাদের উঁচু নীচু পথের উপর দিয়া দ্রুতবেগে মোটর চলিল। মিনিট পনেরো কুড়ি পরে যখন মুরলীধরের বাংলোর সম্মুখে আসিয়া স্থির হইল তখন সবেমাত্র মুরলীধর তাঁহার সকাল বেলার কাজ সারিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

মোটরের হর্ণ শুনিয়া বাহিরে আসিয়া মালাবার হিল্ কোল্ কম্পার্ণের গাড়ি দেখিয়া মুরলীধর সম্মুখে দণ্ডায়মান রমাপদকে চিনিতে পারিলেন; বলিলেন, "কি, মিষ্টার ব্যানার্জি না-কি?"

রমাপদ নত হইয়া মুরলীধরের পদধূলি লইয়া সহাস্যমুখে বলিল, "মিষ্টার ব্যানার্জি নয়,—রমাপদ। কিন্তু চিন্‌লেন আমাকে কি ক'রে বাঁড়ুয্যে মশায়? দেখেছিলেন ত' মোটে একদিন।"

মোটরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে মুরলীধর বলিলেন, "বাহন দেখে দেবতাকে অনেক সময়ে চেনা যায়।"

"ও, বুঝতে পেরেছি।" বলিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল।

"এই গাড়িতেই আসছেন নাকি?"

রমাপদ স্মিতমুখে বলিল, "এই গাড়িতেই আসছি। বোম্বাই থেকেই

মনে ক'রে আস্‌ছি প্রথমে এসেই আপনার বাড়িতে প্রসাদ পেতে হবে।”

ব্যস্ত হইয়া মুরলীধর বলিলেন, “আসুন, আসুন! ভিতরে চলুন।”

রমাপদ সতীশকে ডাকিয়া বলিল, “আপনি আমার স্যুটকেস্‌টা রেখে বাকি জিনিস বাসায় নিয়ে যান—বেলা পাঁচটার সময়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।”

মুরলীধর বলিলেন, “বিদেশে জিনিস সহজে কাছ-ছাড়া করতে নেই। সবই এখানে থাক্‌—যখন যাবেন সঙ্গে যাবে।”

ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিয়া মুরলীধর ডাকিলেন, “সরযূ, ও সরযূ!”

একটি বাইশ তেইশ বছরের মেয়ে দ্বারের কাছে আসিয়া অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া অন্তরাল হইতে বলিল, “কাকা?”

“আজ আমাদের বড় সৌভাগ্য মা। দুপুরবেলা বাড়িতে অতিথির পায়ের ধূলো পড়েছে—ব্যবস্থা কর।”

“আচ্ছা” বলিয়া সরযূ অন্তর্হিত হইল।

৩৫

সরযূ মুরলীধরের ভ্রাতুষ্পুত্রী নয়,—বন্ধু-কন্যা। বিবাহের তিন বৎসর পরে দূর-দেশে অকস্মাৎ বিধবা হওয়ার পরই সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইহলোক পরিত্যাগ করিবার সময় স্বামী তার আশ্রয়টুকুও ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে। পিতৃমাতৃহীন হওয়ার পর আট বৎসর কাল গলগ্রহ স্বরূপ অতিবাহিত করিয়া যে মাতুল-গৃহ হইতে সে বিবাহের পরদিন বাহির হইয়া আসিয়াছিল, স্বামীর শ্রাদ্ধের পর তাহার ভাসুর যখন সরযূকে দেশের বাড়িতে না লইয়া গিয়া সেই মাতুল-গৃহেই রাখিয়া আসিবার প্রস্তাব করিল, তখন সরযূর মনে শোকের চেয়ে দুর্ভাবনাই বড় হইয়া উঠিল। শ্বশুর-গৃহে বিধবা ননদের মুখ স্মরণ করিয়াও মাতুল-গৃহে যাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া এক অবিবাহিতা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ভাসুর আসিয়াছিল বিপন্না ভ্রাতৃবধূর সাহায্য কল্পে। সেই মেয়েটিকে মধ্যে রাখিয়া সরযূ তাহার ভাসুরের কাছে শ্বশুর-গৃহেই আশ্রয় প্রার্থনা করিল।

গৃহ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সহধর্ম্মিণী এবং ভাইদের নিকট যে-সকল সৎ-পরামর্শ লাভ করিয়াছিল সব-গুলি স্মরণ করিয়া ভাসুর মনে মনে শক্ত হইয়া বলিল, সরযূ তাহাদের গৃহ-লক্ষ্মী—গৃহ-লক্ষ্মী গৃহে যাইবেন তাহাতে আর কথা কি আছে—তবে নারায়ণ-হীনা লক্ষ্মীকে অহরহ চোখের উপর রাখিয়া চক্ষুকে নিপীড়িত করা বড়ই ক্লেশকর। তাই উপস্থিত যতদিন না ক্ষতটা একটু শুকাইয়া আসিতেছে ততদিন—তারপর যখনই ইচ্ছা হইবে তখনি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিপদ উপলব্ধি করিয়া সরযূ অনুরোধ করিল, উপরোধ করিল, রাগ করিল, অভিমান করিল; লক্ষ্মীর পদ্মাসনের পরিবর্তে পরিচারিকার দাস্যবৃত্তি প্রার্থনা করিল,—কিন্তু কোনো ফল হইল না, ভাসুরের শোকাতুরতা এবং সহৃদয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল!

অত্যাচার যখন সদাচারের রূপ ধারণ করে তখন তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া কঠিন হয়, তথাপি শেষ চেষ্টা-স্বরূপ সরযূ জানাইল, মাতুল-গৃহে সে অনাদৃতা হইবে—সুখ ত' দূরের কথা, শান্তি একবিন্দুও সেখানে পাইবে না।

উত্তরে ভাসুর বলিল, অর্থ অনর্থের মূল উৎপাটন করে। মাসে মাসে সরযূর নামে নিয়মিত যে মাসহারা যাইবে তাহা সমস্ত অনাদরকে সমাদরে পরিণত করিবে।

শুনিয়া সরযূর হাসি পাইল!—ভোজন যেখানে জুটিল না সেখানে জুটিবে দক্ষিণা! সে বলিল, মামার বাড়ি কাজ নাই, কলিকাতায় তাহার এক মাসী আছেন, অগত্যা না হয় সেখানেই একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্।

ভাসুর বলিল, এ উত্তম কথা। মামী আর মাসীর মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য—উভয়েই মাতৃবর্গীয়া।

যথাকালে দেখা গেল ভাসুরের কথাই ঠিক, মামী এবং মাসীর মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য—মাসীর কথা শুনিলে মামীর কথা কানে বাজে, মাসীর মুখের দিকে চাহিলে মামীর মুখ মনে পড়ে। সরযূ বুঝিতে পারিল যে-শাখায় সে বাসা বাঁধিয়াছে তাহাতে আলোড়ন এত বেশি যে বেশিদিন সেখানে টেঁকা সম্ভবপর হইবে না—অন্য কোনো শাখার সন্ধান দেখিতেই হইবে। কিন্তু আর ত' পারাও যায় না!

মেঘের মত দুশ্চিন্তায় সমস্ত মনটা অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে, এমন

সময় চিক্ করিয়া উঠিল একটা ক্ষীণ বিদ্যুৎ-রেখা ;—মনে পড়িল পিতৃ-বন্ধু মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়কে,—স্নেহ, দয়া, মমতায় শুধু মানুষের মতো নয়, একটা দেবতার মতো মানুষ। কিন্তু তখনি মনে হইল, লঙ্কায় আসিয়া রামচন্দ্রও না রাবণ হইয়া দাঁড়ান! সংসারের নগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া মানুষের উপর সরযূর আস্থা চলিয়া গিয়াছিল। তবু সে সমস্ত কথা খুলিয়া লিখিয়া লিখিল, কাকা, এমন একজন আশ্রয়হীনাকে আশ্রয় দেবেন কি?

মুরলীধর তখন তাঁর বাড়িতে, জঙ্গীপুরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে, অবস্থান করিতেছিলেন। সরযূর চিঠি পাইয়া পরবর্ত্তী ট্রেনের জন্য রওনা হইলেন, এবং জঙ্গীপুরে পৌঁছিয়া সরযূর নামে তার করিলেন, আসিতেছি।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া মুরলীধর সরযূকে বলিলেন, "যে জিনিস তোমার অধিকার-গত সে জিনিসকে ভিক্ষে চেয়ে এ তোমার কী কৌতুক মা? তুমি তোমার আপন বাড়ি যাবে তাতে আমার মতের কি অপেক্ষা আছে তা ত' বুঝি নে।"

শুনিয়া সরযূর মুখে হাসি আর চোখে জল দেখা দিল; বলিল, "তা জানি কাকা, তবু ভয় হয়! অদৃষ্ট আমার মন্দ!"

দিন দুই পরে সরযূ মুরলীধরের সহিত তাঁর গৃহে উপস্থিত হইল। মুরলীধরের স্ত্রী বিরাজমোহিনী কিন্তু এই অনাবশ্যক উৎপাতে মনে মনে অতিশয় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। সেই অপ্রসন্নতার পরিণতি স্বরূপ একটা আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ তাঁর মুখমণ্ডলের বায়ু-কোণে প্রথম দিনেই যে দেখা গিয়াছিল তাহা শুধু মুরলীধরের নহে, সরযূরও, দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। মুরলীধর স্ত্রীকে শান্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল হইল বিপরীত—বায়ু-কোণে মেঘের সঞ্চার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অগত্যা মুরলীধর সরযূকে ঝরিয়ায় রাখিবার বন্দোবস্ত

করিলেন ; বলিলেন, "দেশের বাড়িতে ত' মার পুত্রবধূর শাসন জারি আছেই, ঝরিয়ার বাসায় মাকে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যাক্, মার কল্যাণে খেয়ে প'রে বাঁচা যাবে।"

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বিরাজমোহিনী বলিলেন, "পরের বিধবা মেয়েকে এমন ক'রে একা ঝরিয়ায় রাখ্‌লে লোকে কিছু বলবে না ?"

মুরলীধর বলিলেন, "লোকের কথা ধরতে গেলে কি চলে বিরাজ ? তুমি কিছু না বললেই হ'ল ।"

সদর্পে বিরাজমোহিনী বলিলেন, "ধর আমিই যদি বলি !"

মুরলীধর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি বল্‌লে কৈলাস কোবরেজকে ডেকে এক সের ভালো মধ্যমনারায়ণ তেলের ফরমাস্ দোবো।"

শুনা যায়, মুরলীধরের এ কথার কোন উত্তর না দিয়া সবেগে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া সেদিন বিরাজমোহিনী সমস্ত ব্যঞ্জনে দুবার করিয়া নুন দিয়াছিলেন।

ইঙ্গিতে এবং অনুমানে সমস্তটা বুঝিয়া লইয়া সরযূ বলিয়াছিল, "কাকা, ভেবে দেখ্‌লাম শেষ পর্য্যন্ত শ্বশুরবাড়িই আমার পক্ষে শ্রেয়। আমাকে সেইখানেই রেখে আসুন।"

মৃদু হাস্য করিয়া মুরলীধর উত্তর দিয়াছিলেন, "মনে করেছিলাম এক সের মধ্যমনারায়ণ তেলেই চল্‌বে—এখন দেখছি দেড় সের দরকার। শেষ পর্য্যন্ত না ভেবেই কি মা, আমি গোড়ার দিকে হাত দিয়াছি ?"

নীলকণ্ঠের মত পত্নীর রোষ-সাগর-নিহিত বহু রূঢ় বাক্য গলায় ধারণ করিয়া মুরলীধর সরযূকে তাঁহার ঝরিয়ার বাটিতে লইয়া আসিলেন। মুরলীধরের বিপন্ন অবস্থার জন্য অত্যন্ত ব্যথিত হইলেও ঝরিয়া আসিয়া

সরযূ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সঙ্গে মুরলীধর বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য মাধবকে আনিয়াছিলেন—মুরলীধর স্থানান্তরে গেলে মাধব সরযূর রক্ষণাবেক্ষণ করে।

রমাপদ যে দিন মুরলীধরের গৃহে উপস্থিত হইল, এ ঘটনা তার পাঁচবৎসর পূর্ব্বের কথা।

৩৬

সমস্ত দিন ধরিয়া সরযূর হস্তে নানাবিধ সেবা-যত্নে পরিতৃপ্ত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে রমাপদ তাহার বাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইল। কোলিয়ারীর ম্যানেজার মিষ্টার কোঠারী এবং আরো তিন চার জন কর্ম্মচারী রমাপদর প্রত্যাশায় সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের অর্থাগমের স্থনিয়ন্ত্রিত বিধিব্যবস্থার বিঘ্ন স্বরূপ অকস্মাৎ যে ব্যক্তি আবির্ভূত হইতেছে আপাততঃ ভিতরটা না হউক, বাহিরটা তাহার কি-রূপ তাহা জানিবার জন্য তাহাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। রমাপদর শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া এবং সহজ কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহাদের উদ্বেগ বাড়িয়া গেল! যে অস্ত্রের ধারের দিকটার সন্ধান পাওয়া গেল না তাহা যে কখন্ কোন্ দিক দিয়া আঘাত করিবে তাহার কোন ঠিকানা নাই। ভালমানুষীর হাতির দাঁতের বাঁটের ভিতর হইতে কখন যে কূটবুদ্ধির ইস্পাতের ফলক বাহির হইবে তাহা কে জানে! অথচ কোনো দিকে একটা যাহ'ক তীক্ষ্ণ ফলক যে আছেই তাহা নিশ্চয়, কারণ এ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন স্বয়ং রঘুনাথ দাস পরেশ।

বেশির ভাগ কথাবার্ত্তা হইল অবান্তর; কয়লা এবং কারবারের অবস্থা সম্বন্ধে যা আলোচনা হইল তাহা নিতান্তই সামান্য, এবং তাহার মধ্যে কয়েকটা বিষয়ে রমাপদর অজ্ঞতা প্রকাশ পাইল। কিন্তু সে অজ্ঞতা কেহ বিশ্বাস করিল না—সকলেই মনে মনে স্থির করিল নিজেকে লুকাইবার জন্য ছল ভিন্ন এ আর কিছুই নয়। অপরে যাহাতে তাহার নিকট সাবধান হইবার প্রয়োজন না মনে করে এ তাহারি কৌশল। বিদায় লইয়া

প্রস্থান করিবার সময় তাহারা মনে মনে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, কিছু বোঝা গেল না!

সকলেই চলিয়া গেল, রহিল শুধু সতীশচন্দ্র রায়। সে রহিল রমাপদর রাত্রির আহারের ব্যবস্থা এবং দৈনন্দিন সংসার পরিচালনার বন্দোবস্ত করিবার জন্য।

পাচক আসিয়া নত হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল—রাত্রে কি আহার প্রস্তুত হইবে জানিতে।

রমাপদ বলিল, "আজ আমার নিজের কিছু আবশ্যক নেই, সঙ্গে মুরলীবাবুর বাড়ি থেকে যথেষ্ট খাবার এসেছে। তোমরা তোমাদের জন্য আয়োজন কর।" সতীশ রায়ের হাতে পাঁচখানা দশটাকার নোট দিয়া বলিল,. "উপস্থিত প্রয়োজন-মত কিছু জিনিসপত্র কাল আনিয়ে নেবেন—পরে যেমন দরকার হবে আনালেই চল্‌বে।"

সংসার পরিচালনার কথা শেষ হইলে সতীশ রায় বলিল, "যদি অভয় দেন স্যার্‌, তা হ'লে একটা কথা নিবেদন করি।"

"কি কথা?"

"আপনি এসেছেন এখন যদি কিছু হয়, নইলে এ কোলিয়ারীর উদ্ধার নেই। অথচ কয়লার ত' নয়—যেন সোনার খনি! আগাগোড়া সমস্ত চোর! ম্যানেজার থেকে আরম্ভ ক'রে খরিদ্দার, কেশিয়ার, চালান বাবু, মাল বাবু, এমন কি বোম্বাইয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পর্য্যন্ত। একেবারে মালা-গাঁথা।"

রমাপদ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "আপনি এ-কথা জানলেন কি করে?—আর মালা থেকে নিজে বাদ পড়লেনই বা কেন?"

রমাপদর কথা শুনিয়া সতীশের মুখ পাংশু হইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আমি সাধু, তা বলছিনে স্যার—আমি নাগাল পাইনে।"

"সেই দুঃখে এই অভিযোগ করছেন ?"

"শুধু সেই দুঃখে নয় স্যার—মন্‌টাও কর্‌কর্‌ করে। এই কারবারের কল্যাণেই আমার ছেলেপিলেদের অন্ন-বস্ত্রের জোগান হয় ত'।"

একটু চিন্তা করিয়া রমাপদ বলিল, "কত টাকা মাইনে পান ?"

"পঁয়ষট্টি টাকা।"

"এক-শো টাকা ক'রে দেবো, যদি চুরি ধরিয়ে দিতে পারেন। পারবেন ?"

"নিশ্চয় পারব স্যার। কিন্তু আমার নাম প্রকাশ করবেন না—তা হ'লে আমাকে খুন ক'রে ফেলবে।"

রমাপদ বলিল, "আপনার নাম প্রকাশ করবার কোনো প্রয়োজন হবে না। চুরি কোন্ দিকে হয় ?"

"সব দিকে স্যার,—খাতায় চুরি, হিসেবে চুরি, ওজনে চুরি, ওয়াগনে চুরি। চুরি যে কোন্ দিকে নয় তা' ত' জানি নে।"

"ওয়াগনে চুরি কি রকম ?"

"ওয়াগন চুরিই ত' সব চেয়ে সুবিধের চুরি। একশো ওয়াগন চালান হ'ল ত' কোম্পানীর খাতায় চড়ল আশি ওয়াগন।"

সবিস্ময়ে রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু রেল-কোম্পানীর বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে এ ত' খুব সহজেই ধরা পড়তে পারে ?"

মৃদু হাস্য করিয়া সতীশ রায় বলিল, "ধরা ত' সবই পড়ে স্যার—কিন্তু ধরে কে ? যেই রক্ষক, সেই ভক্ষক। মাস চারেক আগে একটা সাড়ে পনেরো হাজার টাকার ডিক্রি বারো হাজার টাকায় রফা হ'ল, কিন্তু আদালতে যে রাজিনামা দাখিল হ'ল তাতে অাঁক্ পড়ল আট হাজার টাকার। বাকি চার হাজার কয়েক জনের মধ্যে ভাগ হ'ল। মিথ্যে কথা

বলব না স্যার,—ব্যাপারটা আমার নজরের ওপর দিয়ে হয়েছিল ব'লে আমাকেও দিয়েছিল শ' দুয়েক টাকা।"

সতীশ রায়ের দুঃসাহস দেখিয়া রমাপদর বিস্ময়ের সীমা রহিল না; বলিল, "আচ্ছা, আজ থাক্—প্রয়োজন হ'লে আপনার সাহায্য নেব।" মনে মনে বলিল, মন্দ হল না, কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।

নত হইয়া রমাপদকে নমস্কার করিয়া সতীশ প্রস্থান করিল।

সান্ধ্য বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল—কিন্তু তখনো ঈষদুষ্ণ। বারান্দায় একখানা ইজি-চেয়ার পাতিয়া রমাপদ শ্রান্ত দেহকে তাহার বাহু-বন্ধনে সমর্পণ করিল। সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ—তার দিকে দিকে সুরকি-ঢালা পথ—ধারে ধারে কেয়ারী-বাঁধা ফুলের গাছ—পাঁচিলের পাশে পাশে সুদীর্ঘ ইউক্যালিপ্টস্ বৃক্ষশ্রেণী। মালী আসিয়া রমাপদকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া পাশে একটা কাঠের তেপাই স্থাপিত করিয়া তাহার উপর কাঁচের রেকাবে একরাশ মল্লিকা ফুল রাখিয়া গেল। তাহার সুতীব্র গন্ধ মৃদুষ্ণ বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়া রমাপদর মনে একটা অননুভূতপূর্ব্ব মোহাবেশ সৃষ্টি করিল।

কয়লা খনির সমস্ত কথা মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া সহসা মনে পড়িল সরযূর কথা। সমস্ত দিনের নানাবিধ সেবা-যত্নের খুঁটিনাটির মধ্য দিয়া কি চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার সেবা-পরায়ণ প্রকৃতিটি! পৌঁছিবার অনতিকাল পরেই আমপোড়ার সরবৎ—স্নানের সময় মৃদু সুগন্ধি চামেলি ফুলের তেল—স্নানের পর বিবিধ ব্যঞ্জন-সংযুক্ত বাসমতী চালের অন্ন—আহারের পর দুগ্ধ-শুভ্র শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা—নিদ্রাভঙ্গে অপরাহ্ণে নিমকি-মিষ্টান্ন সংযোগে চা—তা ছাড়া আরো কত কি! সরযূ রমাপদর সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে কথা কহে নাই বটে—কিন্তু অন্নপরিবেষণের সময়ে মুরলীধরের সহিত কথোপকথনের মধ্য দিয়া তাহার শিক্ষা সুরুচি এবং

প্রতিভার পরিচয় পাইয়া রমাপদ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আসিবার পূর্ব্বে কথায় কথায় মুরলীধরের মুখে তাহার জীবনের সংক্ষিপ্ত করুণ কাহিনী শুনিয়া রমাপদর সমস্ত অন্তর একটা নিবিড় বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল! —এমন একটি ফুলের মধ্যে দুঃখের নির্ম্মম কীট স্থাপন করিয়া বিধাতার এ কি নিষ্ঠুর খেলা! সহানুভূতিতে সমবেদনায় রমাপদর সদয় চিত্ত মথিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে সহসা মনে পড়িল সরমাকে। নারীহস্তের যত্ন-স্পর্শ লাভ করিয়া আজ রমাপদর বুভুক্ষু তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ে যে পৌরুষ জাগ্রত হইয়াছিল, সরমার কথা স্মরণ করিয়া সুকঠোর অভিমানে তাহা কঠিন হইয়া উঠিল। এই সমৃদ্ধি, এই সম্পদ, এই সুখ, এই ঐশ্বর্য্য—এর কোনো সার্থকতা হইল না! যাহার অতি-সামান্য একটা অংশ পাইলে কিছুকাল পূর্ব্বে সমস্ত দুঃখ অন্তর্হিত হইত, আজ তাহার সমস্তটা একটা অনাবশ্যক ভার হইয়া রহিল! অদূরে একজন ভৃত্য অপেক্ষা করিতেছিল; রমাপদ তাহাকে আহ্বান করিল।

ত্বরিত বেগে উপস্থিত হইয়া ভৃত্য বলিল, "হুজুর!"

"মোটর লানে বোলো।"

"যো হুকুম!"

অবিলম্বে মোটর উপস্থিত হইল।

আরোহণ করিয়া রমাপদ বলিল "কুমার-পুথি কোঠি চলো।"

উজ্জ্বল আলোকে পথ আলোকিত করিয়া মোটর কুমার-পুথির দিকে ধাবিত হইল।

কুমারপুথির কুঠিতে মোটর উপস্থিত হইলে মাধব দ্রুতপদে মোটরের সম্মুখে আসিয়া নত হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "মুরলীবাবু বাড়ি আছেন?"

"আজ্ঞে, না হুজুর, তিনি বেরিয়েছেন।"

"কোথায় গেছেন জান?"

"তা'ত জানিনে হুজুর।"

"কখন্ ফির্‌বেন্ বল্‌তে পার?"

"একটু বিলম্ব হ'তে পারে,—এই সবেমাত্র বেরোচ্চেন।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া একটু ইতস্ততঃ ভাবে রমাপদ বলিল, "তোমাদের দিদিমণিও কি তাঁর সঙ্গে গেছেন?"

"না, আমি বাড়িতেই আছি।" বলিয়া সরযূ সলজ্জমুখে পিছন দিক হইতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

একদিনের-দেখা অল্পক্ষণ-পরিচয়ের দিদিমণির বিষয়ে এই সকুণ্ঠ অনুসন্ধান স্বয়ং দিদিমণিরই কাছে এমন ভাবে ধরা পড়িয়া যাওয়ায় রমাপদ মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিল; বিমূঢ় ভাবে বলিল, "আমি মনে করেছিলাম আপনিও বুঝি মুরলীবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে থাক্‌বেন, তাই ভাব্‌ছিলাম—"

তাই ভাব্‌ছিলামের পর কি বলিলে কথাটা আগাগোড়া সঙ্গত হয়, সহসা ভাবিয়া না পাইয়া রমাপদ অসম্পূর্ণ কথার মধ্যেই থামিয়া গেল।

রমাপদর বিপন্ন অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সহাস্যমুখে সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, "তাই ভাবছিলেন ফিরে যাবেন ?"

নিজের বিমূঢ়তা হইতে এখনো উদ্ধার লাভ করিতে না পারিয়া রমাপদ বলিল, "তাই ভাবছিলাম অপেক্ষা করব।"

"অপেক্ষাই করুন। কাকা গাড়িতে যান নি, এখনি আসবেন, বেশি দেরি হবে না।" বলিয়া সরযূ মাধবের দিকে চাহিয়া বলিল, "মাধব, চাতালে খান কয়েক চেয়ার দাও ত'। বারান্দায় বসলে এখন গরম বোধ হবে।"

বারান্দার সম্মুখে গাড়ি দাঁড়াইবার সুরকি-ঢালা রাস্তা, তাহার অপর দিকে আটকোণা বিস্তৃত সান-বাঁধানো চাতাল। নিত্য অপরাহ্নে তাহার উপর বিশ বাইশ ঘড়া জল ঢালিয়া শীতল করা হয়। সন্ধ্যার পর সরযূকে লইয়া মুরলীধর সেখানে বসিয়া গল্প করেন, বই পড়েন। কোনো দিন বা গ্রামান্তর হইতে দুচার জন অভ্যাগতও আসিয়া জোটে।

সরযূর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি না করিয়া রমাপদ মোটর হইতে অবতরণ করিয়া চেয়ারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর চেয়ার পাতা হইলে বসিবার উদ্দেশ্যে একটা চেয়ারের কাছে গিয়া সরযূর দিকে চাহিয়া বলিল, "যদি কোনো অসুবিধা না থাকে তা হ'লে আপনিও একটু বসুন না।"

সরযূ বলিল, "বসলে আমার চেয়ে আপনারই অসুবিধা বেশি হবে।"

সকৌতুহলে রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"এখনি আপনার খাবারের উয্‌যুগ না করলে খেতে আপনার অনেক রাত হ'য়ে যাবে।"

সবিস্ময়ে রমাপদ বলিল, "আমার আবার খাবারের উয্‌যুগ কি করবেন ? আমার রাত্রের খাবার ত' তখন সঙ্গে যথেষ্ট দিয়েছেন!"

"তা হোক্, আপনি যখন এসেছেন যাবার সময়ে একেবারে খেয়ে যাবেন।"

"আর, সেগুলো কি হবে?"

"আর কিছু না হ'লে, নষ্ট হবে। আপনার চাকর-বাকর, মেথর ঝাড়ুদার আছে ত'—তাদের দেবেন।"

এ কথার বিরুদ্ধে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া রমাপদ বলিল, "শুধু খাবার উয্‌যুগ করলেই আমার প্রতি আতিথ্য করা হবে, আমাকে এমন পেটুক ঠাওরালেন কি ক'রে?"

অল্প একটু হাসিয়া সরযূ বলিল, "খাবার উয্‌যুগ না করলে আপনার প্রতি আতিথ্য করা হবে না, তা কিন্তু বুঝেচি।"

"কি ক'রে?"

"অতিথির পক্ষে যেটা সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন তার প্রতি সব চেয়ে বেশি দৃষ্টি না রাখলে ঠিক-মত আতিথ্য করা হয় না।"

উৎসুক হইয়া রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু খাবারটাই যে আমার পক্ষে সব চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ব্যাপার তা অনুমান করচেন কেমন ক'রে?" তার পর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় হাসিতে হাসিতে বলিল, "বুঝেচি,—আজ দুপুরবেলা আপনাদের বাড়িতে প্রবেশ ক'রেই প্রসাদ ভিক্ষে করেছিলাম—তা থেকে আপনি এ অনুমান করতে পারেন বটে।"

একটুখানি মাথা নাড়িয়া সরযূ বলিল, "প্রসাদ ভিক্ষে করা থেকে করিনি,—প্রসাদ দান করা থেকে করেছি। আজ আপনার পাত তোলবার সময় গেন্দুয়ার মা ঝি এমনই ভাব প্রকাশ করছিল যে, আপনাকে খাওয়ানো আর শালগ্রাম শিলাকে ভোগ দেওয়া প্রায় একই রকম পুণ্যকর্ম্ম।"

সরযূর কথা শুনিয়া রমাপদ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল; বলিল, "কিন্তু তার জন্যে দায়ী আমি নই—যিনি ভোগ দিয়েছিলেন তিনি। ভোগের আয়তনটা প্রথমে যদি গেন্থুয়ার মা দেখ্‌ত তা হ'লে বুঝতে পারত শালগ্রাম শিলার আচরণে আর আমার আচরণে অনেক প্রভেদ।"

"কিন্তু সেটুকু প্রভেদে গেন্থুয়ার মার কোনো অসুবিধে হয়নি!" বলিয়া সরযূ প্রস্থান করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "আপনি একটু বসুন। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আস্‌চি।"

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া যে রস হইতে সরযূ এতদিন বঞ্চিত ছিল, আজ রমাপদকে স্নান করাইয়া আহার করাইয়া সেবা-যত্ন করিয়া সেই রসের সুমিষ্ট আস্বাদে সে মনে-মনে অতিশয় তৃপ্তি বোধ করিতেছিল। একটানা জীবন-স্রোতে এই পরিবর্ত্তনের আনন্দটুকুই শুধু নয়,—সোনার মাথায় মণির মত, এই আনন্দ-কণাকে মণ্ডিত করিয়া ছিল অপরিচয়ের মোহ। অনাত্মীয়ের প্রতি আত্মীয়োচিত আচরণের সঙ্কোচ সেবা-পরায়ণতার পরিতৃপ্তির মধ্যে একটা বিচিত্র রসের অবতারণা করিয়াছিল। দিনের বেলা রমাপদর সহিত সাক্ষাৎ ভাবে কথা কওয়ার প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু মুরলীধরের অনুপস্থিতিতে কথা না কহিয়া উপায়ান্তর ছিল না—বিশেষতঃ রমাপদ যখন স্পষ্টভাবে তাহারই কথা মাধবকে জিজ্ঞাসা করিল। প্রথমে সরযূ মনে করিয়াছিল যতটুকু একান্ত আবশ্যক তার বেশি কথা কহিবে না, কিন্তু কথোপকথনের সময়ে এমন একটা ঝোঁক আসিয়া উপস্থিত হয় যে, প্রয়োজনের চৌহদ্দির মধ্যে কিছুতেই তাহাকে নিবদ্ধ রাখা যায় না, বারম্বার অপ্রয়োজনের মায়া-রাজ্যে আগাইয়া পড়ে। উত্তর প্রশ্নের শাসন মানে না, প্রত্যুত্তর নূতন প্রশ্নের সূত্রপাত করে।

লঘু মনে ক্ষিপ্রপদে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সরযূ রন্ধনশালায়

উপস্থিত হইল। হিন্দুস্থানী পাচক তখন লুচি ভাজা ভিন্ন অন্য সমস্ত রান্না শেষ করিয়া টুলের উপর বসিয়া শিথিল দেহে মুদিত নেত্রে আরা জিলার কোনো মৌজার গৃহবিশেষের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

সরযূ ডাকিল, "ঠাকুর! অ ঠাকুর!"

সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। ধড়মড়িয়া উঠিয়া ঠাকুর বলিল, "দিদিমণি?"

"যে বাবুটি দিনের বেলা খেয়েছিলেন রাত্রেও তিনি খাবেন। আরো ময়দা বার ক'রে নাও—বেশি ক'রে পুরি ভাজতে হবে।"

"যো হুকুম দিদিমণি।"

"আর শোনো। দালানে তাকের ওপর বিস্কুটের বাক্সয় হাঁসের ডিম আছে—ছাঁকা ঘিয়ে খানকতক অম্‌লেট ভাজো।"

"যো হুকুম।"

"আর দুধটা আর-একটু ঘন ক'রে জ্বাল দিয়ে রাখো—আলুবোখ্‌রা আর কিস্‌মিস্‌ দিয়ে একটু চাটনী করো। আর যা যা করবার দরকার ক'রে ফেল। বাবুকে ভাল ক'রে খাওয়াতে হবে।"

"যো হুকুম।"

বাহিরে আসিয়া একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া সরযূ বলিল, 'আমার মনে হয় রমাপদ বাবু, বাড়ি ছেড়ে আপনি নতুন বেরিয়েছেন, একলা থাকবার অভ্যেস বা ক্ষমতা আপনার মধ্যে নেই। একলা আপনি থাকবেন না, কষ্ট হবে, শীঘ্র আপনার আত্মীয়দের নিয়ে আসুন।"

বিস্মিত হইয়া রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ি ছেড়ে আমি নতুন বেরিয়েচি, একলা থাকবার অভ্যেস নেই—এ-সব আপনি কি ক'রে জান্‌লেন?"

সহাস্যমুখে সরযূ বলিল, "জানি নি,—বুঝেচি। রাস্তার লোকের চলা দেখে আমি ব'লে দিতে পারি, কার পায়ে হেঁটে দিন কাটে, আর

কার গাড়ি-ঘোড়া চ'ড়ে। আপনার তোয়ালে নিংড়ে রাখবার ভঙ্গি থেকে আমি বুঝেচি যে, অন্য লোকে আপনার তোয়ালে নিংড়ে দেয়।"

সরযূর কথা শুনিয়া রমাপদর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। শুধু বিস্ময়ই নয়, ভয় হইল অল্প সময়ের ব্যবধানে তাহার এই দ্বিতীয় বার আসা লক্ষ্য করিয়াই হয়ত সরযূ বলিতেছে তাহার একলা থাকার অভ্যাস নাই! কিন্তু ভয়ের যে আকর্ষণী শক্তি আছে, সেই শক্তির প্ররোচনায় কথাটাকে পরিষ্কার করিতে সে নিজেই উদ্যত হইল; বলিল, "আপনার দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা দেখে আমার মনে হচ্চে আমার অনেক কথাই আপনি ধ'রে ফেলেচেন। বিকেলে এখান থেকে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসা দেখে আপনি নিশ্চয় মনে করেছেন আমার একলা থাকবার অভ্যেস নেই। কিন্তু, এ শুধু এক পক্ষের অনভ্যাসের কথাই নয়—অপর পক্ষের আকর্ষণের কথাও এর মধ্যে আছে। সমস্ত দিন অমন অপরিসীম সেবা যত্ন পেয়ে অপরিচিত শূন্য বাড়িতে কার মন বসে বলুন? —টানলে নড়িনে—এত বড় স্থাবর আমি নই।"

রমাপদর কথা শুনিয়া সরযূর দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। তবু ভাল! মুরলীধর ছাড়াও এমন দুই এক জন লোক আছে যাহারা অপর দিকটাও বোঝে, যাহাদের অনুভূতি শুধু স্বার্থের শিকলেই বাঁধা থাকে না।

"মাধব!"

কুকুর যেমন দূরে বসিয়া একান্ত নিবিষ্টতায় প্রভুর দিকে চাহিয়া থাকে, মাধব তেমনি ভাবে বারান্দায় সরযূর অপেক্ষায় বসিয়া ছিল; সরযূর আহ্বানে সত্বর দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "দিদিমণি?"

"পান নিয়ে এসো।"

রমাপদ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "পান আমি খাইনে।"

"তবে মশ্‌লা নিয়ে এসো।"

"মশ্‌লারও দরকার নেই।"

"চা এক পেয়ালা দেবে?"

"চা-ও আপনাদের এখান থেকে খেয়ে গেছি।"

মৃদু-হাস্য সহকারে সরযূ বলিল, "আমাদের এখান থেকে একবার যা খেয়ে গেছেন তা যদি আর না খান তা হ'লে শীঘ্রই আমাদের মুস্কিলে পড়তে হবে;—এ বিদেশের ভাঁড়ারে তেমন বেশি রকম জিনিস ত' নেই!"

সরযূর এই সপ্রতিভ পরিহাসোক্তিতে অপরিমিত আনন্দ লাভ করিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল। বলিল, "আপনার কাছে দেখচি সব রকমেই হার মানতে হোল! কথাতেও আপনাকে পারবার জো নেই!"

এমন সময়ে দূরে গেটের কাছে লণ্ঠনের আলো দেখা গেল। সরযূ বলিল, "বোধ হয় কাকা আস্‌ছেন।" তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "সঙ্গে অত লোক আসচে কেন?" উদ্বিগ্ন মুখে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ত্রস্তস্বরে বলিল, "খাটে শুইয়ে কাকে নিয়ে আসচে না? কাকাকে নয় ত'!" বলিয়া ত্বরিতপদে চাতাল হইতে নামিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গেটের দিকে ছুটিল। রমাপদও বিহ্বল হইয়া সরযূকে অনুসরণ করিল।

মুরলীধরকে একখানা দড়ির খাটে শুয়াইয়া চারজন লোক হাত নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বহন করিয়া আনিতেছিল। পিছনে দশ বারো জন লোক, তন্মধ্যে চার পাঁচজন মুরলীধরের কর্ম্মচারী। গৃহ-প্রত্যাগমনের সময়ে পথে মুরলীধরকে সাপে কামড়াইয়াছে। বাঁ পায়ের ডিমের কাছে শক্ত করিয়া দড়ি বাঁধা, দেহ শীতল ঘর্ম্মাক্ত, চৈতন্য বিলুপ্ত, মুখ বিবর্ণ, চক্ষু স্তিমিত, দুই কষ দিয়া সরক্ত লালা গড়াইয়া পড়িতেছে।

"একি কাকা !" উন্মত্তের মত সরযূ খাটের বাজু চাপিয়া ধরিয়া মুরলীধরের মুখের নিকট ঝুঁকিয়া পড়িল।

একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী হাত তুলিয়া কোমল স্বরে বলিল, "এখন ধৈর্য্য ধরুন মা ! এখন যাতে কর্ত্তা রক্ষা পান তারি চেষ্টা করুন।"

বাহকেরা ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া খাট নামাইয়া রাখিল।

ক্ষণকালের জন্য ত্রাসে দুঃখে আতঙ্কে গৃহের লোকেরা বিকল হইয়া পড়িল; তাহাদের মন হইতে বুদ্ধি এবং দেহ হইতে শক্তি লোপ পাইল। তাহার পরেই পড়িয়া গেল ছুটোছুটির পালা। কেহ ছুটিল রোজার বাড়ি, কেহ ছুটিল কবিরাজ আনিতে, কেহ গেল ডাক্তার ডাকিতে। রমাপদ তাহার মোটর লইয়া দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইল ধানবাদ হইতে হাঁসপাতালের এবং রেলের ডাক্তার লইয়া আসিবার জন্য।

দেখিতে দেখিতে মুরলীধরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ গ্রামের লোকে ভরিয়া গেল; মধ্যে মধ্যে তাহারা মুরলীধরের আরোগ্য কামনায় উচ্চ স্বরে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। চার পাঁচ খানা মোটরের ছুটোছুটি আর হর্ণের শব্দে রজনী মুখর হইয়া উঠিল।

একে একে রোজা আসিল, কবিরাজ আসিল, গ্রহাচার্য্য আসিল, ডাক্তার আসিল; ঝাড়, মন্ত্র, ঔষধ, ইন্জেক্‌সন্, কাটা চেরায় সমস্ত রাত্রিটা দেখিতে দেখিতে একটা দুঃস্বপ্নের মত কাটিয়া গেল, কিন্তু কোনো ফল হইল না;—প্রত্যূষে পাঁচটার সময়ে ডাক্তাররা জানাইলেন রোগীর প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছে।

আর্ত্ত কলরোলে সমস্ত পল্লী চকিত হইয়া উঠিল। তাহার পর প্রতি গৃহে যত ঘড়া ছিল সমস্ত আসিয়া পড়িল মুরলীধরের প্রাঙ্গণে। বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিত হইয়া ঘড়া ঘড়া জল ঢালিতে লাগিল মুরলীধরের বিষ-জর্জ্জর দেহে;—একটা বৃহৎ ইঁদারার জল দেখিতে দেখিতে

শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। বেলা আটটার সময় আর একবার পরীক্ষা করিয়া সৎকারের পরামর্শ দিয়া ডাক্তাররা প্রস্থান করিল।

বারান্দার এক প্রান্তে সরযূ মৃতবৎ পড়িয়া ছিল; অপরাহ্ন পাঁচটার সময় শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রমাপদ দেখিল ঠিক তেমনি ভাবে সরযূ পড়িয়া আছে। প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকেরা তাহাকে উঠাইতে বা শান্ত করিতে সক্ষম হন নাই। সে নিকটে আসিতেই স্ত্রীলোকেরা সরিয়া গেলেন।

সরযূর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে রমাপদ ডাকিল, সরযূ!”

সরযূ একবার নিমেষের জন্য মুখ তুলিয়া চাহিল—জবাফুলের মত আরক্ত তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

তেমনি মৃদুস্বরে রমাপদ বলিল, “অল্পক্ষণের জন্য আমি একবার বাড়ি যাচ্ছি। সান্ত্বনার কথা আমি আর নতুন কি বলব; আমি শুধু তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি যে, আজ থেকে তোমার প্রতি তোমার কাকার কর্ত্তব্যের ভার আমি একান্ত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলাম। বুঝলে?”

রুদ্ধ ক্রন্দনের বেগে দ্রুতস্পন্দনে সরযূর পিঠ কাঁপিয়া উঠিল।

৩৮

মুরলীধরের মৃত্যুর দিন পনের পরে একদিন অপরাহ্ণে নিজের অফিস ঘরে বসিয়া তিন চার জন কর্ম্মচারী লইয়া রমাপদ কাগজপত্র দেখিতেছিল। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে অনুকূল বস্তু আপনা-আপনি পথ চিনিয়া নিকটে উপস্থিত হয়। মালাবার কোম্পানীর একটা খাদ রঘুনাথ দাসের খরিদের পূর্ব্ব হইতেই ইজারা দেওয়া ছিল এই সর্ত্তে যে, একটা নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে ইজারাদার যদি উক্ত খাদের কবুলতি পত্রে বিবৃত বিশেষ একটা উন্নতি সাধন করে তাহা হইলে ইজারার মিয়াদ আরও দশ বৎসর কাল চলিত সর্ত্তে বাড়িয়া যাইবে; অন্যথা ইজারা খাসে যাইবে, অথবা নূতন বন্দোবস্ত হইবে। ইজারার প্রথম মিয়াদ চার বৎসর পূর্ব্বে শেষ হইয়া গিয়াছে, অথচ ইজারাদার অঙ্গীকৃত উন্নতি সাধন না করিয়াই পূর্ব্বের মত বাৎসরিক খাজনা দিয়া দখলকার আছে;—না হইয়াছে নূতন বন্দোবস্ত, না হইয়াছে খাস দখল। আসল কবুলতি একটা মকর্দ্দমায় দাখিল করা হইয়াছিল, ফেরত লওয়া হয় নাই।—দলীল-বাক্সে তাহার নকলেরও অস্তিত্ব নাই। মুরলীধরের টেবিলে হাইকোর্টের একটা পেপার বুক পড়িয়া ছিল—একদিন তাহারই পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে রমাপদ কবুলতির সন্ধান পাইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখে দলীল-রেজেষ্ট্রীতে উক্ত কবুলতির মিয়াদের থানায় প্রথম মিয়াদের পর আরও দশ বৎসর মিয়াদ বাড়ানো আছে—কিন্তু কেন বাড়ানো হইয়াছে তাহার কোনো কৈফিয়ৎ নাই।

অন্ধ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে চোখে ধূলা দেওয়ার যে চেষ্টা হইয়াছিল

তাহাতেই চোখটা ভাল করিয়া খুলিয়া গেল। রেজেষ্ট্রী বইয়ে মিয়াদ বাড়াইয়া রাখার ফলে বোঝা গেল মিয়াদটা অসতর্কতায় অজ্ঞাতসারে উত্তীর্ণ হয় নাই। অফিসের কাছে সমস্ত ব্যাপারটার একটা কড়া কৈফিয়ৎ তলব করিয়া রমাপদ উকিলের দ্বারা ইজারাদারকে নোটিস্ দেওয়াইল যে অবিলম্বে লক্ষ টাকা সেলামী না দিলে ইজারা খাসে ভুক্ত করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইবে। তাহার পর একে একে অপর দলিলপত্র সব তলব করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা চলিতে লাগিল। অফিস সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। খাজাঞ্চি একাউন্টেণ্ট সকাল নয়টা বাজিতে না বাজিতে অফিসে আসিয়া হাজির হয়—রাত আটটার আগে বাড়ি ফিরিবার কথা মনেই পড়ে না;—বহুকালের সাঞ্চিত রসীদ, বিল, ভাউচার, টেণ্ডার, ক্যাশ-মেমো, জমা, খরচ প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবার একটা প্রাণপণ চেষ্টা পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে একজন উপযুক্ত অডিটার আনাইয়া হিসাব পরীক্ষা করাইবার অনুমতির জন্য সদরে অনুরোধ গিয়াছে; অডিটার আসিবার আগে হিসাবের মূর্ত্তিটা অন্ততঃ এমন করিয়া রাখিতে হইবে—যাহাতে সন্দেহ হইলেও প্রমাণ কিছু না হয়, চাকরি গেলেও জেলে যাওয়াটা আটকায়। কোম্পানীর ম্যানেজার মিষ্টার কোঠারী তিন মাস ছুটির জন্য চার দিন হইল সদরে দরখাস্ত করিয়াছে।

একটা সুনিয়ন্ত্রিত চক্রান্তের মধ্যে কেহ যখন অকস্মাৎ বিঘ্ন-স্বরূপ উপস্থিত হয় তখন সকলে সম্মিলিত হইয়া তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরাহত করিবার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রেও হইয়াছিল তাই,—রমাপদর আসার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধীদের মধ্যে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার সমবেদনায় একাত্মবোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল—মনে হইয়াছিল সকলে মিলিয়া এমন একটা প্রতিবন্ধ রচনা করা যাক্ যাহা একভাবে সকলকেই রক্ষা করে।

কিন্তু অকস্মাৎ ইজারা-কাহিনীর দিক দিয়া যখন কয়েকজনকে গুরুতর ভাবে আহত হইতে দেখা গেল তখন বাকি সকলে স্থির করিল যে, সমবেত প্রতিরোধ অপেক্ষা স্বতন্ত্র আত্মরক্ষাই শ্রেয়, এমন কি প্রয়োজন স্থলে অপরকে বিপন্ন করিয়াও। কারণ অপরাধ যেখানে সকলের এক নয়, আশঙ্কার দিক যখন স্বতন্ত্র, তখন আত্মরক্ষার ধারা এক হওয়া সম্ভবপর নয়।

বাহিরে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছিল—দুইমাস নিরবচ্ছিন্ন অগ্নি-দাহনের পর এই প্রথম ধারা-বর্ষণ। আকাশ মেঘে ভরা, বায়ু উদ্দাম বেগে বহিতেছে, মাঝে মাঝে ভীষণ শব্দে বজ্রপাত হইতেছে, ঘরের বাহিরে পা বাড়াইবার উপায় নাই;—এহেন দুর্য্যোগে মাধব আসিয়া ঘরে ঢুকিল সিক্ত দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে।

মাধবকে এ অবস্থায় দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "কি মাধব! খবর কি?"

নত হইয়া প্রণাম করিয়া মাধব বলিল, "চিঠি আছে হুজুর।" তাহার পর ভিজা জামার ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া একখানা আধ-ভেজা চিঠি রমাপদর সামনে ধরিল।

চিঠি অবশ্য সরযূর। পড়িয়া রমাপদর মুখ হইতে উদ্বেগের চিহ্ন অন্তর্হিত হইল। একটু চিন্তা করিয়া সে কর্ম্মচারীদের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজকের মত এই পর্য্যন্ত রইল—আমাকে এখনি একটু বেরোতে হবে। কাল আপনারা আবার তিনটের সময়ে আস্‌বেন।"

সকলে সমবেত স্বরে বলিল, "যে আজ্ঞে।" কণ্ঠস্বরে একটা প্রচ্ছন্ন স্বস্তি ও আনন্দের আভাস সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

মুরলীধরের মৃত্যুর পর হইতে প্রতিদিন দুইবার করিয়া রমাপদ মুরলীধরের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দেখিতে যায় এবং বহুক্ষণ সেখানে অতিবাহিত

করিয়া আসে, এ সংবাদ সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। রমাপদর অপ্রসন্ন কর্ম্মচারীরা এই ঘটনার সঙ্গে একটা বিশেষ কোনো রহস্যের যোগ কল্পনা করিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রচুর কৌতুক উপভোগ করিত। আজ রমাপদ যখন সরযূর চিঠি পড়িতেছিল সেই সুযোগে সকলের চোখে চোখে একটা অর্থময় ইঙ্গিতের চমক খেলিয়া গিয়াছিল। দলের মধ্যে সকলের চেয়ে যে সাহসী সন্ধ্যার মজলিসে তামাসাটা একটু বেশি জমাট করিবার উদ্দেশ্যে সে বলিল, "আজ স্যার ভারী দুয্যুগ ;—চিঠিতে যদি চলে ত' উত্তর দিয়ে দিলেই ভাল হয়।"

রমাপদ মৃদুভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না চিঠিতে চল্‌বে না, যেতেই হবে।"

"আমাদের পাঠালে যদি চলে তো আমাদের মধ্যে কেউ যেতে পারি!"

ওষ্ঠাগত হাসিকে দমন করিয়া রাখা অপর কর্ম্মচারীদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। তাহারা মাথা নীচু করিয়া সজোরে অধর দংশন করিতে লাগিল।

রমাপদ বলিল, "না, আমাকেই যেতে হবে।" বলিয়া বেল টিপিল।

বাহিরে বারান্দায় একজন চাকর অপেক্ষা করিতেছিল, সে দ্রুতপদে আসিয়া টেবিলের কাছে দাঁড়াইল।

রমাপদ বলিল, "শীগগির মোটর আন্‌তে বল্‌, আর এই মাধবকে আমার একখানা শুক্‌নো কাপড় দে।"

ত্রস্তভাবে করজোড়ে মাধব বলিল, "আজ্ঞে না হুজুর! ও আদেশ করবেন না। দেবতার কাপড় মাথায় রাখি! আমার কোনো কষ্ট হচ্চে না।"

"ভিজে কাপড়ে থাক্‌লে অসুখ করবে যে।"

"আজ্ঞে না, আপনকার আশীর্ব্বাদে সারা দিনরাত থাক্‌লেও অসুখ করবে না।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তুমি বারান্দায় বোসো, আমার সঙ্গে গাড়িতে যাবে।"

মুরলীধরের মৃত্যুর দিন রমাপদ কুমারপুথি কুঠিতেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল। সরযূর সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, কোথায় তাহাকে পাঠানো সঙ্গত, অথবা কোথায় তাহাকে রাখা উচিত, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া সে রাত্রি সে শুধু মাধবের জিম্মায় সরযূকে ছাড়িয়া আসা অনুচিত মনে করিয়াছিল। পরদিন প্রত্যূষে সে অন্য কোনো রকম ব্যবস্থা হওয়া পর্য্যন্ত সরযূকে নিজের বাসায় আনিয়া রাখিবার প্রস্তাব করে। সরযূ কিন্তু তাহাতে রাজী না হইয়া তাহার শ্বশুরবাড়িতে সংবাদ দিতে অনুরোধ করে। তদনুসারে মুরলীধরের মৃত্যু সংবাদ দিয়া সরযূকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য রমাপদ সরযূর ভাসুরকে চিঠি দেয়। সে চিঠির কোনো উত্তর এ পর্য্যন্ত আসে নাই। ভাসুরের পত্রের অপেক্ষায় সরযূ কুমারপুথি কুঠিতেই অবস্থান করিতেছিল, রমাপদর বাসায় আসিতে স্বীকৃত হয় নাই, এমন কি তাহার তত্বাবধানের জন্য রাত্রে রমাপদ কুমারপুথি কুঠিতে বাস করিবে তাহাও সে হইতে দেয় নাই। রমাপদ পীড়াপীড়ি করিলে বলিত, "এ দেহটা এমন কোনো বস্তু নয় যার জন্য আপনার মত লোকের পাহারায় থাক্‌তে হবে। অপহরণ কেউ যদি করে সে ঠক্‌বে।" রমাপদ বলিত, "কিন্তু তাহ'লে আমি যে তার চেয়েও বেশি ঠক্‌ব।" এ কথার উত্তরে সরযূ কিছু বলিত না, শুধু তার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিত যাহার একদিক বেদনায় মলিন, অন্যদিক আনন্দে রক্তিম। আজ সরযূ লিখিয়াছে দুপুরের গাড়িতে দেশ হইতে মুরলীধরের বিধবা স্ত্রী ও এক ছেলে আসিয়াছে। মুরলীধরের স্ত্রী প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে

সরয়ূ গৃহ হইতে বাহির হইয়া না আসিলে সে গৃহে প্রবেশ করিবে না;—অগত্যা সরয়ূ গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দায় বসিয়া আছে। তাহার পর চিঠিতে কোনো অনুরোধ উপরোধ উপদেশ নাই।

মোটর আসিবামাত্র রমাপদ মাধবকে লইয়া ত্বরিত বেগে মোটরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "জোরসে চালাও।"

বৃষ্টি তখনো একই ভাবে চলিতেছিল।

সরযূ বারান্দায় মাটিতে বসিয়া ছিল, রমাপদর মোটর আসিয়া থামিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ি হইতে নামিয়া বারান্দায় না উঠিয়া রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার জিনিস-পত্র সরযূ?"

মাথা নাড়িয়া সরযূ বলিল, "জিনিস-পত্র কিছু নেই।"

"সে ভালই। আচ্ছা, নেমে এসো।"

ম্লান বিশুষ্কমুখে সরযূ বলিল, "কোথায় যাব?"

"কেন, আমার বাসায়—তোমার নিজের বাড়িতে।"

মনে পড়িল আর একদিন মুরলীধর ঠিক এই রকম কথাই বলিয়াছিলেন। সরযূর চোখে জল আসিল। তার নিজের বাড়ি!—কিন্তু যে বাড়িতে সে যায় সেই বাড়িই যে নষ্ট হইয়া যায়!

বারান্দায় কথাবার্তার শব্দ শুনিতে পাইয়া ভিতরের ঘর হইতে বিরাজমোহিনী জানালা দিয়া রমাপদকে দেখিয়া উচ্চস্বরে কান্না আরম্ভ করিল—"ওমা, কি কালনাগিনীকে তুমি পুষেছিলে গো! ছুব্‌লে খেয়ে ফেল্লে!—আবার বলে কি-না সাপে কামড়েছে—ওমা, কি কালনাগিনী গো!"

বিরাজমোহিনীর রোদনের ভাষা শুনিয়া সরযূ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল;—মনে হইল যেন হঠাৎ একটা গুরুতর আঘাতে তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে,—বাক্‌শক্তি গতিশক্তি একসঙ্গে লোপ পাইয়াছে!

রমাপদ বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি মিছে কথা শুনছ সরযূ! শীঘ্র নেমে এস।"

রমাপদর কথায় চেতনা ফিরিয়া পাইয়া সরযূ মন্ত্রমুগ্ধের মত নামিয়া আসিল।

গাড়ির দরজা খুলিয়া রমাপদ দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, "যাও, ভিতরে গিয়ে বোসো।"

আর কোনো কথা না বলিয়া, কোনো আপত্তি না করিয়া গাড়ির মধ্যে গিয়া সরযূ তাহার বিদ্ধ-ব্যথিত দেহকে গাড়ির এক কোণে এলাইয়া দিল। রমাপদ দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সামনের দিকে উঠিয়া বসিল।

এমন সময়ে দ্রুতগতিতে মাধব রমাপদর নিকটে গিয়া বলিল, "হুজুর, আপনি পিছনে যান। আমি যেমন এসেছিলাম সামনে ব'সে যাব।"

"তুমি যাবে না কি?"

"যাব না হুজুর?—দিদিমণিকে ছেড়ে আমি এখানে থাক্‌ব?"

রমাপদ বলিল, "তাহ'লে চল। তোমার যদি ইচ্ছে থাকে, আমার কোনো আপত্তি নেই।"

মুরলীধরের পুত্র বংশী দূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল; সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "খবরদার মাধব, তুই যেতে পারবিনে, তুই এখানে থাকবি।"

মাধব বলিল, "তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ বাঁশিদা—তাও কখনো হয়?"

বংশী ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "সারাটা জীবন হ'ল, আর এখন হয় না?—হারামজাদা, নেমকহারাম কোথাকার!"

মাধবের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "তোমার সঙ্গে আর কত কথা-কাটাকাটি করব বাঁশিদা, আমি যে কেমন নেমকহারাম তা কর্তা সগ্‌গো থেকেই দেখ্‌তে পাচ্ছেন।"

বংশী চীৎকার করিয়া উঠিল, "চুলোয় যা !" তাহারপর রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন, উনি টাকা-কড়ি না বুঝিয়ে দিয়ে চ'লে যাচ্ছেন সেটা কি ভাল হচ্চে ? নগদ টাকা সবই ত' ওঁর কাছে থাকৃত।"

রমাপদ বলিল, "উনি যখন সঙ্গে একটা কানাকড়িও নিয়ে যাচ্ছেন না তখন টাকা-কড়ি কি বুঝিয়ে দেবেন ?"

বংশী বলিল, "নিয়ে যাচ্ছেন, কি যাচ্ছেন না, তা কেমন ক'রে বুঝ্‌ব ?"

রমাপদর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তীব্রস্বরে বলিল, "ভদ্রলোক যেমন ক'রে বোঝে তেমনি ক'রে বুঝবেন ! আপনি কি ওঁর দেহ তল্লাস করতে চান না কি ?"

রমাপদর উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বংশী আর কোনো কথা বলিতে সাহস করিল না। রমাপদ সামনের সীট হইতে নামিয়া আসিয়া পিছনে বসিয়া বলিল "কোঠি চলো।"

সমস্ত পথ সরযূ অতি কষ্টে তাহার আলোড়িত চিত্তকে সামলাইয়া সামলাইয়া আসিল, কিন্তু রমাপদর গৃহে পৌঁছিয়া ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিয়াই একটা সোফা আশ্রয় করিয়া সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

রমাপদ বলিল, "আমি জানতাম সরযূ, তোমার অসাধারণ মনের জোর আছে। এখন দেখ্‌চি তুমি সাধারণ মেয়ের মতই দুর্ব্বল।"

এ কথা শুনিয়া সরযূর কান্না বাড়িয়াই গেল।

রমাপদ হাসিতে লাগিল, বলিল, "এম্নি ক'রে কাঁদতেই থাকবে, না খাওয়া-দাওয়ার উয্যুগও করবে সরযূ ? আর কিছু না করো অন্ততঃ এক কাপ্‌ চা ক'রে দাও। বুক পর্য্যন্ত সমস্ত যেন শুকিয়ে গেছে।"

পুরুষ ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ব্যক্ত করিলে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে

এমন স্ত্রীলোক কমই আছে। আঁচলে চোখ মুছিয়া একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহারপর বিষণ্ণস্বরে বলিল, "ভাল করলেন না রমাপদবাবু। এমন কালনাগিনীকে বাড়িতে এনে সত্যই ভাল করলেন না।"

সরযূর কথা শুনিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল; বলিল, "সরযূ, একটা কথা আছে, সাপের লেখা আর বাঘের দেখা কপালে থাকলে কেউ আটকাতে পারে না। আমার কপালে যদি কালনাগিনীর ছোবল লেখা থাকে তা হ'লে তুমিই বা কি করবে, আর আমিই বা কি করব বল? পরীক্ষিতের কথা জান ত'? ফলের মধ্যে যদি কালসাপ লুকিয়ে থাক্‌তে পারে ত' বাড়িতে কালনাগিনী থাকা আর বিশেষ কথা কি?"

সরযূ বলিল, "একটা কথা কিন্তু আপনি ভেবে দেখলেন না রমাপদ বাবু—"

রমাপদ বাধা দিয়া বলিল, "একটা কথা কিন্তু তুমিও ভেবে দেখচ না সরযূ—আমার অত্যন্ত তেষ্টা পেয়েছে, আর কিছু ক্ষিধেও। অতএব এক পেয়ালা চা আর খানকতক লুচি যদি শীঘ্র পাই তা হ'লে শ্রীমতী কালনাগিনীর কাছে উপস্থিত একটু কৃতজ্ঞ হই।"

এবার সরযূর মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

রমাপদ বলিল, "কোথায় জিনিসপত্র পাবে জেনে গেলে না?"

মুখ ফিরাইয়া সরযূ বলিল, "ভাঁড়ারে ঢুকলেই সব বুঝ্‌তে পারব।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে,—বৃষ্টিও থামিয়াছে।

৪০

কয়েক দিন একটানা বর্ষার পর আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। শেষ রাত্রেও এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই আকাশ নির্ম্মল হইয়া রৌদ্র উঠিয়াছে। এ কয়দিন জল-কাদার উপদ্রবে পথে লোক চলাচল খুব কমিয়া গিয়াছিল—আজ সুযোগ পাইয়া সকলেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। রাজপথ জনাকীর্ণ, কলকোলাহলময়।

পেরামবুলেটার করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে ঘিণ্টুকে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়া সরমা গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় নরেশ উপস্থিত হইয়া বলিল, "চা-টা কিছু খেয়েচ সরমা? না এখনো অভুক্ত অপীত আছ?"

মৃদু হাসিয়া সরমা বলিল, "কেন, বলুন দেখি?"

"আজ পাঁজিতে কি একটা যোগ লিখেচে—তাতে যে কর্ম্মই করবে তার ফল একটা বড় রকম সংখ্যা দিয়ে গুণ হবে। তোমার *দিদি* এই সুযোগে বিশ্বনাথের কাছ থেকে বিশেষ একটু-কিছু আদায় করবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু পাকস্থলী শূন্য না থাকলে পুণ্যের থলি পূর্ণ হবে না, তাই তিনি অভুক্ত বিশ্বেশ্বর দর্শন করবেন স্থির করেচেন।"

নরেশের কথা শুনিয়া সরমার মুখ শুখাইয়া গেল! কাতর স্বরে সে বলিল "ঈশ! আমি যে খেয়েচি!"

"কি খেয়েচ?—চা?"

চিন্তিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া সরমা বলিল, "না, চা নয়।"

"তবে? চায়ের চেয়েও গুরুতর কিছু না-কি? শক্ত কিছু নয় তো?"

সলজ্জ হাস্যে সরমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; বলিল, "ঘিণ্টুর মুখ থেকে একটা লজেঞ্জুস মাটিতে প'ড়ে গেছল—ভাবলুম নষ্ট কেন হয়, তাই—" আর কোনো কথা না বলিয়া সে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল।

বিষণ্ণ মুখে নরেশ বলিল, "মাত্র একটা লজেঞ্জুস, তাও আবার দায়ে প'ড়ে খাওয়া! তোমার অপরাধ দেখছি বিশ্বনাথ অনেকটাই মকুফ ক'রে দেবেন। আমার কেস্ কিন্তু hopeless! একেবারে খান চার-পাঁচ চম্‌চম্ স্বেচ্ছায় সপরিতোষে খাওয়া! তোমার দিদি ত' এত এগিয়ে যাবেন যে ডেকে সাড়া পাওয়া যাবে না,—ভেবেছিলাম পরলোকের পথে তোমাকে হয় ত' সাথী পাব, কিন্তু দেখছি সে আশাও নেই,—তুমিও কোন্ না মাইল দু'এক এগিয়ে যাবে!"

সরমা হাসিতে লাগিল; বলিল, "দু'মাইল হবে না জামাইবাবু, বড় জোর বিশ পঁচিশ হাত হবে। লজেঞ্জুসে আর চম্‌চমে অত বেশি তফাৎ হবে না।"

নরেশ বলিল, "তা যদি না হয়, তবু ভালো;—ডাক্‌লে তোমার সাড়া পাওয়া যাবে। তোমার দিদি কিন্তু চক্ষু কর্ণের এলাকার একেবারে বাইরে চ'লে যাবেন।"

সরমা বলিল, "ভয় কি, এবার একটা অন্য কোনো যোগে দিদিকে ফাঁকি দিয়ে আপনি নির্জলা উপোস করবেন—তা হ'লে আবার দিদিকে ধ'রে ফেলতে পারবেন।"

নরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে যে পেরে উঠ্‌ব, তা ত' মনে হয়না। তোমাদের পাঁজিতে যতগুলো যোগের কথা লেখে সে সব গুলোরই চেয়ে আমি জলযোগকে ওপরে স্থান দিই, আর তার ব্যতিক্রমকে গোলযোগ ব'লেই মনে করি।"

"তা হ'লে পরলোকের পথে পেছিয়ে যাবেন ব'লে অনুযোগ করা আপনার চলে না।" বলিয়া সুরমা হাসিতে লাগিল।

প্রসন্নমুখে নরেশ বলিল, "বাঃ! চমৎকার! এই জন্তেই ত' তোমাকে এত ভাল লাগে সরমা! তোমার দিদি হ'লে অনুযোগের স্থলে অভিযোগ ক'রে বস্‌তেন। রস-বোধটা তাঁর একটু কম ব'লে রস-চর্চ্চার বিরুদ্ধে তাঁর মুখে অভিযোগ সর্ব্বদা লেগেই থাকে; বোঝেন না, গাছপালার সজীবতার পক্ষে জল যেমন আবশ্যক, মানুষের সজীবতার পক্ষে রস তেমনি দরকারি। একটা রহস্য দেখেচ? অপার্থিব রসের প্রতি যারা যত নিস্পৃহ, পার্থিব রসের প্রতি তারা তত অনুরক্ত। এ প্রায় দেখা যায়, রসালাপে রসিকরা যখন হেসে লুটোপুটি খাচ্চে, ঠিক তার পাশে ব'সে অরসিকরা নির্ব্বিকার মুখে রসগোল্লার পর রসগোল্লা খাচ্চে।"

সরমা হাসিতে লাগিল; বলিল, "ঠিক বলেছেন জামাইবাবু! এমন লোক আমিও দু'একজন জানি।"

উদ্বিগ্নমুখে নরেশ বলিল, "তোমার দিদিকে যেন এসব কথা বোলো না! তা হ'লে চক্ষুলজ্জায় তিনি রসগোল্লা কেনা বন্ধ ক'রে দেবেন, আর মাঝে থেকে আমরা মারা যাব।"

সরমা বলিল, "কিন্তু আপনি ত' অপার্থিব রসের রসিক—আপনার নিয়ম অনুসারে পার্থিব রসগোল্লার প্রতি ত' আপনার স্পৃহা না থাক্‌বারই কথা জামাইবাবু।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ব্যগ্রভাবে নরেশ বলিল, "আহা-হা!—ব্যতিক্রম নিয়মকে প্রমাণ করে এ কথা শোনো নি কখনো? আমি হচ্চি ব্যতিক্রম! হাজারীবাগ কলেজে পড়বার সময় হোষ্টেলে ছিলাম; শনিবার রাত্রে একদল ছেলে নিয়ম ক'রে মাংস খেতো, আর একদল খেতো রাবড়ি। আমি ছিলাম ব্যতিক্রম; আমি মাংসও খেতাম, রাবড়িও খেতাম।"

নরেশের কথা শুনিয়া সরমা উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল। পাশের ঘরে আলমারী খুলিয়া সুকুমারী ঘিণ্টুর কপালে ছোঁয়ানো মানত-করা টাকা-পয়সা বাহির করিতেছিল, হাসির শব্দে উৎসুক হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল তোমাদের? এত হাস্‌চ কেন?"

নরেশ বলিল, "কথা হচ্চে যে, দুই দলের মানুষ আছে; একদল রসিকতা ভালবাসে, অপর দল রসগোল্লা ভালবাসে। আচ্ছা, বল দেখি আমি কোন্‌ দলের।"

এক নিমেষ চিন্তা করিয়া সুকুমারী বলিল, "তুমি? তুমি কোনো দলই বাদ দাওনা। রসিকতাও কর, রসগোল্লাও খাও।"

সরমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তর্জ্জনী নাড়িয়া নরেশ বলিল, "দেখ্‌লে ত'? আবার দেখ।" তাহার পর সুকুমারীর দিকে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা তুমি কোন্‌ দলের?"

এই অসঙ্গত প্রশ্নে কপট রোষে রুষ্ট হইয়া পূর্ব্ব প্রসঙ্গ ভুলিয়া গিয়া সুকুমারী অভ্যাস মত বলিয়া উঠিল, "থাম বাপু! অত রসিকতা ভাল লাগে না!"

সরমার দিকে চাহিয়া পুনরায় তর্জ্জনী নাড়িয়া উল্লসিতভাবে নরেশ বলিল, "তা হ'লে রসগোল্লা ভালো লাগে! সাক্ষী থেকো সরমা।"

উচ্ছ্বসিত হইয়া সরমা হাসিয়া উঠিল। নিজের অতর্কিত পরাভব বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া সুকুমারীও হাসিতে লাগিল; বলিল, "বাপ্‌রে! তোমার মত ঠক্‌ যদি ভূভারতে দুটি থাকে! তুমি রাতকে দিন করতে পার, হয় কথাকে নয় করতে পার! এখন মন্দির যাবার ব্যবস্থা করবে, না, এই রকম রঙ্গ করবে তা বল?"

শুষ্কমুখে নরেশ বলিল, "মন্দির যাবার ব্যবস্থাই করব,—কিন্তু আমরা দু'জনে যে খেয়েচি!"

বিরক্তি ভরে সুকুমারী বলিল, "তুমি খেয়েচ তা'ত জানি,—কিন্তু সরো আবার এর মধ্যে কি খেলে ?"

নরেশ মৃদুস্বরে বলিল, "লজেঞ্চুস ;—একটা। তাতে চল্‌বে ?"

"জানি নে চল্‌বে, কি চল্‌বে না। হ্যাঁরে সরো, সকালবেলা সাত-তাড়াতাড়ি লজেঞ্চুস্ খেতে গেলি কেন ?"

সরমা কিছু না বলিয়া হাসিতে লাগিল ; নরেশ কথাটা ব্যক্ত করিয়া বলিল। শুনিয়া সুকুমারী বলিল, "ছোটো ছেলে নারায়ণ, ওতে দোষ হবে না। তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি আস্‌চি।" বলিয়া ঠাকুর-ঘরে গিয়া একটা ছোটো ঘটি করিয়া একটু গঙ্গাজল আনিয়া উভয়ের দেহে ছিটাইয়া দিয়া মনে মনে বলিল "ওঁ গঙ্গা, শুদ্ধ্, শুদ্ধ্, সর্ব্ব শুদ্ধ্।" প্রকাশ্যে বলিল, "এখন তয়ের হ'য়ে নাও, আর দেরী কোরো না।"

নরেশ বলিল, "দেখচ সরমা, তবু অহিন্দুরা আমাদের হিন্দুধর্ম্মকে অনুদার ব'লে নিন্দে করতে ছাড়বে না। এক ফোঁটা গঙ্গাজল মাথায় পড়লে যাদের পেটে চারখানা চম্-চম্ দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিমেষের মধ্যে হজম হ'য়ে যায়, তাদের—"

সুকুমারী তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "দেখ, ঠাকুর দেবতাদের কথা নিয়ে যা-তা বোলো না!"

নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "যা-তা বল্‌চিনে। যা বল্‌ছিলাম তা শুন্‌লে তোমার ব্রহ্মা থেকে ঘেঁটু পর্য্যন্ত তেত্রিশ কোটি—"

"আঃ! থাম দিকিনি!"

"তেত্রিশ কোটি দেবতা—"

"আবার!"

"খুসী হতেন।"

"তোমার যা ইচ্ছে হয় কর, আমি চল্লুম।" বলিয়া সুকুমারী রাগতভাবে প্রস্থান করিল।

"তেত্রিশ কোটি দেবতাকে খুসী করতে গিয়ে ঘরের দেবতাটিকে রাগিয়ে দিয়ে ভাল করলেন না জামাইবাবু।" বলিয়া সরমা হাসিতে লাগিল।

নরেশ বলিল, "তা বটে; ইনি এমন জাগ্রত দেবতা যে দণ্ড পুরস্কার একেবারে হাতে হাতে দেন। তা ছাড়া, উপসর্গ এঁর এত বেশি যে দেবতা না ব'লে এঁকে অপদেবতা বল্‌লেই বোধ হয় ঠিক হয়।"

ব্যস্ত হইয়া চাপা গলায় সরমা বলিল, "চুপ করুন জামাইবাবু! দিদি শুন্‌তে পেলে রেগে অনর্থ করবেন!"

নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাই যদি করেন, তখন তাঁকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে না হয় তোমাকেই রোজা নিযুক্ত করব।"

"নাঃ—আজ দেখ্‌চি আপনি একটা বিভ্রাট না ঘটিয়ে ছাড়বেন না!" বলিয়া সরমা হাসিতে হাসিতে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল।

নরেশও হাসিতে লাগিল।

৪১

বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে ফিরিবার সময় গলির পথে দেখা হইল সত্যনাথ স্মৃতিরত্নর সহিত। ইনি কাশীবাসী একজন পণ্ডিত, প্রয়োজন হইলে সুকুমারী ইঁহার নিকট হইতে ক্রিয়া-কর্ম্মের ব্যবস্থা লইয়া থাকে। দত্তক দান বিষয়ে অনুমতির জন্য রমাপদকে চিঠি লেখার পর সত্যনাথকে গৃহে ডাকাইয়া সুকুমারী সম্ভাবিত দত্তক গ্রহণের কথা জানাইয়া দিনক্ষণ বিষয়ে একটু দেখিয়া শুনিয়া রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, যদিও সে সময়ে দত্তক লাভের বিশেষ কোনো আশা ছিল না—মাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল।

সাধারণ কুশল সম্ভাষণের পর সত্যনাথ সুকুমারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, তোমার ইচ্ছা মত দত্তক গ্রহণের জন্য শুভদিন দেখেচি। আগামী ৭ই শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশী বেশ প্রশস্ত দিন। কিন্তু তার ত' আর বেশি দিন নেই মা,—মধ্যে মাত্র কুড়ি দিন। এ অত্যন্ত নটখটির কাজ, এখন থেকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ না করলে পরে বিশেষ অসুবিধে ভোগ করতে হবে।"

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "এর পরে আবার কবে শুভদিন আছে স্মৃতিরত্ন মশায়?"

"সে অনেক দিন পরে—আট ন' মাসের আগে নয়। শুভকার্য্য স্থগিত করতে নেই মা, বিশেষতঃ এমন শুভকার্য্য।" তারপর সরমার দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া সত্যনাথ হাসিমুখে বলিলেন, "ছোট মা কি মনস্থির করতে পারছেন না? কিন্তু মা, দত্তক দান দত্তক-দাতা ও দত্তক-দাত্রীর পক্ষেও পুণ্যের কার্য্য—শাস্ত্রে এর বহুতরা প্রশংসা আছে।"

অন্য দিকে চাহিয়া মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে সরমা বলিল, "আমার এতে অমত নেই।"

"কিছু মনে কোরো না ছোট মা, তবে কি তোমার স্বামীর এ বিষয়ে সম্মতি নেই ?" বলিয়া বৃদ্ধ সত্যনাথ হাসিতে লাগিলেন।

সরমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল ;—এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সে বলিল, "না, তাঁরও এ বিষয়ে অসম্মতি নেই,—তিনি অনুমতি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন।"

সত্যনাথ মনে মনে ভাবিতেছিলেন সুকুমারী হয়ত' সরমার উপস্থিতিতে এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে ; সরমার কথা শুনিয়া সুকুমারীর দিকে চাহিয়া উল্লসিত হইয়া তিনি বলিলেন, "তবে আর বাধা কোথায় ? না মা, তুমি আর এ বিষয়ে অকারণ ইতস্ততঃ কোরো না।" তাহার পর ঈশ্বরের কোলে সুসজ্জিত বিল্টুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এমন পরমাত্মীয়ের চাঁদের মতো পুত্র পাওয়াই কি কম সৌভাগ্যের কথা। এ ত' এমনিই তোমাদের পুত্রস্থানীয় ; শুধু শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পুত্র ক'রে নেওয়া। আমি তাহ'লে আজ থেকেই ফর্দ্দ করতে আরম্ভ করি মা ?"

চিন্তিত ভাবে একটু অপেক্ষা করিয়া সুকুমারী বলিল, "আচ্ছা, শ্রাবণ মাসেই যদি হয় তা হ'লে কমের কম কদিন থাকতে আপনাকে জানালে আপনি ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারবেন ?"

দত্তক বিষয়ে সত্যনাথের নির্বন্ধের মূলে তাঁর নিজ স্বার্থ অথবা লোভের কোনো কথা ছিল না,—স্বভাবতঃই তিনি ছিলেন নির্লোভ প্রকৃতির। তিনি নরেশ এবং সুকুমারীকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং মনে মনে অসংশয়ে বিশ্বাস করিতেন যে, পোষ্যপুত্র গ্রহণ না করিলে ভবিষ্যতে এ দুইটি প্রাণীর অদৃষ্টে পুন্নরকের যন্ত্রণা ভোগ নিশ্চয়ই আছে। তাই সুকুমারীর

মনে দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইয়া সত্যনাথ বলিলেন, "দরকার হ'লে পাঁচ দিনেও আমি ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারি। কিন্তু মা, তুমি এ বিষয়ে ইতস্ততঃ কেন করছ ? সবই যখন ঠিক, তখন বাধা কোথায় আছে তা ত' আমি দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।" বলিয়া তিনি বিমূঢ় ভাবে নরেশের দিকে তাকাইলেন।

নরেশ সন্ত্রস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "অসংশয়ে বিশ্বাস করুন স্মৃতিরত্ন মশায়, বাধা আমার মধ্যে নেই!

নরেশের ভাব দেখিয়া সত্যনাথ বালকের মতো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "না বাবাজি, আমি তোমাকে সংশয় করিনি—তোমার কাছে মাত্র আমার বিমূঢ়তা প্রকাশ করছিলাম যে, বাধা কোথায় আছে তা দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।"

নরেশ বলিল, "সে সহজে দেখ্‌তে পাবেন না। কল যখন জটিল হয়, তখন তার কোনো কব্‌জায় বাধা উপস্থিত হ'লে সহজে তা দেখা যায় না। মানুষের মনও একটি জটিল কল।"

সত্যনাথ খুসী হইয়া সে কথা স্বীকার করিলেন ; বলিলেন ; "তাতে আর সন্দেহ কি ? উপনিষৎ বলেন, মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ। যে জিনিস মানুষের বন্ধন এবং মোক্ষ উভয়েরই হেতু তাকে যদি কল বল ত' সে জটিল কল নিশ্চয়ই।"

নরেশ বলিল, "সেই জটিল কল যদি কখনো বাধা-মুক্ত হয় তখনি আপনাকে সংবাদ দেব। উপস্থিত কল পরীক্ষা ক'রে সহসা কিছু বুঝ্‌তে পারবেন ব'লে মনে হয় না।"

সত্যনাথ হাসিতে লাগিলেন ; বলিলেন, "তাই ভাল। কিন্তু প্রার্থনা করি কল যেন শীঘ্র বাধা-মুক্ত হয়।"

যুক্তকরে সত্যনাথকে প্রণাম করিয়া নরেশ বলিল, "আপনার আশীর্বাদ।"

গাড়িতে উঠিয়া সুকুমারী বলিল, "আচ্ছা, তোমার আক্কেল কি রকম বল দেখি? স্মৃতিরত্ন মশায় জ্ঞানী গুণী বিদ্বান পণ্ডিত, বয়সে তোমার দ্বিগুণ বড়—তাঁর সঙ্গে কল-কব্জা বাধা-বিঘ্ন কত রকম কথাই কইলে! সকলেরই সঙ্গে তোমার রঙ্গ! আচ্ছা রঙ্গ ছাড়া তুমি আর কি কিছু জানো না?"

নরেশ বলিল, "অনেক বড় বড় দার্শনিক আর কবির মতে সংসারটাই একটা রঙ্গভূমি। রঙ্গ ছাড়া এতে আর অন্য কিছু নেই। তুমি কি বল সরমা?"

সরমা কিছু বলিল না—আরক্ত মুখে শুধু একটু হাসিল। তখন সে মনে মনে দুঃখে লজ্জায় অভিমানে দগ্ধ হইতেছিল। এ কি ঘৃণিত জীবনের মধ্যে সে প্রবেশ করিয়াছে যে, পথে ঘাটে যে-সে লোকে তাহার ছেলের দত্তক দেওয়া লইয়া আলোচনা করে, পীড়াপীড়ি করে! তাহার মুখের উপর বলে এমন চাঁদের মত ছেলেকে পোষ্যপুত্র পাওয়া সৌভাগ্যের কথা!—তাহা হইলে মনে মনে নিশ্চয়ই বলে পোষ্যপুত্র দেওয়া দুর্ভাগ্যের কথা! আর স্বামী লেখেন, 'আমার অনুমতি আছে। দরকার হ'লে আরো ভাল ক'রে অনুমতি লিখে পাঠাব!' সরমার দেহের মধ্যে প্রতি অণু-পরমাণু বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, 'বেশ, তবে তাই হ'ক! দাও তোমার ছেলেকে পরের হাতে বিলিয়ে। দেখ তাতে কত সুখ পাও!'

একটা বদ্ধ জমাট অভিমানে সরমার হৃদয় কঠিন হইয়া আসিল। তাহার আচরণের তুলনায় রমাপদর উপেক্ষা অবহেলা ঔদাসীন্য অপরিমিত ভাবে অতিরিক্ত মনে হইল। সে এমনই কি অপরাধ করিয়াছে যাহার জন্য রমাপদ, পূর্ব্বে এত প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও, নিজের ছেলেকে বিলাইয়া দিতে অনায়াসে সম্মত হইল? এই পুত্র-বর্জ্জন-সঙ্কল্পের সহিত অবিচ্ছেদ্য

ভাবে যে স্ত্রী-বর্জ্জন সঙ্কল্পও আছে সে ধারণা তীক্ষ্ণ কাঁটার মত তাহার মনে ক্লেশ দিতে লাগিল।

বাকি পথটা আর বিশেষ কোনো কথাবার্ত্তা হইল না। বাড়ি পৌঁছিয়া দেখা গেল বাহিরের বারান্দায় ডাক্‌পিয়ন্ বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। নরেশকে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া জানাইল শ্রীমতী সরমাসুন্দরী দেবীর নামে মণিঅর্ডার আছে।

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকার?"

"এক শ' টাকার।"

পাশ দিয়া বাড়ির ভিতর যাইবার সময় সরমা মণিঅর্ডারের কথা শুনিয়া গেল। সুকুমারী তখন গাড়ির মধ্যে ফুল বেলপাতা প্রসাদ ইত্যাদি গুছাইয়া লইতে ব্যস্ত ছিল।

মিনিট পাঁচেক পরে সরমার ঘরে উপস্থিত হইয়া টেবিলের উপর মণি-অর্ডারের কাগজখানা ধরিয়া নরেশ বলিল, "এর দু' জায়গায় দুবার তোমার নাম লিখে দিলেই নগদ একশত টাকা পাবে।"

সরমা হাসিমুখে বলিল, "জানি। বাড়ির ভিতর আসবার সময় শুন্‌তে পেয়েছিলাম।"

নরেশ দস্তখত করিবার দুইটা জায়গা দেখাইয়া দিল। টেবিলের উপর হইতে কাগজখানা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া আলমারী হইতে দোয়াত কলম বাহির করিয়া যে অংশটা প্রেরকের কাছে রসীদ হইয়া ফেরত যায় তাহার উপর সরমা লিখিয়া দিল, টাকা ফেরৎ দিলাম। শ্রীমতী সরমাসুন্দরী দেবী। তারপর নরেশের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এই নিন্। লিখে দিয়েছি।"

কাগজখানা হাতে লইয়া দেখিয়া নরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, "এ কেন লিখ্‌লে?"

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "টাকার কোনো দরকার নেই ব'লে।"

"না, না, ভাল করলে না সরমা!"

"নিলে আরো খারাপ করতাম।"

"আমার কথা শোন। কেটে দস্তখৎ ক'রে দাও।"

"তা'তে সব চেয়ে বেশি খারাপ হবে—আপনি যা চান না তাও হবে, আমি যা চাইনে তাও হবে।"

নরেশ অনেক বুঝাইল—ভয় দেখাইল অনুরোধ উপরোধ করিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না।

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "পোষ্য-পুত্র যখন নিচ্ছেন, পোষ্য-শালীও একটা নিন না জামাইবাবু!"

শুনিয়া নরেশের চোখে জল ভরিয়া আসিল—এ কথার উত্তরে তাহার মত বক্তাও কোনো কথা খুঁজিয়া পাইল না।

সুকুমারী শুনিতে পাইয়া সরমার কাছে আসিয়া অনেক পীড়াপীড়ি অনেক রাগারাগি করিল,—কিন্তু সরমা শুধু হাসিয়াই সমস্ত কথা উড়াইয়া দিল।

অগত্যা সেই ভাবেই মণিঅর্ডার ফেরৎ গেল—কিন্তু সেইদিন হইতে পোষ্যপুত্র লইবার কথাও একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ৭ই শ্রাবণ যে কোথা দিয়া কবে অতীত হইল কেহই টের পাইল না।

পরবর্ত্তী ইংরাজী মাসেরও দোস্‌রা তারিখে রমাপদ পূর্ব্ব মাসের মত সরমার নামে মণিঅর্ডার করিয়া একশত টাকা পাঠাইয়া দিল ; সে টাকাও যথাপূর্ব্ব ফেরৎ আসিল। তৃতীয় মাসের প্রেরিত টাকার ইতিহাসেও অবশ্য কোনো পরিবর্ত্তন ঘটিল না, যথাকালে ডাক-পিয়ন আসিয়া টাকাটা ফেরৎ দিয়া গেল। সেই টাকার সহিত আলমারী হইতে আরো কুড়িখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া লইয়া রমাপদ অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া ডাকিল, "সরযূ! ও সরযূ!"

স্নান সমাপন করিয়া সরযূ তখন সবেমাত্র রান্না-ঘরে প্রবেশ করিয়াছে—রমাপদর আহ্বানে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "কি বল্‌ছেন ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রমাপদ বলিল, "আবার 'কি বলছেন' ?"

সরযূ হাসিতে লাগিল ; বলিল, "কি গেরো বাপু! মুখ দিয়ে কি বেরোয় ?"

"আমার বেরোয় কি ক'রে ?"

হাসিমুখে সরযূ বলিল, "তুমি হ'লে পুরুষ মানুষ, বয়সে বড়,—তোমার কথা আলাদা।"

"এবার বেরুলো কি ক'রে ?"

"অমন ক'রে টানাটানি করলে গর্ত্ত থেকে কেউটে সাপ বেরোয় ত' মুখ থেকে 'তুমি'!" বলিয়া সরযূ হাসিতে লাগিল।

নোটগুলা সরযূর হাতে দিয়া রমাপদ বলিল, "এ সংসার-খরচের

টাকা নয়। এতে তিনশো টাকা আছে। এ টাকা আলাদা ক'রে রেখো, প্রতি মাসে তোমাকে একশো টাকা ক'রে দেবো। হাজার টাকা হ'লে একটা কাজ আরম্ভ করা যাবে।"

ঔৎসুক্যের সহিত সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ ?"

রমাপদ বলিল, "সে ও-বেলা বল্‌ব অখন,—এখন তোমারো সময় নেই, আমারো তাড়াতাড়ি।"

সরযূ বলিল, "আচ্ছা, তাই না হয় বোলো,—কিন্তু হাজার টাকা জমা পর্য্যন্ত এতদিন আমাকে তোমার বাড়িতে আট্‌কে রাখ্‌বে, সে যে বড় শক্ত কথা!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রমাপদ বলিল, "আমার বাড়িতে থাকবে না ত' যাবে কোথায় সরযূ ?"

দৃষ্টি নত করিয়া সরযূ বলিল, "হয় শ্বশুর বাড়ি, নয় মাসীর বাড়ি, নয় মামার বাড়ি।"—তার পর রমাপদর দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, "এ তিন বাড়ির কোথাও না হ'লে যমের বাড়ি।"

রমাপদ বলিল, "ও তিন বাড়ির কোথাও হবে না তা নিশ্চিত। তবে চতুর্থ বাড়ির দখিণ দুয়ার যদি একান্তই খোলে ত' আমার বাড়ি থেকেই সেখানে যেয়ো। কিন্তু তা ছাড়া আর কোথাও তোমার যাওয়া হবে না এ নিশ্চয় জেনো।"

বিস্ময়-চকিত নেত্রে সরযূ বলিল, "আমরণ তোমার বাড়িতে আমাকে থাকতে হবে না কি ?"

মাথা নাড়িয়া রমাপদ বলিল, "হ্যাঁ, আজীবন।"

শুনিয়া সরযূর চক্ষে জল আসিল; মনে হইল, দু'দিনে এ জীবন শেষ হইয়া আজীবন রমাপদর কাছে থাকা যদি সত্যি হয়! কিন্তু তাহা কি হইবে ? দুঃখ পাইবার আর দুঃখ দিবার জন্য যে জীবনের সৃষ্টি সে

জীবন কখনো স্বল্পায়ু হয় না। মুখে বলিল, "জীবনটা যদি ইচ্ছামত ছোট-বড় করা যেত তা হ'লে আজীবন তোমারই কাছে কাটাতাম। কিন্তু তা' ত করা যায় না, তাই ভয় হয় পাছে আমরণ তোমার দুঃখের কারণ হয়ে কাটাই! দখিণ দুয়ার যদি খুব শীঘ্র না খোলে তা হ'লে উত্তর দরজা দিয়ে অনেক দুঃখ কষ্টের আমদানি হবে।"

কথা বলিতে বলিতে সঙ্কীয়মান অশ্রুর মধ্যে একটা ম্লান হাসি দেখা দিল বর্ষাবিধৌত সূর্য্যকিরণের মত। মুখ ফিরাইয়া আঁচল দিয়া চোখ দুইটা তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া হাসিমুখে সরযূ বলিল, "কিছু মনে কোরো না। কি যে বালাই মেয়ে মানুষের এই দুটো জিনিস—মন আর চোখ! একটাতে যদি কোথাও একটুখানি আঘাত লেগেছে অপরটা অম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে ভিজে এসেছে।" তার পর রমাপদর পক্ষ হইতে কোনো উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বলিল, "আচ্ছা, এখন চল্লুম, একটা রান্না উনোনে বসিয়ে এসেছি। হাজার টাকার কারবারের কথা ও-বেলাই হবে অথন।" বলিয়া নোটের তাড়াটা হাতে লইয়াই দ্রুতপদে রান্না-ঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

রান্নাঘরে গিয়া টুলের উপর বসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে দুচারবার তরকারিটা নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া রাখিয়া সরযূ বলিল, "ঠাকুর, এ কোটা তরকারিগুলো আর আমি রাঁধব না, তুমি তোমার দিকে সরিয়ে নাও। আর দেখ,—এ তরকারিটা বাবুকে দিয়ো না, ভাল হয়নি।"

প্রশস্ত রান্নাঘরের এক দিকে ঠাকুরের রাঁধিবার ব্যবস্থা। অপর দিকে নিজের আহার পাক করিবার জন্য সরযূ পৃথক্ ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল। বৈধব্যের নিয়ম প্রতিপালনের মধ্যে সে মাছ মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং স্বপাক আহার করিত। সাজ-সজ্জা এবং অন্যান্য বিষয়ে তাহাকে বাঙালী ঘরের কুমারী কন্যার মত মনে হইত। মুরলীধর সরযূকে বিধবার বেশ ধারণ করিতে দেন নাই।

বৃদ্ধ মৈথিল ব্রাহ্মণ মৃদু হাসিয়া বলিল, "যে তরকারি আপনার হাতের নাড়া পেয়েছে তা কি মন্দ হয় মা! আপনার ভাতের চাল ধুয়ে দোবো—চড়িয়ে দেবেন?"

সরযূ বলিল, "না ঠাকুর, আজ আমি ভাত খাব না—শরীরটা ভাল নেই। যদি ইচ্ছে হয় চারটি চিঁড়ে ভিজিয়ে খাব।"

পাচকের নাম কিশোরী নাথ উপাধ্যায়। চিঁড়া খাওয়ার কথা শুনিয়া তাহার চক্ষু দুইটি উল্লসিত হইয়া উঠিল; বলিল, "মাজী, দেশ থেকে আসবার সময় আমি দশসের ভাল চুড়া এনেছি—স্বয়ং মহারাজাজীর খাস্ কামতের অউয়ল ধানের চুড়া—গেঁঠ্‌রী খুল্‌লে খোসবুতে কামরা ভ'রে যায়। আমি আপনাকে চুড়া এনে দিচ্ছি—তাই খাবেন।" বলিয়া উপাধ্যায় হাত ধুইয়া চিঁড়া আনিতে যাইবার জন্য উদ্যত হইল।

সরযূ বাধা দিয়া বলিল, "আমি যদি চিঁড়ে খাই ত' তোমার কাছ থেকেই চেয়ে নোবো ঠাকুর, এখন নিয়ে এসে কাজ নেই।"

ঈষৎ দুঃখিত ভাবে নিরস্ত হইয়া উপাধ্যায় বলিল, "মাজী, আপনারা বাঙ্গালী মাজীরা ত' খথ্‌ঠীতে চুড়া খান?"

অল্প চিন্তা করিয়া সরযূ বলিল, "খথ্‌ঠী কি, আমি জানি নে ঠাকুর।"

সবিস্ময়ে উপাধ্যায় বলিল, "খথ্‌ঠী কি, জানেন না মা? খথ্‌ঠী এক তিথি আছে। প্রতিপৎ, দুইতিয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, খথ্‌ঠী—"

মৃদু হাসিয়া সরযূ বলিল, "ও ষষ্ঠি! তা সব ষষ্ঠিতে চিঁড়ে খেতে হয় না—কোনো কোনো ষষ্ঠিতে হয়।" তাহার পর আসন্ন আলোচনা সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "সে রকম ষষ্ঠি উপস্থিত হ'লে তোমার কাছ থেকে চিঁড়ে চেয়ে নোবো।"

সহাস্যমুখে পরিপূর্ণ তৃপ্তিভরে ঘাড় নাড়িয়া সহৃদয় উপাধ্যায় বলিল, "হ্যাঁ—ব্যস্!"

ঘরে আসিয়া নোটগুলা টেবিলের দেরাজে তুলিয়া রাখিয়া সরযূ পিছনের বারান্দায় একটা চেয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সুবিস্তীর্ণ পরিভূমির (কম্পাউণ্ড) সীমা-পারে ঘুটিং বাধানো পথ ; পথের অপর দিকে মুক্ত অনাবৃত প্রান্তর দিগন্তপ্রসারিত ; দিক্‌চক্রবালে শালবন বেষ্টিত হীরাতাঁড় গ্রামের গৃহগুলি ছবির মত দেখাইতেছে ; চতুর্দ্দিক ছায়াম্লান, শুধু হীরাতাঁড় গ্রামের অংশটুকু মেঘবিচ্ছুরিত সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল। উদাস অমুৎসুক নেত্রে এই মনোহর দৃশ্যাবলীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সরযূ তাহার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল।

যতদূর মনে পড়ে শৈশব হইতে এ পর্য্যন্ত তাহার জীবন-প্রবাহ বিচিত্র তরঙ্গলীলায় অসাধারণ, কিন্তু তাহার মধ্যে রমাপদর আশ্রয়ে এবং গৃহে গত চার মাসের যাপন একেবারে অপরূপ! এতই অপরূপ যে বাস্তবতার জগতে কোথাও ইহাকে স্থাপিত করিয়া মানানো যায় না,—স্বপ্নে দেখা, কল্পনায় ভাবা—এম্‌নি একটা কিছু হইলে তবে যেন ইহাকে কতকটা ধারণায় গ্রহণ করা যাইতে পারে। জীবন-নাট্যে যে-দিন রমাপদর প্রবেশ সেই দিনই মুরলীধরের তিরোধান—একদিনেরও সবুর সহিল না। বিধিলিপি বলিয়াও ইহার অসাধারণত্বকে সহ্য করা কঠিন!

শুধু কি এই আশ্রয় পাওয়াই অপরূপ? এই আশ্রয় দেওয়ার আকৃতি এবং প্রকৃতিও নিবিড়তম রহস্য-লীলায় অপরূপ! কিসের উপর ইহার ভিত্তি, কি দিয়া ইহার বাঁধন, কোথায় ইহার মূল—প্রেম, না স্নেহ, না করুণা, না কর্ত্তব্য—তাহা শুধু জানা নাই-ই নহে, জানিবার উপায় পর্য্যন্ত নাই। রমাপদর কাছে কথনো যদি এ প্রসঙ্গের ইঙ্গিত উঠে সে হাসে আর বলে, 'না গো, না—এ ও-সব কিছু নয়—এ শুধু একটা ঘটনা। যে জিনিস সত্যি সত্যিই সহজ, গোলমেলে ভাবে আর ভাষায় জড়িয়ে তাকে জটিল ক'রে তুলো না। তোমার আমার মিলন, দুটো পাশাপাশি

জলাশয়ের মাঝখানের বাঁধ ভাঙলে যেমন মিলন হয়, তেমনি। অবস্থার অনুরোধে এ অনিবার্য্য।' এম্‌নি কথার উত্তরে একদিন সরযূ হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল, 'কিন্তু বাঁধ ভাঙলে এক জলাশয়ের জলের সঙ্গে অপর জলাশয়ের জল ত' শুধু বাঁধ ভাঙার জন্যে-ই মেশে না—পৃথিবীর আকর্ষণে মেশে।' উত্তরে রমাপদ হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল, 'আমরাও হয়ত তেমনি কোনো আকর্ষণে মিশেছি—কিন্তু কি সে আকর্ষণ তা নিয়ে টানাটানি করতে গিয়ে কেঁচোর বদলে কেউটে বেরোলে তোমারো ভাল হবে না, আমারো ভালো হবে না।'

মুরলীধরের গৃহে চাকর-বামুনরা সরযূকে দিদিমণি বলিয়া ডাকিত। মাধবকে দিদিমণি বলিয়া ডাকিতে শুনিয়া রমাপদর গৃহের চাকররাও সরযূকে দিদিমণি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রমাপদ তাহাতে নিষেধ করিয়া মা বলিয়া ডাকিতে আদেশ দেয়। সেই প্রসঙ্গে সরযূ বলিয়াছিল, 'কেন, দিদিমণি ত' বেশ ডাক—দিদিমণি ব'লে ডাক্‌তে আপত্তি কি?' উত্তরে রমাপদ বলিয়াছিল, 'দিদিমণি ডাক মন্দ তা বলছি নে, কিন্তু তোমার বাপের বাড়ির চাকররা তোমাকে সে ডাকে ডাক্‌তে পারত। এদের কাছে তোমার একমাত্র পরিচয়, যে-বাড়ির এরা চাকর-বামুন সেই বাড়ির তুমি গৃহকর্ত্রী; কাজেই তোমাকে মা বলা ছাড়া এদের আর অন্য সম্বোধন নেই। আমাকে এরা দাদাবাবু ব'লে ডাকে না; তার কারণ, এদের সঙ্গে আমার একমাত্র সম্বন্ধ গৃহ-কর্ত্তার। এরা আমার বাপের আমলের লোক হ'লে আমাকে দাদাবাবুই ব'লে ডাকত।'

রমাপদর গৃহে সরযূর প্রবেশের দু'চার দিনের মধ্যেই রমাপদ জানিতে পারিয়াছিল যে সরযূর একটু ভূতের ভয় আছে;—অনুমানে বুঝিয়াছিল, তাহা এমন মাত্রায় বেশি যে রাত্রে যাহাকে বলে সুনিদ্রা, তাহা তাহার ঠিক

হইতেছিল না। জানিতে পারিয়াই রমাপদ বলে, 'আজ থেকে তোমার খাট আমার ঘরে পড়বে সরযূ।' সরযূ তাহা কোন মতেই হইতে দেয় নাই—কিন্তু সেই দিনই অপর প্রান্তের ঘর হইতে তাহার খাট রমাপদর পাশের ঘরে তুলিয়া আনিতে হইয়াছিল, এবং রাত্রে শয়ন কালে উভয় কক্ষের মধ্যে দরজা খোলা থাকিত। রমাপদ বলিয়াছিল 'তোমার কোনো ভয় নেই সরযূ, নিশ্চিন্ত থেকো—ভূতের বিষয়েও, আমার বিষয়েও। দেখো ভূতের চেয়ে আমি ভীষণ নই। যে বাঘ তোমাকে নিজের বনের মধ্যে পেয়ে চিবিয়ে খায় নি, সে বাঘ নিজের গুহার মধ্যেও তোমাকে পরিত্রাণ দেবে।'

একদিন সরযূ রমাপদকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। রমাপদ তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল, 'দোহাই সরযূ, ও রক্ষা-কবচ ধারণ করবার তোমার কোনো দরকার নেই। আমি ভূত নই যে রাম নাম ক'রে আমার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। তা ছাড়া, ও হচ্ছে বালির বাঁধ। উপন্যাসে গল্পে ও-বাঁধ এতবার ভেঙ্গেছে যে, ওর ওপর কিছু মাত্র আস্থা রেখো না। কথামালায় পড়েছিলে ত' দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নেই—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখো আমি তেমন দুরাত্মা নই। যদি পার, আমাকে রমাপদ ব'লে ডেকো,—তা না পার, রমাপদবাবু ব'লে ডেকো,—কিন্তু রমাপদ-দাদা অথবা রমাদাদা ব'লে ডেকো না।' সরযূ অবশ্য রমাপদ বলিয়া ডাকিতে পারে নাই, কিন্তু সে-দিন হইতে সে রমাপদকে রমাপদবাবু বলিয়া ডাকাও ছাড়িয়া দিয়াছিল।

এই সব ঘটনা এবং প্রতিদিনের আরো বহুবিধ তুচ্ছ বৃহৎ ঘটনা মনের মধ্যে আলোচনা করিয়া সরযূ রমাপদকে এবং তাহার প্রতি রমাপদর আকর্ষণকে প্রচলিত পরিমাণে নিরূপিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এত দিন ইহার তেমন প্রয়োজন হয় নাই যেমন আজ হইয়াছে সরযূর ভবিষ্যৎ

জীবনের গতি এবং স্থিতির বিষয়ে রমাপদর মত ব্যক্ত করিবার পর। রমাপদর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোথায় সে যাইতে পারে তাহা একটা কঠিন সমস্যা ; কিন্তু তাহার চেয়েও গুরুতর সমস্যা সে আশ্রয় সে চিরদিনের মত অবলম্বন করিবে কি না। যে শাখায় নীড় রচনা করিবে সে শাখাকে জানা দরকার, বোঝা দরকার, পরীক্ষা করা দরকার।

কিন্তু সে বিষয়ে আলোচনার দ্বারা কিছু নির্ণীত হইবার পূর্ব্বেই রমাপদ আসিয়া পড়িল। বলিল, "সরযূ তোমার যদি সময় হয়, সে কথাটার এখনি আলোচনা করা যেতে পারে। আমার কাজ সহজে মিটেছে।"

যে জিনিসের জন্য সরযূ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ধারণা করিবার যেন একটা উপায় সে পাইল ; বলিল, "হ্যাঁ আমার সময় আছে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে কথাটা তোমাকে বলি।" বলিয়া রমাপদ একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া সরযূর সামনে বসিল।

৪৩

যে-কথা রমাপদ সবিস্তারে সরযূকে জানাইল, তাহার তাৎপর্য্য এই রকম :—যে-সব দরিদ্র শিশু এবং বালক-বালিকা পিতৃমাতৃহীন অনাথ, অথবা যাহাদের পিতামাতার আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় যাহাতে যথোচিত প্রতিপালন করিতে না পারিয়া তাহারা সন্তানদের বিলাইয়া দেয় অথবা পরিত্যাগ করে, কিম্বা অপরে প্রতিপালন করিবার ভার লইতে চাহিলে আপত্তি করে না, সেই সব অনাথ বালক-বালিকাদের প্রতি-পালনের জন্য একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিবে। উপস্থিত-সঞ্চিত তিন শত টাকায় প্রতি মাসে একশত টাকা করিয়া যোগ হইয়া হইয়া হাজার টাকা জমিলেই আশ্রমের কাজ আরম্ভ হইবে। সে টাকাটা জমা থাকিবে রক্ষিত পুঁজি (reserved fund) হিসাবে, অথবা খরচ হইবে অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে। আশ্রমের চলতি খরচ নির্ব্বাহ হইবে উপস্থিত মাসিক একশত টাকার চাঁদায় ;—তাহার পর আশ্রমের প্রয়োজন অনুসারে এবং রমাপদর সামর্থ্য অনুযায়ী মাসিক চাঁদার তারদাদ ক্রমশ বাড়িবে। অনাথদের আশ্রমে গ্রহণ করা বিষয়ে জাতি-ধর্ম্ম ভদ্রাভদ্র বিচার করা হইবে না, এবং আশ্রমের অধিনেত্রী হইবে সরযূ। কথাটা শেষ করিয়া পরিশেষে রমাপদ সনির্ব্বন্ধে বলিল, "এ আমার বড় আগ্রহের সাধ সরযূ, —এর ভার তোমাকে নিতেই হবে।"

যে জিনিসটা রমাপদর জীবনে দুষ্টব্রণের মত যন্ত্রণাদায়ক এবং অশুভকর, তার শুধু একটা দিক্ সে সরযূকে জানাইল ; অপর দিক্‌টা একেবারে চাপিয়া গিয়া দুঃখকে সে সাধ বলিয়া ব্যক্ত করিল,—যে

ব্যাপারকে বেদনার নির্গম-পথ করিতে চাহে, সরযূকে বুঝাইল তাহা আনন্দের প্রবেশ-দ্বার বলিয়া।

রমাপদর কথা শুনিয়া ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা করিয়া সরযূ বলিল, "হঠাৎ তোমার এ সাধ কেন হ'ল তা'ত কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে। একটা সাধ একেবারে টপ্‌কে আর একটা সাধ এমন ক'রে দেখা দিল কি কারণে? যার নিজের স্ত্রী নেই, অপরের ছেলের জন্যে তার এত মাথা-ব্যথা কেন?"

রমাপদর গৃহ-সংসার, আত্মীয়-পরিজন ইত্যাদি বিষয়ে পরিচয় লাভ করিবার যে স্বাভাবিক কৌতূহল সরযূর মনে ছিল, তাহা দিনাতিপাতের সহিত উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্ধান না পাইয়া, এমন কি চেষ্টা করিয়াও না পাইয়া। নিয়তির বিচিত্র বিধানে বিস্ময়কর ঘটনাবলীর প্রভাবে অকস্মাৎ যে অপরিচিত পুরুষের সহিত তাহার জীবন যাপন আরম্ভ হইল, সে বিবাহিত কি অবিবাহিত, তাহার বাপ মা পুত্র কন্যা আছে কি নাই, কোথায় তাহার বাড়ি, কি তাহার ইতিহাস, কেমন তাহার চরিত্র, এ-সব কথা জানিবার, আগ্রহই শুধু নয়, প্রয়োজনও সরযূর কম ছিল না। কিন্তু তাহার উপায় সে খুঁজিয়া পায় না। চাকর বামুনদের জিজ্ঞাসা করিলে পাছে তাহারা সরযূর অজ্ঞতায় বিস্মিত হয়, এই ভয়ে সে তাহাদের কিছু জিজ্ঞাসা করে না। এমনিই হয় ত' তাহারা সরযূকে—তাহাদের এই সালঙ্কারা সিন্দুরবিহীনা মাঈজীকে—একটি রহস্যের মত মনে করে; সে রহস্যকে দুরূহতর করিয়া লাভ কি? মাঝে মাঝে সে ছলে-ছুতোয় রমাপদর নিকট হইতে জানিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু রমাপদ তাহার কোনো প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেয় নাই, তাহার পূর্ব্ব জীবনের কোনো কাহিনী কোনো রহস্যই সরযূর কাছে উদ্‌ঘাটিত করে নাই। আজ সুযোগ পাইয়া সরযূ সেই কথাই প্রকারান্তরে

জানিবার চেষ্টা করিতেছে বুঝিতে পারিয়া রমাপদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমার কথার মধ্যে অনেক গোল আছে সরযূ।"

সরযূ তাহার কৌতূহল-দীপ্ত নেত্রদুটি রমাপদর মুখের দিকে স্থাপিত করিয়া বলিল, "কি গোল ?"

রমাপদ বলিল, "প্রথমত, আমার স্ত্রী আছে কি নেই সে বিষয়ে কিছু না জেনে আমার স্ত্রী নেই ধ'রে নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা তোমার উচিত নয়।"

রমাপদর সতর্কতা দেখিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখে সরযূ বলিল, "যাঁর মূর্ত্তি চোখে দেখতে পাচ্ছিনে, যাঁর সংবাদ কানে শুনতে পাচ্ছিনে, তিনি আছেন ব'লে কেমন ক'রে ধরে নিই ? আচ্ছা, সে কথা যাক্—দ্বিতীয়ত ?"

রমাপদ বলিল, "দ্বিতীয়ত, তর্কের খাতিরে আমার স্ত্রী নেই স্বীকার ক'রে নিলেও অপরের ছেলের জন্যে আমার মাথাব্যথা করতে পারে না, এ কোনো যুক্তি নয়। অপরের স্ত্রী নিয়ে যার জীবন-যাত্রা আরম্ভ হ'ল, অপরের ছেলের জন্যে মাথাব্যথা করবার বাধাই বা তার থাক্‌ল কোথায় বল ?"

রমাপদর এ কথার উত্তরে সরযূর মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না, শুধু একবার রমাপদর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া সে স্তব্ধভাবে আরক্তমুখে হীরাতাঁড় গ্রামের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মুখের পাতায় সরযূর মনের সংবাদ পাঠ করিয়া স্নিগ্ধস্বরে রমাপদ বলিল, "কথাটা যদি কোনো দিক্ থেকে শ্রুতিকটু হ'য়ে থাকে তা হ'লে বলি, নিজের স্ত্রী দিয়ে নিজের ছেলেকে প্রতিপালন করবার যার সুবিধে নেই, অপরের স্ত্রীকে দিয়ে অপরের ছেলে প্রতিপালন করবার তার বাধা কোথায় ?" তারপর সহসা কণ্ঠের স্বর খুব খানিকটা গভীর করিয়া লইয়া বলিল, "তুমি জান না সরযূ, প্রতিদিন কত লোক এই মর্ম্মান্তিক দুঃখ

ভোগ করছে ! নিজের ছেলেকে খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না, মানুষ করতে পারে না ; রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে, পরকে বিলিয়ে দিচ্ছে, ধনবানে কিনে নিচ্ছে। যে ফুল আমার গাছে ফুটল বড় লোকের ফুলদানিতে তা শোভা পেলে, এ যে কত বড় দুঃখ তুমি তা বুঝবে না সরযূ ! সে দুঃখ যে পায় সেই বোঝে ! আমরা সাধ্যমত মানুষকে সেই দুঃখ থেকে মুক্ত করব।”

এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া রমাপদ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, “এ ত গেল, আমার দিকের কথা। তারপর কথাটা তোমার দিক থেকেও বিবেচনা ক’রে দেখ। আমি তোমার আত্মীয় নই, স্বজন নই, এই মাস চারেকের পরিচয় ছেড়ে দিলে পরিচিতও নই ; আমি বিবাহিত কি অবিবাহিত, সাধু কি অসাধু, দুশ্চরিত্র কি চরিত্রবান, খল কি সরল কিছুই তুমি জান না। তুমি হিন্দুঘরের বিধবা, ঘটনার অপরিহার্য্য গতিকে আমার সংসারে এসে পড়েছ, যেখানে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই, এমন কি দ্বিতীয় পুরুষও নেই ; সবদিক চিন্তা ক’রে সঙ্কোচের তোমার শেষ নেই ; তাই মাঝে মাঝে সমাজের রক্তনেত্রের কথা মনে পড়ে, আর পালাতে চাও শ্বশুর বাড়িতে কিম্বা মামার বাড়িতে কিম্বা মাসীর বাড়িতে, যারা তোমাকে একদিনেরও জন্যে চায় না, যেখানে গেলে তোমার অবস্থা হবে আশ্রিতার আর জীবন হবে যন্ত্রণার। কিন্তু আমি বলি সরযূ, সমাজের কথা তুমিই বা কেন ভাব, আমিই বা কেন ভাবি ? যে মহাজন আমাদের কর্জ্জ দেবে না, তাকে আমরা সুদ দিই কেন ? এস, আমরা সমাজের বাইরে আমাদের সংসার বাঁধি সমাজেরই মঙ্গলের জন্যে। বাইরে থাকলে সমাজকে তুমি ভালবাসতে পারবে, সমাজের তুমি কাজ করতে পারবে, ভিতরে গেলে শ্রদ্ধা হারাবে। সমাজের তাড়নায় তুমি এত দূর ভীত যে, আমার সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্ক উপেক্ষা

ক'রে সমাজের কাছ থেকে একটা সম্পর্ক ধার ক'রে নিয়ে পাতাতে চাও। তাই একদিন চেষ্টা ক'রেছিলে আমাকে দাদা ব'লে ডাকতে। সেদিন এত হাসি আমার পেয়েছিল তোমার অকারণ উদ্বেগ দেখে! তুমি আমি ভাই-বোন কি ক'রে হ'তে পারি যখন আমাদের বাপ-মা কিম্বা খুড়ো-জেঠা এক নয়। তার চেয়ে অনেক সহজে তোমাতে আমাতে স্বামী-স্ত্রী হ'তে পারি কারণ বিধবা বিবাহকে সমাজ, এমন কি হিন্দু-সমাজও, স্বীকার করে। কিন্তু আমি বলি সরযূ, ও সব হাঙ্গামার দরকার কি? তুমি শ্রীমতী সরযূবালা দেবী আর আমি শ্রীযুক্ত রমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্পর্কই কি যথেষ্ট নয়? এ তুমি স্বপ্নেও মনে কোরো না যে, তোমাকে আমি আমার আশ্রিত ব'লে মনে করি। এ আমি আমার সহৃদয়তায় বলছিনে সরযূ—যা একান্ত সত্যি ব'লে জানি তাই বলছি। আমি জানি তুমি আমার জীবনে অনিবার্য্য ভাবে এসেছ—তোমার অসহায়তায় আসনি, আমার করুণাতেও আসনি। দেখলে না?—যেদিন এখানে এলাম সেই দিনই তোমাকে পেলাম—এক দিনেরও সবুর সইল না। নিয়তি নিজের হাতে তোমাকে আমার হাতে সঁপে দিলে। এ ছাড়াও তুমি যদি আমাদের মধ্যে আর একটা কোনো সম্পর্কের বাঁধন চাও, বেশ ত' গুটিকয়েক নিরাশ্রয় ছেলে-মেয়েকে আমাদের মধ্যে নিয়ে তা' গ'ড়ে উঠুক। মার মত তুমি যাদের মানুষ করবে, বাপের মত আমি তাদের খরচ জোগাব। একটি অনাথকেও আমরা যদি মানুষের মত মানুষ ক'রে দিতে পারি তা হ'লে বুঝব আমাদের দুজনের জীবন একেবারে অসার্থক হ'ল না। আশা করি আমার অনুরোধে রাজি হ'তে আর তোমার কোনো আপত্তি হবে না। কেমন রাজি ত'?"

ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া সরযূ একবার রমাপদর দিকে দৃষ্টিপাত করিল তাহার পর নত নেত্রে আর্দ্রব্যথিত স্বরে বলিল, "আমার পক্ষে

যা একান্ত কামনার বস্তু হওয়া উচিত তাতে আমি রাজি নই, এ কেমন ক'রে বলি? তুমি বলছিলে আমার সঙ্কোচ দুশ্চিন্তার কথা। আমি নিজের জন্যে একটুও ভাবিনে—সে ভাবনা ত' তুমি একেবারে হরণ করেছ। আমি ভাবি শুধু তোমার জন্যে।"

সরযূর কথা শুনিয়া রমাপদ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল, "তাই যদি হয় তা হ'লে বেশ ত,' তুমিও আমার ভাবনা হরণ কর। চ'লে যাবে ব'লে মাঝে মাঝে যে ভয় দেখাও তা আর দেখিয়ো না—আর আমি যে অনুরোধ তোমার কাছে করলাম তা রাখবে স্বীকার কর।"

রমাপদর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাসিয়া সরযূ বলিল, "আচ্ছা, তা না হয় করলাম; কিন্তু তার আগে তুমি আমার একটি কথার উত্তর দাও।"

"কি কথা?"

"তোমার বিয়ে হয়েচে? স্ত্রী আছেন?"

সরযূর কথা শুনিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল; বলিল, "ভূতে যেমন মানুষকে পায় এই কথাটা তোমাকে তেম্‌নি পেয়ে বসেছে। কিছুদিন থেকে ছলে-ছুতোয় এই কথাটা জেনে নেবার জন্যে কত চেষ্টাই করছ! আচ্ছা, এ কেন বল দেখি সরযূ? ধর যদি আমার স্ত্রী থাকেই, তুমি ত' তার স্থান জুড়ে বসো নি। তোমাকে ত' আর আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত হইনি যে, সতীনের ভয় আছে কি না জেনে নেওয়া তোমার পক্ষে দরকার। তবে তোমার এ কৌতূহল কেন? তা ছাড়া সরযূ, কৌতূহল-প্রবৃত্তি মানুষের মনের একটা দুর্ব্বলতা—বিশেষত যে ক্ষেত্রে কৌতূহল নিবৃত্ত করতে অপর পক্ষের আপত্তি থাকে।"

সরযূ বলিল, "তা হ'লে বলবে না?"

"না।—রাজি ত'?"

ভূমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চিন্তিত মুখে সরযূ বলিল, "রাজি।"

"লক্ষ্মী!" বলিয়া রমাপদ প্রসন্নমুখে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "তা হ'লে অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবে স্থির হয়ে গেল—এবার সুবিধা মত কোনো সময়ে কল্পনাটি ভেবে চিন্তে পরামর্শ ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। এখন আমি আমার অফিসের কাজ সারতে চল্‌লাম।"

রমাপদ প্রস্থান করিলে রান্নাঘরে উপস্থিত হইয়া সরযূ বলিল, "ঠাকুর, তোমার চিঁড়ের কথা বল্‌ছিলে, দুটি না হয় দাও; কিন্তু খুব অল্প।"

উপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রসন্নমুখে বলিল, "বড়্ আনন্দ্ মাজী!" তারপর হাত ধুইয়া দ্রুতপদে চিঁড়া আনিতে প্রস্থান করিল।

সরযূ বুঝিয়াছিল চিঁড়া চাহিলে উপাধ্যায় সুখী হইবে।

৪৪

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশীতে যাত্রীর ভিড় অতিশয় বাড়িয়া উঠিয়াছে। রাজঘাট আর ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্‌ ষ্টেশনে নিয়মিত এবং অতিরিক্ত ট্রেণগুলি ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাজার হাজার যাত্রী আনিয়া ছাড়িয়া দিতেছে,—তাহা ছাড়া, নৌকায়, এক্কায়, গরুর গাড়িতে এবং পদব্রজে চতুর্দ্দিক হইতে কত লোক আসিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। কাশীর জনাকীর্ণ পল্লী-সমূহের অপ্রশস্ত পথ-ঘাট আবর্জ্জনায় অব্যবহার্য্য, এবং বায়ুমণ্ডল দুর্গন্ধে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে ইহারই মধ্যে আশঙ্কাজনক মূর্ত্তিতে কলেরা দেখা দিয়াছে।

নরেশ বলিল, "চল সুকু, এই বেলা কলকাতায় স'রে পড়া যাক্‌। গ্রহণ উপলক্ষে কাশীতে যমরাজ যে-রকম ব্যবস্থা ফাঁদচেন, তাতে রাহুর হাত থেকে সূর্য্যের মুক্তিলাভের আগেই ভব-যন্ত্রণার হাত থেকে অনেককেই মুক্তিলাভ ক'রতে হবে ব'লে মনে হচ্ছে। অতএব চল, আজই কলকাতা রওনা হওয়া যাক্‌।"

সুকুমারীর প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণের দিকটা যেমন প্রবল ছিল, বর্জ্জনের দিকটা ছিল ঠিক তেমনি দুর্ব্বল ; তাহার ফলে সে নূতন পরিবর্ত্তনকে যেমন সহজে গ্রহণ করিত, পুরাতন সংস্কারকে তেমনি সবলে রাখিয়া চলিত। ডাক্তারের প্রদত্ত ব্র্যাণ্ডির উপকারিতায় যেমন অবলীলাক্রমে তাহার বিশ্বাস হইত, গ্রহাচার্য্যের দেওয়া জল-পড়ার উপর তেমনি তাহার বিশ্বাস অটল থাকিত। নরেশের কথা শুনিয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "তা কিছুতেই হবে না। দেশ-দেশান্তর থেকে লক্ষ লক্ষ লোক

আস্‌চে কাশীতে গ্রহণ-স্নান করবার জন্তে—আর আমি ছ'মাস কাশীতে ব'সে থেকে পাঁচ দিন আগে পালিয়ে যাব? তা ছাড়া ভিড় ত' হচ্চে সহরের ভেতরে,—আমাদের এখানে তার জন্তে ভয় করবার দরকার কি?"

নরেশ বলিল, "ন' কোটি মাইল দূরে সূর্য্যকে রাহু গ্রাস করলে তোমার স্নান করবার দরকার হয়, আর দু-মাইল দূরে কলেরা হ'লে ভয় করবার দরকার নেই? তবু যদি রাহু সত্যিই রাহু হ'ত।"

প্রশান্ত মুখে সুকুমারী বলিল, "তা বেশ ত' তোমরা সকলে কলকাতা চ'লে যাও,—গ্রহণের পর যদি বেঁচে থাকি ত' ঈশ্বরকে নিয়ে আমি কলকাতা যাব।"

নরেশ বুঝিতে পারিল এঞ্জিন্ যে-পথে যাইবার উপক্রম করিতেছে সে পথে ভয় আছে, সুকুমারীর আপাতসরল বাক্যের মধ্যে জটিলতার লাল আলো দেখিয়া আর বেশি অগ্রসর হইতে তাহার ভরসা হইল না; বলিল, "তোমাকে বাদ দিয়ে 'তোমরা' হয় না—সুতরাং তুমি যদি থাক ত' সকলকেই থাকৃতে হয়। কিন্তু একটা কথা, গ্রহণে দুটি কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, স্নান আর দান। সমস্ত দিন উপোস ক'রে থেকে বেলা তিনটের সময়ে তোমার স্নান করা হবে না। স্নানের ত্রুটিটা দান দিয়ে যত পার পুরিয়ে নিয়ো, তা'তে আমি আপত্তি করব না।"

সুকুমারী জানে অর্দ্ধেক পাওয়া পূরা পাওয়ার প্রথম ভাগ, প্রথমার্দ্ধ অর্জ্জিত হইলে শেষার্দ্ধ অর্জ্জিত হওয়া সহজ হয়। বলিল, "আগে দেখি আমার রাশিতে গ্রহণ দেখতেই আছে কি না, তবে ত' স্নান।"

কিন্তু এ কথা নিরূপিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না;—পরদিন প্রাতে আহূত হইয়া সত্যনাথ স্মৃতিরত্ন উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, মিথুন কর্কট কন্যা তুলা ও মকর রাশির পক্ষে গ্রহণ-দর্শন শুভ, বাকি অশুভ।

সুকুমারী উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "আমার কন্যা রাশি।"

নরেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সত্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি রাশি বাবাজী ?"

নরেশ বলিল, "আমার রাশি পড়েছে অশুভ রাশির ভাগে। আমার মেষ রাশি।"

নরেশের কথা শুনিয়া এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সুকুমারী বলিল, "তোমার মেষ রাশি ?—কিন্তু আমার ত' মনে হচ্চে তোমার রাশি মকর।"

সুকুমারীর দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রসন্ন স্বরে নরেশ বলিল, "না, না, মেষ রাশিই।" তাহার পর কণ্ঠস্বর একটু মৃদু করিয়া লইয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য! তোমার প্রতি আমার আচরণ দেখেও বুঝ্‌তে পারো না যে, মেষ ভিন্ন অন্য কোনো রাশি আমার হ'তে পারে না ?"

নরেশের কথা শুনিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী সরমা মুখ ফিরাইয়া লইয়া হাসিতে লাগিল।

ভ্রূভঙ্গী করিয়া চাপা গলায় সুকুমারী তর্জ্জন করিল, "যা-তা বোকো না বল্‌ছি !"

সত্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি রাশি ছোটোমা ?"

মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে সরমা বলিল, "তা ত' জানি নে।"

নরেশ বলিল, "আমি জানি। তোমার মীন রাশি।"

সবিস্ময়ে সরমা বলিল, "কি ক'রে জান্‌লেন ?"

"কি ক'রে জান্‌লাম উপস্থিত বিচারে সে কথার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার মীন রাশি হ'লেও নদীতে সেদিন ভারি উৎপাত—তাই তুমি নিষিদ্ধ রাশির দলে পড়েছ।"

নরেশের কথা শুনিয়া সকলে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সহাস্যমুখে সত্যনাথ বলিলেন, "মেষ আর মীনের যুক্তি বুঝেচি বাবাজী,—কিন্তু এর মধ্যে একটু গোলযোগ আছে। রাশির বাধার গ্রহণ

দর্শনই করতে নেই—কিন্তু স্নান ত' করতে হবে। শাস্ত্রের মতে গ্রহণ-অদর্শনকারীর পক্ষেও মুক্তি স্নান অবশ্যকর্ত্তব্য।" বলিয়া উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

সত্যনাথের হাসি শেষ হইলে নরেশ প্রশান্তমুখে বলিল, "স্নান তা হ'লে করব। অবগাহন থেকে আরম্ভ ক'রে মন্ত্র স্নান, চিন্তা-স্নান পর্য্যন্ত আট রকম স্নানের বিধি শাস্ত্রে আছে; তার মধ্যে একটা যা-হয় করলেই হবে।"

সত্যনাথ বলিলেন, "কিন্তু ফল যে বাবাজী, আটের চেয়ে অনেক বেশি রকমের আছে!" বলিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নরেশ বলিল, "তা ত' নিশ্চয়ই! লোকে কথায় বলে যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।" তারপর সরমার দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার দিদির ভাগ্যে আম কাঁঠাল, আর আমাদের কপালে বট বকুল,—এম্‌নি একটা কোনো ব্যাপার হবে বোধ হয় সরমা।"

আবার একটা উচ্চ হাস্যের রোল উঠিল।

গ্রহণ দিনের বিধি-ব্যবস্থা নিরূপিত করিয়া দিয়া সত্যনাথ প্রস্থান করিলে সুকুমারী সতর্জ্জনে বলিল, "আচ্ছা, তোমার কি রকম আক্কেল বল দেখি?—স্মৃতিরত্ন মশায়ের সামনে ঐ সব মেষ রাশি টাশির কথা বল্‌তে মুখে একটু বাধ্‌ল না?"

অপ্রতিভ মুখে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নরেশ বলিল, "আমার মুখে বাধ্‌লেই যে স্মৃতিরত্ন মশায়ের বুদ্ধিতে বাধ্‌বে এত নির্ব্বোধ তুমি ওঁকে মনে কোরো না সুকু। আমি যে মেষ-প্রকৃতি তা বুঝ্‌তে তাঁর একটুও বাকি নেই। দেখনা, কোনো একটা বিষয়ে আমার সঙ্গে বরাবর আলোচনা ক'রে শেষ বিচারের জন্যে তিনি তোমার মুখের দিকে তাকান? স্মৃতিরত্ন মশায় বেশ ভাল রকমেই জানেন যে যে-বিষয়ে আমি শ্রীমান ভালা, সে-বিষয়ে তুমি শ্রীমতী চাবী; কোনো রকমে তোমাকে আরত্ত

করতে পারলেই আমি উন্মুক্ত। সুতরাং প্রকৃতি অনুসারে আমার রাশি যে মেষ রাশি হওয়া উচিত, এ কথা শুন্‌তে পেলেও তিনি নতুন কোনো কথা শুন্‌তেন না।"

নরেশের কথা শুনিয়া সরমা হাসিতে লাগিল, এবং সুকুমারী রাগ করিতে লাগিল।

নরেশ বলিল, "তুমি অন্যায় রাগ করছ সুকু! আচ্ছা সরমা, তুমিই বল, আমার প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখ্‌লে আমাকে মেষ রাশি ব'লে মনে হয়, না, সিংহ কিম্বা বৃষ রাশি ব'লে মনে হয়?"

গ্রহণ দিনের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া যাওয়ায় সুকুমারী অন্তরের অন্দর মহলে প্রসন্ন ছিল—সরমাকে কোনো কথা বলিবার অবসর না দিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "আচ্ছা গো, আচ্ছা তোমার না-হয় মেষ রাশিই—এখন ওঠো। বাইরে কোন অফিস থেকে পিওন এসে এক ঘণ্টা ব'সে রয়েছে।"

"সত্যি—একেবারে ভুলে গেছি!" বলিয়া নরেশ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

এ ঘটনার পাঁচদিন পরে গ্রহণের দিন সুকুমারী দুবার গঙ্গায় স্নান করিল—একবার স্পর্শ স্নান আর একবার মুক্তি। সন্ধ্যার পর সে বুকে একটু একটু বেদনা বোধ করিতে লাগিল, রাত্রে কম্প দিয়া জ্বর আসিল—পরদিন ডাক্তার আসিয়া বুক পিঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সন্দেহ করিলেন ডবল্ নিউমোনিয়া।

তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা আরম্ভ হইয়া গেল। য়্যান্টিফ্লজেষ্টিন দিয়া সুকুমারীর সমস্ত-বুক-পিঠ বাঁধিয়া দিয়া সুকুমারীর জ্বর-তপ্ত একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া নরেশ বলিল, "কাল দুবার স্নান করায় হয় ত' ঠাণ্ডা লেগেছিল সেই জন্যে আগে থাক্‌তে সাবধান হবার উদ্দেশ্যে ডাক্তার এই ব্যবস্থা করলেন।"

অপর হাত দিয়া নরেশের হাতখানা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া ম্লানমুখে মৃদু হাসি হাসিয়া সুকুমারী বলিল, "বুঝেচি। শুধু বুঝ্‌তে পারচিনে গ্রহণের ফল ফল্‌ল, না, তোমার কথা না শোনার ফল ফল্‌ল। আমি কিন্তু গ্রহণের ফল চাই নে—তোমার কাছে বেঁচে থাক্‌তে চাই। আমাকে মরতে দিয়ো না—নিশ্চয়ই বাঁচিয়ো!"

সুকুমারীর দুই চক্ষের ধার দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

দুই বাহুর মধ্যে সুকুমারীকে সযত্নে জড়াইয়া ধরিয়া নরেশ বলিল, "কোনো ভয় নেই সুকু, তোমার কোনো ভয় নেই।"

কিন্তু এই অভয় দান সত্ত্বেও নরেশের চক্ষে অশ্রু ঘনাইয়া আসিল। কোনো একটা কাজের ছুতা করিয়া সে অবিলম্বে সুকুমারীর নিকট হইতে সরিয়া গেল।

দুই দিন সুকুমারীর অসুখ হ্রাস-বৃদ্ধি না পাইয়া প্রায় সমভাবে কাটিল ; কিন্তু তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর হইতে সহসা দ্রুতবেগে বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইল। ব্যস্ত হইয়া নরেশ সেই রাত্রেই দুইজন বড় ডাক্তার আনাইল। দীর্ঘ-কালব্যাপী রোগপরীক্ষা এবং পরামর্শের পর সেবা, চিকিৎসা এবং পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া ইংরাজ-ডাক্তার নরেশকে অন্তরালে লইয়া গিয়া বলিল, "আপনার স্ত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক নিশ্চয়ই ; তবে আশাহীন, তা আমি বলি নে।"

সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের মুখ হইতে এই আশ্বাসের বাণী শুনিয়া নরেশের প্রাণ উড়িয়া গেল ; ত্রস্ত স্খলিত কণ্ঠে সে বলিল, "সে কি কথা! তবে কি প্রাণের আশা নেই ?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া ডাক্তার বলিল, "আমি ত' সে কথা বলিনি,—আমি বলেছি, প্রাণের আশা নেই তা বলা যায় না।"

হতাশভাবে নরেশ বলিল, "ও ত' একই কথা ডাক্তার!"

নরেশের কাঁধে ডান হাতখানা স্থাপিত করিয়া শান্তকণ্ঠে ডাক্তার বলিল, "আমরা চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা কিন্তু তা মনে করি নে। আমরা জানি আমাদের আশা-নৈরাশ্যের অনুমান যত বার ঠিক হয় তার চেয়ে বেশিবার ভুল হয়। সে যাই হ'ক, আশা করা যাক্ আপনার স্ত্রী ভাল হ'য়েই উঠ্‌বেন।"

নবাগত ডাক্তার দুইজন প্রস্থান করিলে নরেশ দৃঢ়ভাবে তাহার গৃহ-চিকিৎসকের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সে আমি কিছুতেই শুন্‌ছি নে

ডাক্তার মশায়, এ রোগ আপনাদের সারাতেই হবে! তার জন্তে যে ব্যবস্থা করবার দরকার করুন, যত টাকা খরচ কর্‌তে হয়, হ'ক ; কিন্তু স্থকুমারীকে বাঁচানো চাই-ই!"

নরেশকে যথাসম্ভব সাহস এবং সান্ত্বনা দিয়া যাহাতে বিলম্ব না হয় সে জন্য ডাক্তার স্বয়ং প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌গুলি লইয়া ঔষধ আনিতে গেলেন—তারপর ঔষধ-পত্র লইয়া আসিয়া একজন তরুণ ডাক্তার এবং দুইজন নর্স‍কে রাত্রের সমস্ত ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিয়া যখন তিনি প্রস্থান করিলেন তখন রাত্রি প্রায় বারোটা।

সরমা স্থকুমারীর পাশে বসিয়া তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছিল ; নরেশ বলিল, "রাত অনেক হয়েচে সরমা, তুমি গিয়ে একটু কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। একটু আগে ঘিণ্টু কাঁদছিল।"

নূতন ডাক্তারটি নরেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আপনিও যান মিষ্টার ব্যানার্জি। আমরা তিনজনে সমস্ত রাত জেগে কাটাবো ; সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি হবে না,—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন।"

মৃদু হাসিয়া নরেশ বলিল, "ত্রুটি হবে না, তা জানি,—কিন্তু নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারব না। কোনো অস্থবিধে হবে না আমার—ঘুম পেলে ওই ইজি-চেয়ারটায় একটু শোবো অখন।"

কিন্তু স্থকুমারী তাহা হইতে দিল না ; ব্যস্ত হইয়া উঠিল ; বলিল, "খেয়ে শুয়ে পড়্‌গে, ভোর বেলা আবার এসো। তুমি জেগে ব'সে থাক্‌লে আমার ঘুম হবে না।"

ডাক্তার বলিল, "দেখলেন ত' মিষ্টার ব্যানার্জি, আপনার থাকা কিছুতেই চল্‌বে না। আপনি থাক্‌লে রোগীর পক্ষে অস্থবিধে, আমাদের পক্ষেও স্থবিধে নেই।"

ডাক্তারের কথায় কোনো উত্তর না দিয়া নত হইয়া স্থকুমারীর দক্ষিণ

হাতটা চাপিয়া ধরিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কি রকম বোধ করছ ?"

সুকুমারী বলিল, "একটু ভাল।"

সুকুমারীর যন্ত্রণা-কাতর মুখের দিকে তাকাইয়া সকলেই বুঝিতে পারিল এ নিতান্তই সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে অসত্য কথা। এমন প্রশ্নেরও কোনো মূল্য নাই, উত্তরেও কোনো মূল্য নাই—তবুও লোকে প্রশ্ন করে এবং উত্তর দেয়।

সুকুমারীর কপালের উপর কয়েক গুচ্ছ চুল আসিয়া পড়িয়াছিল, হাত দিয়া সেগুলিকে ধীরে ধীরে যথাস্থানে সরাইয়া দিয়া নরেশ বলিল, "আচ্ছা, তা' হলে চল্‌লাম, কিন্তু কোনো দরকার হ'লেই আমাকে ডেকে পাঠিয়ো।"

নরেশের আহারের প্রবৃত্তি একেবারেই ছিল না, কিন্তু সরমার উপরোধে একবার বসিতে হইল।

নরেশের নিকট হইতে একটু দূরে বসিয়া চিন্তিত হইয়া সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার সাহেব দিদির বিষয়ে কি ব'লে গেলেন জামাইবাবু ?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চিন্তা করিয়া নরেশ বলিল, "যা ব'লে গেলেন তা'তে তোমার এবং আমার দুজনেরই প্রস্তুত হওয়া উচিত।"

সরমা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল, "সে কি কথা জামাইবাবু!"

নরেশের মুখে দিবালোকে তড়িৎ-প্রভার মত একটা ক্ষীণ সকরুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "বুঝ্‌তে পারছ না সরমা, তোমার দিদিতে গ্রহণ লেগেছে—তিন-পো গ্রাস হ'য়ে গেছে, এক-পো বাকি।"

সরমার মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না, শুধু দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

আহার-পাত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নতমুখে নরেশ বলিল, "তোমার দিদি কড়া মহাজন সরমা, যা-কিছু দিয়েছে সুদে আসলে আদায়

ক'রে নিয়ে দেউলে ক'রে দেবার মতলব। কাশীনাথেরই কাছে শেষ পর্য্যন্ত ইনসল্‌ভেন্সি ফাইল করিয়ে না ছাড়ে!"

আহার-সামগ্রী সামান্য একটু নাড়িয়া চাড়িয়া মুখে দিয়া নরেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, সরমাও আর কোনো আপত্তি বা উপরোধ অনুরোধ করিল না।

প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিতেই সরমা ব্যস্ত হইয়া সুকুমারীর ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিল নরেশ ইজি-চেয়ারে অবসন্নভাবে জাগিয়া শুইয়া রহিয়াছে; এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া ডাক্তার বাড়ি গিয়াছে, একজন নর্স সুকুমারীর পাশে শয্যার উপর বসিয়া আছে, অপর নর্স রোগীর সমস্ত রাত্রের সাধারণ বিবরণ লিখিতে ব্যস্ত। ঘণ্টাখানেক পরে দুইজন নূতন নর্স আসিলে, ইহারা দুইজনে সমস্ত দিন বিশ্রামের জন্য মুক্তি পাইবে।

"আপনি কতক্ষণ এসেছেন জামাইবাবু?"

"আধ ঘণ্টাটাক্ হ'বে।"

"দিদি কেমন ছিলেন রাত্রে?"

"সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নি—ভোরবেলা ঘণ্টাখানেক হ'ল ঘুমুচ্ছে। রাত্রে অস্থিরতা, নিঃশ্বাসের কষ্ট—এ সব খুব বেড়েছিল।"

"টেম্পারেচর?"

"বেড়েছে। এক শ' চার পয়েণ্ট দুই।"

রোগীর দিক হইতে মৃদু কুন্থন-ধ্বনি শুনা গেল। নর্স ইঙ্গিতে কথা কহিতে নিষেধ করিল; সুকুমারীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে।

নরেশ ও সরমা ব্যগ্র হইয়া সুকুমারীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। এক রাত্রির মধ্যে সুকুমারীর আকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া নৈরাশ্যে ও আতঙ্কে উভয়ের মন অবসন্ন হইয়া গেল,—রাত্রি অবসানের সঙ্গে দিনের আলোয় মনের মধ্যে যে-টুকু আশা ও আশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা

লুপ্ত হইল একেবারে সমূলে। সমস্ত রাত্রি কষ্টে নিঃশ্বাস টানিয়া টানিয়া মুখ হইয়া গিয়াছে বিশীর্ণ, ওষ্ঠাধর নীলাভ, বর্ণ মলিন এবং দৃষ্টি পরিশ্রান্ত! সমস্ত দেহাবয়বের মধ্যে এমন একটা অবসন্নতা ও খিন্নতা যে দেখিলেই মনে হয় জীবন-বৃন্ত নিশ্চয়ই একটু আল্‌গা হইয়া আসিয়াছে। দেহ-লাবণ্যের উপর এমন একটা অশুভ ছায়াপাত, যাহা অসংশয়িত ভাবে জীবন-সায়াহ্নের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মনের আর্ত্ত অবস্থা অতি কষ্টে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া নত হইয়া সুকুমারীর মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ সুকু?"

ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে সুকুমারী বলিল, "কি বল্‌ছ পষ্ট ক'রে বল।"

উচ্চস্বরে নরেশ বলিল, "আজ কেমন আছ, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

পুনরায় বিহ্বলভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সুকুমারী বলিল, "কেমন আছি?—ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে; বোধ হয় একটু ভাল।" তারপর সরমার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ক্ষণকাল নির্নিমেষে তাকাইয়া থাকিয়া নিজের দুর্ব্বল দক্ষিণ হাতটি তাহার দিকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করিয়া দিল।

সরমা শয্যার উপর উপবেশন করিয়া সুকুমারীর ক্ষীণ হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অতি কষ্টে উদ্যত অশ্রু রোধ করিয়া রহিল।

"সরো—"

মুখ ফিরাইয়া নত হইয়া সরমা ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল "কি দিদি?"

"আমাকে ক্ষমা করিস ভাই—"

সুকুমারীর কথা শুনিয়া সরমা নিজেকে আর সংযত রাখিতে না পারিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সিনিয়র নর্স দ্রুতপদে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "এ আপনারা কি করছেন? রোগীকে এমন ক'রে উত্তেজিত করবেন না। এখন একটু বাইরে যান, পরে আস্‌বেন।"

সুকুমারীর নিষ্প্রভ চক্ষু দুটির ভিতর ভ্রূকুটি দেখা দিল। উত্তেজিত হইয়া নর্সের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "যান্, আপনারা দুজনে একটু বাইরে যান, আমার কিছু কথা বলবার আছে।"

নরেশ সযত্নে সুকুমারীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল, "এঁর ওপর রাগ কোরো না সুকু। তোমার ভালর জন্যেই ইনি ব্যস্ত হয়েচেন।" তারপর নর্সের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আপনারা অনুগ্রহ ক'রে মিনিট পাঁচেকের জন্যে একবার পাশের ঘরে গিয়ে বসুন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, কোনো রকমে আমরা এঁকে উত্তেজিত করব না,—বরং যে-টুকু উত্তেজনা হয়েচে তা যাতে যায় তারই চেষ্টা করব।"

নর্সরা কক্ষ ত্যাগ করিলে নরেশ বাম বাহুর দ্বারা সুকুমারীকে অর্দ্ধবেষ্টিত করিয়া ধরিয়া হাসিমুখে বলিল, "একেই ত' তোমার অসুখ আর কষ্ট দেখে সরমা কাঁদ-কাঁদ হয়ে আছে, তার ওপর যা-তা কথা ব'লে তাকে এমন ক'রে কাঁদিয়ে দেওয়া কি ভাল হয় সুকু? নিজেদের জাতের কথা জান ত'?—কাঁদবার জন্যে তোমরা ত' সর্ব্বদাই প্রস্তুত—একবার যা হয় একটা ছুতো পেলেই হয়।"

কথোপকথনকে সহজ ধারায় চালনা করিবার অভিপ্রায়ে নরেশের কথা কহিবার এই যত্ন-কৃত সকৌতুক ভঙ্গী শুধু ব্যর্থ ই হইল না, গভীর ভাবে সুকুমারীর চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস লইয়া নরেশের প্রতি অলস অবসন্ন দৃষ্টি জোর করিয়া স্থাপিত করিয়া সুকুমারী বলিল, "বুঝ্‌তে পারছ না?"

একটা প্রচণ্ড অমঙ্গলের আশঙ্কায় নরেশের মন কাঠ হইয়া উঠিল; সভয়ে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

"আমি বাঁচব না ?"

ঠিক যে অশুভ কথাটা শুনিবার আশঙ্কায় নরেশ ও সরমার মন আতঙ্কিত হইয়াছিল, সুকুমারীর মুখ হইতে সেই কথাটা নির্গত হওয়ায় উভয়ে শুম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল, কাহারো মুখ দিয়া প্রতিবাদের একটা কথা পর্য্যন্ত বাহির হইল না।

একটু অপেক্ষা করিয়া নিজের বিলীয়মান শক্তির শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত সঞ্চিত করিয়া লইয়া সুকুমারী অতি কষ্টে বলিল, "ভাল করতে গিয়ে সরোর আমি যথেষ্ট অনিষ্ট করেছি,—তুমি কিন্তু তাকে কখনো ত্যাগ কোরো না। সে ভারি অভিমানী, তার অভিমানের মর্য্যাদা রেখো। তার সমস্ত ভাল-মন্দর ভার আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম।"

এবার শুধু সরমারই নহে, নরেশেরও সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

উন্মুক্ত জানালা দিয়া শরৎকালের উদাস প্রভাত বীতরাগ সন্ন্যাসীর মত অনুৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল এই বিচ্ছেদ-আশঙ্কা-বিধুর তিনটি প্রাণীর দিকে।

বেলা নয়টার সময় ডাক্তারেরা সমবেত হইয়া রোগী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, অবস্থা রাত্রির চেয়ে অনেক মন্দ;—শ্বাস দ্রুততর এবং কষ্টদায়ক, টেম্পারেচর অনেক বেশি, ফুস্‌ফুস্ অধিকতর আক্রান্ত, এবং হৃদয় অতিশয় দুর্ব্বল। তখন ষোড়শোপচারে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ হইয়া গেল,—তাহার কোনো অস্ত্র, কোনো উপায় উপেক্ষিত হইল না;—অক্সিজেন, ইন্‌জেক্‌শন, য়্যান্টিফ্লজেষ্টিন্, তাপ, সেক, ব্র্যাণ্ডি, ঔষধ, পথ্য—সমস্ত মিলিত হইয়া রোগের বিরুদ্ধে একটা তুমুল সংগ্রাম

বাধাইয়া তুলিল। কিন্তু কোনো ফল হইল না ; সমস্ত বাধাকে অবহেলার সহিত উপেক্ষা করিয়া রোগ দৃঢ়-পদক্ষেপে অনিবার গতিতে বৃদ্ধির দিকে আগাইয়া চলিল। অপরাহ্ণের দিকে সুকুমারীর কথা বন্ধ হইয়া গেল এবং সন্ধ্যার পর অপচীয়মান চৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত হইল।

সংবাদ পাইয়া স্মৃতিরত্ন-মহাশয় আসিয়া ফুল-নৈবেদ্য-তুলসী-বিল্বপত্র এবং ধাতুখণ্ডের সাহায্যে কুপিত গ্রহের বৈগুণ্যশান্তির জন্য গ্রহযাগ আরম্ভ করিলেন ;—কিন্তু আবেদন-নিবেদন স্তুতি-মিনতি স্তব-স্তোত্র কোনো উপকারে আসিল না,—হোমানলের সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট গ্রহের রোষানল বাড়িয়া উঠিল ; ধোঁয়ায় স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের চক্ষু যত না লাল হয়, ক্রোধে গ্রহদেবের চক্ষু ততোধিক আরক্ত হইয়া উঠে।

পরদিন প্রাতে যখন অ্যালোপ্যাথরা পরাভব স্বীকার করিলেন, তখন ক্ষুদ্র শিশির মধ্যে ক্ষুদ্র বটিকা লইয়া আসিলেন হোমিওপ্যাথ ; বন্যার মুখে এক মুঠা বালির মত তাহা অবলীলার সহিত ভাসিয়া গেল। তারপর খল আর সূচিকাভরণ লইয়া উপস্থিত হইলেন কবিরাজ। অবশেষে বেলা বারোটার সময় আসিলেন স্বয়ং যমরাজ—যিনি এরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বশেষেই আসেন এবং অপরাজেয় দক্ষতার সহিত রোগীকে রোগমুক্ত করেন।

সুকুমারীর মৃত্যু হইল। অক্সিজেনের সীলিণ্ডার, হোমিওপ্যাথীর শিশি, আর কবিরাজের খল মহা অপ্রতিভ হইয়া পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল।

যে কথা ভাবিয়া সকলে অতিশয় শঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার কারণ একেবারেই ঘটিল না—এমন স্তব্ধ স্থির অচল হইয়া নরেশ সুকুমারীর মৃতদেহের পাশে বসিয়া রহিল যে, তাহাকে ধরাধরির প্রয়োজন ত' দূরে থাক্‌ একটা সান্ত্বনার বাক্য পর্য্যন্ত বলিতে কাহারো সাহস হইল না।

অদূরে ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া সরমা ক্রন্দন করিতেছিল ; নরেশের

কথা মনে পড়িতে ফিরিয়া চাহিয়া শোকের নীরব গভীর মূর্ত্তি দেখিয়া আতঙ্কে তাহার আর্ত্তনাদী শোক মূক হইয়া গেল!

* * *

দশদিন পরে সুকুমারীর শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া একখানা সেকেণ্ডক্লাস কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করিয়া সরমা ও ঘিণ্টকে লইয়া নরেশ কলিকাতা রওনা হইল।

গাড়িতে উঠিয়া নরেশ বলিল, "সরমা, তুমি ত' আমার চিরদিনই আপনার;—কিন্তু তোমাকে কত বেশি আপনার সুকু ক'রে দিয়ে গেছে তা আর কি বলব! তোমাকে আমি আমার নিকটতম আত্মীয় ব'লে গ্রহণ করেছি—আমার বাড়ি, আমার টাকা-কড়ি, ধন দৌলতে আমার যা অধিকার, তোমার ঠিক সেই অধিকার। সে ত' তোমার চিরদিনের জন্যেই রইল—কিন্তু উপস্থিত তোমাকে আমি ঝরিয়ায় রমাপদর কাছে রেখে যাব। তোমার যা একান্ত শুভ, চিরদিনের জন্যে তোমার পক্ষে যা একান্ত কল্যাণকর, তার দিকে দৃষ্টি রেখে—আমি যে বিবেচনা করেছি, লক্ষ্মী ভাই, তাতে তুমি স্বীকৃত হও। তোমার দিদি বলেছিলেন, তুমি অভি-মানী, তোমার অভিমানের মর্য্যাদা আমি যেন রাখি। সে মর্য্যাদা রাখ্‌তে এক মুহূর্ত্ত আমি দ্বিধা করব না; কিন্তু তার আগে তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হও। পরে যেন কেউ আমাদের এ দোষ দিতে না পারে যে, যা করা উচিত ছিল তা আমরা করি নি। কেমন আমার কথায় রাজি ত' ?"

ঠিক এই সমস্যাটাই নানাদিক দিয়া গত দশদিন ধরিয়া সরমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল; অকস্মাৎ প্রয়োজনকালে তাহার একটা সমাধান লাভ করিয়া সে আর নিজের যুক্তি প্রবৃত্তি দিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিয়া নরেশের কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস করিল; বলিল, "আপনি যখন বলছেন, তাই হ'ক।"

প্রসন্ন হইয়া নরেশ বলিল, "বেশ কথা।"

গাড়ি যখন গয়া ষ্টেশনে পৌছিল তখন বেলা প্রায় সাড়ে আটটা। নরেশ জানলার পাশে বসিয়া জনাকীর্ণ প্লাটফর্ম্মের লোক-চলাচল দেখিতেছিল, একটি পরিপুষ্ট তৈলচিক্কণ পাণ্ডা আসিয়া গাড়ির হাতল চাপিয়া ধরিয়া, হাস্যোৎফুল্ল মুখে বলিল, "হুজুর, একবার এখানে নেমে গেলে হয়না ?"

বক্ষ বাহুদ্বয় এবং ললাট চন্দন-চর্চ্চিত, শিখায় একটি শ্বেত করবী বাঁধা, পদদ্বয় ধূলি-ধূসর, পরিধানে সদ্য-ধৌত থান ধুতি, কাঁধের উপর দিয়া বক্রভাবে বিলম্বিত রেশমী চাদর, কক্ষে তিনখানা বাঁধানো খাতা এবং মুখে ও সমস্ত দেহ-ভঙ্গিমায় এমন নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততার প্রকাশ যে, মনের মধ্যে অন্নবস্ত্র সংক্রান্ত সাধারণ সমস্যার কোনো উপদ্রব নাই, তা দেখিলেই বুঝা যায়।

মুখে কিছু না বলিয়া নরেশ মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

নরেশের অশুভ ইঙ্গিতে কিছুমাত্র ভগ্নোৎসাহ না হইয়া প্রসন্নমুখে পাণ্ডা বলিল, "হুজুর গয়া হ'য়ে যাচ্ছেন অথচ বিষ্ণুপদ দর্শন ক'রে যাবেন না, সে কি ভাল কথা ? এ গাড়িতে গেলে কলিকাতায় বৈকাল পাঁচটার সময়ে পৌছবেন—আজ আর সেখানে কি কাজ করবেন হুজুর ? তার চেয়ে নেবে পড়ুন, বিষ্ণুপদ দর্শন ক'রে, প্রয়োজন থাক্‌লে পদচিহ্নে পিণ্ডদান ক'রে সদ্য প্রস্তুত অন্ন আহার ক'রে একটু বিশ্রাম করবেন; তারপর বৈকাল চারটার গাড়িতে আপনাদের বসিয়ে দিয়ে যাব। গাড়ি গয়া থেকে ছাড়ে—ভিড় নেই ভাড় নেই—কাল প্রত্যুষে পাঁচটার

কলিকাতা পৌঁছবেন—সে কি মন্দ কথা হুজুর? আর তা না ক'রে সমস্ত দিন অনাহারে রৌদ্রে ধূলায় কষ্ট পেতে—"

সরমার দিকে চাহিয়া নরেশ মৃদুস্বরে বলিল, "তোমার দিদি থাকলে এর সিকি কথাও বল্‌তে হ'ত না সরমা। তবে তোমার যদি ইচ্ছে হয় নামতে, তা হ'লে আমার আপত্তি নেই।"

সরমা মাথা নাড়িয়া জানাইল তাহার ইচ্ছা নাই।

নরেশের সব কথা স্পষ্ট শুনিতে না পাইলেও সে যে সরমার মতামত জানিতে চাহিতেছিল তাহা বুঝিতে পাণ্ডার বিলম্ব হয় নাই—সরমার মাথা নাড়া দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া সে বলিল, "কেন মা?—তোমার স্বামী পুত্রের মঙ্গল হবে; তোমার নিজের অক্ষয় পুণ্যলাভ হবে! আশ্বিন মাস—শুক্লপক্ষ—পঞ্চমী তিথি—মঙ্গলবার—বিষ্ণুপদ দর্শনে ইহকাল পরকালের শুভ হবে।"

কিন্তু এত প্রলোভন দেখানোও নিষ্ফল হইল,—সরমা সম্মত হইল না। তখন পাণ্ডা নরেশের পরিচয় নির্ণয়ের জন্য ব্যস্ত হইল; বলিল, "হুজুরের নাম, মুরুব্বীর নাম, আর নিবাস জান্‌তে পারলে হুজুর আমার যজমান কি-না তা বহি থেকে দেখ্‌তে পারি।"

নরেশ বলিল, "তোমার যজমান হ'লেও যখন নামব না, তখন কেন আর কষ্ট করছ ঠাকুর, অন্য যজমানের সন্ধানে যাও। এতক্ষণ তুমি অনর্থক সময় নষ্ট করলে।"

পাণ্ডার মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল, যাহার মধ্যে নৈরাশ্য-জনিত বিরক্তির লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না; বলিল, "না হুজুর, অনর্থক না। মানুষের মনে কি আজকাল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে? আমরা এম্‌নি ক'রে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলি। কতবার দেখেছি, 'না, না,' বল্‌তে বল্‌তে ট্রেনে সিটি দিয়েছে, তখন লোকে জিনিসপত্তর নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়েছে—এমন

কি দু-তিন ষ্টেশন চ'লে গিয়ে ফিরতি ট্রেনে ফিরে এসেছে। ভগবানের কৃপা হ'লে তখন কি আপনি নিজেকে রুক্‌তে পারবেন হুজুর ?"

এমন সময়ে 'কি পাণ্ডাজী, বাবুকে পাক্‌ড়াও করেছ না-কি ?' বলিয়া একটি যুবক সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া নরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তা বেশ ত' নরেশ, নেমে পড় না।"

আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উৎফুল্ল মুখে পাণ্ডা বলিল, "নমস্কার ছিতীশ বাবু, বাবু আপনার পরিচিৎ তো নামিয়ে নিন্ না!"

আগন্তুকের নাম ক্ষিতীশ ;—সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমাকে যদি তোমাদের মত একজন পাণ্ডা ক'রে নাও তা হ'লে এখনি নামিয়ে নিচ্ছি। কি বল নরেশ, তা হ'লে নামবে ত' ?"

সহাস্যমুখে নরেশ বলিল, "নিশ্চয়।"

ক্ষিতীশ বলিল, "ঐ দেখ—রাজী থাক ত' বল।"

পাণ্ডা বলিল, "আপনি যদি আপনার কোয়লার কারবার আমাকে দিতে রাজি থাকেন ত' আমিও পাণ্ডাগিরি আপনাকে দিতে রাজি আছি। এখন বাবুকে নামিয়ে নিন্, পরে দেখা যাবে।" বলিয়া নিজের বাক্-পটুতার রসাস্বাদে উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল।

ক্ষিতীশ বলিল, "কয়লার কারবার তোমাকে না দিয়েও নামিয়ে নিতুম—কিন্তু এ বাবু নামবার বাবু নয়। দেখচ না, হাওড়া পর্য্যন্ত গাড়ি রিজার্ভ রয়েছে—তুমি সরে পড় পাণ্ডাজী।"

পাণ্ডা পাকা লোক,—ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাবান, অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া নরেশের নাম ধাম জানিয়া তাহার খাতায় লিখিয়া লইল, তাহার পর যাইবার সময় বলিয়া গেল, "গয়াধামে যখন আস্‌বেন হুজুর, মনে রাখ্‌বেন আমার ন্যায় মাধো পাণ্ডা ওয়লদ যদু পাণ্ডা।"

নরেশ স্মিতমুখে বলিল, "আচ্ছা।"

পাণ্ডা বিদায় হইলে নরেশ বলিল, "তার পর ক্ষিতীশ, তোমার সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা। কয়লার কারবার করছ না কি ?"

ক্ষিতীশ বলিল, "অম্‌নি সামান্য একটু করি। তা ছাড়া, চূণের কিল্‌ন্‌ আছে,—তার জন্যেও কয়লার দরকার হয়।"

"এই ট্রেনে কোথাও যাচ্ছ না কি ?"

"যাব ব'লেই ষ্টেশনে এসেছিলাম, কিন্তু যে জন্যে যাচ্ছিলাম এখানে এসে খবর পেলাম তার জন্যে যাওয়ার দরকার নেই,—ঝরিয়া থেকে আমার কয়লার ওয়াগন্‌ রওনা দিয়েছে।"

নরেশ বলিল, "ঝরিয়া থেকে তুমি কয়লা নাও ?—মালাবার হিল্‌ কোল কন্‌সার্ণের নাম শুনেছ ?"

ক্ষিতীশ হাসিতে লাগিল;—বলিল, "জমির চাষ করি আর জমিদারের নাম শুনি নি ? আগে ত' ওদের কাছ থেকেই কয়লা নিতাম— কিন্তু কয়েক মাস থেকে এক বাঙ্গালী ছোক্‌রা ম্যানেজার এসে সব সুবিধে গেছে—এখন মালের দামে মাল নাও, আর আগে ছিল পোন দামে পুরো মাল। তা যাই বল ভাই, ছোকরার বাহাদুরী আছে,—চুরিতে কোম্পানীটা উচ্ছন্ন যেতে বসেছিল,—এরি মধ্যে অবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে।"

"কোলিয়ারীটা কি রকম ? বেশ বড় কোলিয়ারী ?"

উচ্ছ্বাসের সহিত ক্ষিতীশ বলিল, "বড় নয় ? খুব বড়। দেশী কোম্পানী অত বড় আর একটা আছে কিনা সন্দেহ।"

"ম্যানেজার কত মাইনে পায় জান ?"

"জানি বৈ কি। উপস্থিত মাসিক পাঁচ শো টাকা পাচ্ছে—তা ছাড়া লাভের ওপর কি-একটা অংশও বুঝি আছে। ধনী ওর কাজে এত সন্তুষ্ট হয়েছে যে, শুন্‌ছি শীঘ্রই হাজার টাকা মাইনে হবে। তা ছাড়া ভাল বাড়ি, মোটরকার, লোক-জন এ-সব ত' আছেই। ভাগ্যবান পুরুষ বল্‌তে হবে—

তা নইলে এত অল্প বয়সে এত কম সময়ের মধ্যে এমন উন্নতি করতে পারে! কিন্তু তাও বলি ভাই, ভাগ্য নিজের গুণেই ক'রে নিয়েছে। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি কৌশলী, তেমনি পরিশ্রমী—কোলিয়ারীটির পঙ্কোদ্ধার করতে কম বেগ পাবার কথা নয়। অন্য লোক হ'লে অসংখ্য শত্রু তৈরি ক'রে নিজে বিপদে পড়ত, কিন্তু এ সাপও মারে, লাঠিও ভাঙ্গে না। যারা ষড়যন্ত্র ক'রে এতদিন চুরি করত তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়েছে যে, চোরেরাই এখন হয়েচে চৌকিদার।" বলিয়া ক্ষিতীশ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

মাঝের বেঞ্চিতে বসিয়া সরমা উৎকর্ণ হইয়া ক্ষিতীশের কথা শুনিতেছিল। ক্ষিতীশের কথায় রমাপদর কৃতিত্বের পরিচয় লাভ করিয়া দুঃখে আর আনন্দে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। এই তার স্বামী! সুযোগের অভাবে এই স্বামীর এত শক্তি, এত যোগ্যতা, এত কর্ম্মপটুতা দুঃখ-দারিদ্র্যের ভস্মে প্রচ্ছন্ন ছিল! দুরবস্থার কুজ্ঝটিকাজালে যাহাকে নির্জ্জীব মেষ-শাবক বলিয়া মনে হইয়াছিল, কর্ম্মের রৌদ্রালোকিত প্রাঙ্গণে আজ দেখা গেল সে সুপ্তোত্থিত সিংহ। মনে পড়িল ভাগলপুরের কয়েক মাস পূর্ব্বের দীনতা-হীনতায় তমসাচ্ছন্ন দিনের কথা, যখন পঞ্চাশ টাকা মাহিনার চাকরীও সৌভাগ্যের সুবর্ণ প্রভায় রঞ্জিত প্রার্থনার বস্তু বলিয়া মনে হইত। আজ তাহার স্থান পাঁচ শত টাকা মাহিনা, বাড়ি, গাড়ি, দাস-দাসী! স্বামী-মহিমাগৌরবে সরমার হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অনাবিল প্রসন্নতায় হিল্লোলিত হইতে লাগিল। মনে হইল আর সে তাহার মনের মধ্যে কোনো অভিমান, কোনো বিরূপতা, কোনো কঠোরতা রাখিবে না,—পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনের মধ্য দিয়া আজ সে তাহার স্বামীর পৌরুষকে স্বীকার করিবে, ঠিক যেমন তটোপনীতা স্রোতস্বতী মহাসাগরের মহিমাকে করে। স্বামী-সামীপ্য-আকাঙ্ক্ষায় সরমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে ম্যানেজারটির আলাপ হয়েচে ক্ষিতীশ ?"

ক্ষিতীশ বলিল,—"হয়েচে।" তাহার পর একটা কথা হঠাৎ খেয়াল করিয়া সকৌতুহলে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ম্যানেজারের বিষয়ে এত কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন ? চেন না-কি তাকে ?"

মৃদু হাসিয়া নরেশ বলিল, "একটু চিনি। তোমার সঙ্গে আলাপ কি-সূত্রে হ'ল ? কয়লা ত' এখন ও কোলিয়ারী থেকে নাও না।"

ক্ষিতীশ বলিল, "কেন নিই নে সেই, অনুসন্ধানের সূত্রেই হ'ল। পুরাণো হিসেব মেটাবার জন্যে আমি একদিন ওঁর কুঠিতে গিয়েছিলাম, তখন প্রথম আলাপ হয়। তারপর উনি একবার সস্ত্রীক মোটরে গয়া আসেন বিষ্ণুপদ দর্শন করতে,—গয়া থেকে রওনা হবার সময়ে মোটর বিগ্‌ড়োয়।—আমি তখন দৈবাৎ সেখান দিয়ে মোটর ক'রে যাচ্ছিলাম, ভদ্রলোকের বিপদ দেখে দুজনকে আমার গাড়িতে ক'রে ষ্টেশনে পৌঁছে দিই। সে সময়ে একটু বেশি রকম আলাপের সুযোগ হয়। ভদ্রলোক এ-দিকে বিষম ষ্টাইলিশ—দুটি প্রাণীতে যাবেন ত' মোটে পাঁচ ছয় ঘণ্টার পথ—পুরো একখানা ফার্ষ্ট ক্লাস্ কামরা রিজার্ভ করবার জন্যে ব্যস্ত। আমি বল্‌লাম, গাড়ি এখান থেকে ছাড়চে, এমনিই ত' খালি গাড়ি পাচ্ছেন—কেন মিছে ত্রিশ-বত্রিশ টাকা বেশি খরচ করবেন। তখন অগত্যা দু-খানা ফার্ষ্ট ক্লাস্ টিকিট কিনে উঠে বস্‌লেন। ভয় কি জানো ? পাছে পথে অন্য লোক উঠে বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত ঘটায়।" বলিয়া ক্ষিতীশ উচ্চ স্বরে হাসিতে লাগিল।

নিরতিবিস্ময়ে নরেশ বলিল, "তুমি বোধ হয় ভুল করছ ক্ষিতীশ, তুমি যাঁকে তাঁর সঙ্গে দেখেচ তিনি হয় ত' তাঁর স্ত্রী নন, অপর কেউ।"

নরেশের কথা শুনিয়া ক্ষিতীশ হাসিতে লাগিল ; বলিল, "অপর হ'লে

কি একজনের জন্যে কেউ গাড়ি রিজার্ভ করে, না, প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা তিথণ্ডা থেকে ধানবাদে মোটর ক'রে হাওয়া খাইয়ে নিয়ে যায় ? অপরও নয়, পরও নয়,—নিতান্ত আপনার।"

চিন্তিতমুখে নরেশ বলিল, "তা হ'লে ইনি অন্য কেউ হবেন ; আমি যাঁর কথা ভাবছিলাম তাঁর স্ত্রী—আচ্ছা, এঁর নাম কি বল দেখি।"

ক্ষিতীশ বলিল, "আর, পি, ব্যানার্জি,—বোধ হয় রমাপ্রসাদ বাঁড়ুয্যে।"

নামের মিল শুনিয়া নরেশের মুখ কালো হইয়া উঠিল ; ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে নিশ্চয় তুমি ভুল করছ—স্ত্রী নয়, অপর কোনো আত্মীয়া।"

সরমার প্রতি দৃষ্টির ইঙ্গিত করিয়া ক্ষিতীশ বলিল, "ঠিক যেমন ভুল করব বউদিদিকে অপর কোনো আত্মীয়া মনে না ক'রে তোমার স্ত্রী মনে করলে। আচ্ছা, বেশ ত' হাতে পাঁজি মঙ্গলবার ক'রে লাভ কি, আমার সঙ্গীটিকে জিজ্ঞেস্ করছি ; সে ত' তিথণ্ডার কাছেই বাস করে, কাজেই নাড়ীনক্ষত্রের খবর জানে।" বলিয়া অদূরে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া ডাকিল। সে নিকটে আসিলে বলিল, "আচ্ছা, গোপেশ্বর, মালাবার কন্‌সার্ণের ম্যানেজারের সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটি বাস করেন তিনি ম্যানেজারের স্ত্রী, না, অপর কোনো আত্মীয়া ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সহাস্য মুখে গোপেশ্বর বলিল, "স্ত্রীই বটে, তবে শুক্লপক্ষের নয়, কৃষ্ণপক্ষের। কুমারপুঁথি কুঠির মুরলী বাঁড়ুয্যের বিধবা ভাইঝি ;—সর্পাঘাতে মুরলীবাবুর মৃত্যুর পর থেকে এঁর কাছে আছেন। আহা, মুরলীবাবু দেবতার মত লোক ছিলেন, আর তাঁর ভাইঝির কি কাণ্ড !"

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "ম্যানেজারের নাম কি মশায় ?"

গোপেশ্বর বলিল "রমাপদ বাঁড়ুয্যে।"

একটু কি মনে মনে চিন্তা করিয়া নরেশ বলিল, "মুরলী বাবু আর রমাপদ বাবু উভয়েই যখন বাঁড়ুয্যে তখন মেয়েটি ত' সম্পর্কে রমাপদ বাবুর ভগ্নী কিম্বা অন্য কোনো আত্মীয়াও হ'তে পারেন।"

নরেশের কথা শুনিয়া গোপেশ্বর কিছু বলিল না,—শুধু একটু হাসিল।

এঞ্জিনের বাঁশি বাজিয়া উঠিল, এবং পর মুহূর্তেই ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল। গাড়ির সঙ্গে খানিকটা যাইতে যাইতে ক্ষিতীশ বলিল, "যত বাজে কথায় দশ মিনিট কেটে গেল, তোমার কোনো খবরই নেওয়া হ'ল না। ছেলেপুলে ক'টি নরেশ? এই একটিই না কি?" তারপর সরমার দিকে দৃষ্টি পড়ায় ব্যস্ত হইয়া বলিল, "দেখ, দেখ, বউদিদি বোধহয় ঢুল্‌ছেন,—প'ড়ে যেতে পারেন।"

গাড়ির গতি বাড়িয়া উঠিয়াছিল,—"আচ্ছা, ভাই, আশা করি আবার দেখা হবে।" বলিয়া ক্ষিতীশ প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া পড়িল।

৪৭

ক্ষিতীশের কথায় নরেশ পিছন ফিরিয়া দেখিল সরমা বেঞ্চির মাঝখানে হইতে কখন সরিয়া গিয়া এক প্রান্তে পাশের কাঠে ভর দিয়া বসিয়াছে ; মাথাটা তাহার সম্মুখ দিকে একটু হেলিয়া পড়িয়াছে।

"সরমা !"

সরমা কোনো উত্তর দিল না, শুধু অবসন্ন মাথাটা অতি সামান্য নড়িয়া উঠিল বলিয়া মনে হইল।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া সরমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া নরেশ দেখিল চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত, ওষ্ঠাধর পাংশু নীলাভ। ধীরে ধীরে সরমার অনায়ত্ত দেহকে বেঞ্চের উপর স্থাপিত করিয়া জলপাত্র হইতে জল আনিয়া মুখে চক্ষে বুলাইয়া দিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া নরেশ উচ্চ স্বরে ডাকিতে লাগিল, "সরমা, সরমা !"

দুই চার বার ডাকিতে ডাকিতে সরমা একবার নরেশের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর সহসা বেঞ্চির গদিতে মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া সরমার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে নরেশ বলিল, "ছি, সরমা, এত বুদ্ধিমতী হ'য়ে তুমি এমন অধীর হচ্চ কেন ?—আমার কথা বিশ্বাস কর, নিশ্চয় এ সংবাদের মধ্যে কোথাও কোনো একটা ভুল আছে। সে মেয়েটি যে রমাপদর কোনো আত্মীয়া তা'তে কোনো সন্দেহ নেই। দেখচ না, তার কাকা শুধু ব্রাহ্মণই নয়—বাঁড়ুয্যেও। এ থেকে আমি যা অনুমান করছি

তা খুব বেশি রকম সম্ভব বলে মনে হয় না কি? আমার কথা শোন, এ বিষয়ে একেবারে পাকা খবর না পেয়ে রমাপদকে দোষী মনে করলে তার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে।"

অনেক সান্ত্বনা বাক্যে, অনেক স্নেহ-সহানুভূতিতে কতকটা সুস্থ হইয়া কিছুক্ষণ পরে সরমা উঠিয়া বসিল, কিন্তু সে যে আর ধানবাদে নামিয়া রমাপদর বাসস্থানে যাইবে না, সে বিষয়ে সুদৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত করিল।

নরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, এ তোমার আরো ছেলে-মানুষী কথা হচ্ছে। এ কথা না শুনে যদি না যেতে তাতে তত দোষের হ'ত না, যত দোষের হবে এ কথা শুনে না যাওয়া। কোনো বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হ'লে তখনি তাকে অনুসন্ধানের দ্বারা নিঃসংশয় ক'রে না নিলে পরে অনর্থক অনেক গোলোযোগের সৃষ্টি হয়। অনর্থের মূল গোড়ায় উচ্ছেদ না করিলে ভারি বিপদ। রমাপদ সে অঞ্চলে নতুন লোক—তার অথবা তার আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ কিছু পরিচয় সে অঞ্চলের লোকেরা এত অল্প সময়ের মধ্যে পায় নি। সুতরাং বাইরের লোকের পক্ষে এ রকম একটা ভুল ধারণা করা কিছুই অসম্ভব নয়। তা ছাড়া যেখানে অপরিচয়ের কোনো কথা নেই সেখানেও এ-সব কথা সন্দেহের ওপর বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করবার একটা দুষ্প্রবৃত্তি সাধারণ মানুষের মনে আছে। এ ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে এমন বিষয় নয় যে সহজে একে আমরা উপেক্ষা করতে পারি। চল আমরা দুজনে সেখানে যাই, তার পর সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখে স্বকর্ণে শুনে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করি। মিথ্যা যদি হয়, তা হ'লে ত' কথাই নেই,—ভগবান না করুন, সত্যি যদি হয়, তখন তুমি তোমার ইচ্ছামত যা করতে বলবে তাই আমি করব। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো অবস্থায় জোর ক'রে

তোমাকে আমি ফেলে দেব না এ বিশ্বাস মুহূর্ত্তের জন্যে কোনো দিন তুমি হারিয়ো না সরমা। সুকুমারীর মৃত্যুর পর থেকে তোমার মান-অপমানের কথা আমার নিজের মান-অপমানের কথা হয়েচে, এ তুমি অসংশয়ে মনে রোখো।”

সরমা বলিল, “এ কথা শুনে সেখানে গিয়ে নিজেকে হীন করতে প্রবৃত্তি হয় না জামাইবাবু!”

নরেশ বলিল, “এর মধ্যে হীনতা কিছুমাত্র নেই—কারণ এ কথা মেনে নিয়ে সেখানে বাস করবার জন্যে তুমি যাচ্ছে না—তুমি যাচ্ছ সে জায়গা তোমার পক্ষে বাস করবার উপযোগী আছে কি না তাই পরীক্ষা করতে।”

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সরমা বলিল, “তার জন্যে আমাকে আর সেখানে নিয়ে যাবেন কেন,—আপনি একা গিয়েই ত' খবর নিতে পারেন।”

নরেশ বলিল, “না, তা হয় না। মাথা ধরেছে তোমার—আমার কপালে ওষুধ দিলে কি উপকার হবে?—তুমিও যাবে।”

সরমা বলিল, “মন একেবারে পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুক্‌ব না জামাইবাবু, গাড়িতে ব'সে থাক্‌ব।”

এ সর্ত্তে নরেশকে সম্মত হইতে হইল।

তৃতীয় বেঞ্চিতে শুইয়া ঘিণ্টু অনেকক্ষণ হইতে ঘুমাইতেছিল, সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়া জানালা দিয়া দ্রুত ধাবমান গাছ-পালা দেখিয়া বলিয়া উঠিল “এল্ গায়ি!” অর্থাৎ রেলগাড়ি।

এ নিরুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার কোনো পথ ছিল না। সুতরাং নরেশ পুনরুক্তি করিয়া বলিল, “হ্যাঁ বাবা, এল্ গায়ি।” তার পর সরমাকে বলিল, “তুমি গিয়ে ঘিণ্টুর পাশে ব'স সরমা,—জান্‌লা দিয়ে ও না ঝোঁকে।”

সরমা উঠিয়া গিয়া ঘিণ্টুকে কোলে লইয়া বসিল, তারপর সহসা এক সময়ে তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

নরেশ এ রোদনে আপত্তি করিল না—কারণ সে জানে মন লঘু হয় চোখের জলের মধ্য দিয়াই ;—ঘিণ্টু কিন্তু সরমার চোখে জল দেখিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—ক্রমশঃ পা একটু একটু করিয়া নামাইয়া দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া 'বাবা যাই' বাবা যাই' বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল।

"এস বাবা, আমার কাছে এস" বলিয়া নরেশ ঘিণ্টুকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া নিজের জায়গায় বসিল।

কিছুদিন হইতে ঘিণ্টু সম্ভবতঃ সুকুমারীর শিক্ষায়, নরেশকে বাবা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

নরেশের কোলে বসিয়া ঘিণ্টু কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সরমার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; তাহার পর সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা, মা দুট্টু।"

ঘিণ্টুর মুখ চুম্বন করিয়া নরেশ বলিল, "হ্যাঁ বাবা, তোমার মা ভারী দুট্টু—মিছিমিছি তোমার বাবার ওপর রাগ করে।"

এইটুকু বাক্যের মধ্যে যে অপরিমিত স্নেহ এবং সান্ত্বনা ভরা ছিল তাহা উপলব্ধি করিয়া সরমার চক্ষে অশ্রু-প্রবাহ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল,—নিমেষের জন্য রমাপদর প্রতি তাহার অভিমান, আকর্ষণ, অনুরাগ ফিরিয়া আসিল—কিন্তু সে নিতান্তই নিমেষের জন্য।

বেলা সাড়ে বারোটা আন্দাজ ধানবাদে উপনীত হইয়া ঈশ্বরের জিম্মায় ওয়েটিংরুমে জিনিসপত্র এবং ঘিণ্টুকে রাখিয়া নরেশ ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একটা ট্যাক্সি ডাকিল।

"তিখণ্ডা মালাবার হিল্ কোল কন্‌সার্ণের কুঠি জান ?"

ট্যাক্সিওয়ালা বলিল, "জানি হুজুর, সব কুঠিই জানি। ব্যানার্জ্জি সাহেবের কুঠি যাবেন ত' ?" বলিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল। নরেশ এবং সরমা উঠিয়া বসিলে বিরল-বৃক্ষ প্রান্তর ভেদ করিয়া ঘুটিং-বাঁধানো যে পথ ঝরিয়া অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে তাহার উপর দিয়া গাড়ি দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

দেখিতে দেখিতে রৌদ্রের উত্তাপে আর মনের উত্তেজনায় সরমার মুখ জবাফুলের মত আরক্ত হইয়া উঠিল।

তিখণ্ডায় উপস্থিত হইয়া কি ভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ করিবে,—প্রথমে রমাপদর গৃহে উপস্থিত হইবে, না, পথে পল্লীবাসীদের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিবে, রমাপদর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে সমস্ত কথা স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিবে, না, গৃহের চাকর-বামুনদের নিকট হইতে সংবাদ জানিবার চেষ্টা করিবে ইত্যাদি বিষয়ে নরেশ এবং সরমার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, পরামর্শ ত' হয়ই নাই। সেই সব কথা ভাবিতে ভাবিতেই পথ শেষ হইয়া আসিল। নরেশ মনে মনে স্থির করিল 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে' নীতি অনুযায়ী যেমন অবস্থা উপস্থিত হইবে তেমনি ব্যবস্থা করিবে। সরমা নরেশের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া রহিল।

রমাপদর বাংলোর কাছাকাছি আসিয়া সরমা নরেশকে অনুরোধ করিল যে, গাড়ি যেন ভিতরে প্রবেশ না করিয়া রাজপথে অপেক্ষা করে, নরেশ প্রথমে ভিতরে গিয়া সংবাদ জানিবে, তাহার পর সে যেমন সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবে তদনুযায়ী সরমার ভিতরে যাওয়া না যাওয়া স্থির হইবে। কিন্তু বাংলোর সম্মুখে আসিয়া উভয়ে দেখিল রাজপথ হইতে বাংলো বহু দূরে অবস্থিত, রাজপথে গাড়ি রাখিলে রৌদ্রে অনেকখানি হাঁটিয়া যাইতে হয়। কি করা উচিত ভাবিয়া ড্রাইভারকে আদেশ করিবার সময় হইল না, গেট অতিক্রম করিয়া সবেগে গাড়ি বাংলোর কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিল। সরমা বিপন্নভাবে নরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি হবে জামাই বাবু ?"

মৃদুস্বরে নরেশ বলিল, "কি আবার হবে। তুমি না নেবে গাড়িতেই ব'সে থেকো।"

দেখিতে দেখিতে গাড়ি বাংলোর বারান্দার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আহারান্তে সরযূ বারান্দায় একটা সবুজ রং করা বেতের ইজি চেয়ারে শুইয়া একখানা বই পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মোটরের শব্দে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল গাড়ির ভিতর বসিয়া দুইজন অপরিচিত স্ত্রী-পুরুষ; স্খলিত আঁচলটা মাথার উপর তুলিয়া দিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে সে এমন একটু আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল যেখান হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ দেখা না যায়, অথচ অভ্যাগতদের প্রতি অমনযোগী না হইয়া সে অপেক্ষা করিতেছে তাহা প্রকাশ পায়।

গাড়ির শব্দে একজন ভৃত্য বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি মালাবার হিল্ কোল্ কন্‌সার্ণের ম্যানেজার রমাপদ বাবুর বাড়ি?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"বাবু বাড়ি আছেন?"

"না হুজুর, সাহেব ত' বাড়ি নেই, বেরিয়েছেন।"

"কখন আস্‌বেন বল্‌তে পার?"

ভৃত্য বলিল, "আমি ত' ঠিক বল্‌তে পারি নে হুজুর, মা'কে জিজ্ঞেস ক'রে বল্‌ছি।" সরযূর সহিত কথা কহিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সাহেব একটা খাদ দেখ্‌তে দূরে গেছেন, আজ সন্ধ্যায় যদি না আসেন ত' কাল সকালে নিশ্চয় আস্‌বেন। আপনারা ত' ডাক গাড়িতে এসেছেন হুজুর?"

একটু বিস্মিত হইয়া নরেশ বলিল, "হ্যাঁ। তুমি তা কি ক'রে জান্‌লে?"

মৃদু হাসিয়া ভৃত্য বলিল, "আমি জানিনে হুজুর, মা ঠাক্‌রুণের অনুমান, —বল্‌লেন, ডাকগাড়ির সময়ে ট্যাক্সি ক'রে যখন এসেছেন তখন ডাকগাড়িতেই এসে থাক্‌বেন। আপনারা নেমে আসুন হুজুর।" তাহার পর ড্রাইভারের দিকে চাহিয়া বলিল, "করিম, জিনিস-পত্তর ?"

ড্রাইভার বলিল, "জিনিস-পত্তর কিছু নেই।"

নরেশ সরমার দিকে চাহিয়া দেখিল উত্তেজনায় সরমা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। আরক্ত মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইয়া সে যেন নিঃশ্বাস রোধ করিয়া বসিয়া আছে। নরেশের ইচ্ছা ছিল যেরূপেই হউক তখনই সমস্যাটার একটা শেষ করিয়া যায়, কিন্তু সরমার তপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া নামিবার কথা তুলিতেও সাহস হইল না, পাছে প্রস্তাবেই সরমা অসঙ্গত কোনো কাণ্ড করিয়া বসে! বলিল, "না, আমরা আর নাম্‌ব না। যদি আর না আস্‌তে পারি ত' তোমার সায়েবকে চিঠি দোবো।" তারপর ড্রাইভারকে গাড়ি চালাইতে ইঙ্গিত করিল।

দূর হইতে সরযূর মৃদু কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, "সাধু, শুনে যাও।"

ক্ষণকালের জন্য ড্রাইভারকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সাধুচরণ সরযূর নিকট উপস্থিত হইল, তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া নরেশকে অনুনয়ের সহিত বলিল, "হুজুর, মা বল্‌ছেন এমন সময়ে না নেয়ে খেয়ে চ'লে গেলে তিনি ভারি দুঃখিত হবেন—অন্ততঃ আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনারা সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করুন।" তারপর গাড়ির পিছন দিক দিয়া সরমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মা, আপনাকে মা নাম্‌বার জন্যে বিশেষ ক'রে বল্‌ছেন। ওই দেখুন উনি বেরিয়ে এসেছেন।"

সরযূর কুণ্ঠিত কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, "আসুন না!" এবার কিন্তু অনেক নিকটে।

নরেশ চাহিয়া দেখিল মাথার কাপড়টা কপালের উপর একটু টানিয়া

দিয়া সরযূ গাড়ির পিছনের দিকে বারান্দার সীমান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মাত্র কয়েকটা সিঁড়ি নামিতে বাকি। ত্রস্ত হইয়া সরমার দিকে চাহিয়া সরমার রুষ্ট বিমুখ মুখের অবস্থা দেখিয়া নরেশের মনে পড়িল গাড়িতে সরমার মূর্চ্ছিত হওয়ার কথা। তাড়াতাড়ি ড্রাইভারকে গাড়ি চালাইতে আদেশ করিয়া স্খলিত কণ্ঠে সে বলিল, "না, না, আমাদের নাম্‌বার সুবিধে হবে না।"

এ কথা সে কাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—সাধুচরণকে, না সরযূকে—তাহা ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে গাড়ি চলিতেই যে তাহার যুগল কর উর্দ্ধোত্থিত হইয়া মিলিত হইল উপেক্ষিতা সরযূর প্রতি ত্রুটি মোচনেরই উদ্দেশ্যে, তাহা সরযূও বুঝিল।

গাড়ি কিছু দূর অগ্রসর হইতেই সাধুচরণ দ্রুতবেগে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল—"করিম! করিম! একবার থামাও!"

গাড়ি থামিলে নিকটে আসিয়া সাধুচরণ নরেশকে বলিল, "মা আপনার নাম জান্‌তে পাঠালেন,—সাহেব এলে বল্‌তে হবে।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া নরেশ বলিল, "নাম বল্‌বার দরকার নেই,—একজন পরিচিত লোক দেখা করতে এসেছিল বল্‌লেই হবে।" তাহার পর ড্রাইভারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "চলো।"

কয়েক হাত অগ্রসর হইয়াই কি ভাবিয়া নরেশ পুনরায় গাড়ি থামাইয়া সাধুচরণকে ডাকিল, "ওহে, একবার শুনে যাও।"

সাধুচরণ নিকটে আসিলে নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা-ঠাক্‌রুণ সাহেবের কে হন?"

"মা-ঠাক্‌রুণ?—সাহেবের পরিবার হ'ন হুজুর।"

রমাপদ ও সরযূর সম্বন্ধ যে শুধু বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীরই নয়, পরন্তু একটা দুর্ভেদ্য রহস্যে আবৃত, তাহা রমাপদর অনুচরবর্গও জানিত, কিন্তু

প্রভুর অপ্রীতিভাজন হইবার আশঙ্কায় কখনো তাহারা প্রকাশ্যে সে কথা স্বীকার করিত না, বিশেষতঃ অপরিচিত ব্যক্তির নিকট।

একটু চিন্তা করিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিন হ'ল উনি এখানে এসেছেন ?"

"তা'ত আমি বল্‌তে পারিনে হুজুর, আমি ধানবাদে কিরণবাবু উকিলের বাড়ি চাকরি করতাম, কিরণবাবু মারা যাওয়ার পর মাস দুই এখানে আছি। আমি বরাবরই মা-ঠাক্‌রুণকে দেখ্‌চি।"

মনিব্যাগ হইতে একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া সাধুচরণকে কাছে ডাকিয়া লইয়া অপরের অলক্ষ্যে তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া মৃদুস্বরে নরেশ বলিল, "এবার যখন এসে তোমার সায়েবের বাড়ি উঠ্‌ব তোমাকে ভাল ক'রে বক্‌সিস্‌ দিয়ে যাব।"

বর্ত্তমানের আনন্দে এবং ভবিষ্যতের আশায় সাধুচরণের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে না নামিয়াই যদি পাঁচ টাকা হয়, তা হইলে নামিলে যে অন্ততঃ দশ টাকা তাহাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু সাধুচরণ নির্ব্বোধ নয়, সে বুঝিল এ ঠিক বক্‌সিসের টাকা নয়, এ লেন-দেনের টাকা; পরিতুষ্টির পুরস্কার নয়, স্বার্থসাধনের দাদন। দূর হইতে সরযূ যাহাতে দেখিতে না পায় এমন আড়ভাবে নোটখানা ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে প্রফুল্ল মুখে সাধুচরণ বলিল, "আস্‌বেন বই কি হুজুর!—আপনারা না আস্‌বেন ত' কে আস্‌বে ?"

অতি মৃদুস্বরে নরেশ বলিল, "একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি—কাউকে যেন বোলো না।"

জিহ্বা এবং তালুর সাহায্যে বিস্ময়ব্যঞ্জক শব্দ-বিশেষ নির্গত করিয়া সাধুচরণ বলিল, "রাম, রাম ! তা-ও কখনো বলি হুজুর !"

"তোমার মা-ঠাক্‌রুণ সায়েবকে কি ব'লে ডাকেন ?"

মনে মনে কি চিন্তা করিয়া সাধু বলিল, "এমন কিছু ব'লে ত' ডাকেন না,—অম্‌নি ওগো, হ্যাঁ গো ব'লে ডাকেন।"

"আর তোমার সায়েব মা-ঠাক্‌রুণকে কি ব'লে ডাকেন?"

সাধু স্থির করিল মাত্র পাঁচ টাকার পরিবর্ত্তে নিজের প্রয়োজনীয়তা একেবারে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া ভাল হইবে না; একটু চিন্তার ভান করিয়া বলিল, "তা'ত ঠিক খেয়াল হচ্চে না হুজুর—এবার ঠাওর ক'রে রাখ্‌ব।"

"তোমার মা-ঠাক্‌রুণের নাম কি?"

"সরযূ।"

নরেশের মুখে ক্ষীণ হাসির দীপ্তি খেলিয়া গেল; বলিল, "তা' তুমি জান্‌লে কি ক'রে? সায়েব তোমাকে বলেছেন, না মা-ঠাক্‌রুণ বলেছেন?"

অপ্রতিভ হইয়া সাধু বলিল, "এখন মনে পড়ছে হুজুর! সাহেব মাঝে মাঝে মা-ঠাক্‌রুণকে সরযূ ব'লে ডাকেন।"

নরেশ বলিল, "আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার!" তারপর ড্রাইভারকে গাড়ি চালাইতে আদেশ দিল।

সরযূর কাছে উপস্থিত হইয়া সাধুচরণ বলিল, "না মা, নাম উনি বল্‌লেন না। বল্‌লেন, বোলো পরিচিত লোক দেখা করতে এসেছিল।"

সাধুচরণের কথা শুনিয়া সরযূর মুখের মধ্যে চিন্তার একটা সুস্পষ্ট ছায়া দেখা দিল; বলিল, "আর কি-সব কথা হ'ল?"

"আর তেমন কোনো কথা ত' হয় নি মা।"

সরযূর মুখ কঠোরভাব ধারণ করিল; তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলিল, "অতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু এই কথাটুকু হ'ল? গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ফের দাঁড়

করিয়ে তোমাকে ডেকে কত কথা বল্‌লেন—সে কি সব এই কথা? বল কি কথা হ'ল—মনে ক'রে ক'রে!"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একটু ইতস্ততঃ ভাবে সাধু বলিল, "আপনি সাহেবের কে হ'ন জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

"আর কি জিজ্ঞাসা করছিলেন?"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সাধু বলিল, "আপনি সায়েবকে কি ব'লে ডাকেন জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

"আর?"

"আর,—আপনি কতদিন এখানে এসেছেন জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

"আর কোনো কথা হ'য়েছিল?"

সরযূর এ প্রশ্নের ভঙ্গীতে সাধুচরণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; বলিল, "না মা, আর কোনো কথা হয়নি।"

নীরবে ক্ষণকাল কি ভাবিয়া সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, "সেই মেয়েমানুষটি কোনো কথা জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন?"

"না, তিনি একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেননি, বাবুটিই জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

"কথাবার্ত্তা যখন হচ্ছিল তখন সে মেয়েমানুষটি কি করছিলেন?"

"ঠিক সেই রকম ভাবে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে বসেছিলেন। আর মুখ যেন মা একখানা আগুনের চাকা—লাল টক্‌টক্ করচে!"

সাধুচরণকে বিদায় দিয়া সরযূ ক্ষণকাল সেখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তারপর সেই বেতের ইজি চেয়ারে আশ্রয় লইয়া বইখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। একপাতা শেষ করিয়া পাতা উল্টাইয়া পড়িতে গিয়া দেখিল পূর্ব্ব পাতায় যাহা পড়িয়াছে তাহার একটি বর্ণ মনে নাই; বিরক্ত হইয়া বইখানা রাখিয়া দিয়া নিজের শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইল।

দিন কুড়িক পূর্ব্বে একজন ভ্রাম্যমাণ ফটোগ্রাফার ঝরিয়া অঞ্চলে আসিয়াছিল, সে কুঠিতে কুঠিতে উপস্থিত হইয়া ফটো তুলিয়া বেড়াইতেছিল তাহার অনুরোধে রমাপদকে একখানা ফটো তুলিতে হয়, এবং রমাপদর অনুরোধে অনেক ওজর আপত্তির পর সরযূরও একটা ফটো তোলা হয়; রমাপদ সেই ফটোর মধ্যে একখানা নিজের ছবি সরযূর ঘরে, আর একখানা সরযূর ছবি নিজের ঘরে টাঙাইয়া দিয়াছিল। রমাপদর ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সরযূ কত কথা ভাবিতে ভাবিতে ছবিখানা দেখিতে লাগিল। ফটো তুলাইবার জন্য পীড়াপীড়ির মধ্যে রমাপদর একটা কথা মনে পড়িল। রমাপদ বলিয়াছিল, 'তোমার মন যদি নানা রকম সংস্কার দিয়ে আচ্ছন্ন না থাকৃত, তা হ'লে তুমি আমি পাশাপাশি ব'সে একটা ফটো তোলাতাম সরযূ। তোমার আমার মধ্যে একটা যে মিলন ঘটেচে এ তুমি কিছুতেই স্বীকার করতে চাও না, পাছে সে মিলন অন্য কোনো রকম মিলনের মত মনে হ'য়ে বীভৎস ঠেকে, পাছে গলার হারকে গলার দড়ি ব'লে লোকে ভুল করে। তোমার আমার মিলন স্বামী-স্ত্রীর মিলন নয়, ভাই-বোনের মিলন নয়—এমন কি সখা-সখীর মিলনও নয়;—এ মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, আমাদের ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে একজন পুরুষের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকের। এর মধ্যে কাম নেই, হয় ত' প্রেমও নেই—তবু এ মিলন।'

রমাপদর ছবি দেখিতে দেখিতে কথাগুলো মনে পড়িয়া একটা গভীর অভিমানে ও দুঃখে সরযূর হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠল; মনে মনে বলিল, 'কাম না থাকুক, প্রেম না থাকুক,—তবুও এর মধ্যে কত বড় বাধা আছে তা' ত জান না!' সরযূর শঙ্কাকুল বিক্ষুব্ধ মনের তিমিরাচ্ছন্ন পটে সে বাধার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল একটা নীরব নিঃশব্দ লাল টক্‌টকে আগুনের চাকার রূপে।

সরযূর মুখ দিয়া একটা অস্ফুট আর্তনাদ নির্গত হইল। সে দ্রুতপদে গিয়া তাহার শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। রমাপদর প্রতি অভিমান নিপীড়িত সাপের মত তাহার মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল,—'কেন তুমি সব কথা খুলে বলনি, কেন তুমি সব কথা গোপন করেছিলে?—একজন অসহায়া নারীকে নিয়ে এ কি তোমার হৃদিনের খেলা!'

শয্যা ভাল লাগিল না। উঠিয়া পড়িয়া সরযূ অস্থির হইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া সমস্ত বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইল, বাড়ি নিলাম হইয়া গেলে আদালতের নোটিশ পাইয়া দেনদার যেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় কতকটা তেমনি। তাহার পর দেহ ও মনে পরিশ্রান্ত হইয়া আবার শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সাধুচরণ আসিয়া বলিল, "মা, সেই বাবুটি আবার এসেছেন! আপনাকে একবার ডাকছেন।"

গেট্ পার হইয়া নরেশের নির্দ্দেশক্রমে গাড়ি চলিল ষ্টেশনের দিকে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটা ছায়া-শীতল গাছতলায় গাড়িটা দাঁড় করাইয়া নরেশ ড্রাইভারকে বলিল, "তুমি ঐ শালগাছটার তলায় গিয়ে একটু অপেক্ষা কর, ডাক্‌লে তবে এসো।"

ড্রাইভার প্রস্থান করিলে সরমার দিকে চাহিয়া নরেশ বলিল, "বিশেষ কিছু বোঝা গেল না সরমা,—গয়া ষ্টেশনে যে কথা শোনা গিয়েছিল তার প্রমাণ বল্‌তে যা বোঝায়, তেমন কিছু পাওয়া গেল না।"

সরমা পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল; সেইভাবে অবস্থান করিয়াই বলিল, "প্রমাণ বল্‌তে কি বোঝায় তা আপনিই জানেন,—কিন্তু আমায় রেহাই দিন জামাই বাবু! আমি আর এ পারছিনে।"

সরমার কথা শুনিয়া নরেশ মৃদুহাস্য করিল; বলিল, "যা পারবে ব'লে মনে করছ সরমা, কার্য্যকালে দেখ্‌বে তা এর চেয়েও কঠিন হবে। যে অশুভ এখনো অনিশ্চিত তাকে যদি নিশ্চিত ব'লেই ধ'রে নাও, নিশ্চিত কি-না তা নির্ণয় করবার গ্লানিটুকু যদি স্বীকার না কর, তা হ'লে অশুভর আর বাকি রইল কি? এখনকার দু-তিন ঘণ্টার দুঃখ-কষ্টের উপর তোমার সমস্ত জীবনের দুঃখ-কষ্ট নির্ভর করছে তা বুঝ্‌তে পারছ কি?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সরমা বলিল, "কিন্তু আপনি আর কি করবেন ব'লে মনে করছেন?"

হাত দিয়া সম্মুখ দিকে দেখাইয়া নরেশ বলিল, "আপাততঃ ঐ যে

বাঙালী বাবুটি এ দিকে আস্‌চেন তাঁর কাছ থেকে কিছু খবর নেবার চেষ্টা করব।"

সরমা চাহিয়া দেখিল অদূরে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছাতি মাথায় দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। অসময়ে মহিলা আরোহী সহ একখানা মোটরকার পথ পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া কৌতূহলী দৃষ্টি মোটরকারের দিকে নিবদ্ধ।

লোকটি নিকটবর্ত্তী হইলে নরেশ তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিল, "মশায় কি এই অঞ্চলেই বাস করেন?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

জামার গলা ছাড়াইয়া পৈতার একটু অংশ দেখা যাইতেছিল; দেখিতে পাইয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রাহ্মণ?"

নরেশের দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া আঙুল দিয়া পৈতাটা জামার ভিতর গুঁজিয়া দিয়া লোকটি বলিল, "ব্রাহ্মণ।"

যুক্তকর উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া নরেশ বলিল, "নমস্কার। নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"আমার নাম শ্যামলাল কাঞ্জিলাল।"

অতি মৃদু হাস্যরেখায় নরেশের অধরপ্রান্ত রঞ্জিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনি মুখ গম্ভীর করিয়া লইয়া বলিল, "বুঝেচি, কলকাতায় বড়বাজারের দিকে কাঁপড়ের কারবার আছে।"

ভদ্রলোকটি পুলকিত হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মশায়, গরিব মানুষ, কয়লা অফিসে সামান্য কেরাণীগিরি করি, কাপড়ের কারবার কোথায় পাব? সে শ্যামলাল কাঞ্জিলাল অন্য কোনো লোক হবে।"

নরেশ বলিল, "কয়লা অফিসে কাজ করেন? মালাবার হিল্ কোল্ কন্‌সার্ণে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

নরেশ বলিল, "আপনাদের ম্যানেজার রমাপদ বাবুর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলাম। শুন্‌লাম বাইরে গিয়েছেন, তাই ফিরে যাচ্ছি—এ যাত্রায় আর দেখা হ'ল না।"

শ্যামলাল বলিল, "তা এই রোদে ফিরে না গিয়ে একবেলা কুঠিতে অপেক্ষাও ত' করতে পারতেন। তিনি সন্ধ্যেবেলাই আস্‌বেন।"

"একা হ'লে তাই হয়ত কর্‌তাম; সঙ্গে স্ত্রীলোক নিয়ে সেখানে কেমন ক'রে অপেক্ষা করি বলুন?"

"কেন, সায়েবের স্ত্রী ত' রয়েচেন—তা হ'লে এঁর পক্ষে ওখানে অপেক্ষা করা বিশেষ অসুবিধের হ'ত কি?"

"যিনি রয়েচেন তিনি যদি রমাপদবাবুর স্ত্রী হতেন তা হ'লে অসুবিধে হ'ত না—কিন্তু তিনি ত' রমাপদবাবুর স্ত্রী নন্‌।" বলিয়া নরেশ মুখ চক্ষের এমন একটা নিবিড় রহস্যপূর্ণ ভঙ্গী করিল যাহার অর্থ শ্যামলাল ঠিক বুঝিতে পারিল না।

বুঝিতে না পারিলেও শ্যামলাল সতর্ক হইল। যে ব্যাপার তাহার স্ত্রী-পুত্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন যোগায়, সেই চাকরির স্থায়িত্ব বিষয়ে কোনোরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সে একেবারেই নারাজ। বলিল, "তা বল্‌তে পারিনে মশায়, আমরা জানি উনি সায়েবের স্ত্রী।" যদিও সরযূ রমাপদর আর যাহাই হউক, স্ত্রী নয়—এ কথা সে নিঃসংশয়ে জানিত।

নরেশ বলিল, "না, উনি সায়েবের দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নী।"

সরযূ এবং রমাপদকে অবলম্বন করিয়া যে কৌতুকাবহ রহস্য তিথণ্ডায় প্রচলিত ছিল এ কথা সে বিষয়ে একেবারে নূতন তথ্য। সুতরাং শ্যামলাল দুর্নিবার কৌতূহলের বশীভূত হইয়া এ কথাকে সহসা উপেক্ষা করিতে পারিল না; বলিল, "তা আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন?"

দৃপ্তস্বরে নরেশ বলিল, "জেরা করবেন না কি? আপনি জানেন না ব'লে কি আমারো জানতে নেই?" মুরলীধর বাঁড়ুয্যের নামটা নরেশ মনে করিয়া রাখিয়াছিল, বলিল, "রমাপদবাবু মুরলীধর বাঁড়ুয্যের আত্মীয় তা জানেন? না, তাও জানেন না?"

শ্যামলাল বলিল, "না, তা জানি নে।"

"আপনি যাঁকে রমাপদ বাবুর স্ত্রী ব'লে জানেন, তিনি মুরলীধর বাবুর বিধবা ভাই-ঝি, তা জানেন?"

এ কথা শ্যামলাল জানিত, কিন্তু এ কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সে মাথা নাড়া দিয়া বলিল, "না, জানি নে।'

ঈষৎ তীব্র স্বরে নরেশ বলিল, "মুরলীধরবাবু কে ছিলেন তা জানেন? না, তাও জানেন না?"

শ্যামলাল স্থির করিয়াছিল কোনো কথাই জানে বলিয়া স্বীকার করিবে না—শুধু নরেশ যে-টুকু বলে শুনিবে। কিন্তু এতটা অজ্ঞতার অপযশে লজ্জিত হইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তা জানি।"

"কে ছিলেন?"

"কুমারপুথি কুঠির প্রোপ্রাইটার।"

"কুমাপুথি এখান থেকে কত দূর?"

"মাইল চারেক।"

"সেখানে এখন কে থাকে?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে শ্যামলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

অধীরভাবে নরেশ বলিল, "বলুন, বলুন, শীঘ্র বলুন! আমি সব জানি, শুধু একটা কথা আপনাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে জিজ্ঞেস করছি।"

শ্যামলাল বলিল, "মুরলীবাবুর ছেলে বংশীধর।"

কুমারপুথি ও বংশীধর কথা দুটি মনে মনে একবার আউড়াইয়া লইয়া

নরেশ বলিল,"দেখুন দেখি, সব আপনি জানেন, মাত্র ত্ব' ক্রোশের কথা—অথচ ভাল ক'রে অনুসন্ধান না ক'রে মুরলীবাবুর বিধবা ভাইঝিকে বলেন সায়েবের স্ত্রী! এ কথা আমাকে বল্‌লেন বল্‌লেন, আর কাউকে যেন বল্‌বেন না। সায়েবের কানে উঠ্‌লে আর রক্ষে থাক্‌বে না।"

শুনিয়া শ্যামলাল শশব্যস্ত হইয়া উঠিল! একে ত' সতীশ রায় পিছনে লাগিয়াই আছে, তাহার উপর এ কথা যদি রমাপদর কানে যায় তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে! করজোড়ে কাতরভাবে সে বলিল, "দোহাই মশায়, দেখবেন দরিদ্র ব্রাহ্মণের চাকরিটি যেন না যায়!"

নরেশ বলিল, "নির্ভয়ে থাকুন, চাকরী যাবে না ;—আর একান্তই যদি যায়, কোনো ভয় নেই, আমি জানতে পারলেই আপনাকে কল্‌কাতা নিয়ে গিয়ে কাপড়ের দোকান খুল্‌ব ; আপনার নামের জোরে কারবার চল্‌বে। আচ্ছা এখন আসুন।"

নত হইয়া নমস্কার করিয়া শ্যামলাল মনে মনে নরেশকে অর্ব্বাচীন, বেল্লিক, ফাজিল প্রভৃতি সম্বোধনে অভিশাপ দিতে দিতে প্রস্থান করিল।

ড্রাইভারকে ডাকিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কুমারপুথি কুঠি জানো?"

"জানি হুজুর।"

"আচ্ছা চল সেখানে—একটু জোরে।"

মিনিট দশেকের মধ্যে কুমারপুথি কুঠির কম্পাউণ্ডে মোটর প্রবেশ করিল। একটা গাছতলায় গাড়িখানা রাখাইয়া নরেশ ড্রাইভারকে দিয়া সংবাদ পাঠাইল। বংশী তখন বৈঠকখানা ঘরে দোর-জানালা বন্ধ করিয়া দিবা-নিদ্রা দিতেছিল। করিমের চীৎকারে জাগ্রত হইয়া ইতর গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ করিয়া হাঁক দিয়া উঠিল।

ঈষৎ কঠোর অপ্রসন্ন স্বরে করিম বলিল, "একবার বাইরে আসুন না মশায়! একজন বাবু আর একটি মেয়ে-ছেলে ট্যাক্সি ক'রে এসেছেন।"

'মেয়ে-ছেলের' কথা শুনিয়া বংশী শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। তীব্র দিবালোকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সরমার মূর্ত্তির যেটুকু অনুমান পাইল তাহাতে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ত্বরিতপদে মোটরকারের পার্শ্বে উপনীত হইল। নিদ্রাহত কুঞ্চিত চক্ষু তখনো ভাল করিয়া খুলিতেছে না, কিন্তু একমুখ হাসি হাসিয়া বলিল, "আসুন, নেবে আসুন। বৈঠকখানায় বস্‌বেন চলুন।"

নরেশ নমস্কার করিয়া বলিল, "ধন্যবাদ। কিন্তু বেশিক্ষণ আপনাকে কষ্ট দেব না, দুটো কথা গাড়িতে ব'সেই সেরে নিই।"

"বিলক্ষণ! তাও কি কখনো হয়? ওনার কষ্ট হবে।" বলিয়া বংশী গাড়ির হাতল ধরিয়া খুলিতে উদ্যত হইল।

বাক্যালাপ অভিপ্রেত নরেশের সহিত, কিন্তু দৃষ্টি এবং মনোযোগ সম্পূর্ণ 'ওনার' প্রতি। হাব-ভাব, ধরণ-ধারণ কথাবার্ত্তা হইতে বংশীর প্রকৃতি বুঝিয়া লইতে নরেশের একটুও বিলম্ব হইল না। গাড়ির দরজাটা টানিয়া ধরিয়া ড্রাইভারের দিকে তাকাইয়া নরেশ বলিল, "তুমি একটু ও-ধারে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি দু' চার মিনিটে বংশীবাবুর সঙ্গে কথাটা সেরে নিই।"

গাড়ির দরজায় একটু টান দিয়া বংশী বুঝিতে পারিল শক্ত পাল্লা, আর কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

নরেশ বলিল, "বিশেষ একটু সাহায্যের জন্যে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি বংশীবাবু। আমার একটি আত্মীয় ব্যক্তির মরণ-বাঁচন, অর্থাৎ চাকরী যাওয়া না যাওয়া, আপনার একজন আত্মীয়ের উপর নির্ভর করছে। এ বিপদে যদি উদ্ধার করতে পারেন তা হ'লে আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ ত' থাক্‌বই, তা ছাড়া পাঁচ শ' টাকা আপনার হাতে দোবো আপনার ইচ্ছামত ব্যয় করবার জন্যে। আপনি রাজি হ'লে আড়াই শ' টাকা

কাল দিয়ে যাব   বাকি আড়াই শ’ টাকা কার্য্যোদ্ধার হ’লেই পাবেন।”

বংশী দেখিল এ ফিরিস্তের মধ্যে প্রথম কিস্তির আড়াই শত টাকাই ধ্রুব, সুতরাং লোভনীয়। চির-কৃতজ্ঞতা অপদার্থ বস্তু, এবং দ্বিতীয় কিস্তির আড়াই শত টাকা অনিশ্চিত পদার্থ। বলিল, “তা নিশ্চয়ই ক’রে দেবো—তবে পাঁচ শ’ টাকাটা আধা আধি না ক’রে প্রথমে তিন শ’ পরে দুই শ’ ক’রে দেবেন দাদা। কিন্তু কে আত্মীয় বলুন ত? আমার ত’ কয়েকটিই আত্মীয় আছেন যাঁরা চাকরী দেওয়া নেওয়ার মালিক।”

নরেশ বলিল, “মালাবার হিল্ কোল কন্‌সার্ণের ম্যানেজার রমাপদ বাঁড়ুয্যে।” বলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বংশীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নরেশের কথা শুনিয়া বংশীর মুখ কালো হইয়া উঠিল; বলিল, “বুঝেচি!” তার পর রমাপদর উপর রুদ্ধ আক্রোশ সহসা এমন ভীষণ ভাবে জ্বলিয়া উঠিল যে, টাকার মোহ পরিত্যাগ করিয়া কঠিন স্বরে বলিল, “সে পাপিষ্ঠের সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা নেই। কে আপনাকে বল্‌লে আত্মীয়তা আছে?”

চিন্তিত মুখে নরেশ বলিল, “আপনার পিতা মুরলী বাবুর ভাইঝি ত’ রমাপদ বাবুর কাছে রয়েচেন—সরযূ তাঁর নাম?”

ক্রোধাগ্নির যে-টুকু বাকি ছিল তাহা জ্বলিয়া উঠিল সরযূর নামোল্লেখে; রমাপদর সহিত সরযূ বংশীদের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসার পর সরযূ ও রমাপদ সংক্রান্ত জনরব শুনিয়া বংশীর পরিতাপের অন্ত ছিল না। যে সম্পদ রমাপদর হস্তগত হইল সে সম্পদ তাহার হস্তেই ছিল এই অনুশোচনায় সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। একটা বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বংশী বলিল, “যেমন রমাপদ আমার আত্মীয়, তেমনি সরযূ মুরলীবাবুর ভাইঝি! কি বল্‌ব, আপনি মেয়ে-ছেলে সঙ্গে নিয়ে

এসেছেন, নইলে ওই রমাপদটার কীর্ত্তির সব কথা বল্‌তুম আপনাকে।" বলিয়া সরযূর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী এবং রমাপদর সংশ্লিষ্ট পরবর্ত্তী ঘটনা এমন কুৎসিত ভাষা এবং ইঙ্গিতের সহিত বলিয়া গেল যে, 'মেয়ে-ছেলের' ত' দূরের কথা, পুরুষমানুষ নরেশেরও কান পীড়িত হইয়া উঠিল।

মনের এই বিরূপ কঠোর অবস্থাতেও এত জঘন্য স্বামীনিন্দা সরমার অসহ্য হইল,—সে একটু মুখ ফিরাইয়া মৃদু কিন্তু অধীর স্বরে বলিল, "চলুন, চলুন, জামাইবাবু—এখনো কি যথেষ্ট হয় নি?"

নরেশ ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করিল, ড্রাইভার আসিয়া গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়া নিজের স্থানে বসিল।

দরজার হ্যাণ্ডল্‌টা চাপিয়া ধরিয়া বংশী বলিল, "কিন্তু আমি তোমাকে ব'লে দিলাম দাদা, পরে দেখে নিয়ো, এ সইবে না; আমার কাছ থেকে যেমন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, ওর কাছ থেকেও কেউ তেম্‌নি ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। সে হ'ল একটা খাদের ম্যানেজার—চাক্‌রে, আর আমি হলাম প্রোপ্রাইটার—মালিক, সে কিসের জোরে আমার উপর টেক্কা দিতে আসে বলত দাদা!"

চিন্তিত মনে অন্য কি ভাবিতে ভাবিতে নরেশ বলিল, "কলিকাল!" তারপর ড্রাইভারকে আদেশ দিল, "চলো।"

মনের গভীর ক্ষততর বেদনায় বংশী টাকার কথা, এমন কি মেয়ে-ছেলের কথা পর্য্যন্ত, ভুলিয়া গিয়াছিল। ট্যাক্সিটা কম্পাউণ্ড অতিক্রম করিয়া রাজপথে অদৃশ্য হইলে তাহার চৈতন্য হইল। একটা বড় রকম হাই তুলিয়া বাঁ হাতে তুড়ি দিয়া নরেশকে একটা সুমধুর আত্মীয়তার সম্বোধনে সম্বোধিত করিয়া বলিল, "মিছিমিছি দুপুরের ঘুমটা নষ্ট ক'রে দিয়ে গল গা!" তারপর অলস-মন্থর গতিতে বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হইল।

রাজপথে পড়িয়াই নরেশ ড্রাইভারকে বলিল, "চলো আবার তিখণ্ডা কুঠি চলো।"

নরেশের কথা শুনিয়া বিরক্তি ও ক্রোধে সরমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল ; বলিল, "আপনার প্রবৃত্তি হয় আপনি সেখানে যান, কিন্তু তার আগে আমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসুন। ঘিণ্টু আমার জন্যে নিশ্চয় কাঁদচে।"

দৃঢ়কণ্ঠে নরেশ বলিল, "কাঁদুক। তোমার জীবনের এই অত্যন্ত গুরুতর সময়ে ছেলেমানুষী কোরো না সরমা! আমার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর তোমার যদি একটুও শ্রদ্ধা থাকে তা হ'লে আরো ঘণ্টাখানেক সময় আমার উপর নির্ভর কর।"

নরেশের এই প্রবল মূর্ত্তি দেখিয়া সরমা একটু দমিয়া গেল ; বলিল, "এখনি আবার সেখানে গিয়ে কি হবে?"

"সরযূর সঙ্গে কথা কইব?"

নরেশের কথা শুনিয়া সরমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল ; বলিল, "আমি কিন্তু এবার ভেতরে যাব না জামাইবাবু।"

নরেশ আপত্তি করিল না ; বলিল, "আচ্ছা, তুমি বাইরেই থেকো।"

তিখণ্ডা বাংলোর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পথের ধারে গাছ তলায় মোটর রাখিয়া নরেশ পদব্রজে বাংলোর দিকে অগ্রসর হইল। সাধুচরণ কোথায় ছিল নরেশকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া নিকটে আসিল।

নরেশ বলিল, "ওহে, তোমার মা-ঠাকরুণকে বল আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। বিশেষ দরকারি কথা আছে।"

এত শীঘ্র নরেশকে পুনরায় দেখিয়া সাধুচরণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। পাঁচ টাকার নোট তখনো তাহার কটিদেশ উত্তপ্ত করিয়া আছে। বলিল, "চলুন হুজুর, আপনাকে বসিয়ে আমি মাকে খবর দিচ্ছি।"

বৈঠকখানা ঘর হইতে একখানা ভাল চেয়ার বাহির করিয়া নরেশের সম্মুখে রাখিয়া সাধুচরণ বলিল,"আপনি বসুন হুজুর, আমি এলাম ব'লে।"

সরযূ তাহার ঘরে শয্যায় শুইয়া ছিল, সাধুচরণ গিয়া বলিল, "মা, সেই বাবুটি আবার এসেছেন। আপনাকে একবার ডাকছেন।"

শয্যার উপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌লেন তিনি?"

"বল্‌লেন আপনার সঙ্গে ভারি দরকারী কথা আছে।"

ব্যগ্রভাবে শয্যা ত্যাগ করিয়া সরযূ বলিল, "বাবুকে বৈঠকখানা-ঘরে বসাও— আমি এখনি আস্‌ছি।"

সরযূর কথা শুনিয়া সাধুচরণ উৎসাহিত হইল; বাহিরে আসিয়া নরেশকে বলিল, "আপনার কোনো চিন্তা নেই হুজুর, মাকে রাজি করেছি। রাজি কি সহজে হন? বলেন চেনা নেই শোনা নেই, হঠাৎ—" তাহার পর সরযূ অতর্কিতে কখন নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে মনে করিয়া ও কথা পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "চলুন হুজুর, বৈঠকখানায় বস্‌বেন। ঐ খেনেই আপনার সঙ্গে মার কথা কওয়ার সুবিধে হবে।"

নরেশ বৈঠকখানায় গিয়া বসিবার একটু পরেই পাশের একটা দ্বার অর্দ্ধ উন্মুক্ত হইল। পরদার তলা দিয়া সরযূর পদদ্বয় এবং সাড়ির অংশ দেখা গেল।

নরেশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "দেখুন, আপনার যদি আপত্তি

না থাকে ত' আপনার সঙ্গে একান্তে কথাবার্ত্তা হ'লেই ভাল হয়, কারণ—"

কারণ শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া পর্দ্দা সরাইয়া সরযূ ঘরে প্রবেশ করিল, তাহার পর যুক্তকরে নরেশকে নমস্কার করিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল, "না, আমার আপত্তি নেই। সাধু, তুমি এখন এখান থেকে যাও।"

সরযূর প্রতিভাদীপ্ত অকুণ্ঠ লাবণ্যময় মূর্ত্তি দেখিয়া নরেশের মন আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মনে হইল, বুদ্ধির প্রভাটি যেখানে এমন সুস্পষ্ট ভাবে সমুজ্জ্বল, বিবেচনাকে সেখানে জাগ্রত করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। সরমার ভবিষ্যৎ একেবারে তিমিরাচ্ছন্ন মনে হইল না।

উভয়ে আসন গ্রহণ করিলে নরেশ বলিল, "অসঙ্কোচে কথা বলবার অনুমতি পেলে কথাটা সহজ ভাবে আরম্ভ করি।"

পাশের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে সরযূ বলিল, "অসঙ্কোচেই বলুন।" তাহার পর ঝুঁকিয়া বাহিরের দিকে দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে তখন যিনি ছিলেন তিনি কি গাড়িতেই ব'সে রইলেন?"

নরেশ বলিল, "হ্যাঁ, তিনি সদর রাস্তায় গাড়িতে ব'সে আছেন। তাঁর পরিচয় যথাসময়ে আপনাকে দোবো, এখন আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

সরযূ বলিল, "তাঁর পরিচয় দেবার বোধহয় প্রয়োজন হবে না। তিনি রমাপদ বাবুর স্ত্রী!"

বিস্মিত হইয়া নরেশ বলিল, "আপনি কি ক'রে জানলেন?"

সরযূ বলিল, "এমনিই,—অনুমানে।"

নরেশের মুখে প্রশংসা ও আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "আপনি যখন এতটা অনুমান করেছেন তখন আরো অনেক কথাই

অনুমান ক'রে থাক্‌বেন, সুতরাং বেশি কথা আপনাকে বলবার প্রয়োজন হবে না। যেটুকু হবে আপনার মতো বুদ্ধিমতীর পক্ষে তা বুঝতেও বিলম্ব হবে না।"

সরযূর মুখে দিনান্তের দিক্‌চক্রবালে ক্ষীণ বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মতো মৃদুহাস্য দেখা দিল; বলিল, "আপনার অনুমান ভুল,—আমি বুদ্ধিমতী নই। জীবনে বুদ্ধিহীনতার কত যে পরিচয় দিলুম তার সংখ্যা নেই,—হয় ত' আরো কত দিতে হবে!" বলিয়া সরযূ দৃষ্টি নত করিয়া তাহার উদ্বেল চিত্তকে সংযত করিতে লাগিল।

নরেশের চিত্তের স্বাভাবিক সহৃদয়তা সমবেদনায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "তা যদি দিয়ে থাকেন ত' সেই আপনার জীবনের ট্র্যাজেডি। যার জীবনে যে ঘটনা ঘটা উচিৎ নয়, তার জীবনে সে ঘটনা ঘটা ট্র্যাজেডি নয় ত' কি বলুন?" তারপর নরেশ নিজের পরিচয় দিল; বলিল, "আমার নাম নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি রমাপদর বড় ভায়রা ভাই। গত সাত আট মাস রমাপদর স্ত্রী সরমা তার একটি শিশু পুত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে কাশীতে বাস করছিল। এই সাত আট মাসের ইতিহাস একটু শুন্‌লে আপনি সমস্ত কথাটা বুঝতে পারবেন।"

সরযূ বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন, সে-সব কথা জান্‌বার আমার একেবারেই দরকার নেই। আপনি যে রমাপদ বাবুর স্ত্রীকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, এই জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট জানা। যা কিছু জানবার আছে তা আপনার। আপনি যা জান্‌তে চান অসঙ্কোচে আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি অকপটে তার উত্তর দোবো।"

নরেশ বলিল, "আপনি যা বলবেন তা যে অকপটে বলবেন এ বিশ্বাস, যেমন ক'রেই হোক, আপনি আমার মধ্যে উৎপন্ন করেছেন। আমি কিন্তু বেশি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবনা—যা জিজ্ঞাসা করা একান্ত

আবশ্যক, শুধু তা-ই জিজ্ঞাসা করব।" তাহার পর এক মুহূর্ত্ত মনে মনে কি ভাবিয়া বলিল, "রমাপদর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক, জান্‌তে পারি কি?"

সরযূ ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিল, "আশ্রয়দাতা আর আশ্রিতার। আমি তাঁর আশ্রিতা।"

"আত্মীয়তা কিছুই নেই?"

অতর্কিতে সরযূর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নিজেকে এক মুহূর্ত্তে সামলাইয়া লইয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, "না, নেই।"

নরেশ সংশয়ে মনে-মনে মাথা নাড়িল, সরযূর উত্তর দিবার ভঙ্গি হইতে সে বুঝিতে পারিল সরযূর উত্তরের মধ্যে সত্য যতটুকুই থাক্‌ না কেন, অসত্য তার চেয়ে কম নাই; মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনি রমাপদর আশ্রয়ে থাক্‌তে পারেন কিন্তু তাই ব'লে আপনি রমাপদর আশ্রিতা এ আমি বিশ্বাস করিনে, আর সেই জন্যে 'আত্মীয়তা' আমি শুধু সাধারণ অর্থেই ব্যবহার করিনি।"

সরযূ বলিল, "আত্মীয়তার অসাধারণ অর্থ কি আছে তা আমি জানিনে নরেশ বাবু, আর তা নিয়ে আলোচনা ক'রেও কোনো লাভ নেই, তার চেয়ে আসল কথাটা আমি বলি যা শুন্‌লে আপনি বুঝতে পারবেন কেমন ক'রে এ সংসারে আমার প্রবেশ হয়েচে—আর রমাপদবাবুর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা কতটুকু।" বলিয়া সে সংক্ষেপে তাহার সমস্ত জীবনের কাহিনী বিবৃত করিল;—বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হওয়ার পর দুঃখে কষ্টে আট বৎসর তার মাতুল গৃহে অতিবাহন, বিবাহের তিন বৎসর পরে স্বামীর মৃত্যু, শ্বশুরালয়ে আশ্রয় না পাওয়া, মামার বাড়িতে কিছুদিনের জন্য দুঃসহ আশ্রয়, তাহার পর মুরলীধরের আশ্রয়ে কুমারপুথীতে পাঁচ বৎসর বাস,

রমাপদর আবির্ভাব, সেই দিনই সর্পদংশনে মুরলীধরের মৃত্যু, দেশ হইতে মুরলীধরের বিধবা পত্নী আসার দিনই রমাপদর গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হওয়া, রমাপদর সহিত নিত্যকার খুঁটিনাটির মধ্য দিয়া জীবন যাপন, রমাপদর পারিবারিক জীবনের সংবাদ পাইবার জন্য সরযূর অনুসন্ধিৎসা, রমাপদর অটল তূষ্ণীম্ভাব, ভাগলপুরে অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প,—কিছুই বলিতে বাকি রাখিল না। বলিল, "এখন আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন রমাপদ বাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আশ্রয়দাতা আর আশ্রিতার। রমাপদবাবু যদিও তাঁর সহৃদয়তায় সে কথা স্বীকার করেন না, বলেন, মানুষের জীবন ঘটনার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়, তাঁতে আর আমাতে যে এক সঙ্গে বাস করচি তা অনিবার্য্য ঘটনার ফলে। তাই তিনি অতি সহজভাবে আমাদের এই মিলনকে গ্রহণ ক'রে আমাকে গৃহকর্ত্রীর পদ দিয়েছেন। এ বাড়ির চাকর-বাকর অথবা এ জায়গার লোকজন আমাকে যা ব'লে জানে আমি তা একেবারেই নই। আসলে আমি আশ্রিতা—আর এত বেশি আশ্রিতা যে রমাপদ বাবু মাসে মাসে আমাকে একটা কিছু মাইনে দেওয়ারও দরকার আছে ব'লে মনে করেন না।" বলিয়া সরযূ হাসিতে গেল, কিন্তু ফলে তাহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল। মনে মনে যুক্ত-করে রমাপদর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিল, "কিছু-মনে করোনা—পরিহাস ক'রেই এতবড় অন্যায় কথা বললাম।"

সরযূর জীবনের সকরুণ কাহিনী শুনিয়া নরেশের চিত্ত বেদনায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল ; আন্তরিক সহানুভূতির সহিত সে বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কতক্ষণেরই বা, হয় ত' এক ঘণ্টারও বেশি নয়। কিন্তু এই অল্প সময়েরই মধ্যে আপনার যে পরিচয় পেলাম তাতে প্রার্থনা করি, জীবনে যে সফলতা লাভ করবার আপনি সম্পূর্ণ যোগ্য সে সফলতা থেকে যেন আর বঞ্চিত না হন। বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে এ কামনা

আমি ঠিক তেম্‌নি ভাবে করছি, ছোটো বোনের জন্যে তার বড় ভাই যেমন ক'রে করে।"

এবার আর কিছুতেই আটকাইল না, নরেশের সহানুভূতির কথায় সরযূর চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা জল টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল; তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া সে বলিল, "সফলতা বিফলতা ঠিক বুঝিনে, কিন্তু একটা খুব সত্যি কথা বলি কিছু মনে করবেন না। স্বামীর সঙ্গে তিন বৎসরের জীবনে যে সফলতা পাইনি—রমাপদবাবুর সঙ্গে তিন মাসের জীবনে তা বোধহয় পেয়েছি। এ কথা হঠাৎ শুন্‌তে খারাপ লাগে, আসলে কিন্তু একটুও খারাপ নয়। মানুষের জীবনে সফলতা যে কত দিক দিয়ে কত রূপ নিয়ে আসে তার সংখ্যা নেই।" একটু হাসিয়া বলিল, "তাই ব'লে যেন ভয় করবেন না, এ সংসার থেকে উচ্ছেদ করতে আপনাকে কষ্ট পেতে হবে। দেহটা আশ্রয় নিয়েছে বটে এ সংসারে, কিন্তু মনের শেকড় এর মধ্যে খুব বেশি ফেল্‌তে দিই নি।"

এ বিশ্বাস সরযূর মনে-মনে হয় ত' ছিল, কিন্তু আদতে কথাটা যে কত মিথ্যা তা তাহার নিজ মুখ হইতে শুনিবা মাত্র সে অসংশয়ে বুঝিতে পারিল এবং বুঝিবা মাত্র একটা মর্ম্মন্তুদ বেদনা তার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল যাহা সে কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না, এবং যাহা নরেশের সতর্ক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়িল।

নরেশ বলিল, "এ সংসার থেকে আপনাকে উচ্ছেদ করতে আমার যদি কষ্ট না পেতে হয়—তা হ'লে আমি সুখীই হব, কারণ এ সংসারে আপনার যা-কিছু অধিকার আছে তাকে আমি সহজে অস্বীকার বা অমান্য করব না। আমি ব্যবসায়ে উকিল, স্বত্বের স্তুতি যতই থাক্ না কেন, অধিকারকে আমি স্বত্বের চেয়ে অনেক স্থলেই নীচু স্থান দিই নে। স্বত্ব দলীলপত্রের মধ্যে বাস করে, অধিকারের আধিপত্য

একেবারে সম্পত্তির উপর। এই দেখুন না কেন, স্বত্বের দাবীতে সরমা এখন কম্পাউণ্ডের বাইরে গাড়ির ভিতর, আর অধিকারের মহিমায় আপনি এ বাড়ির গৃহকর্ত্রী।" বলিয়া নরেশ হাসিতে লাগিল।

সরযূ বলিল, "ছাই এ অধিকার,—এর ওপর আমার একটুও শ্রদ্ধা নেই। যে অধিকারের মূলে কোনো শক্তি নেই সে অধিকারের মূল্য কতটুকু?"

সরযূর কথা শুনিয়া নরেশ মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল; বলিল, "তা হয় না—অধিকারের মূলে শক্তি থাকেই তবে গাছের মূলের মতো সব সময়ে নজরে পড়ে না। আপনার শক্তি আছে তা আমি স্বীকার করছি—কিন্তু সেই শক্তির বলেই আপনাকে আপনার অধিকার থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে। আপনার মুখ থেকে আপনার ইতিহাস যা শুন্‌লাম তা'তে আমার মনে হয় এ সংসারে আপনার এবং সরমার দুজনের একত্রে বাস সম্ভব নয় সমীচীনও নয়। কেন, তা একটা কথা শুন্‌লে বুঝতে পারবেন," বলিয়া গয়া ষ্টেশনে সরযূ ও রমাপদ সম্বন্ধে যে কথা শুনিয়া এবং পরে ঝরিয়ায় কয়েক স্থানে অনুসন্ধানের ফলে যে কথা জানিয়া সরমার মনে একটা সুতীব্র বৈরূপ্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কথা বলিল। বলিল, "সংশয় জিনিসটা যেমন সহজে মানুষের, বিশেষতঃ মেয়েমানুষের, মনে শিকড় ফেলে, তেমনি শক্ত তাকে মন থেকে উপড়ে ফেলে দেওয়া।"

সরযূ বলিল, "এ অবস্থায় ত' কথাই নেই—কিন্তু সংশয়ের কোনো কথা না থাক্‌লেও আমি রমাপদবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে এ বাড়িতে থাক্‌তাম না। আমি প্রস্তুত—বলেন ত' এখনি স'রে পড়ি।" বলিয়া হাসিতে গিয়া আবার চোখ ভিজিয়া আসিল।

নরেশ বলিল, "এখনি না হ'লেও আজকে নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রার্থনা একটা ভিক্ষা আছে আপনার কাছে। বাসা

ভাঙার পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমাকে আপনি দয়া ক'রে বাসা বেঁধে দেবার অনুমতি দিন। রমাপদর আমি বড় ভাইয়ের মতো—আপনি যেমন রমাপদর সংসারে ছিলেন তেমনি আমার সাংসারে থাক্‌বেন। আমি বিপত্নীক, অপুত্রক, আপনি আমাকে বড় ভাইয়ের পদে বরণ করুন— আমাকে অনুমতি দিন আপনাকে তুমি ব'লে সম্বোধন করবার, নাম ধ'রে ডাকবার!"

ঘটনার অপরূপতায় নরেশেরও বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না! কত শঙ্কা সঙ্কোচ, কত আশা আশঙ্কার তাড়না লইয়া সে সরযূর সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিল—মনে-মনে ভাবিয়াছিল সরযূ হয় ত' ভাল করিয়া কথাই কহিবে না, এ সংসার হইতে তাহার উচ্ছেদের প্রস্তাব শুনিয়া তাহার স্পর্দ্ধার জন্য নরেশকে তিরস্কৃত করিবে। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া এ কী হইল যে, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অপরিচিত একটি রমণীকে তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী হইবার জন্য সে ভিক্ষা চাহিতেছে! সুরূপা, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী সরযূর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নরেশ উৎসাহিত হইল। বলিল,"আমাকে বিশ্বাস করুন—আমি কখনো আপনার অমঙ্গল করব না। আমি অধার্ম্মিক নই, আমি চরিত্রবান, ভাল-মন্দের বিচারবোধ আমার মনে আছে। আমরা দুটি ভাইবোনে আমাদের ছন্নছাড়া জীবন সার্থকতার স্রোতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। আমার অর্থের কষ্ট নেই, আপনি যদি ইচ্ছে করেন রমাপদর কল্পিত আনাথ-আশ্রম আমরা দুজনে অবিলম্বে আরম্ভ ক'রে দিতে পারি,—তা'তে লাখ দুলাখ যে-টাকা লাগে আমি দিতে রাজি আছি। আপনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন,—আমাকে আপনার বড় ভাই ব'লে স্বীকার ক'রে নিন!"

সরযূ স্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া নত নেত্রে বসিয়া রহিল, তাহার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, তাহার সমস্ত দেহ মৃদু মৃদু কম্পিত! বৃহৎ বৈঠকখানা ঘর

একটা অনির্ব্বচনীয় প্রত্যাশায় থম্ থম্ করিতেছে! নরেশ মৌন আগ্রহে সরযূর স্পন্দহীন মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে সরযূ ধীরে ধীরে তাহার আনত চক্ষু নরেশের দিকে তুলিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "আচ্ছা।" তাহার পর আর্ত্ত ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "আমার আশ্রয়ের জন্যে এত ব্যস্ত হবার দরকার ছিল না। দেশে এত নদ নদী খাল বিল পুকুর থাকতে শেষ পর্য্যন্ত মেয়েমানুষের আশ্রয়ের অভাব হয় না। তবু অভাগিনী সরযূ আপনার আশ্রয় নিলে দাদা! আশ্রয় নিতে নিতে এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি যে, এই নিয়ে বিনয়ের কথা-কাটাকাটি করবার শক্তিও আর নেই।"

নরেশের মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল; প্রসন্ন কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলাম সরযূ!"

আর একদিনকার কথা মনে পড়িয়া আবার সরযূর চোখে অশ্রু দেখা দিল। সেদিনও এমনি করিয়া রমাপদ তাহার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

স্থির হইয়া গেল সেই দিনই রমাপদ ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে সন্ধ্যার ট্রেনে সরযূকে লইয়া নরেশ কলিকাতা রওয়ানা হইবে। নরেশ বলিল, "এসব ব্যাপারে বিঘ্ন সব রকমে এড়িয়ে চলাই নিয়ম। রমাপদ ফিরে এসে কি গোলযোগ বাধাবে তা কে জানে? তাছাড়া সত্যি কথা বলতে, তোমারো ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস নেই সরযূ। তুমি যে কতবড় একটা অভিনয় করছ তা' কি আমি বুঝতে পারছিনে ব'লে মনে কর?"

সরযূ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আপনি এখানেই বসুন, আমি রমাপদ বাবুর স্ত্রীকে নিয়ে আসি।" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বারান্দায় আসিয়া সরযূ দেখিল গেটের প্রায় সম্মুখেই রাস্তার অপর পার্শ্বে মোটরে সরমা বসিয়া আছে। রৌদ্রতপ্ত প্রাঙ্গণে খালি পায়ে নাবিয়া পড়িয়া সে দ্রুতপদে মোটরের দিকে অগ্রসর হইল।

সরযূকে আসিতে দেখিয়া সরমার হৃদ্‌স্পন্দন সুরু হইয়া গেল। কি করিবে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে তার আরক্ত উত্তেজিত মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

সরযূ আসিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া পা-দানির উপর দাঁড়াইয়া সরমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "আসুন। এ কি ছেলেমানুষী বলুন ত'! আপনি এ বাড়ির কর্ত্রী, আর বাইরের লোকের মুখে একরাশ বাজে ছাই-ভস্ম কতকগুলো কথা শুনে বাইরে ব'সে আছেন? তার চেয়ে সোজা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেই ত' সব পরিষ্কার হ'য়ে যেত। আসুন!"

অদূরে করিম ছায়ায় বসিয়া ছিল, সরযূকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "আপনি উঠে বসুন মেম-সায়েব, আমি গাড়ি ক'রে পৌঁছে দিচ্ছি।"

মেম-সায়েব সম্বোধন শুনিয়া সরযূর বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠিল! কেই বা মেম-সায়েব আর কে-ই বা সায়েব! দুই দিনের নাটিকার শেষে যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে তাহা এখনো ইহারা জানে না। সরযূ বলিল, "দরকার নেই। গাড়ি তুমি পরে নিয়ে যেয়ো, আমরা হেঁটেই যাব।"

নিরুপায় বোধ করিয়া সরমা গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। বিশেষতঃ

করিম কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সম্মুখে কিছু বলা যায় না। তা ছাড়া বলিবেই বা কি।

সরযূ দক্ষিণ হাত দিয়া সরমার বাম হাত ধরিয়া গৃহের দিকে অগ্রসর হইল। যাইতে যাইতে বলিল, "আমি আপনার স্বামীর আশ্রিত। আশ্রিত বল্‌তে যা বোঝায় সত্যি সত্যিই-তাই; পরে আপনি তাঁর মুখে আমার সব কথাই শুন্‌তে পাবেন। আপনার স্বামীর যখন আমি আশ্রিত, তখন আপনারো আশ্রিত। আশ্রিতের প্রতি বিমুখ হ'য়ে থাক্‌বেন না।"

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সরযূ বলিল, "আপনি একেবারে মন পরিষ্কার ক'রে ফেলুন। এ ব্যাপারের মধ্যে গ্লানির এতটুকু কথা নেই। আমার এ কথা যদি পরে মিথ্যা ব'লে টের পান আমাকে এখানে ডেকে এনে আপনি এ বাড়ি ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবেন,—জান্‌বেন আমার পক্ষে তত বড় দণ্ড আর কিছুই হবে না।"

সরমা একটা কিছু বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সরযূ বলিল, "কতদিন আপনার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছি তিনি বিবাহিত কি-না—কোনো দিন স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন নি। আপনার অস্তিত্ব প্রথম জান্‌তে পারলুম আজ।"

নরেশ বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিতেছিল;—সরযূ ও সরমা তথায় উপনীত হইলে বলিল, "পুণ্যের পুরস্কার যে এমন হাতে হাতে পাওয়া যায় তা জান্‌তাম না সরমা! তোমার স্বামী উদ্ধারের পুণ্যে সঙ্গে সঙ্গে আমার বোনটিকে লাভ করলাম। তুমি তোমার ঘর-সংসার বুঝে নাও—আমি সরযূকে নিয়ে আজ সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতা রওনা হচ্ছি।"

সরমা এবার কথা কহিল; বলিল, "সে কি ক'রে হবে জামাইবাবু? তিনি আসবার আগে, কোনো কথাবার্ত্তা না হ'য়ে—"

নরেশ সরমার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল ; বলিল,"আর হাসিয়ো না সরমা ! দম্পতি-কলহের পরিণতি কেমন হয় তার নির্দ্দেশ শাস্ত্রে আছে,—সে লঘুক্রিয়া সাম্‌লাবার জন্যে আমাদের থাক্‌বার দরকার নেই। তারপর তোমার স্বামী এসে কি করবেন তা-ও বলা যায় না ত'—ধর, যদি তিনি তোমাকেও আটকান আর এঁকেও না ছাড়েন তখন আমার ইতোনষ্ট-স্ততোভ্রষ্টঃ হবে। তাছাড়া এর মধ্যে একটি প্রগাঢ় যুক্তির কথা আছে। সরযূকে একেবারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রো না, গাড়ি থেকে আস্‌তে আস্‌তে সরযূ তোমাকে যে কথাগুলি শোনাচ্ছিল তা শুনে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ো না। এমন চমৎকার কথা বলবার ক্ষমতা ওর আছে যে, যা ব'লে তাই বিশ্বাসযোগ্য ব'লে মনে হয়। সরযূ যখন যেতে রাজি হয়েচে, নিষ্কণ্টক হওয়ার সুবিধে হারিয়ো না।"

সরযূর মুখে হাসি দেখা দিল ; বলিল, "দাদা, আপনার কাণ্ড দেখে আমি অবাক্ হয়েচি। আপনি চোরকে চুরী করতে বলেন আর গৃহস্থকে সাবধান ক'রে দেন।"

এবার সরমারও মুখে হাসি দেখা দিল ; কিন্তু তখনি মুখ বিমর্ষ করিয়া বলিল, "তবু ত' এখন ওঁকে নির্জ্জীব অবস্থায় দেখ্‌চেন ; দিদি বেঁচে থাকৃতে যদি দেখতেন—"

নরেশের মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল ; বলিল, "এখন বারুদে জল পড়েছে ; কিন্তু সে-সব কথা উপস্থিত থাক্—আমি এখন চল্লাম সরমা, ষ্টেশন থেকে তোমার জিনিসপত্র আর বিন্টুকে নিয়ে আস্‌তে। তুমি ততক্ষণে প্রস্তুত হ'য়ে থাক সরযূ।"

সরমা বলিল, "আমিও আপনার সঙ্গে যাই জামাইবাবু।"

নরেশ বলিল, "ক্ষেপেছ সরমা, রাজ্য ফিরে পেয়ে আর এক-পা নড়্‌তে আছে ? তাছাড়া, দেখায় না ভালো। সরযূ মনে ভাববে, তার

সাক্ষাতে যে-সব কথা বল্‌বার তুমি সুবিধে পেলে না—সেইসব কথা আমাকে বলবার উদ্দেশ্যে যেতে চাচ্ছ।"

সরযূ হাসিতে হাসিতে বলিল, "দাদা, আপনি অদ্ভুত মানুষ! আপনি মরা মানুষকেও হাসাতে পারেন।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নরেশ এবং সরমাকে বসিয়া থাকিয়া খাওয়াইয়া নিজে সামান্য জল খাইয়া সরযূ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

নরেশ বলিল, "তোমার জিনিসপত্র সরযূ?"

সরযূ মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "আশ্রয় দেওয়ার সম্পূর্ণ পুণ্য থেকে আপনাকে একটুও বঞ্চিত করলাম না দাদা, বাড়ি পৌঁছে শুধু অন্ন দিলেই হবে না, বস্ত্রও দিতে হবে। মাস তিনেক আগে যে-বেশ প'রে শুধু হাতে এ বাড়িতে এসেছিলাম, আজ ঠিক সেই বেশ প'রে চলেছি। আপনার বাড়ি গিয়ে তুলে রেখে দেব; যেদিন আপনার কাছ থেকে রেহাই পাব সেদিন আবার এই বেশ প'রে বেরিয়ে পড়ব।"

চাকর-বাকররা জড় হইয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের ডাকিয়া সরযূ বলিল, "আমি আজ বাপের বাড়ি চল্‌লাম।" সরমাকে দেখাইয়া বলিল, "ইনি তোমাদের মা। আমাকে যদি আর কখনো দেখ মাসিমা ব'লে ডেকো। ভগবান তোমাদের সুখে রাখুন।"

চাকররা বিষণ্ণমুখে সরযূর পদধূলি লইল।—মৈথিল পাচক হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বড় দুর্দ্দিন মা জী, বড় দুর্দ্দিন!"

নরেশ দুইখানা দশটাকার নোট পাচকের হাতে দিয়া বলিল, "তোমাদের মা-জী বকসিস্ দিলেন—ভাগ ক'রে নিয়ো।"

অন্দরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া সরযূ একবার চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইল; তাহার পর দ্রুতপদে নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়ালে টাঙানো রমাপদর ফটোর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। নির্নিমেষে

দেখিতে দেখিতে সহসা দুই হাতে টপ্‌ করিয়া তুলিয়া লইয়া বুকের কাছে লইয়া আসিল—তাহার পর কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে মাথায় ঠেকাইয়া দেওয়ালে টাঙাইয়া দিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার পর কোনো দিকে আর না তাকাইয়া সোজা মোটরে গিয়া বসিল।

পর মুহূর্তে মোটর নিজের ধূলিতে নিজেকে অদৃশ্য করিয়া ঝড়ের মত ষ্টেশনের দিকে ধাবিত হইল।

৩২

সেই দিনই রাত দশটার সময় রমাপদ তিখণ্ডায় ফিরিয়া আসিল। চাকরেরা সেদিনের ঘটনার কথা কিছু বলিতে সাহস পাইল না। ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমাপদ ডাকিল, "সরযূ, সরযূ!"

কোনো উত্তর পাইল না—বিস্মিত হইল। এমন দিনে মোটরের শব্দ পাইয়া সরযূ বারান্দায় গিয়া দাঁড়ায়—আর আজ ডাকিয়াও সাড়া পাওয়া যাইতেছে না! এই দশটার মধ্যেই সরযূ ঘুমাইয়া পড়িল না-কি!

সরযূর ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল খাট নেই। নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া গভীর বিস্ময়ে দেখিল তাহার খাটের পাশে সরযূর খাটে মশারী ফেলা। তাড়াতাড়ি মশারী তুলিয়া দেখিল তাহার মধ্যে সরমা আর ঝিণ্টু শুইয়া ঘুমাইতেছে। যাহা দেখিতেছে তাহাই ঠিক কি-না বুঝিয়া দেখিবার জন্য চৈতন্যটাকে একবার নাড়া দিয়া লইল। একবার মনে করিল সরমাকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া তোলে; কিন্তু তাহা না করিয়া বিমূঢ়ভাবে চেয়ারে গিয়া বসিয়া পড়িল। সামনেই টেবিলের উপর দেখিতে পাইল একটা খামে মোড়া চিঠিতে বড় বড় অক্ষরে তাহার নাম লেখা। ল্যাম্পটা তাড়াতাড়ি জোর করিয়া দিয়া খুলিয়া দেখিল নরেশ লিখিয়াছে—

কল্যাণীয়েষু,

সরমাকে দিয়ে সরযূকে নিয়ে চল্‌লাম। সরমার মুখে সমস্ত অবগত হবে। প্রার্থনা করি, আজকের এই লেন-দেন তোমার এবং আমার উভয়ের পক্ষে শুভ হ'ক। ইতি,

আশীর্ব্বাদক

শ্রীনরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিঠি পড়িয়া রমাপদ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল— তাহার পর টেবিলের উপর দুই হাত রাখিয়া তাহার উপর মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সমাপ্ত

ক'খানা বিখ্যাত উপন্যাস

ভাল উপন্যাসই আগে পড়া উচিত

অস্তরাগ—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ... ২।

রূপের অভিশাপ—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত .. ২

পূর্ণচ্ছেদ—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ... ১॥

গরীবের ছেলে—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ... ২৲

লুপ্তশিখা—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ... ২৲

অসাধু সিদ্ধার্থ—জগদীশচন্দ্র গুপ্ত . .

নানা সাহেব—দীনেন্দ্রকুমার রায় ... [illegible]

তাবিজ—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ... [illegible]

বহ্নিশিখা—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ... ২৲

রক্তলেখা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ... ১৸৹

লক্ষ্মীছাড়া—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ... ২৲

পঞ্চশর—প্রেমেন্দ্র মিত্র ... ১।৹

সোনার পাহাড়—দীনেন্দ্রকুমার রায় ... ২৲

সতী—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ... ২॥৹

যাযাবর—প্রবোধকুমার সান্যাল ... ১।৹

রূপের বাহিরে—জগদীশচন্দ্র গুপ্ত ... ১।৹

মাটির রাজা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ... ১৸৹

রহস্যের খাস-মহল—দীনেন্দ্রকুমার রায় ... ২৲

অন্তরায়—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ... ২॥৹

দীপক—দীনেশরঞ্জন দাশ ... ১॥৹

আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স্

২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।